কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

নবপর্য্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩১৮।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ কার্য্যালয়।

কলিকাতা।

৮৩।১ গ্রে ষ্ট্রীট্, সমাজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত।

একাদশবর্ষের সূচীপত্র।

	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	অনুরোধ পত্র।	অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ।	৩২২
২।	অসামাজিক কায়স্থ।	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার।	১৬০,১৭৯,২১৯,৩১২।
৩।	আমার কৈফিয়ৎ।	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।	৩৫১
৪।	আর্য্যসমাজে ক্ষত্রিয় সম্মান।	অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ।	৩১৯
৫।	আহ্নিককৃত্যমের প্রতিবাদ।	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।	১৮৫
৬।	উদ্দীপনা।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।	২১২
৭।	উপনীতের অভিবাদন।	শ্রীভূপালচন্দ্র সরকার।	১০৪
৮।	উপাধি দান।	পাবনা ব্রাহ্মণ-সভা হইতে।	৩৩৫
৯।	একটী নিবেদন।	শ্রীসতীশচন্দ্র বালো।	৩৫৬
১০।	করণ প্রকরণ।	শ্রীভূপেশ্বর হালদার বি, এল।	২৫৫
১১।	কার্য্যবিবরণী		৴০,৵০,৶৴০,১৵০,১॥৴০,১৸৴০,২৵০
১২।	কায়স্থ (পদ্য)।	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।	৩৬৯
১৩।	কায়স্থের অধিকার।	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।	২১৩
১৪।	কায়স্থের গৃহদেব পূজাদিতে ভোগ দেওয়া যাইতে পারে কি না?	শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ	২৭৭
১৫।	কায়স্থ-দীপিকা।	শ্রীভূপেশ্বর হালদার বি, এল	২৬৫,২৮৪,৩৫৯,৩৭৪
১৬।	কায়স্থ-প্রসঙ্গ।	সম্পাদক।	২০০, ২৬৮, ২৯৯, ৩২৯
১৭।	কায়স্থ-পরিচয়।	শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ।	৪৮,৮৪,২০৪
১৮।	কায়স্থ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়।	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।	৭২
১৯	কায়স্থ-সমাজের প্রতি নিবেদন	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।	৩৮৯
২০।	কায়স্থসমাজের ইদানীন্তন কর্ত্তব্য।	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।	৩২৪
২১।	কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত।	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।	১৭০, ২৮০
২২।	কীর্ত্তি লোপ।	শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র।	১৭
২৩।	কুশণ্ডিকা।	শ্রীসারদাচরণ মিত্র, এম এ, বি এল,	১০৫
২৪।	গ্রন্থ-সমালোচনা।	সম্পাদক।	১৯৪,২৬৭,২৯৫,৩২৭,৩৬৫,৩২৭,৩৬৫,৩৯৭,
২৫।	চিত্রগুপ্ত।	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।	৩৫৩
২৬।	চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে বক্তব্য।	ঐ	৩৯৩
২৭।	জাতি-ভেদ।	(নাম অপ্রকাশ)	২৬৭
২৮।	জ্ঞান ও কর্ম্মের এক পৃষ্ঠা।	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।	১৪৮
২৯।	দান।		১,৩৩,৬৫,৯৯,১৩১,১৬৩,২০২,২৩৫,২৬৯,৩০১,৩৩৫,৩৬৭
৩০।	ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয়-প্রতিভা।	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।	৩,১৭২,৩০৬
৩১।	পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ।	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল	২২৭,২৪৫, ২৮৯,৩৩৮
৩২।	পাবনা ব্রাহ্মণ-সভা।	শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ মজুমদার।	৯০
৩৩।	পুরাণে চিত্রগুপ্তালেখ্য।	শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ।	৩৭
৩৪।	প্রচার-কার্য্যের বিবরণ।		৯৬, ১৯৭, ২৯৫, ৩৬৬
৩৫।	প্রতিবাদ।	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।	১৬৮
৩৬।	প্রতিবাদ।	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ রায়।	১৬৯
৩৭।	বংশাবলী।	শ্রীতারিনীপ্রসাদগুহ জ্যোতিষী।	২৫১,২৮৬,৩৪৩
৩৮।	বঙ্গের মিত্রবংশ।	ডাক্তার শ্রীহেমন্তকুমার বসু।	৩৭১
৩৯।	বঙ্গাল ও ডেঙ্গর।	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার।	২৪০
৪০।	বঙ্গীয় কায়স্থ সমীপে নিবেদন।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।	২৭৬
৪১।	বর্ত্তমান সমাজ-তত্ত্ব।	অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ।	২৪
৪২।	বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনা।	(নাম অপ্রকাশ)	১১১
৪৩।	বিজ্ঞাপন		১৩০
৪৪।	বোধন-সঙ্গীত।	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।	৩৩৬
৪৫।	'বৌ' ভাত।	(বিশ্বদূত হইতে)	৪৮
৪৬।	ভগবান্ মনুর ইস্তাহার।	শ্রীপাহাড়িয়া পাখী।	১৭৭
৪৭।	ভারতবর্ষের কায়স্থগণের একতা।	শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল।	১৪৭
৪৮।	ভূমিক ও ভৌমিক।	শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।	৩৭৯
৪৯।	ভ্রম-সংশোধন।		৩১,৩০০,৪০৪
৫০।	ভ্রান্তি-অপনোদন।	ডাঃ শ্রীহেমন্তকুমার বসু।	৯৩
৫১।	মরণ-মঙ্গল।	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।	১৬৬
৫২।	সংবাদ।		৩২,৬৩,১২৭,৩৬৬
৫৩।	সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা।	শ্রীসত্যবাদী গুহ।	১৪৩
৫৪।	সম্রাট ৫ম জর্জ্জের আবাহন।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।	৩০৫
৫৫।	সম্রাট ৫ম জর্জ্জের বিদায়।	" " "	৩৬৪
৫৬।	সামাজিক-সংবাদ।		১,৩৩,৬৬,১০০,১৩২,১৬৩,২০২,২৩৫,২৭০,৩০২,৩৩৫,৩৬৮

৫৭।	সারস্বত চিত্র ও গাংগায়নি চিত্র	শ্রীমধুসূদন সরকার।	৭৮
৫৮।	সূত্র-বাদ সংহনন।	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।	১০
৫৯।	হরিনারায়ণ দাস বিদ্যাসাগর।	ডাঃ শ্রীহেমন্তকুমার বসু।	২১
৬০।	হিন্দুবিবাহে পণ-প্রথা।	(নাম অপ্রকাশ	১০৭,১৩৬,২২৫,২৫
৬১।	ক্ষত্রিয়ের অধিকার।	কায়স্থাচার্য্য শ্রীবামাপদ চৌধুরী	৩৮০
৬২।	ক্ষত্রিয়-মহিলা।	শ্রীমধুসূদন সরকার।	১৮
৬৩।	ক্ষত্রিয়ের শক্তি পরীক্ষা।	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল।	১৩১

DOUBLE COLOUR

Presented to the K. P. S.
By Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩১৮। | নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত	১০৭৭৸০
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, সাং ১৩নং নিকাশীপাড়া লেন, কলিকাতা।	৭॥০
„ উমেশচন্দ্র বসু, ৩৩ নং বাড়ী, ৩৮ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন ...	৩৲
„ সুরেন্দ্রলাল নাগ চৌধুরী দেববর্ম্মা, সাং তেওতা, ঢাকা ...	২৲
	১০৯০।০

পুস্তকাগার ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	২১৲
রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব, সাং দিনাজপুর ...	১০৲
	৩১৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন

১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

(কটক, শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

ঘোষ, অভয়াচরণ।
মিত্র, নারায়ণপ্রসাদ।
„ রমেশচন্দ্র।
} সাং কটক।

(কলিকাতা শ্রীযুক্ত-নিবারণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের ৫৭ন
ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ বাটীর কেন্দ্র)।

দে, নিবারণচন্দ্র, বয়স ২৪, সাং লক্ষ্মীপুর, ত্রিপুরা জেলা, (বঙ্গজ)
বসু, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, ১৮, „ বরদিয়া, ঐ „
২৪এ চৈত্র, ১৩১৭।

(কলিকাতা, বৌবাজার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রাহা
মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

বসু, অবণীচরণ, বয়স ২৪, সাং কাঠা দিয়া, ঢাকা জেলা, (বঙ্গজ
„ খগেন্দ্রচন্দ্র, ১৯, ঐ ঐ ঐ
গুহ, সীতানাথ, ২৮, সাং সমাজ-ই শিবপুর, ফরিদপুর জেলা ঐ
বসু, জগবন্ধু, ৫৩, ঐ ঐ ঐ ঐ
„ মধুসূদন, ৫০, ঐ ঐ ঐ ঐ
বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার, ৪৩, ঐ ঐ ঐ ঐ
৩০এ চৈত্র, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, মালিয়াট, শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু সীকদার
মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। মিত্র, পঞ্চানন, বয়স ৫০, সাং কলিমহর, ফরিদপুর জেলা।
২। „ বসন্তকুমার, ৪৮, ঐ ঐ
৩। „ সুধাংশুভূষণ, ২২, ঐ ঐ
৪। „ আশুতোষ, ৩২, সাং মালিয়াট ঐ
৫। সীকদার, বিদ্যাভূষণ, ৩২, ঐ ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়:—

৫ই বৈশাখ, ১৩১৮। কলিকাতা। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ২৭ পর্য্যায় সুখচর-নিবাসী-সাতুলাল মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত চুঁচুড়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ পরেশনাথ সোমের (হাং সাং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা) প্রথমা কন্যা।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায়:—

৭ই বৈশাখ, ১৩১৮। কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ জেলা। কুচবেহারস্থ শৈলমারী

নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীগোলকচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্রের সহিত কাঞ্চনতলা নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ ৺পার্ব্বতীচরণ মিত্রের প্রথমা কন্যার।

৭ই বৈশাখ, ১৩১৮। ভগলপুর। বিক্রমপুর জেলাস্থ সামসিদ্ধি-নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীচন্দ্রকান্ত মিত্রের পৌত্র ও শ্রীশ্রীকান্ত মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসরোজ-কান্তের সহিত ষোলঘর নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষের (হাং সাং ভগলপুর) প্রথমা কন্যার।

—*—

ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয় প্রতিভা।

সুবিখ্যাত বৈদিক "পুরুষ সূক্তের" মন্ত্রাবলীর মধ্যে এই—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এবং মর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর মতবাদ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল মত ভেদের আলোচনার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ভগবতী শ্রুতিবাণীর রহস্য অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সমস্ত পুরুষ সূক্তটী যে কোন একটী প্রসিদ্ধ ভাষ্যের সাহায্যে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে আশানুরূপ ফললাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বাক্যের পুরাণ সম্মত এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মনঃপূত ব্যাখ্যা এই যে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ যথাক্রমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তদনুসারে সমাজে তাঁহাদের উচ্চাবচ স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা বেদবাণীর ব্যাখ্যার নিমিত্ত পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না, প্রত্যুত, পুরাণশাস্ত্রে শ্রুতি বাক্যের বহু অপব্যাখ্যা প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মত এই যে, বিশাল মানব সমাজকে পরব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি স্বরূপ কল্পনা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ, বৈশ্য উরু স্বরূপ এবং শূদ্র পদস্বরূপ প্রতিভাত হয়! পুরাণশাস্ত্রের শিরোমণি মহাভারতের মহোজ্জ্বল রত্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্যে দেখিতে পাই,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" গীতা।৪।১৩॥

গুণ এবং কর্ম্মবিভাগ হেতু চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সত্ত্ব, রজঃ, এ
তমঃ এই গুণানুসারে তাঁহাদের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্ব
প্রধান,—ক্ষত্রিয় রজোগুণ প্রধান, বৈশ্য রজঃ এবং তমঃ এই উভয়গুণ মিশ্রি
এবং শূদ্র তমোগুণ প্রধান প্রকৃতি পাইয়াছেন। এই প্রকৃতি ভেদে
ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আহার, কর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, জ্ঞান এবং বুদ্ধি পৃথ
পৃথক্ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগব
এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনিসন্ধিৎসু এবং জিজ্ঞাসু পাঠ
মহাশয়গণ গীতার ঐ ঐ অধ্যায় পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন
আমরা এখানে কেবল মাত্র সত্ত্ব ও রজো গুণের সম্বন্ধে কতকগুলি বাক্য উদ্ধা
করিতেছি ;—

"আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থংতপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥
দাতব্যমিতিযদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥ সপ্তদশ অধ্যায়
"দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন,।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥৯॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥
মুক্তসঙ্গো হনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্য মেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিকং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্থাৎ আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতিবর্দ্ধক এবং সরস, স্নিগ্ধ পুষ্টিকর ও রুচিকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। কটু, অম্ল, লবণ অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উগ্র, বা বিদাহী (যাহা আহারের পর অম্ল হইয়া বুকজ্বালা করে। এবং রোগে শোক ও দুঃখজনক খাদ্য রাজসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, যে শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক।

অপরন্তু স্বর্গাদিফলকামনায় ও নিজ মহত্ব-ঘোষণার জন্য যে যজ্ঞ সম্পাদিত তাহা রাজস। ফলাভিলাষ শূন্য, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধা সহকারে ত্রিবিধ তপস্যার (কায়িক, মানসিক ও বাচনিক তপস্যার বিষয় ১৪।১৫।১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক এবং সে তপ সৎকার মান ও পূজার জন্য দম্ভ পূর্ব্বক আচরিত হয়, তাহা রাজস। কেবলম কর্ত্তব্যানুরোধে, দেশকাল পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক, প্রত্যুপকা প্রত্যাশা না করিয়া যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক আর প্রত্যুপক প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদিফলকামনায় এবং কষ্ট সহকারে যে দান করা হ তাহা রাজসিক দান। কর্ম্মানুষ্ঠান কষ্টসাধ্য ইহা মনে করিয়া, কায়িক ক্লে ভয়ে যদি নিত্য কর্ম্ম (অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম) পরিত্যাগ করা হয়, এরূপ ত্যাগ রাজস, ত্যাগ বলে ; পক্ষান্তরে কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ কর্ম্মে আস ও কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। যে জ্ঞান দ্ব ভিন্ন ভিন্ন ভূত-সমূহে সর্ব্বস্থানব্যাপক এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপল হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান,—এবং যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দেহধারী ভূ সমূহে পৃথক্ পৃথক্ (স্বতন্ত্র independent) পদার্থের অনুভূতি হয়, তা নাম রাজস জ্ঞান। কামনা রহিত এবং রাগদ্বেষ বর্জিত হইয়া যিনি নিত্যক অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম এবং সকাম ও অহঙ্কারশালী পু যে সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য কাম্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম্ম রাজ কর্ম্ম। ফল কামনা বর্জ্জিত, অহংকার হীন, ধৃতি সম্পন্ন উৎসাহযুক্ত আ সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ম্ম-কর্ত্তাই সাত্ত্বিক এবং বিষয় প্রেমি কর্ম্মফল কামুক, লোভী, হিংসা পরায়ণ, অশুচি এবং ইষ্টশোকযুক্ত কর্ম্মক রাজসিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় অভয়, এবং বন্ধন ও মোক্ষ সে বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই বু দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী এবং যে বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য এ অকার্য্য, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সন্দিগ্ধরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকে রাজ বুদ্ধি কহে। যোগবল বশতঃ যে ধৃতি দ্বারা মনঃ, প্রাণ, এবং ইন্দ্রিয় সমূ ক্রিয়া শক্তিকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ ক যায়, তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে ; আর কর্ত্তৃত্বাদিতে অভিনিবেশ পূর্ব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করি পারেন, তাহার নাম রাজসী ধৃতি। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা

ান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য (১) এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম ; ার শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান এবং প্রভুভাব ই কয়টী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো গুণাধিক্য বশতঃ মনুষ্যের প্রকৃতির প্রভেদ আরও নেক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অধুনা শিক্ষিত সমাজে শ্রীমদ্ গীতার অধিকতর চলন থাকায় গীতার বাক্যই উদ্ধার করা হইয়াছে। এই বাক্যাবলী দ্বারা শগত জাতিভেদ সমর্থিত হয় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস এবং তাঁহারা মনে রেন, ভগবান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে একেবারে দুই ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত রিয়া দিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন বাদ বিতণ্ডা রিব না। ক্ষত্রিয় জাতি যে রাজ্যপালনে এবং যুদ্ধ বিদ্যায় অতি অসাধারণ তিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সময় পর্য্যন্ত রচিত শ্রুতি, স্মৃতি, রাণ ইতিহাস, কাব্য ও নাটকাদি গ্রন্থে ক্ষত্রিয়জাতির বাহুবল এবং রণপাণ্ডিত্যের শংসা শতমুখে গীত হইয়াছে। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণকে ও ভারতীয় ত্রিয়বীরগণের বীরত্বের বহুল প্রশংসাবাদ করিতে হইয়াছে। অধুনা আমাদের ৌভাগ্যক্রমে রাজার চেষ্টায় সমগ্রভারতে অপ্রতিম এবং অপ্রজিত শান্তি তিষ্ঠিত রহিয়াছে,—তথাচ আবশ্যকাতানুসারে ভারতের রাজভক্ত ক্ষত্রিয় রপুঙ্গবগণ তাঁহাদের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে কদাচ াচ্যুৎপদ হন নাই,—তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে অনেকে বলিবেন,—ক্ষত্রিয় রজোগুণ বিশিষ্ট—রাজসিক জাতি,—দ্ধই তাঁহাদের ব্যবসা ; সুতরাং শৌর্য্য, বীর্য্যে তাঁহাদের কৃতিত্ব না থাকিবে কেন ? কিন্তু ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের স্থান কোথায় ? যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেই ত ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয়জাতি ধর্ম্মজগতে ও কৃতিত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায় ? সেই প্রমাণ প্রদর্শনের জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। প্রাচীন হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কোনরূপ সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষের সভ্যতার চরম লক্ষ্য কি ? সমাজ তত্ত্বজ্ঞ

(১) জ্ঞান = ব্রহ্মজ্ঞান যাহা গুরুমুখে অথবা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা লাভ হয়।
বিজ্ঞান = স্বীয় অনুভব সিদ্ধজ্ঞান।
আস্তিক্য = পরলোক এবং বেদবাণীতে বিশ্বাস।

কল্পই মানব সভ্যতার লক্ষ্য এবং যে মানব সমাজ সেই লক্ষ্যের অধি
নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন,—সেই সমাজই অধিকতর সভ্যতা লাভ ক
ছেন। যে সমাজে অধিক সংখ্যক নরনারী নিজ নিজ মনুষ্যত্বের সর্ব্বা
এবং সমঞ্জস বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সমাজই সুসভ্য
বলিয়া প্রশংসা লাভের অধিকারী। দেহ এবং মন এই উভয় লইয়া মা
এই দেহ ত মনের যথাযথ, সামঞ্জস্য সহকারে উন্নতিই সভ্যতার লা
যে জাতি এই দেহ ও মানব এরূপ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন
তাঁহারাই ধন্য। সুস্থ এবং সবল শরীরে এবং রাগ দ্বেষ শূন্য পবিত্র
মন, মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে তুল্যরূপ আবশ্যক। ভারতের প্রাচীন সম
ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে এই শরীর এবং মন উভয়েরই যথাযথ উন্নতি-স
অতিশয় সহজ সাধ্য হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে
অধিক সংখ্যক আদর্শ স্থানীয় নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তত
কোন জাতির মধ্যেই হয় নাই। বর্ণাশ্রমবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে এ
অনুকূল কিরূপে হইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের সমাজে যে
অধিক সংখ্যক আদর্শ-চরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল আমরা ত
দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ঘাটন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আ
ত্মিক এবং মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকারসমূহ ক্ষত্রিয়
দেওয়া হইয়াছে;—প্রত্যুত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের অধিকার ক্ষত্রিয়ের অধি
অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ও অধিক নহে। আর্ষ স্মৃতিশাস্ত্রের গুরু শ্রীশ্রীমনু মহা
বলিতেছেন,—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতি গ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥
প্রাজানাং রক্ষণ, দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥ ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব
ব্রাহ্মণদিগের জন্য এবং প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ও বিষয়ে অনাসক্তি এ
কয়েকটী কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের ছা
কর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন, যজন এবং দান এই তিনটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম (duty) এ
অপর তিনটী অর্থাৎ অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ তাঁহাদিগের জীবিকা স্বরূ

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তদ্রূপ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে দান, যজন, অধ্যয়ন এবং
বিষয়ে অনাসক্তি এই কয়েকটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম (duty) এবং প্রজাপালন
জীবিকা নিরূপিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে বৈশ্য বর্ণের কর্ত্তব্য
কর্ম্ম বা duty স্থলেও ঐ যজন অধ্যয়ন এবং দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপর
কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের পক্ষেই অধ্যয়ন,
দান ও যজন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তবে বৈশ্যের পক্ষে
কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা ও কুসীদ গ্রহণ (*) জীবিকারূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায়
তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সেরূপ সুবিধা হয় নাই।
যাহা হউক, বৈশ্যের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত
নহে। ক্ষত্রিয় বর্ণই আমাদের আলোচ্য এবং আমরা ক্ষত্রিয়বর্ণ সম্বন্ধেই বিচার
করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম
বিদ্যমান ছিল এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের বালকদিগকে এই চারিটী
আশ্রম যথাক্রমে প্রতিপালন ও গ্রহণ করিতে হইত। ব্রাহ্মণবালক পঞ্চম
অথবা অষ্টমবর্ষে এবং ক্ষত্রিয় বালক ষষ্ঠ অথবা একাদশবর্ষে যথাবিধি উপনয়ন
সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকার করতঃ গুরুগৃহে গমন করিতেন
(১) এবং তথায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোর নিয়ম সমূহের সমক্ বশবর্ত্তী হইয়া
পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন এবং সুসমঞ্জস বিকাশের চেষ্টা
ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য
সাঙ্গোপাঙ্গসরহস্য বেদাধ্যয়ন এই অধ্যয়ন কেবল মাত্র পুস্তকগত অধ্যয়ন

(*) পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বাণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যাস্য কৃষিমেবচ ॥ মনুসংহিত। ১ম অধ্যায় ৯০ শ্লোক।
অন্যান্য প্রাচীন জতিতে ও ত্রিবর্ণ দ্বিজের এইরূপ কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে,—বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

(১) "গর্ভাষ্টমে ব্দ্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপ নয়নম্।
গর্ভাদেকা দশেরাজ্ঞো গর্ভাত্ দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মবচ সকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনো অষ্টমে ॥ ৩৭ ॥
মনু, 'দ্বিতীয় অধ্যায়।'

(২) "ঋক্, যজু, সাম ও আচার্য্য এই চারিবেদ।
শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ।
সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব্বমীমাংশ ও উত্তরমীমাংশ এই ছয় দর্শন উপাঙ্গ।
উপনিষৎ সংগ্রহ—বেদের রহস্য।

ছিলনা ; অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অধীত বিষয় সমূহ অনুভব দ্বারা আয়ত্ত ক
হইত, এ দিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোর হইতে কঠোর নিয়মাবলীর য
প্রতিপালন দ্বারা শরীর সুস্থ সবল ও কষ্ট সহিষ্ণু, মন কামনা বাসনা ও
দ্বেষ বর্জ্জিত, এবং চরিত্র সরল, নির্ম্মল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিত। সু
ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালক তুল্যরূপ ক্লেশ সহিষ্ণু, স
নীরোগ, সচ্চরিত্র ও সুবিদ্বান হইয়া গুরুকুলের বাহির হইতেন। আ
বারে আমরা অতি সংক্ষেপে সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরিচয় দিব।

ক্রমশঃ

অখিলচন্দ্র পালিত

৬।৪।১১

সূত্র-বাদ সংহনন।

আমরা যে উদ্দেশে 'কায়স্থ-সূত্রের' খসড়া বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দ হই
প্রবন্ধাকারে বিবিধ মাসিক কাগজে প্রকাশার্থ দিয়াছিলাম, তাহা অ
বর্ষের পৌষ মাসে শেষ হইয়াছে। তবে বৃহৎ প্রবন্ধ এক সময় দিলে যে অ
হয় ইহাতে যে তাহা না হইয়াছে, এরূপ নহে,—কতকটা কায়স্থ-সংহি
প্রকাশকালে এবং কতকটা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ কালে অপলাপ ঘটিয়াছে
যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষার দোষ, অসংযত বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি
অনেকে হয়ত আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন ; তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবে
যেন আপনাপন উদারতা প্রভাবে মার্জ্জনা করেন। অবাক্য প্রয়োগ হইবে
দিনাজপুরাধিপের অন্যতম মন্ত্রী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় উপ
ও কতকগুলি উপাদান দিয়াছেন, বরিশাল গাভার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন
ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া এবং কথকগুলি গুহ্য বিষয়ের কথা ব
দিয়াছেন; বরিশাল নরুল্লাপুর হইতে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মিত্র, বগুড়ার উ
শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র সেন বি, এল বিচ্যুত বংশাবলী প্রেরণ করিয়াছে
এবং মালখাঁ নগরের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি মুন্সীগঞ্জের ১০

কল সম্মিলিত হইয়া বিক্রমপুর সমাজের সমগ্র কুলীন মৌলিকের স্থান
বংশ নির্দ্দেশ করত এক বৃহৎ তালিকা দিয়াছেন; ইহাতে ঐ সকল
াত্মা দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মনিষিগণ বলিয়াছেন, যদি দুইটী দ্রবময় পদার্থ কার্য্যকারণে মিশ্রিত
া পড়ে তবে হংসের ন্যায় তাহার গৌড়বান্বিত অংশ গ্রহণ করিতে
বে। কিন্তু ইহাতে সকলে সম্মত নহেন, আমরা এই নীতির সমর্থন
তে যাওয়ায় কতিপয় শ্রদ্ধেয় লেখক বাধা দিয়া বলিয়াছেন :—"স্বজাতীয়
হ যদি ছদ্মবেশে কল্পিত নানাবিধ যুক্তির সমাবেশ করতঃ—অভিনব
চমত প্রকাশে সমাজের অল্পবিস্তর ক্ষতি করে—বল্লাল বাহাত্তর ঘরকে আচার
হার ও শিক্ষায় অনুন্নত বিধায় নীচপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। বাণ-গুণ-ধনু-
আদিত্য-বর্ম্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি পদবী অনার্য্যের নহে ক্ষত্রিয়ের।" ইত্যাদি
সঙ্গীয় বাক্যে মিঠা কড়া শ্লেষ করিয়াছেন। আমরা উত্তরে সেরূপ
লিখিব না ; তবে এই বলিব যে বঙ্গীয়-কায়স্থগণের যে যে স্থানে
ান প্রধান তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন—"আমাদিগকে নিম্ন সংশ্রব
তে রক্ষা করিয়া পরে উপনয়ন দেও" সমাজের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ
লে দেখিতে পাইতেন তাঁহারা কি চান। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাস
লেই বুঝিতে পারিতেন কাহার স্বকপোল কল্পিত নূতন কথা! পদ-
ত লোকের জাতি নির্ণয় করা যায় না। তাহা যদি হইত তবে রাঢ়ীয়
ণ 'ঢোল' বংশ সম্বন্ধে বলিতে হইবে উহাঁরা সোপবীতী ক্ষত্রিয় (বঙ্গজ
াত্তর কায়স্থ) স্বজাতীয় অপর সাধারণের উপনয়নাভাব ঘটায় ঢোলবংশ
ণ সমাজে মিসিয়া পড়িয়াছেন। ধনু বা ধানুক ধাঙ্গরের মধ্যেও আছে,
এব এতৎ সম্বন্ধেও বলিতে হইবে যে ধনু বা ধানুক, পৃষধ্রের ন্যায়
ান দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধাঙ্গর জাতিতে একত্র হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আবারও
পদবীর বিচার করিয়া জাতি কি বর্ণ অবধারিত হয় না। লেখক
শয়কে অনুরোধ করি ওরূপ পদবী, বর্ণসঙ্কর ও অন্ত্যজাদির মধ্যেও
ছে, এ কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে হইলে "বাঙ্গালার, "পূরাবৃত্ত", পাঠ করি-
। মূল বর্ণ সমুহের নির্দ্ধারনেচ্ছা হইলে আর্ষগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।
কথা বর্ত্তমান যুগে খুলিয়া বলা সংগত নহে ; বলিলে পাশ্চাত্য উদা-
চার প্রভাবে সামান্যেও সতর্ক হইতে পারে। তবে সৌত্রিক যুগের
ঞ্চিৎ সঙ্কেত এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "ঋষের্যদপত্যঃ তদ্গোত্রমন্যতে॥"

ঋষিকুমার হইতেই গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, "তদ্বাহ্মণস্ত চ॥" তাহা ব্রাহ্ম
পক্ষে এবং "ক্ষত্রিয়স্য বা ইতিশ্রুতে॥" শ্রুতিতে আছে ক্ষত্রিয়ে
হইতে পারে "যেষাং সন্তি মন্ত্র দ্রষ্টাস্যঃ॥" যাহাদের বংশে মন্ত্রদ্রষ্টা
ছিলেন, "রাজন্যবৈশ্যয়োঋত্বিকপি॥" আরও রাজন্য বৈশ্যের পুরোহি
"নির্গোত্রোহিশূদ্রোবিজ্ঞায়তে॥" কিন্তু শূদ্রের গোত্রাভাবই প্রসিদ্ধ আছে।

আমরা শাস্ত্রের এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কতিপয় বংশানুস
করিয়া কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি যথা—উত্তরঋষি, ব্রহ্মঋষি, বিনা
ভৃঙ্গঋষি, পাগলাঋষি, হবিঋষি, জনঋষি, পবনঋষি এবং চন্দনীঋষি।
গোত্রগণে ইহার কোন ঋষির নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। এমতাব
ক্ষত্রিয়গণ উহাদিগকে কি প্রকারে অঙ্গে ধারণ করিবেন? তাই এব
বহু শাস্ত্রীয় সঙ্কেত সাহায্যে কুলাচার্য্যগণ আর্য্য-কায়স্থের বিশুদ্ধতা র
নিয়ম নৃপাদেশে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব উহাদিগের বি
কায়স্থাঙ্গচ্ছেদও হয় না বেদনাও বাড়েনা। সমাজ সংস্কার করিতে হ
সংস্কারের সার্থকতা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহাই করা বিধেয়।

অপর প্রতিবাদক শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু। বসু মহাশয় ১৩১৬ ব
ব্দের মাঘের কায়স্থ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে "কুলবিধি পর্য্যালো
করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে বঙ্গের ছোট বড় সকল কুলীনেরই প্র
ও পরোক্ষ ভাবে কুলভঙ্গের কারণ ঘটিয়াছে। এমতাবস্থায় শেষ সমীকা
যাঁহারা কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের বংশধরগণকে নানা কা
হীন ভাবে থাকিলেও সমাজে আদর করা উচিত।" এ আবদার স
কোন্ যুক্তি বা প্রমাণে মানিয়া লইবে? প্রবীণ ব্যক্তি এরূপ আব
করিতে কোনরূপেই সাহস করেন না!—যে কারণে এক শ্রেণীর কুলী
দিগের কুল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেই কারণ শেষ সমীকরণের কুলীন ব
ধর দিগের ঘটিলে, সমাজহিতৈষী, সাম্যবাদী এবং উন্নতিকামী মনি
তাহারই সমন্বয় করিয়া দিবেন। আবদার তাঁহাদের নিকট স্থান পায়
ইহাই চিরন্তন রীতি; এতএব ওরূপ কথার উপসংহার এই স্থানেই করুন,
অগ্রসর হইবেন না।

অতঃপর হেমন্ত বাবু বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় আমার ভ্রম সং
করিতে গিয়া স্বয়ংই মহা ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছে
গোপাল বসুর সময় যখন "দত্তক পুত্রেকুলং নাস্তি" কথা জানিতে

য়াছে তখন কি সমাজপতি ছিল না? জানি দত্তকপুত্র পূর্ণাশৌচভোগী
হ সুতরাং কেমন করিয়া ঔরস পুত্রের সহিত সমান সম্মানি হইবে?
প্রবন্ধে দত্তক পুত্রে কুলং নাস্তি" ইহা ভুল বলায় কারণ জয়ী মিত্রের
কুলতা বঙ্গজ বসু-ঘোষ গুহদিগকে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে
ত্র দিগকে ঠাকুর না বলিয়া মহাশয় বলে যে মিত্র বংশে এতদূর অবনতি
হাকে সহজে উন্নীত করিতে পারিলে অবশ্য চেষ্টা করিতে পারেন।—
ঙ্গা বা ফতেয়াবাদ সমাজ "বাদ" সমাজ বলিয়া নগণ্য ছিল তজ্জন্য তৎ-
নে যে সকল কুলীন বংশ বাস করেন তাঁহারাও তত সমাদৃত নহেন
র্ত্তমানে যে সকল কুলীন বংশোদ্ভব কায়স্থ আছেন তাঁহাদের আদিস্থান ভূষণা
হে।

লেখক মহাশয় আলোচ্য প্রতিবাদে যে রকম সমাজতত্ত্বানভিজ্ঞতা, সত্যের
পলাপ এবং পূর্ব্বাপর্য্যবিরোধ করিয়াছেন তেমন বহুবিধ কুলশাস্ত্রের বিদ্যমান
কা সত্বেও মাত্র দুই একখানা সংগৃহীত গ্রন্থের পর নির্ভর করিয়া 'বাদ'
ারম্ভ করিয়াছেন। আমরা অনেকগুলি হস্তলিখিত কুলাচার্য্যকারিকা
আলোচনা করিয়া ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পর্য্যালোচনায় জানিতে পারি-
ছি যে গোপাল বসু দত্তক পুত্র নহেন, পালকপুত্র। এজন্য জনশ্রুতিও
আছে "গোপাল কুল পালক"। বসু মহাশয় যদি আমাদের এই অদূরদর্শিতা
দখাইয়া প্রতিবাদ করিতেন তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের ধন্যবাদ
জী হইতেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সমর্থ না হওয়ায় অনেক অবাস্তব বিষয়ের
অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বে যখন দত্তকপুত্র ছিল না তখন "দত্তক-
ত্রে কুলং নাস্তি" এই অশাস্ত্রীয় কথাও ছিল না। উহার প্রথম উৎপত্তি
জুদেশ হইতে প্রকাশিত "কায়স্থ বংশাবলী" তৎপর অন্যান্য সংগ্রহকার
হা হইতে ঐ কথা স্বীয় স্বীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অশৌচের বিচারে
দত্রিম কি কৃত্রিম পুত্রের সহিত ঔরস পুত্রের সম্মান অথবা বিষয়াধিকারিত্ব সম্বন্ধে
বিশ্বামিত্র পুত্র অষ্টক প্রভৃতির সহিত দেবরাত এবং রামাত্মজ লবের সহিত কুশের
সম্মান ও উত্তরাধিকারিত্ব ধীরভাবে অধ্যয়ন করিলেই সংশয় হীন হইতে
পারিবেন।

জয়ী মিত্রের নিষ্কুলতার কথা এপর্য্যন্ত আর কাহাকেও লিখিতে বা বলিতে
জানা যায় নাই, এজন্য ও কথাটী হেমন্ত বাবুর স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বুঝা
গেল। পূর্ব্বোক্ত—"কায়স্থ বংশাবলী" কিম্বা ৺শশীভূষণ নন্দী মহাশয়ের "ধ্রুবানন্দ

মিশ্র কৃত "কায়স্থ কারিকা" প্রভৃতি সংগৃহীত গ্রন্থে আছে যে—জৈ মিত্র নিঃ
নিবন্ধন পোষ্যপুত্র রাখায় পরবর্ত্তীকালে বঙ্গে মিত্র বংশে কুলাভাব হইয়াছে
ইহার অসত্যতা প্রতিপাদন করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না ঐ কায়স্থ ক
বলী গ্রন্থেই অন্যান্য কুলীনের সহিত মিত্র বংশের সমীকরণ রহিয়াছে; সেই
করণের আচার্য্য চূড়ামণিকৃত বৃত্তি * পড়িলেই জৈ মিত্রের দত্তকপুত্র গ্রহণের
একেবারে উড়িয়া যাইবে। অধিকন্তু দেখিতে পাইবেন সংগ্রহ কারগণ যাঁহাকে
বলিতেছেন বৃত্তিকার তাঁহাকে "কুলজ্ঞ কুলদীপক" লিখিয়াছেন। তাঁ
কন্যা বনমালী বসু দান পাইয়া আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঘটক ও সম্ব
মত দিগের রূপবর্ণার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বসুর্ঘোষাদির শেষ
করণ পর্য্যন্ত কোন্ কুলীনের কিরূপ ভাব তাহা লিখিত আছে; জৈ মি
বংশধর দিগের সম্বন্ধেও সেই প্রকার রহিয়াছে।—১২শ প
নেঙ্গ্রী মিত্রের কুলের ভাব উচিত, ১৩শ পর্য্যার বিলগাঁ
মনসাসারাম মিত্রের কুলের ভাব অপ ১৪ পর্য্যায় জানকী মিত্রের উ
১৫শ পর্য্যার পরশুরাম মিত্রের কুলের ভাব উচিত। অনন্তর
সকল সমাজপতি বিত্তাদি দান দ্বারা কুলীন স্থাপন করিয়া সমাজ
করিয়াছিলেন, তৎকালেও মিত্র বংশীয় কুলীগণ সমাজপতিগণের নিকট পূ
বঞ্চিত হন নাই। ১৪শ পর্য্যার দৈকীনন্দন মিত্র সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় কে
রায়ের নিকট বিত্ত ও পূজা পাইয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে উঠিয়া গিয়া বিক্র
পুরের অন্তঃপাতী চতুর্মণ্ডলে বাস গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন
ইদিল পুরের জমিদার প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্থাপক মহাত্মা কমল নারায়ণ রা
অন্যতম দুহিতা বিন্দুমতীকে কুলীন মিত্র বংশে দান করিয়াছিলেন তাহ
জানিতে পারা গিয়াছে। † এক্ষণে আমাদের বাধ্য হইয়াই বলিতে হ
শ্রেদ্ধেয় হেমন্ত বাবুর আবদার রাখিতে হইলে মিত্র বংশের কৌলীন্য যাহা
রক্ষিত হয় সে জন্য সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই যত্ন লওয়া এক
কর্ত্তব্য।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে নামের শেষে "ঠাকুর" শব্দ প্রয়োগ না থাকি

* এই বৃত্তির নাম "কুল পঞ্জি" ইহা ইদিলপুরের ঘটক এবং দেহের গাঁতির সন্ন্যায়
দিগের বাটীতে যত্নের সহিত আছে।

† জন শ্রুতি আছে যে মেঘনা নদীতে এই ব্যক্তির, চৌধুরীমহাশয়দিগের প্রদত্ত স
ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সপুত্র বীরমোহন পরগণায় গিয়া বাস করেন।

কুলীন নহে; একথা অভিজ্ঞ ও কুল তত্ত্ববিদ্ সুধিগণ কিছুতেই
মনে করিতে পারেন না। এরূপ হইলে ১৩ পর্য্যার জিতামিত্র
র পূর্ব্বে বঙ্গজ গুহ দিগের কুল ছিল না বলিতে হইবে। কেননা
চার্য্যের গ্রন্থে ঘোষ বংশাবলীতে আছে—"খ্যাতো বঙ্গে সুভাসিতঃ ঠকু-
মহাবলীঃ॥ বসুবংশাবলীতে আছে—"বসুস্তু চন্দ্রদ্বীপেশঃ ঠকুরশ্চ মহা-
॥" মিত্র বংশাবলীতে আছে—"অশ্বপতি মিত্রঃ খ্যাতো বঙ্গেচ ঠকুরঃ
ঃ।" কিন্তু গুহ বংশের এই ঠাকুর কথাটা বল্লাল প্রশংশিত ব্যক্তিতে
রাপিত না হইয়া ১৩ পর্যায় হইয়াছে;—জিতামিত্রো মহাবীরঃ ঠকুরশ্চ
বলী।" বাস্তবিক শাব্দিকগণ 'ঠাকুর' শব্দ কুলীনে আরোপ করেন
* অমানুষ ভাবের পর আরোপ করিয়াছেন। আমরা সেই অমানুষ
দেব ভাব বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষের প্রমাণেও আছে যে
প্রতিমাদিকেই লোকে ঠাকুর বলে। এ উপাধি গ্রহণের প্রয়োজনিতা
স্বভাবের ব্যত্যয়ে তাহার নামে বিক্রিত হওয়াই ঐ উপাধি গ্রহণের
য়াজনিতা সিদ্ধ হয়। † অতএব ঠাকুর শব্দাভাবে মিত্র বংশে ইহাই সঙ্গতি
তেছে যে তাঁহাদের স্বভাবের অভাব হয় নাই কুলীনই রহিয়াছেন।

ফতেয়াবাদ পরিত্যক্ত স্থান তাহা আমরাও জানি। কিন্তু সেস্থান কোথায়?
ছা বর্ত্তমান খুলনা জেলার 'দড়াটানা' নদীর কাছে, ‡ হাউলি কাড়াপাড়া
্যাদি স্থান লইয়া; আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঐ কথা স্বীকৃত হইয়াছে।
বা হেমন্ত বাবু যেস্থানে ভূষ্ণা বা ফতেয়াবাদ নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিবাদ
রিয়াছেন, তাহা এক সময় চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সীমার মধ্যেই ছিল।
দশ শতাব্দীতে মহারাজা মুকুন্দ রাম রায় ঐ অংশের ব্রাহ্মণ কায়স্থের
জ পতিত্ব গ্রহণ করায় ভূষ্ণা নামে অভিহিত হইয়াছে। কুলাচার্য্যদিগের
স্থ প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সীমা নিম্নোদ্ধৃত প্রকার রহিয়াছে।—

"পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতীতথোত্তরে।
মধুমতীঃ পশ্চিমে চ সমুদ্র দক্ষিণে তথা॥

* মদ্রচিত 'কায়স্থ-তর্কসমাধানে' কুলীন কথা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

† কায়স্থ-সূত্রে পদবীর দার্শনিক মীমাংসা আছে।

‡ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে।"ভূষ্ণায়-ক্ষত্রিয়প্রতিভা" প্রবন্ধে
খিয়াছি।

আষু ক্ষিতিষু কায়স্থ কর্ম্মাচ্চ প্রবরা ‍ৃতাঃ।
অন্যস্থান স্থিতা যে চ ইতরা স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই উত্তরসীমাবাহিনী ইছামতী কেথায় দিয়া প্রবাহিতা, হেম
তাহার কোন সন্ধান রাখেন না। প্রাচীন মানচিত্র দেখিবেন ১৬শ
ব্দীতে পদ্মা যখন কানাইপুরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা ছিল, ই
তৎকালে মধুমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে পদ্মা হইতে
হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বর্ত্তমান পাবনা ও ঢাকা জেলার মধ দিয়া ব্রহ্মপু
মিলিত হইয়াছিল। এখন অবশ্য উহার এবং পদ্মার বহু পরিবর্ত্তন হ
তবে সাবেক রেখা এখনও নির্দ্দেশ করিতে কোনরূপ বেগ পাই
না। আইন-ই-আকবরীর "হাউলি ফতেয়াবাদ" উপরোক্ত সীমার প
মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়াবধি তথায় বহু কায়স্থের বাস থাকায়
তাহাদিগকে "ফতেয়াবেদে" বলিতে সাহস হয় না, তাই রাজা সী
রায়ের উৎসন্নকৃত ভগ্ন সমাজকে "ফতেয়াবাদ" বলিতে সাহস করিতে
পাঠকগণ দেখুন তাঁহার কথায় কত অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে
এই সমাজের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কামার প্রভৃতির "সমাজ এখনও ভূষ্ণা
কথিত হইয়া থাকে, ওলপুরের চৌধুরীগণ এখনও সমগ্র বঙ্গজ কুলীন
মধ্যে অগ্রগণ্য। এমতবস্থায় সেই বহুসংখ্যক কুলীন অধ্যুসিত ভূষ্ণা সম
নগণ্য বলিয়া প্রকাশ করা কতদূর সাহসিকতা তাহা আপনারাই
বঙ্গজ কোন কুলীনই প্রথম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত যশোহর
পুরাদি স্থানে ছিলেন না, সকলেই বিক্রমপুরের পতনে চন্দ্রদ্বীপ প
বাস গ্রহন করেন। তৎপরে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া অপনাপন বে
অক্ষুণ্ণ করিয়াছেন তাই বলিতেছিলাম ভবিষ্যতে আর এরূপ অযথা সম
করিবেন না

ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ

কীর্ত্তি লোপ!

ঐ যা! বল্‌তে না ফল্‌তে! ব্রাহ্মণ মহাশয়দের যে আশঙ্কা তাহা সত্য সত্যই বা
…্য পরিণত হয়। বৈদ্য মহাশয়েরা নাকি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইবেন বলিতেছেন,
…ইত বামনাই আর থাকে কৈ? বৈদ্য মহাশয়েরা এত দিন ত, অর্থাৎ
…া লওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ হইবেন বলেন নাই।
…ার যে সুরে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যে অদূর ভবি-
…চ কোন দ্বীপ ছাড়িবেন তাহা অনুমান হয় না। এই 'শাক' শব্দটী
ব্যঞ্জক রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা এক অন্ন "পঞ্চাশ বেঞ্জন" রন্ধন হইয়াছে,
…য়াও প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন—যে 'পাক' শাক হইয়াছে? তবেই দেখা
সামান্য শাকে অন্যান্য বহুবিধ ব্যঞ্জন সহিত সামান্য উপাদেয় আহার্য্য
…নিবিষ্ট রহিল—পায়সান্ন, পক্কান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি রহিল, কিন্তু প্রশ্ন-
…ী কেবল সামান্য শাকেরই উল্লেখ করিলেন। বৈদ্য মহাশয়গণ আজ
শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইলেন, তবে দুই দশ দিন পরে অগ্রদ্বীপী, নবদ্বীপী
…ণ হইতে ছাড়িবেন কেন? ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ সাধ ক'রে কি কায়স্থ
…শয়গণের পৈতা লওয়ার আপত্তি করিতেছেন। কায়স্থ মহাশয়গণ এখন
…ল পৈতা লইতেছেন, কিছুদিন পরে বৈদ্য মহাশয়গণের ন্যায় ব্রাহ্মণ
…ত চাহিবেন। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের দূরদর্শিতা প্রশংসাই বটে, কিন্তু রঘু-
…ন মহাশয়ের সুদূরদর্শিতার আরও প্রশংসা করিতে হয়। তিনি দেখিতে
…য়াছিলেন যে বেদাদি অধ্যয়ন ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া করিয়া রাখিতে
…রলে ভাবী কালের শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য অবেদজ্ঞ, কাজেই পতিত, এ হেন
…ণের কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। অন্যে বেদ পাঠ
…তে পাইবে না, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধের কোন কথাও জানিতে পারিবে
…। প্রকাশ করা ত দূরের কথা ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ;
…ন, কিন্তু কিসে যে ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয় তাহা জানিতে পারিবে না।
…র বেদাদি অধ্যয়ন ত, নিষেধ আছেই। যদি কায়স্থগণকে কোন কৌশলে
শ্রেণীভূক্ত করা যায়, তবেই স্বজাতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা করা হইবে।
…এব কায়স্থগণ "সৎশূদ্র" ইতি রঘুনন্দনস্য কীর্ত্তিঃ। কিন্তু তিনি আর
…চন না। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" তাঁহার পক্ষে আর বুঝি খাটিতে দিল না।

হে উপবীতী এবং উপবীত গ্রহণেচ্ছু কায়স্থ মহাশয়গণ যদি আ
একটা (proclamation) এই সময়ে প্রচার করিয়া দেন যে আপনার
কালে ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবেন না বা চাহিলেও অগ্রাহ্য ও বাতিল
তাহা হইলে আশা করি কায়স্থ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ বিদ্বেষানা
হইয়া থাকিতে আর রাজী না হইতে পারেন। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণকে
sound করিবার সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়, তবে
কৃতে যদি ন সিধ্যতী কোঽত্র দোষঃ" আমি বরাবর আপোষের পক্ষ
সেই জন্য ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের উদ্দেশে বলি ধৈর্য্যচ্যুতি করাইলে উ
প্রকাশ হয় না। আর মরিয়া করিয়া তুলিলে শেষ ফল প্রীতি প্রদ
না। আধুনিক রঘুনন্দন মহাশয়গুলি এই বেলা সময় থ
যদি কোন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বৈদ্য মহাশয়গণের ব্রাহ্মণ
পথ রোধ করিতে পারেন তবে তাঁহারা অবিলম্বে তাহার চেষ্টা
কায়স্থ মহাশয়গণ আপনাদের প্রসন্নতা লাভ প্রত্যাশায় যেমন রাগিয়া
থাকিয়া নিদ্রাসুখানুভব করিতেছেন, বৈদ্য মহাশয়েরা যে সেইরূপ
শূদ্রতায় পরিচয় দিবেন তাহা বোধ হয় না।

শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র।
দিনাজপুর।

ক্ষত্রিয় মহিলা।

কায়স্থ মহিলা যাঁরা বঙ্গ নিবাসিনী,
একবার স্মৃতি-পটে করহ অঙ্কন ;
কিরূপ গৌরবে পূর্ব্বে ছিলা গৌরবিনী
তোমাদের আদ্যতনী শ্বশ্রূমাতৃ-গণ। ১।
ঋষিকুলচূড়ামণি অঙ্গিরো দুহিতা
শশ্বতী সুখ্যাতি যাঁরা বিদিত সর্ব্বত্র ;
আ'সঙ্গ রাজর্ষি সহ হৈলা পরিণীতা,
পতি, পিতা, নিজে সবে মন্ত্র দ্রষ্টা। (১) ২।

(১) প্রযোগ রাজার পুত্র আসঙ্গ ; তিনি আঙ্গিরার কন্যা শশ্বতীর পাণি-গ্রহণ ক
ছিলেন। ৮ম মণ্ডল ১ম সূক্তের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ঋকের ঋষি আসঙ্গ এবং ঐ সূক্তে
ঋকে ঋষি শশ্বতী।

সেই উচ্চ বংশে জন্মি দাসীত্বে জীবন
করিতেছ গত যত ক্ষত্রিয়রমণী ;
যজ্ঞ-মন্ত্র উচ্চারিতে নাহি সবে মন,
আপনাদিগকে হেয় ভাবিছ এমনি !৩।
হব্য পাত্র করে লয়ে বিশ্বধারা দেবী (২)
আত্রেয়ী, আত্রেয়ী নদী খ্যাতা নামে যাঁরা !
সাম-গান করিতেন অগ্নি দেবে সেবি
'দাস' নামে মত্ত এবে সন্তান তাঁহার ! ৪।
আবার মুদ্গল ঋষি ক্ষত্রিয় প্রধান
বৃষভ সংযুক্ত রথে করিলেন রণ ; (৩)
মুদ্গালিনী পত্নী তাঁর বর্ষিলেন বাণ,
সারথিনী হয়ে রথে সে রণে ভীষণ। ৫।
তোমাদের পতিপুত্র ঘোরতর রণে
সামাজিক রণে—এবে প্রবৃত্ত সকলে ;
কিরূপে বধিবে শত্রু ভাব কি হে মনে ?
জয়িবে এ মহারণ কিরূপ কৌশলে ? ৬।
শিরোরুহচ্ছেদ করি কোন কোন বালা
আধুনিক কালে লাভ করেছেন খ্যাতি ;
কেহবা দিছেন শুনি কণ্ঠহার বালা,
রাখিলা উন্মুক্ত কেশ কোন বা যুবতী। ৭।
কিন্তু কে বিশ্‌পলা মত সমর প্রাঙ্গনে,
ছিন্নপদা হইলেন যুঝেতে যুঝিতে ?'
অশ্বিদ্বয়ে স্তব করি ভক্তিপূর্ণ মনে
পাইলেন লৌহজঙ্ঘা পরিতে ত্বরিতে। (৪) ৮।

(২) আকাশে সমিদ্ধানল কি সুন্দর সমুজ্জ্বল
উষার প্রকাশে শোভে মহতী প্রভায়।
পূর্ব্বমুখী বিশ্ববারা দেবগণে স্তুতি দ্বারা
তুষিতে আগতা করে হব্য পাত্র তায়॥
ঋগ্বেদ, ৫ম মণ্ডল, ১মসূক্ত, ১ম ঋক।

(৩) ঋগ্বেদ, ১০।১০২।১১।

(৪ (খেলরাজের স্ত্রী বিশ্‌পলা ; যুদ্ধেতিনি ছিন্নপদা হইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে
রতে আসিয়া লৌহজঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, ১।১১৬।১৫।

অগ্রসর হও রণে ক্ষত্রিয়াণী সবে,
দেবের করুণা হেন হইবে বর্ষণ;
উদ্ভাসিত হবে সবে প্রাচীন গৌরবে,
কার্য্যে হাত, কার্য্যসিদ্ধি অমোঘকারণ। ৯।

জান না মমতা (৫) ব্রহ্ম বাদিনী বিদুষী
পুত্রবধূ গ্রহিলেন উশিজে (৬) সাহজে;
তাঁর গর্ভে জন্মিলেন কক্ষীবান্ ঋষি, (৭)
রাজর্ষি বলিয়া যাকে ত্রিজগৎ ঘোষে। ১০।

তাঁরকন্যা ঘোষা (৮) ব্রহ্মবাদিনী পণ্ডিতা,
যার মুখে বহু মন্ত্র হৈল প্রকাশিত;
উজ্জ্বল বরণা দেবী বিদ্যা বিভূষিতা,
"ঋষি" পতি (৯) গ্রহিলেন স্বেচ্ছার সহিত। ১১।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা অনার্য্য,
যেখানে বীরত্ব আছে ক্ষত্রত্ব তথায়;
কর্ত্তব্য সাধনে যেবা হয় হীনবীর্য্য,
শূদ্রত্ব অমনি আসি গ্রাসয়ে তাহায়। ১২।

এজন্য ঘোষের মধ্যে ক্ষত্রত্ব বিস্তর,
এজন্য মমতা দেবী শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়াণী;
এজন্য উশিজ দাসী মহাধনুর্দ্ধর,
প্রসবিলা ক্ষত্র ঋষি হইয়া ব্রাহ্মণী। ১৩।

অত্রেয় দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি, (১০)
দালভ্য নামে খ্যাত যিনি কায়স্থ পুরাণে,
অর্চনামা ঋষি তাঁর হোতা যথারীতি
প্রস্তাব করিলা আসি রাজসন্নিধানে। ১৪।

(৫) মমতা দীর্ঘতমা ঋষির মাতা, ঋগ্বেদ, ৬।১০।২।
(৬) উশিজ দাসী দীর্ঘতমার স্ত্রী, ঋগ্বেদ, ১।১৮।১।
(৭) কক্ষীবান্ দীর্ঘতমার ঔরসে ও উশিজ দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন "কক্ষীবঃ ঔশিজ;" ঋগ্বেদ, ১।১৮।১।
(৮) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৩৯ ও ৪০ সূক্তের ঋষি ঘোষ: এই এইসূক্তে ২৮টী ঋক আছে।
(৯) "যুবং যাবায় রুশতীমদত্তং", ঋগ্বেদ ১।১১৭।৮।
(১০) দেবসংহিতা ১ম ভাগ—৬১সূক্তটি সমুদায় দেখুন, পৃঃ ৬৫।

রাজকুমারীর হৌক উদ্বাহ রাজন
আমার নন্দন প্রিয় শ্যাবাশ্বের সহ;
সম্মত হইলা রাজা, মহিষী তখন
বলিলেন কি প্রকারে হবে এ বিবাহ? ১৫।

রাজকন্যা এই বংশে জন্মিল যাঁহারা
হয়েছেন পরিণীতা সবে ঋষি সহ
শ্যাবশ্ব ত ঋষি নহে কেমনে আমরা
তাঁর সহ স্থির করি কন্যার বিবাহ। ১৬।

ইহা শুনি শ্যাবাশ্ব হইলা মর্ম্মাহত,
ঋষি হতে করিলেন প্রাণ-পণ পণ;
মরুদ্গণের স্তব করিয়া নিয়ত,
মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেন ঋষির নন্দন। ১৭।

তার পরে রাজকন্যা সহিত তাঁহার
পরিণয় হইল বিপুল সমারোহে,
এইত প্রচীন রীতি এইত আচার,
ঋষিবংশ ক্ষত্রবংশ ভিন্ন কেবা কহে? ১৮।

এ সব আদর্শ মনে করিয়া ধারণ
অগ্রসর হও রণে ক্ষত্রিয়াণী যত;
মনের উচ্চতা নাশ ক'র না কখন,
উন্নত মস্তক নাহি কর অবনত। ১৯।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

হরিনারায়ণ দাস বিদ্যাসাগর।

পূর্ব্ব বঙ্গে চাঁদশী একটী প্রাচীন গ্রাম। বাঙ্গোরোড়ার তালুকদার দাস ...ই এই গ্রামের আদিম অধিবাসী। এই বংশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ...া দেশহিতকর কার্য্য করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ও যশস্বী হইয়াছেন ...জে ইঁহারা মধ্যল্য বলিয়া গৌরবান্বিত এবং পুরুষানুক্রমে কুলক্রিয়া দ্বারা ...াজে সম্মানিত। চাঁদশীর প্রসিদ্ধ বসু মজুমদার পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষ

এই দাস বংশ কর্ত্তৃক (প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী) কচুয়া হইতে আসিয়া বাস করেন।* এই বংশে বিষ্ণু দাস, মহীভদ্র দাস, হাম্বীর ধুন্তুর দাস, চম্পক দাস, বাণেশ্বর দাস ও গোবর্দ্ধন দাস এই সপ্তভাই গ্রহণ করেন; ইঁহাদের প্রত্যেকের নামে দীঘি, খাল ও রাস্তা এখনও ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে এই বংশের অস্তিত্ব পা যাইতেছেনা। এই দাস বংশে কায়স্থ কুল গৌরব হরিনারায়ণ দাস গ্রহণ করেন। তিনি অতুলনীয় বিদ্যাপ্রভাবে "বিদ্যাসাগর" বলিয়া পরি হন। পূর্ব্ব বঙ্গ প্রচলিত ত্রৈলোক্য নারায়ণের পাঁচালী ‡ পাঠে জানা যে ইনি বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ, সিদ্ধ পুরুষ এবং ইঁহার দ্বারা ত্রৈলোক্যদে পূজা প্রচারিত হয়; ভগবান ত্রৈলোক্য নারায়ণের আদেশে ইনি পূজা প ও পাঁচালী রচনা করেন। এই পুস্তকে হরিনারায়ণ দাস সম্বন্ধে এইরূপ পা যায় যথা—

* * * *

"দেখিয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর করিল স্মরণ।
ভারতের এ দুর্গতি করিব হরণ॥
ত্রৈলোক্য দেবতারূপ ধরিয়া গোলোকে।
সংক্ষেপে সেবক বাঞ্ছা পূরাব ভূলোকে॥
এথায় ভারতবর্ষে চাঁদশী নগর।
হরিনারায়ণ দাস বিদ্যার সাগর॥
রাজ কর হেতু বন্দী আছে রাজ দ্বারে।
প্রহরে প্রহরে তাহে প্রহরী প্রহারে॥
কারাগারে কাঁদে সদা স্মরিয়া ঈশ্বর।
রোদনে বদনে আর নাহি সরে স্বর॥
ত্রৈলোক্য দেবতা এথা জানিয়া বিশেষ।
সংগোপনে স্বপনে কহেন রাত্রিশেষ॥

* খোসাল চন্দ্র রায় কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, ১৪৭ পৃঃ।

‡ ১২৮২ সালে ৺জগবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বরিশাল 'সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে' হর কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ত্রৈলোক্য নারায়ণের পাঁচালী এবং উক্ত ৺জগবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক সং ঝালকাঠীর অন্তঃপাতী মহদীপুর সাহা সমাজ কর্ত্তৃক ১৩১৩ সাল প্রচারিত ত্রৈ নারায়ণের পাঁচালী পুস্তক দ্রষ্টব্য। ত্রতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দু প্রায় প্রত্যেক মাসে এই পদ্ধতি অনুযায়ী ত্রৈলোক্য নারায়ণের পূজা ও এই পুস্তক হইয়া থাকে।

গুনহ কারণ বাছা হরিনারায়ণ।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেক ত্রৈলোক্য নারায়ণ॥
দিবে তিন কপর্দ্দকে শর্করা কি গুড়।
ভক্তিভাবে সেবিবেক বলিহে নিগুঢ়॥
গোধুলি সময় ধূপ দীপ আদি করি।
পূর্ণ ঘটে আম্র পত্র আসনাঙ্গ পীড়ি॥
তাম্বূল কর্পূর যোগে পাঁচালী স্তবন।
ত্রৈলোক্য দেবের নামে করি নিবেদন॥

* * * *

আমিতো ত্রৈলোক্য দেব গুনহ কারণ।
মমানুজ গুপ্তদেব করয়ে সেবন॥
সত্যদেব সহ সদা থাকি বারানসী।
সাধু ঘোড়া হারাইয়া হইল হুতাশী॥
গুপ্তের আদেশে করি আমার সেবন।
মনোবাঞ্ছা পূরিল পাইল অশ্বধন॥
এহার পাঁচালী কথা তোমার কথায়।
যা বলিবে তা ফলিবে ঘুষিবে কোথায়॥

* * * *

এত বলি অন্তর্ধান হ'ল নারায়ণ।
ত্রৈলোক্য দেবতা চিন্তে হরি নারায়ণ॥
ত্রৈলোক্য দেবতা তবে কৃপান্বিত হ'য়ে।
স্বপনে কহেন কথা রাজারে গর্জ্জিয়ে॥
প্রভাতে নৃপতি অতি ভীত হ'য়ে মনে।
বন্দী মুক্ত করি আনে হরিনারায়ণে॥
বিনীত ভাবেতে রাজা বলিয়া বচন।
নিস্করে বিদায় ক'রে হইল মোচন॥
নিজ গৃহে আসি তবে হরিনারায়ণ।
দেবের পাঁচালী স্তব করে অধ্যয়ন॥
গণদেব সরস্বতী শিরোপরে বন্দে।
ভক্তি পুরঃসরে গায়ে পাঁচালী প্রবন্ধে॥"

* * * ইত্যাদি

হরিনারায়ণ দাস কোন সময়ের লোক নির্ণয় করা কঠিন। মধ্যল্য বংশাবলী মধ্যে কংশারী পুত্র 'নারায়ণ' নাম পাওয়া যায়। এই নারায়ণই হরি নারায়ণ হয় তবে বলা যায় যে ইঁনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। এদেশ চন্দ্রদ্বীপাধিপতির একাধিপত্য ছিল। যাহা হউক হরিনার আবির্ভাব কালের সন্তোষ জনক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ॥

শ্রীহেমন্তকুমার বসু (ডাক্তার)।
নরুল্লাপুর, বরিশাল।

বর্ত্তমান সমাজ তত্ত্ব।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ, জাতি নহে। সংহিতা ব্রাহ্মণাদির বর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন। জাতি সংজ্ঞা জন্মের হইয়া থাকে। মনুষ্য, পক্ষী, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জাতি। সর্ব্বপ্রধান। ইহজন্মেই মনুষ্য পশু হয় না, পশুও মনুষ্য হয় পশুবৎ ব্যবহারে, জন্মান্তরে পশু হইতে হইবে; আবার উপাসনা বলে, প্রাপ্তিও হয়। যাহা সংস্কার দ্বারা ইহজন্মেই ব্যবহৃত ও সংস্কৃত ব্যক্তির ব ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত ইহ জন্মেই নষ্ট হয়, তাহার জাতি সংজ্ঞা হইতে পারে না। যথ

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এববা।
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ ॥"

শুক্রনীতি।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্‌বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ ॥"

স্কন্দপুরাণ।

"যো তুম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জায়ে। আউর রাহোতুম কাহেন আয়ে ॥
যো তুম তুরক তুরকিনী জায়া। পেটে কাহেন সুনতি করায়া ॥
যো তোহিকর্ত্তা বর্ণবিচারা। জন্ম ত তিন দণ্ড অনুসার ॥"

মহাত্মা কবির।

যদি কেহ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে অধীম হইয়া আসেন না কেন? নাড়ীর বন্ধনে, কৃমির দংশনে, হেট মুণ্ডে, ঊর্দ্ধ

চি অবস্থায়, পবিত্র ব্রাহ্মণ কি জন্য অবস্থান করিবেন? সে অবস্থায় ণ, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবনাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় কি? তাহা নহে। অগ্নি সংক্রামিত হইলে, লৌহ লালবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু, উহাতে সেচন করিবামাত্র পূর্ব্ববৎ মলিন হয়। পবিত্রতোয়া জাহ্নবী যখন যে নর উপর দিয়া প্রবাহিত হয়েন, তখন সেই স্থানই পবিত্র; পরে স্রোতঃ হইলে, আর পবিত্রতা থাকে না এবং সেই বদ্ধ জলও তদ্রূপ ব্যবহৃত না।

শুধু জন্ম জন্য শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা প্রমাণিত হইল। এক্ষণে লোপ হেতু অধোগামী হইতে হয় কি না, দেখা যাউক। যথা ;—

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"

২।১৬৮ ; দক্ষ, ২।৩ ; বিষ্ণু, ২৮।২৬ ; উশন. ৩।৭২ ; বশিষ্ঠ, ৩।

"যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥"

২।১৫৭ ; পরাশর, ৮।২৩ ; ব্যাস, ৪।৩৭ ; বশিষ্ঠ, ৩।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ ॥"

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, ২।৫।১০।১১।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাস্তথৈব চ ॥

মনু, ১০।৬৫।

"সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যানৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বাচাভি জায়তে ॥"

অগ্নি পুরাণ।

এবম্বিধ শাস্ত্রানুশাসন সম্বন্ধে ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে, অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা, এই সমস্ত শাস্ত্রানুশাসনে কয়জন হইবেন? শাস্ত্র প্রণেতা মহান্ হৃদয়বান্ ঋষিগণ ব্রহ্মবাক্য বেদ অবলম্বন নিরপেক্ষভাবে আইন বিধান ও সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কোন বিশেষকে গণ্ডীমধ্যে স্থাপন করিয়া গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা করিতে চেষ্টা নাই।

পূর্ব্বকালে গুণ কর্ম্মের প্রভাবে প্রায়ই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনা, পূর্ব্বের মত ইহ জন্মেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেই কারণে ক্রমশঃই আমরা অধঃপতিত হইতেছি। চারিটি আদিবর্ণ কালক্রমে বহুবিধ জাতিতে পরিণত হইয়া, বহুবিধ শাখা প্রশাখায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করত বিভিন্ন জাতির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছি।

আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মণ্যদেব, নরদেব প্রভৃতি অন্তর্হিত হইলেও, তদ্রূপ বলিয়া থাকে; তবে, ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের স্ববৃত্তি ও সদাচার একেবারে অন্তর্হিত না হইতেই শূদ্র হইয়া যাইবে? চমৎকার! বর্ত্তমানকালে আর্য্যসমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ বৃত্তিসঙ্কর হইয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু, তাহাতে কোন দোষ হইবে না, কেবল, যত দোষ কি মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণেরই?

গৃহস্থ আশ্রমেই চারিটি বর্ণ আছে। অন্যান্য আশ্রমে বর্ণভেদ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমাপন করিয়া, আর্য্যসন্তান যখন উচ্চতর আশ্রমে গমন করেন, তখন তিনি চারিবর্ণের পূজ্য হয়েন। এমন কি, সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করেন। বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ও গোত্র প্রবর্ত্তক বিশ্বামিত্র ঋষির গায়ত্রী মন্ত্র জপকালে, তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে কে কুণ্ঠিত হয়েন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারিষদ্ ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মনীষিগণকে চারিবর্ণই পূজা প্রার্থনা ও নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া পবিত্র হয়েন। বিবেকানন্দ স্বামী, বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। যিনি যে কুলে জাত হউন, ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবামাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

অমন্ত্রক যজ্ঞে কোশাকুশির ন্যায় বর্ত্তমান সমাজে উপাধি ও বেশভূষারই সম্মান। সেই জন্য বৈরাগ্য ও জিতেন্দ্রিয়তাদি গুণবিহীন, ডোরকৌপীন পরিধায়ী, তিলক তুলসী মাত্র ধারী ভণ্ডযোগিগণের "বৈষ্ণব" সংজ্ঞার ন্যায়;—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীতা।১৮ অঃ।৫১-৫৩।)

ঈদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। ইত্যাদি গুণে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি না হইতেই এমন কি;—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"
গীতা।১৮ অঃ।৪২।

এই সকল নিত্য স্বভাবের সম্পূর্ণ অভাব থাকিতেই অনেকে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমানে আত্মহারা। তাঁহারা অত্রিসংহিতার দশবিধ বিপ্রের লক্ষণসমূহ পাঠ করিলেই বৃথাভিমান বুঝিতে পারিবেন।

অত্রি মুনি বলিয়াছেন:—

"দেবো মুনি র্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"
অত্রিসংহিতা।৩৬৪।

"চৌরশ্চতস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"
অত্রিসংহিতা।৩৭১-৩৭২।

অধুনা, মৎস্য মাংস ভোজী ও গর্ব্বিতের সংখ্যা অল্প নহে।

"বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। গৌতম।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা গুণানুসারে বর্ণান্তর গমনাগমনের বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারিবে না। এইবার, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন আত্মতত্ত্বতে ব্যক্তির অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

(তৈঃ আঃ প্রং ৮অঃ ১ম) শ্রুতিতে ব্রহ্ম,—

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত।

যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিও ব্রহ্ম। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫।১।১।) শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্মহি ব্রহ্মাণঃ।"

অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মবৎ সমতায় অবস্থা করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সর্ব্বত্রই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গীতা। ৫ম অঃ ১৮—১৯।

"ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা
ইমানি ভূতানীয়াং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্,, ২।৪।৬।

"আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবব্যস্থিতম্।"

মনু, ১২।১১৯।

ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য সমূহে অশ্রদ্ধা করিয়া, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রাণিসমূহের প্রতি হিংসা দ্বেষ ও ঘৃণা করেন, তাঁহারা বিদ্যাবান হইলেও, অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন নাই, জানিতে হইবে।

যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনিসেইরূপ কীর্ত্তি, শ্রী, আয়ুঃ, যশ প্রভৃতি লাভ করিবেন। যাঁহারা সর্ব্বদা পরছিদ্র অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগকে কে পণ্ডিত বলিবেন? কায়স্থদ্বেষিগণ কায়স্থসমাজের দোষ পরিদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু, নিজ নিজ সমাজের দিকে লক্ষ্য করেন না। আচারভ্রষ্টতা প্রযুক্ত অন্যান্য আর্য্যগণ যদি জাতিচ্যুত না হয়েন, তবে সামান্য দোষে ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ কেন উপনয়নে অধিকারী হইবেন না? বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ যদিও বৈদিক সন্ধ্যা গায়ত্রী বর্জ্জিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তন্ত্রের সাধক হইয়াছিলেন। কালপ্রভাবে সকলই সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণসন্তানগণও সেই প্রভাবে বৈদিক ক্রিয়াদি দূরে নিক্ষেপ করত, তন্ত্রে মনোনিবিষ্ট করিয়া অদ্যাপি তদ্রূপ রহিয়াছেন। চৌদিকে উপনয়নের শুধু সূত্রগাছটি থাকিলেই হইবে না, ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি, তদভাবে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিবেন; কদাচিৎ শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু চোবে, তেওয়ারী, দোবে প্রভৃতি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ও তদ্বংশীয় উপনিবেশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ অনেকে দ্বারবান ও পাচক হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহাদের কি জাতি মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে? আর্য্য-ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের প্রতিই কি যত শাসন? ক্রিয়া ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত শাস্ত্রানুশাসনে অগ্রে ব্রহ্মণগণ বাধ্য না হইলে কায়স্থগণ কেন বাধ্য হইবেন? শাস্ত্র নিরপেক্ষ আইন বিশেষ, আইন সকলের সমান। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ

করিলেই, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ঋষিগণের সূক্ষ্মবিচারে দণ্ডের লাঘব হইবে না। কোন একটি শ্রেণী বিশেষের জন্য exception রাখিয়া কোন শাস্ত্রই রচিত হয় নাই। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে বর্ণ বিভাগ ছিল না; আর্য্যশাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতে কথিত আছে যে পক্ষী, নাগ, সর্প, দেবতা, অসুর প্রভৃতি ভূচর খেচর এক বংশে উৎপন্ন। অনেকে বলেন আর্য্যগণ দেবতা এবং অনার্য্যগণ অসুর। সকলেই এক স্রষ্টার সৃষ্টি, ও প্রতি হিংসা দ্বেষ করিতে নাই।

কোন কোন সমাজাভিমানিগণ, শূদ্রাপরাধে কায়স্থগণকে ক্রীতদাস করিতে চাহেন। কিন্তু, এই বিশাল মহ জাতিকে সেরূপ অবমাননা করা সহজ নহে। যে জাতির আশীলক্ষের অধিক উপবীতী ক্ষত্রিয়, সেই জাতিকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা ও আধুনিক কল্পিত কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত বচন ব্যবহার করিয়া, পবিত্র আর্য শাস্ত্র সমূহ দূষিত করিবার চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র। তথাপি, স্বধর্ম্মতৎপর কায়স্থগণ, অন্যের দোষ না দেখিয়া বা দেখাইয়া, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের আদেশানুযায়ী যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। ইহা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট কখনই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিদ্বেষ মূলক অযৌক্তিক বচন স্থান পাইয়াছে, সেগুলি যাঁহাদের কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে; তাঁহারা বোধ হয়, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের আদৌ ভরসা করিতেন না; বিশেষ শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ বা মুখাবলোকনাদিও করিতেন না। কিন্তু, যাঁহারা তদ্রূপভাবে চলিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে সেই সকল অযৌক্তিক কথায় নির্ভর করিয়া আর্য্যসমাজের বাহুস্বরূপ মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণের প্রতি বিদ্বেষবাণ বর্ষণ না করাই কর্ত্তব্য। দুগ্ধকে গোরক্ত বলিয়া পান করা পণ্ডিতের কার্য্য নহে। অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য জানাইয়া প্রধান খাদ্য দুগ্ধকে অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা করা কি মূর্খতা নয়? কায়স্থদ্বেষিগণ ভ্রমঃ প্রভাবে ইচ্ছামত কটুভাষা প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু, তাহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; যেহেতু শাস্ত্রজ্ঞ উদারচেতা ব্রাহ্মণগণ বলেন "আমরা কখনও কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া মনে করিনা, শূদ্র হইলে এতদূর ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব"। সমাজপূজ্য শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলীর ব্যবস্থানুযায়ী বঙ্গীয় কায়স্থের উপনয়ন হইতেছে; কায়স্থগণ ইচ্ছামত অশাস্ত্রীয় কার্য্য করেন নাই এবং কোন জাতি বিশেষের ক্ষতির

কারণও হয়েন নাই। বৃথা বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া, আর্য্যসমাজ দগ্ধীভূত করাই কি কায়স্থদ্বেষি গণের মন্তব্য?

অধুনা, অল্প সংখ্যক সদ্‌গুণাবলম্বী ব্যক্তি, সকল সমাজেই থাকিতে পারেন; কিন্তু কোন সমাজ দোষ শূন্য নহে। নিজ নিজ সমাজের দোষগুলি দূরীভূত করিয়া অথবা হীনাচার ব্যক্তিদিগের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রহিত করিয়া, সুখে আর্য্যকীর্ত্তি রক্ষা করুন; ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আর্য্যসমাজে লুপ্তপ্রায় বেদধর্ম্মের বহুল প্রচার প্রার্থনা করিতেছি। সকলে সদাচারী হউন; ইহাই আমাদের অনুরোধ। বেদ আর্য্যগণের প্রধান সম্পত্তি ও সর্ব্বশাস্ত্র প্রসবিতা। পৈতৃক সম্পত্তিতে সকল সন্তানেরই অধিকার আছে। আর্য্য-ব্রাহ্মণ গণের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, এই মঙ্গলময় কার্য্যে আর্য্য-ক্ষত্রিয় কায়স্থ গণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। দেহের একটী অঙ্গ ক্ষত হইলে সর্ব্বাঙ্গই কাতর হয়; কোন একটির অভাব হইলেও বিশেষ অনিষ্ট হয়; এমন কি, জীবন রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। তদ্রূপ, আর্য্য-সমাজের শাখাগুলি পরস্পরের সাহায্য বিনা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শীঘ্র একতা আবশ্যক।

কায়স্থগণ সদাচারী হইবেন, ইহা অনেকেরই প্রাণে সহ্য হইতেছে না। কিন্তু, চারিবর্ণের বহির্ভূত, সঙ্করবর্ণসঙ্কর ও জারজ সন্তানগণ কোন্ আর্য্যের সহায়তায় জলাচরণীয় জাতিতে পরিণত হইতে চলিল? গুরুশিষ্য সম্বন্ধানুযায়ী ইহাদের বাড়িতে আহারাদিও করিতে হয়। ব্যবসার সুবিধা করিবার জন্য ইহাদিগকে দ্বিজ তুল্য মান্য স্বীকার করিতে হয়। ফলকথা, বর্ত্তমানে অচলা সংস্রব সকলেরই ঘটিতেছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত আর্য্যসন্তান বলেন, তাঁহারা "অশূদ্র প্রতিগ্রাহী"; তাঁহার পুত্রের বিবাহে উক্ত জঘন্য প্রথায় উপার্জ্জিত অর্থ সামগ্রী গ্রহণ করিতে বা তাঁহাদের অন্ন ভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন কি? শবদাহ ঘাটের লাভ গ্রহণকারী, পাতকীপার, চর্ম্ম ব্যবসায়ী, Christian hotel এ ভোজন প্রিয়, প্রভৃতি জঘন্য ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত করিতে পারিতেছেন কি? আমরা কোন জাতিকে মর্ম্মভেদী কথায় মনঃকষ্ট দিইনা, অথচ যথায় তথায় সামাজিক আহারাদিও করি না। যাহারা কায়স্থগণকে বহু চেষ্টায়ও ভোজন করাইতে পারে না, তাহারা অবাধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছে। এক জনের সাত খুন মাপ আর এক জনের লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইতে পারে না। সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট আচার সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণ বলেন

"কায়স্থ ক্ষত্রিয়াসনে চিরকালই আছেন, তাঁহাদিগকে সামান্য দোষে আসন-চ্যুত করিয়া নিম্নে স্থান দিবার চেষ্টা করা বৃথা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াসনে থাকিয়া ক্ষত্রিয়াচার পালন করিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে"।

সমাজের-বন্ধন-রজ্জু জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় অগ্রে নূতন সূত্র দ্বারা বন্ধন না করিয়া টানাটানি করিতে গেলে, জীর্ণ রজ্জু ছিন্ন করিয়া সমাজ পুরুষ অন্তর্দ্ধান করিবেন।

কায়স্থগণ! বিদ্বেষিগণের চাটুবাক্যে মোহিত হইবেন না। সকল সমাজেই বর্ত্তমান সময়োপযোগী নিয়ম প্রচলিত। ক্রিয়াহীনতায় ঋষিবাক্যানু-যায়ী আর কেহ শূদ্র হয়েন না। যাহা দেশ প্রচলিত তাহা লজ্জা বা দোষের কারণ হয় না। সূত্রাভাব বশতঃ আপনারা কেহই শূদ্র হয়েন নাই জানিবেন; কদাচ ভ্রমে পতিত হইবেন না। সকলে, অতি শীঘ্র যজ্ঞসূত্র ধারণ করুন। পূর্ব্ব সম্মান পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন; রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি হইতেও বঞ্চিত হইবেন না। চারি ভ্রাতায় মিলিত হইয়া কুলগৌরব সমুজ্জ্বল করিতে যত্নবান হউন।

পেঃ দাঁইহাট,
জেলা বর্দ্ধমান।

অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা।

ভ্রম সংশোধন।

নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

৩৪২ পৃঃ—নিম্ন হইতে ৯ লাইন, "জেলা বিক্রমপুর" স্থলে "জেলা ঢাকা" হইবে।

৪০৫ পৃঃ—নিম্ন হইতে ১৯ ও ১৮ লাইন "জেলা নদীয়া ইত্যাদি স্থলে "পাবনা জেলা দিঘা, "মুক্তাকুটী"র কেন্দ্র" হইবে।

ঐ—নিম্ন হইতে ১০ লাইনের উপর "শ্রীমহিমচন্দ্র সরকার" নামটী বসিবে।

১৸০ পৃঃ—১৮ নং নাম "পিয়ারীমোহন" না হইয়া 'প্যারীমোহন' হইবে।

সংবাদ।

(১)

বিক্রমপুর ইছাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন ও ধলছত্র নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী। ইঁহারা বহু-ত্যাগ স্বীকার করিয়াও কায়স্থদের উপনয়ন ও অন্যান্য সকল কার্য্যে যোগদান করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় আঢ্য কায়স্থগণ শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি বৃহৎ কার্য্যে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করিলে আমরা সুখী হইব। স্বপক্ষীয় অধ্যাপক পণ্ডিত-বর্গকে এইরূপে সাহায্য করা কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভরসা করি আমাদের এই নিবেদন কায়স্থ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

(২)

কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বর্গীয় রাজা জানকীবল্লভ সেনের ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত ৺কালীদেবীর অন্নভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই বিষয় পরে আমরা প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

কায়স্থ-তর্ক সমাধান।

কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে একাল পর্য্যন্ত যে সকল আপত্তি উঠিয়াছে তাহার বেদাদি সত্য শাস্ত্র সাহায্যে খণ্ডন করিয়া তাহাদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিত্বের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গ্রন্থ পড়িয়া বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল সন্নিবেশিত হইবে। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বিরচিত ও প্রকাশিত মূল্য ৷৵০ আনা ভিঃ পিঃ তে লইলে ।৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ও নব সমাজ কার্য্যালয় ৬৬।১ শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত	৭০৯০।০
শ্রীযুক্ত রায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ সাহেব, সাং রাজীবপুর প্লোঃ, ২৪ পরগণা	১০৲
” বামাচরণ রুদ্র, ষ্টেসন মাষ্টার, নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর জেলা।	৪৲
মোট	৭১০৪।০

৺রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মন্দির সংস্কারার্থ।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, সাং কলিকাতা। ...	১০৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৪ই মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, দোলকুণ্ডি কেন্দ্র)।

সাং নিলখী, ফরিদপুর জেলা :—

১। দে, অমৃতলাল. (বঙ্গজ)।

সাং হবিগঞ্জ, ফরিদপুর জেলা :—

২। ঘোষ, কুমুদবিহারী (বঙ্গজ)।
৩। „ বিনোদবিহারী, „
৪। দত্ত, অবিনাশচন্দ্র, „
৫। সরকার, কুলচন্দ্র, „

সাং হরিপাল, ফরিদপুর জেলা :—

৬। কর, নিশিকান্ত, (বঙ্গজ)।

সাং শুখনী চাঁদরা, ফরিদপুর জেলা :—

৭। ঘোষ, হৃদয়নাথ, (বঙ্গজ)।

২৪এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(কাজলা, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং কাজলা, বগুড়া জেলা :—

১। পাল, হরেন্দ্রচন্দ্র, (বারেন্দ্র)।

সাং ফুলবাড়ী, বগুড়া জেলা :—

২। সরকার, বিজয়চন্দ্র, (বারেন্দ্র)।

২৬এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(গিদারী, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর পাল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং গিদারী, রঙ্গপুর জেলা :—

১। পাল, মহিমারঞ্জন, (বারেন্দ্র)।
২। „ হেমরঞ্জন, „

চৈত্র, ১৩১৭।

(জেলা বগুড়া, রায়কালি কেন্দ্র)।

১। সরকার, ক্ষেত্রমোহন।

২৪এ চৈত্র, ১৩১৭।

(জেলা বগুড়া, চক্রতিনাথ কেন্দ্র)।

১। দত্ত, প্রমথনাথ।
২। „ মহেশচন্দ্র।
৩। নিয়োগী, চারুচন্দ্র।
৪। হোড়, কৃষ্ণকমল।

২৫এ চৈত্র, ১৩১৭।

(কলিকাতা, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বড়দিয়া, ত্রিপুরা :—

১। বসু জ্ঞানেন্দ্রনাথ

সাং লক্ষ্মীপুর, ত্রিপুরা :—

২। দে নিবারণচন্দ্র

৪ঠা বৈশাখ, ১৩১৮।

(জেলা ঢাকা, বিক্রমপুরান্তর্গত রাউৎভোগ কেন্দ্র)।

সাং ধিপুর, ঢাকা জেলা :—

১। ঘোষ, মধুসূদন, বয়স ১১, (বঙ্গজ)।
১। দত্ত, ভুবনেশ্বর, „ ১২, „
৩। নাগ, যোগেশচন্দ্র, „ ২৬, „
৪। „ রাইমোহন, „ ২৩, „

সাং নগরকাঁদি, ঢাকা জেলা :—

৫। ভৌমিক, দ্বারকানাথ, বয়স ৫৪, (বঙ্গজ)।

সাং রাউৎভোগ, ঢাকা জেলা :—

৬। গুহ, গোবিন্দচন্দ্র, বয়স ৬৫, (বঙ্গজ)।
৭। „ দীনেশচন্দ্র, „ ২৭, „
৮। „ রজনীকান্ত, „ ৫৪, „
৯। বসু, দ্বারকানাথ, „ ৪০, „
১০। „ মহিমচন্দ্র, „ ৬২, „
১১। রায়, উপেন্দ্রচন্দ্র, „ ১৯, „
১২। „ কেদারনাথ, „ ২০, „
১৩। „ বিনোদবন্ধু, „ ২২, „
১৪। সোম, তারিণীচরণ, „ ৬৫, „
১৫। „ যোগেশচন্দ্র, „ ১৮, „

সাং সিমুলিয়া, ঢাকা জেলা :—

১৬। মিত্র, প্রসন্নকুমার বয়স ৬১, (বঙ্গজ)

১০ই বৈশাখ, ১৩১৮।

(কলিকাতা, গড়পার, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং পরমেশ্বরপুর, যশোহর জেলা :—

১। ঘোষ, রাজ্যেশ্বর, বয়স, ২৬, (বঙ্গজ)।
২। বসু, অশ্বিনীকুমার, „ ১৮, „

১৮ই বৈশাখ, ১৩১৮।

(জেলা খুল্না, বাগ্‌দিয়া কেন্দ্র)।

সাং বাগ্‌দিয়া :—

১। ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, বয়স ৪০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। দাস, সতীশচন্দ্র, „ ১৮, „
৩। দেব, বিশ্বেশ্বর, „ ২২, „
৪। „ যজ্ঞেশ্বর, „ ২৫, „
৫। রাহা, নেত্রলাল, „ ২৮, „

তারিখ অজ্ঞাত।

(১)

(জেলা চট্টগ্রাম, সেবলা কেন্দ্র)।

১। বিশ্বাস, দীনবন্ধু, বয়স ২৯, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ নবীনচন্দ্র, „ ৪৮, „
৩। „ নরেন্দ্রনাথ, „ ২৩, „
৪। „ মহিমচন্দ্র, „ ১৯, „
৫। „ যাত্রামোহন, „ ৬০, „

(২)

সাং বাগদিয়া, খুলনা জেলা :—

১। ঘোষ, ভুবনমোহন।
২। দেব, রজনীকান্ত।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কোন কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৯ই বৈশাখ, ১৩১৮। রাজীবপুর পোঃ, ২৪ পরগণা। হুগলী জেলার অন্তঃপাতি বেলুন-গ্রাম-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীক্ষেত্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাজীবপুর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ রায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার।

২৬ বৈশাখ ১৩১৮। কলিকাতা। নরসিংপুরের উকিল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীনৃত্যগোপাল বসুর (সাং মাদ্‌ড়া, হুগলী জেলা) কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-শোভাবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্রের কন্যার।

২৬ বৈশাখ ১৩৩৮। কলিকাতা। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ শ্রীঅতুল্যচরণ বসুর (সাং খোড়োপ, হুগলি জেলা) জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্রের সহিত কলিকাতা ১৩নং সিমলা ষ্ট্রীট্-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা।

অশৌচ।

দ্বাদশ দিন।

২৭এ চৈত্র, ১৩১৭। ঢাকা জেলার অন্তর্গত কুচিয়া ঘোড়া নিবাসী শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ দেববর্ম্মার পুত্রের মৃত্যুতে।

৭ই বৈশাখ, ১৩১৮। ৺প্রফুল্লচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা দেববর্ম্মার মৃত্যুতে।

১০ই বৈশাখ, ১৩১৮। হুগলীজেলায় বাগাটীর শ্রীহেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধে বিশেষত্ব এই যে ভট্টপল্লির অশুদ্ধ প্রতিগ্রাহী কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া ছিলেন। কিন্তু শূদ্রজাজী ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় যজ্ঞে পদার্পণ করিতে সাহসী হন নাই।

পুরাণে চিত্রগুপ্তালেখ্য।

কায়স্থজাতি মাত্রই যে মহাত্মা চিত্রগুপ্তের বংশধর, একথা ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত না আছেন এমত নহে। কাজেই আজ আবশ্যক বোধে আমরা সেই কায়স্থকুলধুরন্ধর ভগবান চিত্রগুপ্তের প্রতিকৃতি নিম্নে অঙ্কিত করিলাম। আশা করি তৎসন্দর্শনে তিনি বা তদীয় পবিত্র অন্ববায় জাত কায়স্থমণ্ডলী যে একতর ক্ষত্রিয় কি না তাহা সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। চিত্রটী এই,—

"অথ কালশ্চিত্রগুপ্তমাহূয়েদমভাষত।
অস্য শিক্ষাবিধানঞ্চ যথাবদ্বদ পণ্ডিত।
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্তঃ ধর্ম্মরাজেন সত্তমঃ।
চিরবিচারয়ামাস পুনশ্চেদমভাষত।"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণেপূর্ব্বভাগে ২৩ অঃ)

ইহার ফলিতার্থ এই—অনন্তর রবিনন্দন কাল (যম) চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া বলিলেন 'হে পণ্ডিত চিত্রগুপ্ত! আপনি যাহাতে ইহার উপযুক্ত শিক্ষা হয় তাহা বর্ণন করুন'। যম কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া মহামনা চিত্রগুপ্ত স্থিরচিত্তে চিন্তাপূর্ব্বক ইহাকে বক্ষ্যমানরূপ দণ্ডার্হ বলিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্ত বা তদন্ববায়জাত কায়স্থগণ যে একতর দ্বিজ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু,—

"পুরোধাচ প্রতিনিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা।
মন্ত্রী চ প্রাড়্ বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্যো দূত ইত্যেতারাজ্ঞঃ প্রকৃতয়োদশ। ৭০
* * * * *
দশ প্রোক্তাঃ পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বএবতে।
অভাবে ক্ষত্রিয়া যোজ্যাস্তদভাবে তথোরুজাঃ।
নৈবশূদ্রাস্তু সংযোজ্যাগুণবন্তোঽপি পার্থিবৈঃ। ৪২৭।"

(শুক্রনীতি, ২ অধ্যায়)

ইহার মর্ম্মার্থ এই—পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী, প্রাড়্বিবাক, পণ্ডিত, সুমন্ত্র, অমাত্য ও দূত এই দশটী রাজার প্রকৃতি। বলা বাহুল্য এই পুরোধা প্রমুখ রাজার দশজন কর্ম্মচারী সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় তদভাবে বৈশ্যগণ কথিত প্রতিনিধি প্রভৃতির আসনে উপবেশন করিতে না পারিবে এমত নহে; কিন্তু শূদ্র গুণবান হইলেও রাজা তাহাদিগকে কখনই উল্লিখিত প্রতিনিধি প্রভৃতির পদে বরণ করিবেন না। অতএব আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি, ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যাহাকে রাজসভার পণ্ডিত এই দ্বিজোচিত উপাধি ভূষণে পরিভূষিত করিতে কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই, সেই কায়স্থকুলতিলক মহাত্মা চিত্রগুপ্তের কণ্ঠদেশে দোদুল্যমান ঐ সুপবিত্র যজ্ঞসূত্রে নিতান্ত স্বার্থান্ধ জনের সঙ্কীর্ণনেত্রও আকৃষ্ট না হইবে এমত নহে। অপিচ,—

"দৃষ্ট্বাতং শমনঃ ক্রুদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সচিবং প্রতি।
অনেনং কিং কৃতঃকর্ম্ম পাপং বা পুণ্যমেববা।
সমূলং বদ হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মমাগ্রতঃ।"

(পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে, ৩৫ অঃ)

তাহাকে সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মরাজ যম ক্রোধপূর্ব্বক স্বীয় সচিব চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত! এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক পাপ বা পুণ্য যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমস্ত আমার নিকট অন্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।' মহর্ষি বাৎস্যায়ণ শিষ্য কামন্দক লিখিয়াছেন,—

"কুলীনাঃশুচয়ঃ শূরাঃশ্রুতবন্তোঽনুরাগিনঃ।
দণ্ডনীতি প্রযোক্তারঃ সচিবাঃস্যুর্মহীপতেঃ। ২৫।"

(কামন্দকীয়ে নীতিসারে ৪র্থ সর্গঃ)

অর্থাৎ কুলীন (১), শুচি, শূর, বেদবিৎ প্রভুর প্রতি অনুরক্ত ও দণ্ডনীতি প্রয়োক্তা ব্যক্তিই রাজার সচিব হইবে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান। ৫৪।"

(মনুসংহিতা, ৭ম অঃ)

সুপ্রতিষ্ঠিত, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী, শূর (২), যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ (৩), সৎকুলোদ্ভব (৪) ও পরীক্ষিত এইরূপ সাত বা আটজন পুরুষ রাজার সচিব থাকা কর্ত্তব্য।

প্রিয় পাঠক! আমরা উপরে সচিবের যে লক্ষণ উল্লেখ করিলাম তৎ-দর্শনে পুরাকালে ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃজাতি ভিন্ন অপর কোন জাতি যে, সচিবের আসনে উপবেশন করিতে পারিত না, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। বলা বাহুল্য যাহাতে শূরত্ব বেদাধিকারিতা একাধারে বিদ্যমান, তিনি যে,

---

(১) "কুলীনাঃ সঙ্করাদিদোষপরিশুন্যা মাতাপিতৃ পরম্পরাকা ইতি ব্যবহারতত্ত্বে স্মার্ত্ত-কুলচূড়ামণি রঘুনন্দনঃ।"

(২) শূরশব্দেন রাজ কার্য্যে শরীর কলত্রাপত্যধনাদিষ্বপি নিরপেক্ষ উচ্যতে। তথা মরণে ভীরুঃ যুদ্ধোৎ সাহী একএবপরিভবাৎ বহুভির্ব্বিরুধ্যতে দৃঢ় প্রহারী বলবান্। * * *। শূরান্ বলাধ্যবান্ বেতি॥ মনুভাষ্যে মেধাতিথিঃ।

(৩) "লব্ধলক্ষান্ লংঘাৎ প্রচ্যুত শর শূলাদীন্ আয়ুধবিদ ইত্যর্থ্যঃ" ইতি মন্বর্থ মুক্তাবল্যাং কুল্লুকভট্টঃ।

(৪) "কুলোদ্গতান্ বিশুদ্ধকুলভবান্ দেবতাস্পর্শাদি নিরতান্নিতি" মন্বর্থ মুক্তাবল্যাং কুল্লুকভট্টঃ।

ক্ষত্রিয়েতর জাতি নহেন তাহা বালকেও বুঝিতে না পারে এমত নহে। ফলতঃ গোমায়ুর পক্ষে করিকুম্ভ বিদারণ যেমন অসম্ভব; সেইরূপ ক্ষত্রিয়-শোণিতের কণামাত্র ও যাহার ধমনিতে বিদ্যমান নাই, তাহার পক্ষে শূরত্ব লাভ বা সচিবের পদে অধিরোহণ ততোঽধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি না, তাহা সূক্ষ্মদর্শী পাঠক মণ্ডলী স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

অতএব মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সুদৃঢ় লেখনী যাহাকে সচিব আখ্যায় অভিহিত করিতে কিছুমাত্র ও স্তম্ভিত হয় নাই, আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, সেই কায়স্থ কুলতিলক মহাত্মা চিত্রগুপ্ত যে, একতর ক্ষত্রিয় একথা অপলাপ করিবার কোনই উপায় নাই। বলা বাহুল্য সম্ভবতঃ এই জন্যই শাস্ত্রান্তরে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজ যমের ভট অর্থাৎ যোদ্ধৃ পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা,—

"যাম্যাশায়াং যমপুরী তত্রদণ্ডধরো মহান্।
স্বভটৈর্ব্বেষ্টিতো রাজন্ চিত্রগুপ্ত পুরোগমৈঃ।
নিজ শক্তি যুতোভাস্বত্তনয়োঽস্তি যমো মহান্।"

(দেবী ভাগবতে ১২ স্ক ১০ অধ্যায়)

অর্থাৎ হে রাজন্! দক্ষিণ দিকে যমপুরী বিদ্যমান। সে স্থানে নিজ শক্তিযুক্ত সূর্য্যতনয় দণ্ডধর মহাত্মা যম চিত্রগুপ্ত প্রমুখ স্বীয় ভট অর্থাৎ যোদ্ধৃ পুরুষ (৫) গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ মহাত্মা চিত্রগুপ্ত একতর ক্ষত্রিয় না হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ শাস্ত্রান্তরে কখনই তাহাকে বীর এই ক্ষত্রোচিত বিশেষণে বিশেষিত করিতেন না। তৎ যথা,—

"পাপানাঞ্চ শুভানাঞ্চ যা গতি স্ত্বিহ দৃশ্যতে।
সর্ব্বং দর্শয়মে রাজন্ যদি ত্বং বরদো মম।
চিত্রগুপ্তঞ্চতং রাজন্ কার্য্যার্থং তব চিন্তকম্।২৬
দর্শয়স্ব মহাভাগ সর্ব্ব লোকস্য চিন্তক।
যথা কর্ম্ম বিশেষাণাং দর্শনার্থং করোতি সঃ।২৭

(৫) "ভটা যোধাশ্চ যোদ্ধারঃ——।"

(ইতি ক্ষত্রিয় বর্গেঽমরসিংহঃ)

এবমুক্তো মহাতেজা দ্বারস্থং সন্দিদেশহ।
চিত্রগুপ্ত সকাশন্তু নয় বিপ্রং সুযন্ত্রিতম্।২৮
বক্তব্যশ্চ মহাবাহু রস্মিন্ বিপ্রে যথাতথম্।
প্রাপ্ত কালঞ্চ যুক্তঞ্চ তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি।২৯
ততোঽহং ত্বরিতো নীত স্তেন দূতেন দর্শিতঃ।
প্রাপ্তশ্চ পরয়া প্রীত্যা চিত্রগুপ্ত নিবেশনম্।৩০
প্রত্যুত্থিতশ্চ মাংদৃষ্ট্বা চিন্তয়িত্বাতু তত্ত্বতঃ।
স্বাগতং মুনিশার্দ্দূল যথেষ্টং পরিগম্যতাম্।৩১
এবং সম্ভাষ্যমাং বীরঃ স্বান্ ভৃত্যান্ সন্দিদেশহ।
কৃতাঞ্জলি পুটান্ সর্ব্বান্ ঘোর রূপান্ ভয়ানকান্।

(বরাহ পুরাণে ১৯৮ অধ্যায়)

অন্বয়ার্থঃ—একদা কোন একজন ঋষি যম সদনে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে বরপ্রদ রাজন্! আপনি আমাকে এই স্থানে পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাদিগের যে গতি হয় তাহা এবং আপনার কার্য্যে ব্যাপৃত চিত্রগুপ্তকে দেখাইয়া দিউন। হে মহাভাগ! সেই চিত্রগুপ্ত কর্ম্ম বিশেষের (ধর্ম্মাধর্ম্ম) পর্য্যাবেক্ষণ জন্য যাহা যাহা করেন, আমি তৎসমস্ত জানিতে বাসনা করি। তেজস্বী যমরাজ এইরূপে অভিহিত হইয়া, দ্বারস্থ দূতের প্রতি এই আদেশ করিলেন যে, তুমি এই সংযতাত্মা বিপ্রকে চিত্রগুপ্তের সমীপে লইয়া যাও; এবং সেই মহাবাহু (৬) চিত্রগুপ্তকে বলিবে, তিনি যেন এই ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি সমুচিত ব্যাবহার করিতে বিস্মৃত না হন। অপিচ সে স্থানে (ধর্ম্মাধিকারণে) যাহা যাহা সংঘটিত হয়, তাহা যেন অবসর মত ইহার নিকট বর্ণন করেন। তদনন্তর সেই দূত আমাকে চিত্রগুপ্তের নিকেতনে (ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারালয়ে) লইয়া চলিল। আমিও পরম প্রীতি সহকারে তথায় উপনীত হইলাম। চিত্রগুপ্ত আমাকে দেখিয়া স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বাগত প্রশ্নে বলিলেন, হে মুনি শার্দ্দূল! আপনি এখানে যথেচ্ছা ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া দেখুন। অনন্তর সেই বীর চিত্রগুপ্ত আমাকে পূর্ব্বোক্তরূপ সম্ভাষণ করিয়া ঘোররূপী ভয়ানক দূতগণকে বলিলেন, তোমরা ইহাকে প্রেতাবাসে (কারাগৃহে) লইয়া যাও।

সত্যবটে শাস্ত্রান্তরে ব্রাহ্মণ তনয় পরশুরাও বীর এই ক্ষত্রোচিত উপাধিতে

(৬) মহাবাহু এই বিশেষণটী দ্বারা ও চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পরিমণ্ডিত না হইয়াছেন এমত নহে (৭); কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনিও প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয় ছিলেন, বলিয়াই যে, বীর এই আখ্যা ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কেন হয়—তাহা বলিতেছে,—

"অয়ং নিজ পিতা মহাশ্চরুভুপ্তি বিপর্য্যয়াৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াচারো রামোভূৎক্রূরকর্ম্মকৃৎ।৬
সবেদানখিলান্ জ্ঞাত্বা ধনুর্ব্বেদঞ্চ সর্ব্বশঃ।
সততং কৃতকৃত্যোঽহ ভূদ্বেদ বিদ্যা বিশারদঃ। ৭"

(কালিকা পুরাণে ৮৩ অধ্যায়)

অর্থাৎ এই পরশুরাম স্বীয় মাতামহীর চরু ভোজন করিয়া বৈপরীত্যের ফলে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রয়াচারী এবং ক্রূরকর্ম্মা হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার নিকট বেদ ও ধনুর্ব্বেদ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা করিয়া বেদ বিদ্যায় বিশারদ নিবন্ধন কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

অতএব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ পণ্ডিত কুলগৌরব মহাত্মাগণের মুখে "চিত্রগুপ্ত বংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষীস্ত ক্ষত্রিয় সন্তানত্বেঽপি সুচির কালং পুরুষপরাম্পরয়া উপনয়ানাদি ক্রিয়া লোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বং" এই কথা শুনিয়া, এখনও যাহারা মহাত্মা চিত্রগুপ্ত বা তদীয় বংশধর কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিগ্ধ; আমরা আশাকরি অতঃপর তাহারা উপরে অঙ্কিত ভগবান্ চিত্রগুপ্তের আলেখ্য সন্দর্শনে নিশ্চয়ই স্বীয় সন্দেহ অপনোদনে সমর্থ হইবেন। কিমাধিকং নিবেদন মিতি।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(৭) "ইতিতে কথিতং রাজন্ যদর্থং মাতরং পুরা।
অহন্ বীরো জামাদগ্নো যস্মাদ্বাক্রূর কর্ম্মকৃৎ। ৬৮"

(কালিকা পুরাণে ৮৩ অধ্যায়)

বৌ ভাত।

(গত ১২ই বৈশাখের বিশ্বদূত হইতে উদ্ধৃত)

যে "বৌ" মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপে হিন্দুর পবিত্র গৃহস্থলী আলো করিয়া থাকেন, যিনি অন্নপূর্ণার ন্যায় রন্ধন করিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী, দেবর এবং পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া থাকেন,

যিনি সম্পদে সুহৃদ্, বিপদে বন্ধু, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহধর্ম্মিণী, সেবায় দাসী এবং দয়া দাক্ষিণ্যে দেবী, সেই "বৌ" শব্দের "বৌ" আর "ভাত"—যে ভাতের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া পরের গোলামী করিতে হয়, যাহার দায়ে অকার্য্য কুকার্য্য বিচার থাকে না, যাহা বাঙ্গালীর জীবনস্বরূপ, যাহার অভাবে দেশে হাহাকার উঠে এবং অকালে নরনারী অনশনে প্রাণত্যাগ করে, সেই "ভাত" শব্দের ভাত লইয়াই "বৌ-ভাত" হইয়াছে। সুতরাং "বৌ-ভাত" যে পবিত্র এবং উপাদেয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে "বৌ-ভাতের" অন্য নাম ছিল "পাকস্পর্শ"। তখন লক্ষপতির গৃহিণীকেও স্বহস্তে পাক করিতে হইত। বাটীতে বহু দাসদাসী থাকিতেও গৃহিণী রন্ধনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। ইহার কারণ—তখন "যার তার" হাতে ভাত খাইবার প্রবৃত্তি লোকের ছিল না। তদ্ভিন্ন লোকে বুঝিত যে আহারের উপরেই মনুষ্যের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। রন্ধন ভাল না হইলে আহারের তৃপ্তি হয় না। যদি আহার্য্য দ্রব্য অপরিষ্কৃত কিম্বা দূষিত হয় তাহা হইলে নানারূপ ব্যাধি, এমন কি মৃত্যুও পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ রন্ধন ভার, এই জীবন মরণের কাটি, অন্য লোকের, অজ্ঞাতকুলশীল "ভাড়াটিয়া" লোকের হস্তে অর্পণ করা উচিৎ নহে। গৃহিণী পরিজনবর্গের তৃপ্তির জন্য যেরূপ প্রাণপাত করিয়া রন্ধন করিবেন, বেতন-ভোগী ভৃত্য কি বেতনের খাতিরে রন্ধনে অনুরূপ আগ্রহ দেখাইতে পারে? তাই তখন রন্ধনই গৃহিণীর অন্যতম পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। নবোঢ়া বধূকে এই কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং তাঁহার রন্ধনে নৈপুণ্যের পরিচয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে, বাটীর কর্ত্তা একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করিতেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই এই ভোজে নিমন্ত্রিত হইতেন। বধূ-বালিকা। স্বহস্তে পাক করিয়া বহু লোককে তৃপ্তি ভোজনে আপ্যায়িত করিতে পারে, এইরূপ সামর্থ্য তাহার নাই। এই জন্য বধূকে অন্ন ব্যাঞ্জনাদি স্পর্শ করিয়া আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করিতে হইত।

এইরূপে বধূকে বুঝান হইত যে 'মা! আজ যেমন তুমি সকলকে আহার্য্যাদি পরিবেশন করিয়া প্রীত করিলে, এইরূপে তোমাকে নিত্য অন্নপূর্ণার ন্যায় রন্ধন করিয়া পরিজনবর্গের তৃপ্তি সাধন করিতে হইবে। মা! রন্ধন তোমার একটি পবিত্র কর্ত্তব্য'। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে ধান্য দূর্ব্বাদি

লইয়া বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইহারই নাম "পাকস্পর্শ"। একদিন পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিত। কারণ তখন রিক্তহস্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা চলিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন রন্ধনের নামে ভাবিনী গৃহীণীগণেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাঁহারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইতেছেন, রন্ধনের ন্যায় শ্রমসাধ্য কার্য্য তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষ কথা, তাঁহারা ডজন ডজন সুবাসিত সাবানের শ্রাদ্ধ করিয়া, কত ফুল ঝামা এবং ধুঁধুল অঙ্গে ঘসিয়া যে অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহা যে রন্ধনশালার ধূমে বিবর্ণ হইয়া যাইবে। গৃহীণীগণের রন্ধনে বিতৃষ্ণা হওয়ায়, এখন পান-দোক্তা-গুণ্ডির-যম, অলক-তিলক-সংযুক্ত বেণী-সুশোভিত উৎকল দেশীয় পাচকগণ তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হইয়া অন্নপূর্ণারূপে রন্ধনশালা আলো করিয়া রহিয়াছেন; এখন সিন্দুক টাকায় বোঝাই থাকিতেও কর্ত্তাদিগকে ভাতের ভাবনা ভাবিতে হয় না। তাই তাঁহাদিগের আর বাচ বিচার করিলে চলে না। পূর্ব্বে যাহাদিগের পাচিত অন্ন সমাজে চলিত না, এখন তাহারাই সহরাঞ্চলে অন্নবিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ও যে কপালে কি আছে তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন! রন্ধন এখন এইরূপ নীচ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে যে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থকেও কেবল সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য পাচক নিযুক্ত করিতে হইতেছে। এইরূপ ঘটনা চক্রে যখন পাকই উঠিয়া গেল, তখন আর স্পর্শই বা থাকে কেন? তাহাতে ত কোন সুখ নাই! যাহার নাম শুনিলে আতঙ্ক হয়, তাহার সহিত স্পর্শের সম্বন্ধ ত রাখাও যুক্তিযুক্ত নহে। এই হিসাবেই বোধ হয় আজকাল "পাকস্পর্শের" লেঠা একরকম ঘুচিয়া গিয়াছে। কার্য্যতঃ "পাকস্পর্শ" উঠিয়া গেলেও, নিমন্ত্রণের ইস্তাহারে আমরা "পাকস্পর্শের" অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পূর্ব্ব সংস্কারের ফলে আমরা এইরূপ নিমন্ত্রণকে "বৌ-ভাতের" নিমন্ত্রণ বলিয়া আখ্যাত করিলেও "বৌ" এবং "ভাতের" সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। এখন "বৌ" আর অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ পাত্র করে লইয়া পরিবেশন করিতে নামেন না, আর "ভাত" ত' নেত্রগোচর না হইবারই কথা। মান্ধাতার আমল হইতে ভাত খাইয়া বাঙ্গালীর ভাতে যে অরুচি হইয়াছে। চপ্, কাট্‌লেট, কালিয়া পোলাও না হইলে আর তাঁহাদিগের ভাল লাগিবে কেন? আমাদিগের ন্যায় পেটুকের পক্ষে অবশ্য

ইহা মহেন্দ্রযোগ! এইরূপ আমীরি আহারের আয়োজন দেখিলে কাহারই বা না আনন্দ হয়? তবে দুঃখের বিষয় নিমন্ত্রণের সংবাদে অনেককেই চিন্তিত হইতে হয়, নিমন্ত্রণ রক্ষা ত' আর রিক্তহস্তে চলে না। এখন ভোজন-ক্ষেত্রে বৌকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই যে তিনি একেবারে কর্ত্তব্য-বর্জ্জিতা হইয়াছেন, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার কর্ত্তব্য রূপান্তরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি আহার্য্য দ্রব্য পূর্ণপাত্র লইয়া পরিবেশন করিতেন, এক্ষণে তিনি পূর্ণ পাত্র করে লইয়া অমল ধবল রজত খণ্ড সংগ্রহ করিয়া থাকেন। নবোঢ়া বধূ কর্ম্মময় জীবনের নূতন অধ্যায়ে নূতন সংসারে আসিয়াই রজত খণ্ড সংগ্রহ করিবার অবসর পাইলেন। সুতরাং তিনি যে অর্থকে ভাল করিয়াই চিনিয়া লইবেন এবং অর্থের মোহ ক্রমশঃ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া "ভাই ভাইকে ঠাঁই ঠাঁই" করিয়া দিবেন, সোণার সংসারে আগুন লাগাইবেন তাহা বিচিত্র নহে। প্রবৃত্তির দোষে, সদুপদেশ এবং সুশিক্ষার অভাবে সমাজে যে কত অনিষ্ঠ ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমরা কেবল মাত্র "বৌ ভাতের" আলোচনা করিতেছি, নচেৎ ব্যাপার এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আর রিক্ত হস্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যায় না। যেদিকে দেখা যায়, সেই দিকেই পয়সার খেলা! যেন সামাজিকতাগুলি পয়সার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! আজ কাল নিমন্ত্রণের নাম শুনিলেই লোকে বলিয়া উঠে—"এ নিমন্ত্রণ নহে ঘাড় ভাঙ্গিবার চেষ্টা।" অনেকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অর্থ প্রদানের অক্ষমতা নিবন্ধন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারেন না। অনেকস্থলেই দেখা যায় যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যে পরিমাণে ভোজন করান হয়, তাহার দুই তিন গুণ বা ততোধিক অর্থ আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপ নিমন্ত্রণকে কেবল "ব্যবসায়" বলিলেও ইহার যথার্থ নিরূপিত হয় না। ব্যবসায়ী ত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যই গ্রহণ করে কিন্তু এইরূপ ভোজের অনুষ্ঠাতাগণ যখন আমন্ত্রিতব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভুক্ত দ্রব্যের দুই তিন গুণ অর্থ আদায় করিতেছেন, তখন তাঁহারা ব্যাবসায়ীরও অধম। একদিন হিন্দু নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করিয়া অতিথি, অভ্যাগত এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পান ভোজনে প্রীতি করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেন। কালচক্রে সেই সব সংপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ সমাজ হইতে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই বলি, এই সকল কুপ্রথার মূলচ্ছেদ না হইলে কিছুতেই সমাজের কল্যাণ সাধিত

হইবে না। আমাদিগের হারাধন ঠাকুরদাদা "বৌ ভাতের" নিমন্ত্রণে একবা
আকেল পাইয়াছিলেন। হারাধন ঠাকুরদাদা একজন হিসাবী লোক। একা
পয়সার অপব্যয় হইলেও তাঁহার প্রাণে লাগে। ঠাকুর দাদা কোন ধনবা
আত্মীয়ের বাটীতে "বৌ ভাতের" নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য পদব্রজেই সহ
রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিলেন। বলা বা
ট্রাম কোম্পানি এযাবৎ ঠাকুরদাদার নিকট হইতে এক কপর্দ্দক ও আদা
করিতে পারেন নাই। ঠাকুরদাদা আত্মীয়ের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন যে তথায় গাড়ী জুড়ীতে গাঁদি লাগিয়াছে। বহু কষ্টে ভিড়
ঠেলিয়া তিনি ত, কোন ক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানা
দ্বারদেশ হইতে গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া তিনি দেখিলেন যে তথায় চাঁদে
হাট বসিয়া গিয়াছে। বড় বড় হোমরা চোমরা বাবুবৃন্দ আসর আলো করিয়া
রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের নধর ভুঁড়ীর সমাবেশে কক্ষটিতে তিল মাত্র স্থান ছিল না।

খোস গল্প এবং হাসির গটরায় কক্ষটি মজগুল হইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে
বাবুদিগের চম্পক-কলি-বিনিন্দিত, হীরকাঙ্গুরি পরিশোভিত অঙ্গুলি সঞ্চালনে
কক্ষে বিদ্যুচ্ছটা প্রকটিত হইতেছিল। বাড়ীয়ালারা বড় বড় লোকের খাতির
যত্নেই ব্যস্ত। ঠাকুর দাদার ন্যায় নগণ্য লোক তাঁহাদিগের নেত্র পথে পতিত
হইলেন না। ঠাকুরদাদা কক্ষের দ্বারদেশে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া
বুঝিলেন যে গতিক বড় ভাল নয়। তিনি একবার ভাবিলেন ফিরিয়া যাই
আবার ভাবিলেন দুইক্রোশ আড়াই ক্রোশ হাঁটিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে
রাত্রি দশটা বাজিবে। অত রাত্রিতে অভুক্ত অবস্থায় বাটীতে প্রত্যাগমন
করিলে, তাঁহার ভাগ্যে অনশন অনিবার্য্য। তিনি যে গৃহিণীকে আহারাদি
করিয়া শয়ন করিতে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এই সব চিন্তা করিয়া তিনি
ঠিক করিলেন যে যখন কষ্ট করিয়া আসিয়াছি, তখন ব্যপারটা ভাল করিয়াই
দেখিয়া যাই। সুতরাং ঠাকুরদাদা কক্ষের বাহিরে একটি বেঞ্চে উপবেশন
করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই, তাঁহার ন্যায় আরও কয়েক জন ব্যক্তি আসিয়া
তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ব্যথার ব্যথী পাইলে, মর্ম্মান্তিক বেদনার
লাঘব হয়, ঠাকুর দাদা সমাগত সমবস্থ ভদ্রলোকদিগকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন
করিতে দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই "সরকারী ডাক"
হইল—"পাতা হইয়াছে, সকলে উপরে আসুন"। এই ডাকে ঠাকুর দাদার
ঘনেরাশু কুজ্ঝটিকা সামাচ্ছন্ন হৃদয়ে আশার আলোক প্রকটিত হইল। তিনি

সকলের সঙ্গে উপরে উঠিয়া গেলেন। এখানে একটি বিভ্রাট ঘটিল, তাঁহাকে বড় বাবুদিগের মধ্যে আসন গ্রহণ করিতে হইল। তিনি হংস মধ্যে বকরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে সুখাদ্য দ্রব্য সম্ভার কাতারে কাতারে আনীত হইতে লাগিল। ঠাকুরদাদা ভাবিলেন, আজ পরের স্কন্ধে প্রাণ ভরিয়া আহার করিয়া লইব। কিন্তু কথায় বলে, "অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুখায়ে যায়।" ঠাকুরদাদার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। বাবুরা লুচির ফোক্কা ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন, ব্যঞ্জনাদির ঘ্রাণ লইয়াই পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন, সুতরাং কোন দ্রব্য পুনঃ প্রদানের পূর্ব্বেই তাঁহারা পরিবেশকগণকে আর চাহিনা, আর চাহিনা বলিয়াই দূর হইতেই বিদায় দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর দাদা বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি আহারে বিলক্ষণ মুজবুত। তিন ডজন লুচি, তদুপযুক্ত ব্যঞ্জনাদি এবং পাঁচ ছয় গণ্ডা সন্দেশ না হইলে, তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। তিনি পেটের জ্বালায় পরিবেশককে এক একবার ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। পরিবেশক দুই একখানি লুচি বা দুই একটি মিষ্টান্ন দ্রব্য তাঁহার পাতে দিয়াই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "আর চাই কি মশাই?" ঠাকুরদাদা লজ্জার খাতিরে বলিলেন—"দিন!" পরিবেশক অমনি দুই এক খানি লুচি বা দুই একটি মিষ্টান্ন দিয়াই সরিয়া পড়িল। ঠাকুরদাদা আরও মুখ নষ্ট করিয়া কত চাহিবেন! বাবুরা ত' পূর্ব্ব হইতেই হাত গুটাইয়া বসিয়াছিলেন, কেবল ঠাকুরদাদা আহার করিতেছেন দেখিয়াই তাঁহারা উঠিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুরদাদার আহারে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ও ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, লোকটা একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস বিশেষ! কথাটা ঠাকুরদাদার কাণে গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহাদিগের দেহ হস্তীর ন্যায় হয় কিরূপে? যাহা হউক, সকলেই তাঁহার জন্য বসিয়া আছে দেখিয়া লজ্জায় ঠাকুরদাদা অদ্ধভুক্ত অবস্থায় হাত গুটাইলেন। বাবুরা ও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আচমনান্তে উপর হইতে নামিয়াই ঠাকুরদাদা দেখিতে পাইলেন বধূ দরজার সম্মুখে একটি পাত্র করে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একজন পরিচারিকা তাঁহার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে মুখ দেখাইতেছে, আর চারিদিক হইতে রজত খণ্ড বর্ষণ হইতেছে। একে অর্দ্ধাশনেই ঠাকুরদাদার মেজাজ খারাপ হইয়া

গিয়াছে, তাহার উপর সম্মুখে আদায়ের ব্যবস্থা দেখিয়াই তিনি তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন সকলেই মুখ দর্শনী আদায় দিতেছেন, তখন তিনিই বা সকলের সম্মুখ দিয়া সরিয়া পড়িবেন কি প্রকারে? অগত্যা তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইল। ঠাকুরদাদা ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে গমন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যাহা আহার করিয়াছি সুদের সুদ তস্য সুদ সহ তাহা আদায় দিয়া আসিয়াছি। অনাহার এবং পথ কষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। ঘটনাটি ঠাকুর দাদার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে সেই দিন হইতেই তিনি নিমন্ত্রণের উপরে হাড়ে চটিয়া আছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলেন, বড়লোকের বাড়ী দরিদ্রের নিমন্ত্রণ "বিড়ম্বনা," বড়লোকের সহিত এক পঙক্তিতে বসিয়া দরিদ্রের আহার "গর্ভযন্ত্রণা" আর নিমন্ত্রণের পত্র গুলি "লোকসানি পরওয়ানা"। "বিশ্বদূত" বলে—ঠাকুর দাদা। মনে কিছু ক'র না। তুমি যতই কেন চ'টনা—ভবীও ভুলিবেন না—ব্যবসায়ও বন্ধ হইবে না।

কায়স্থ-পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অর্থাৎ করণ বলিলে কারণ, কায়, সাধন, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, কায়স্থ, কচবর ও শূদ্রাজ বৈশ্যতনয়কে বুঝায়। অপিচ কোষকার মেদিনী কর (১) এব মহেশ্বর কবীন্দ্রকেও (২) ঠিক এই ঘোড়াতেই কামড়াইয়াছে সত্য; পক্ষান্তরে আবার মনুস্মৃতির টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ এই শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন

(১) "—— করণং হেতু কর্ম্মণঃ।
বালবাদৌ হস্তলেপে নৃত্য গীত প্রভেদয়োঃ।
ক্রিয়া ভেদেন্দ্রিয়ক্ষেত্র কায় সংবেশনেষু চ।
কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসিশূদ্রাবিশোঃ সুতে।"
(নানার্থ শব্দ কোষঃ)

(২) "করণং সাধনে ক্ষেত্রে কচ কায়স্থ কর্ম্মসু।
গীতাঙ্গ হাব সংবেশ ক্রিয়াভেদেন্দ্রিয়েষুচ।
বালব্যাদৌ চ করণঃ স্মৃতঃ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।"
(বিশ্বকোষঃ)

করণ জাতিকেই একতর দ্বিজ না বলিয়াছেন এমত নহে (৩); বলা বাহুল্য ইহা কেবল টীকাকারগণেরই অপসিদ্ধান্ত নহে; শাস্ত্রেও ইহারা বৈশ্য বলিয়াই (৪) কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার বৃহৎ ধর্ম্ম-পুরাণ এই করণনাম-শূদ্রা পুত্রকেই লিপিকর্ম্ম বিশারদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"করণ উবাচ,—"
বয়ং মূর্খা জাতিহীনাঃ প্রজ্ঞাশূন্যা বিশেষতঃ।
ভবদ্বিধাংস্তু সর্ব্বাজ্ঞান্ কুরুধ্বন্তু যথোচিতম্ ॥২৮।
ব্যাস উবাচ,—
এবং শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং তে মুনিসত্তমাঃ।
প্রহৃষ্ট বদনা ভুত্বা রাজান মিদমব্রুবন্ ॥২৯।
ব্রাহ্মণা উচুঃ—
অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তো বর্ত্ততাং সদা।
বিনয়াচার সম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তবান্ ॥৩০।
রাজকার্য্যকরোত্বেষ নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি ভবত্বপি ॥৩১।

(৩) "তত্র বিপ্রাদিবৎ করণান্তানাং ত্রয়ানাং দ্বিজবদা শৌচোপনয়নাদ্যুক্তি দিশন্ আয়োগব ক্ষত্তৃ চাণ্ডাল মাগধ বৈদেহসূতানাং ষণ্ণাং শূদ্রবদাশৌচাদিপ্রাপ্তিমাহেতি" মনু টীকায়াং রাঘবানন্দঃ (১০।৪১) রামচন্দ্রস্তু" নার্য্যাং স্ত্রিয়ামনার্য্যায়ামিন্দ্রিয়াজ্জাতোগুণৈঃ পাকযজ্ঞাদিভি রার্য্যো দ্বিজো ভবেদিত্যাহ"। (১০।৬৭)।

(৪) "ন দ্বিজাতি (বিপ্রঃ) রহং রাজন্ মাভূত্তেমনসোব্যথা।
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ।" ৫১
(বাল্মীকীয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৩ সর্গঃ)

অন্যত্র :—
"পুরাহং যৌবনে দৃপ্ত শ্চাপবাণ ধরোনিশি।
অচরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে।"
"গজঃ পিবতি পানীয় মিতি মত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষি সন্ধায় শব্দ ভেদিনমক্ষিপম্।
হা হতোহস্মীতি তত্রাভূৎ শব্দোমানুষ সূচকঃ।"
"তৎ শ্রুত্বাভয় সন্ত্রস্ত স্ততোহহং পৌরুষং বচঃ।
শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বং স্বামিন্ দশরথোহস্ম্যহম।"
"তদা মামাহ সমুনি র্মাভৈষীনৃপসত্তম্।
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্নত্বাং বৈশ্যোহহং তপসিস্থিতঃ।"
(অধ্যাত্ম রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ অঃ)

এষ এবহি সচ্ছূদ্রো ভবত্বেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তি রস্বস্তু দেবতারাধনে মতিঃ
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বং মেতৎ সচ্ছূদ্র লক্ষণম্ ॥৩২।

ব্যাস উবাচ—

ইত্যুক্তবৎসু বিপ্রেষু করণো নাম সঙ্করঃ।
প্রণনাম হি বিপ্রাণাং চরণান্ ভক্তিসংযুতঃ ॥৩৩।
ব্রাহ্মণাশ্চতমুচুর্বৈ বৎস তিষ্ঠেহ ভূতলে।
রাজ কার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ ॥৩৪।"

(উত্তরখণ্ডে ১৪ অধ্যায়ঃ)

ইহার ভাবার্থ এই ;—

বৈশ্য তনয় (৫) করণ বলিলেন—আমরা হীনজাতি, বুদ্ধিশূন্য ও মূর্খ ; হে মুনিগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব উপস্থিত বিষয়ের যাহা কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। ব্যাস বলিলেন—সেই করণগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত মুনিবৃন্দ প্রহৃষ্ট বদনে রাজাকে বলিলেন—"উপস্থিত বর্ণসঙ্করগণ মধ্যে এই বিনয়ী সদাচার সম্পন্ন ও সদালাপী করণ জাতি শ্রীযুক্ত হউক। অপিচ ইহাকে যেরূপ ব্রাহ্মণে ও দেবতায় ভক্তিমান্ এবং নীতিজ্ঞ দেখা যাইতেছে, তাহাতে রাজ কার্য্যেই ইহার বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইক এবং সংসারে সচ্ছূদ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। যেহেতু ব্রাহ্মণে ভক্তি ও দেবারাধনে মতি মৎসরতাহীন সচ্চরিত্রতাই সচ্ছূদ্রের লক্ষণ। অনন্তর ব্যাস বলিলেন—বিপ্রমণ্ডলী এই কথা বলিলে পর করণ নামক বর্ণসঙ্করগণ তাহাদের চরণে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, হে বৎস করণ! এই সংসারে রাজ কার্য্যে দক্ষ ও লিপিকর্ম্মে বিচক্ষণ হইয়া অবস্থান কর।

কিন্তু তাই বলিয়াই আমরা বর্ণসঙ্কর করণ ও কায়স্থ জাতিকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কেন ? তাহা বলিতেছি,—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণ মস্ত্রিয়াম্।"

(জাতিতত্ত্ব বারিধিধৃত শব্দ রত্নাকর)।

(৫) "শূদ্রায়াং বৈ বৈশ্যজাতঃ করণো বর্ণসঙ্করঃ।"
(বৃহৎ ধর্ম্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে ১৩শ অঃ)।

অর্থাৎ করণ বলিলে শূদ্রাগর্ভজাত জাতি বিশেষ ও কায়স্থ বিশেষকে বুঝায়। উহা কায়স্থ জাতি মাত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা নহে। অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত বংশ জাত সূর্য্যধ্বজাদি কায়স্থমণ্ডলী যে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে করণ (যাহা হইতে বারেন্দ্র কায়স্থ সম্প্রদায়ের দাস ও নাগ (৬) বংশের উৎপত্তি) একটী বিশেষ শ্রেণীর সংজ্ঞা। শূদ্রাগর্ভজ বৈশ্য সন্তান মাত্রেই যেমন করণ নামে পরিচিত ; উহা সেরূপ কায়স্থ মাত্রেরই সংজ্ঞা নহে। ফলতঃ করণ বলিলে ইন্দ্রিয় ও শূদ্রাজ বৈশ্যতনয়কে বুঝাইলেও ইন্দ্রিয় বলিলে যেমন প্রাগুক্ত শূদ্রা পুত্রকে বুঝায় না। সেইরূপ করণ বলিলে কায়স্থ ও প্রাগুক্ত অনন্তরাজ-সঙ্কর জাতি বিশেষকে বুঝাইলেও কায়স্থ ও শূদ্রা মাতৃক বৈশ্যতনয় অভিন্নজাতি নহে।

"বর্দ্ধকী নাপিতোগোপ আশাপঃ কুম্ভ কারকঃ।১০।
বণিক্ কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ চাণ্ডালো দাস স্বপচ কোলকাঃ।১১।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্ক বীক্ষণম্।" ১২

(মুদ্রিত ব্যাস সংহিতা ১ অধ্যায়)

বর্দ্ধকী অর্থাৎ রথকার (৭), নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস অর্থাৎ কৈবর্ত্ত (৮) শ্বপচ ? প্রভৃতি সকলেই অন্ত্যজ। এই অন্ত্যজদিগের সহিত আলাপ করিলে স্নান ও ইহাদিগকে সন্দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু কায়স্থ কুল গৌরব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহোদয় স্বরচিত "কায়স্থেরবর্ণ নির্ণয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"এসিয়াটীক্

(৬) "করণস্য সুতোজাতো নাগো নাথশ্চ দাসকঃ।
* * * * *
বসুর্ঘোষোগুহো মিত্রোদত্তোনাগশ্চ নাথকঃ।
দাসোদেবস্তথাসেনঃ পালিতঃ সিংহ এবচ।
এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধবংশজাঃ।"
(শব্দ কল্পদ্রুম ধৃত কারিকা)।

(৭) "তক্ষাতু বর্দ্ধকিস্তষ্টার রথকারশ্চ কাষ্ঠতুক্কৃৎ।" ইতি অমর সমবাদাৎ বর্দ্ধকী রথকারঃ। অস্তোৎ পত্তিমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে" ইতি।

(৮) "কৈবর্ত্তভৃতায়োর্দাসো দাসীবলোচ চেটিকে"তি রভসকোষ দর্শনাৎ দাসঃ কৈবর্ত্তঃ। অস্তোৎপত্তিমাহমনুঃ—"নিষাদোমার্গবং সূতে দাসোনৌকর্ম্মজীবিনং। কৈবর্ত্তমিতিয়ং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিন" ইতি।

সোসাইটী ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত (১১৫২ নং) ব্যাসসংহিতা প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথিতে (২।১।৫ পংক্তি) এইরূপ পাঠ আছে। যথা,—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপো দাসো বৈকুণ্ডকারকঃ।
বণিক্ বিরাট কায়স্ত মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রাভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
চর্ম্মকারস্তথাভিল্লো রজকঃ পুক্কসোনটঃ॥
বরাট মেদ চণ্ডাল দালসশ্চৈব লৌকিকাঃ।
এতে হন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যেচান্যেচ গবাশনাঃ॥"

(কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় ধৃতবচন)।

"অর্থাৎ বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, দাস, কুম্ভকার, বণিক্, বিরাটকায়, মালাকার, কুটুম্বী ও অন্য বহু শূদ্র স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন হইয়াছে। চর্ম্মকার, ভিল্ল, রজক, পুক্কস, নট, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দালস ও লৌকিকগণ এবং যাহারা গোমাংস ভোজন করে, তাহারা অন্ত্যজ বলিয়া গন্য !"

সত্য বটে নগেনবাবুর উল্লিখিত কথায় বাধা দিয়া জাতিতত্ত্ব বারিধি রচয়িতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"নগেনবাবু এই পাঠ তুলিয়া বলিতেছেন, দেখ ব্যাস সংহিতার প্রকৃত পাঠ এই, ইহাতে কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু নগেন বাবু জানিবেন এ পাঠ নিশ্চয় কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক বিকৃত করিয়াছেন। কিংবা প্রকৃত পাঠের সমুদ্ধার বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তারা ইচ্ছা পূর্ব্বক মান্দ্য অবলম্বন করিয়াছেন। "বিরাট কায়" নামে কোন জাতি জগতে আছে ইহা কে জানে না। এবং "দালস" নামে পদার্থ ও কোন আড়তে পাওয়া যায় না।"

পরিতাপের বিষয় আমরা উমেশবাবুর উল্লিখিত যুক্তির সারবত্তা কিছুমা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। "বিরাট কায়" বা "দালস" নামে কোন জা বিশেষ তোমার আমার নিকট অপরিচিত সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়াই উহাদে অস্তিত্ব নাই বা ছিল না, ইহা বলা অতি বড় সাহসের কথা সন্দেহ নাই। ফলত মুদ্রিত ব্যাস সংহিতা ভক্ত উমেশবাবুর গুপ্ত মালগুদামে যখন, "আশাপ" নাম অশ্রুত পূর্ব্ব পদার্থটী সশরীরে বিরাজ মান ; তখন সোসাইটীর পুথিতে "বিরাট কায়" বা "দালস" নাম দেখিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ উমেশবাবুর ন্যা তেজস্বান্ প্রাণীর পক্ষেই সম্ভবে !!

ফলতঃ সোসাইটীর হস্তলিখিত পুথিতে লিপিকরের প্রমাদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা মুদ্রিত ব্যাস সংহিতার পাঠকেই প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাহাদিগকে নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যেহেতু,—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্ যশ্চ বেশ্মনি।
সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজা :কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্॥১।
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রানাং তথা সংসর্গ দূষণে॥২"।

(৩য় অঃ আপস্তম্বস্মৃতিঃ)।

যদি কেহ অজ্ঞাতসারে এক বৎসর কাল অন্ত্যজ জাতির সহিত একগৃহে বাস করে, পরে সময়ে জানিতে পারিলে দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য চান্দ্রয়ণ বা পরাকরূপ ব্রত এবং শূদ্রগণ প্রাজাপত্যরূপ ব্রতাচরণ করিবে। অপিচ,—

"অন্ত্যজৈঃ খানিতাঃ কূপাস্তড়াগানি তথৈবচ।
এষু স্নাত্বাচ পীত্বা চ পঞ্চ গব্যেন শুদ্ধ্যতি।"

(প্রায়চিত্ত বিবেকধৃত বচন)।

না জানিয়া অন্ত্যজজাতির খানিত কূপ বা পুষ্করিণীতে স্নান বা উহার জল পান করিলে, উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিবে। কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক স্নান বা জল পান করিলে, উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত (৯)। এখানে বলা আবশ্যক "অন্ত্যৈ-রপিকৃতে কূপে সেতৌ ব্যাপাদিকে তথা। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বাচ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।" এই বৃদ্ধ শাতাতপ বচনটী অত্যন্ত আপৎকল্পেই বুঝিতে হইবে। অপিচ,—

"চাণ্ডালং পতিতং স্পৃষ্ট্বা শবমন্ত্যজমেবচ।
উদক্যাং সূতিকাং নারীং সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।"১৭৮।

(সম্বর্ত্ত স্মৃতিঃ)

চণ্ডাল, পতিত, শব, অন্ত্যজ, রজস্বলা, সূতিকা স্ত্রীদিগকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহাই যখন শাস্ত্রের অভিপ্রায় ; তখন কায়স্থ প্রভৃতি জাতিগুলিকে অন্ত্যজ বলিয়া মনে করা সঙ্গত কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী

(৯) "পঞ্চগব্য পানমুপবাস পূর্ব্বং ব্রতরূপত্বাৎ। এতদ জ্ঞানতঃ জ্ঞানতো দ্বৈগুণ্যমিতি" শূলপাণিঃ।

বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ মহর্ষি দেবল (১০) যম (১১) পরাশর (১২) বিষ্ণু (১৩) যাজ্ঞবল্ক্য (১৪) এবং মনু মহারাজ (১৫) যখন একবাক্যে গোপ (১৬) দাস (১৭) নাপিত (১৮) ও কুম্ভকারকে (১৯) একতর শূদ্র বা সচ্ছূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন; অধিক কি স্বয়ং মহর্ষি ব্যাস ও অন্যত্র যে গোপাদি সচ্ছূদ্র নিবহের অন্নগ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (২০); সেই গোপাদি যাহাতে অন্ত্যজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা যে, প্রকৃত পাঠ নহে তাহা বালকেও অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

(১০) "গোপালোনাপিতো দাসঃ কুম্ভকারঃ কুষীবলঃ।
ব্রাহ্মণৈরপি ভোক্তব্যাঃ পঞ্চৈতে শূদ্রযোনয়ঃ।"
(মাধবাচার্য্য ধৃত বচন)

(১১।১২) "দাস নাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
(যমস্মৃতিঃ ২০। পরাশরস্মৃতিঃ ১১।২১)।

(১৩) "আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ দাসগোপাল নাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
(বিষ্ণুস্মৃতিঃ ৫৭।১৬)।

(১৪) "শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্নানাপিতাশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ ১।১৬৮)।

(১৫) "আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালোদাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
(মনুস্মৃতিঃ ৪।২৫৩)।

(১৬) গোপো হি দ্বিবিধঃ। তত্রব্রাহ্মণাদম্বষ্ঠকন্যায়ামুৎপন্নঃ প্রথমঃ। আভীর ইতাস্য সংজ্ঞান্তরং। দ্বিতীয়স্তু সচ্ছূদ্র এব। তথাচ স্মৃতিঃ। "সচ্ছূদ্রৌ গোপনাপিতৌ।" অঙ্গোৎপত্তিমাহ পরাশরঃ—"ক্ষত্রিয়াং শূদ্র কন্যায়াং সুতোজায়েত নামতঃ। স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ।" "ক্ষত্রিয়ঃ শূদ্রকন্যামুঢ়া তস্যাংযং পুত্রমুৎপাদতি স নামতো গোপালেত্যত্র বিবক্ষিতোনত্বর্থতঃ। গোরক্ষণ রূপস্যার্থস্তকৃষ্যাদিবৎ বৈশ্যকর্ম্মত্বাদিতিপরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ। বর্ত্তনস্তস্য হলকর্ষণমেব। তথাচ বৃহৎ ধর্ম্ম পুরাণং—"নাপিতে ক্ষৌরকর্ম্মাণি গোপে লিখন মেবচ।" ইতি।

(১৭) দাসোঽপি দ্বিবিধ এব সচ্ছূদ্রান্ত্যজভেদাৎ। তত্র সচ্ছূদ্রাণামুৎপত্তিমাহ পরাশরঃ—"শূদ্র কন্যা সমুৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ। সংস্কারাত্তু ভবেৎ দাসো অসংস্কারাত্তু নাপিতঃ।" ইতি।

(১৮) "ব্রাহ্মণঃ শূদ্রকন্যামুদ্বাতস্যাং যং পুত্রমুৎপাদয়তি স যদ্যমন্ত্রকৈর্নিষেকাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো ভবতি তদা দাস ইত্যুচ্যতে। সংস্কারা ভাবেতু নাপিত ইত্যভিধীয়ত ইতি।"
(পরাশর মাধবীয়ে প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডম্)।

(১৯) "এতে দাসাদয়ঃ শূদ্রাণাং মধ্যে ভোজ্যান্নাঃ। চকারাৎ কুম্ভকারশ্চ। গোপনাপিত কুম্ভকার কুল মিত্রার্দ্ধিক নিবেদিতাত্মানোভোজ্যান্না ইতিবচনাদিতি।"
(মিতাক্ষরায়াং বিজ্ঞানেশ্বরঃ ১।১৬৬)।

(২০) "নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধ সীরিণোদাসগোপকৌ।
শূদ্রার্ণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈবদুষ্যতি।"
(ব্যাসসংহিতা ৩।৫১)।

পক্ষান্তরে আমরা সোসাইটীর হস্ত লিখিত পুথির প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। যেহেতু কুটুম্বী বলিলে কর্ষককেই বুঝায় (২১)। উহা কোন জাতি বিশেষের সংজ্ঞা নহে। অপিচ যে বর্দ্ধকি অর্থাৎ রথকার জাতিকে একতর দ্বিজ বলিতে (২২) প্রাচীন স্মার্ত্ত মহামতি বিজ্ঞানেশ্বরের পবিত্র লেখনী কিছুমাত্র স্তম্ভিত হয় নাই, সেই বর্দ্ধকি জাতিকে শূদ্র বা অন্ত্যজ বলিয়া কীর্ত্তন করা যে কেবল নব্য ব্যাসের পক্ষেই সম্ভবে, একথা বালকেও বুঝিতে না পারে এমত নহে। ফলতঃ ব্যাস সংহিতার উল্লিখিত পদ্য কয়েকটী যে কোন না কোন জাতিতত্ত্বান্ধ মহাপণ্ডিতের কপোল কল্পিত তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। বলা বাহুল্য ইহা যে কেবল আমাদিগেরই অভিমত, তাহা নহে। প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহোদয়ও স্বরচিত বিশ্বকোষে এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"বিশেষতঃ ১৬৫৬ সম্বতে লিখিত এবং ১৪০৯ শকে লিখিত দুই খানি ব্যাস সংহিতার প্রাচীণ হস্ত লিপিতে—

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ।

এই শ্লোকটী এককালে নাই, ইহাতে অনুমিত হয় যে, ঐ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক সময়ে লিখিত।"

(বিশ্বকোষে কায়স্থশব্দ ৫৭৮ পৃঃ)

সত্য বটে স্মার্ত্ত কমলাকর, স্কন্দ পুরাণের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,—

"মাহিষ্য বনিতা সূনুর্বৈদেহাৎ যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে।
ক্ষত্রাৎ বৈশ্যায়াং মাহিষ্যো বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজ পাটী প্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চ সংস্কার বানসৌ।

(২১) "কুটুম্বীভূমিকর্ষক" ইতি মনুভাষ্যে মেধাতিথিঃ (৪।২৩৫)।

(২২) "ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়ামুৎ পাদিতো মাহিষ্যঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতাকরণী। তস্যাং মাহিষ্যেণোৎপাদিতো রথকারোনামজাত্যা ভবতি। তস্যচোপনয়নাদি সর্ব্বং কার্যং বচনাৎ। যথাহশঙ্খঃ—ক্ষত্রিয়বৈশ্যানুলোমান্তরোৎ পন্নজো রথকার স্তস্যৈজাদানোপনয়ন সংস্কার ক্রিয়া। অস্যপ্রতিষ্ঠা রথসূত্রে বাস্তু বিদ্যাধ্যয়ন বৃত্তিতাচেতি।"
(মিতাক্ষরায়াং বর্ণজাতি বিবেক প্রকরণে বিজ্ঞানেশ্বরঃ)।

চাতুর্ব্বর্ণস্য সেবাংহি লিপি লেখন সাধনম্।
ব্যবসায় শিল্প কর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্র সারক্ত সন্তসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ।''

(শূদ্র কমলাকর)।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা স্কন্দ পুরাণের কোথাও উল্লিখিত পন্থাবলী খুজিয়া পাইলাম না। সম্ভবতঃ উহা স্মার্ত্ত কমলাকরের কপোল কল্পিত। এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! যে হেতু ১৬৬৮ বিক্রমাব্দই (২৩) তাহার লীলাক্ষেত্র। ফলতঃ উহা যে তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রসূত "শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্র মারক্ত সন্তসা। স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ।" এই কবিতাটীই তাহার নিদর্শন স্বরূপ। বলা বাহুল্য আর্য্যবিগর্হিত প্রতিলোমজ বৈদেহ জাতি কর্ত্তৃক অবৈধরূপে মাহিষ্য বণিতাগর্ভে জাত জাতিবিশেষ অথবা এক কথায় "অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চ সংস্কারবানসৌ।" যাহার পাঁচটী মাত্রই সংস্কার, সেই শূদ্রাদপি অধম জাতি যখন কিছুতেই যজ্ঞসূত্র ধারণের আশা করিতে পারে না। অপিচ স্ত্রী, শূদ্র বা অনুপনীত গণ যখন বিষ্ণু বা শঙ্কর স্পর্শের অনধিকারী (২৪) ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তখন যিনি তাহাদিগকে দেবতা স্পর্শনে ও যজ্ঞসূত্র ধারণে বঞ্চিত করিতে গিয়া অযথা আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; তিনি যে স্বার্থের অবৈতনিক দাস কি না, তাহা বালকে ও বুঝিতে পারে। কাজেই এসম্বন্ধে আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া কাজের কথা আরম্ভ করি।

প্রিয় দর্শন পাঠক! অতঃপর দেখা যাউক কায়স্থ বলিলে কোন বর্ণ বা জাতিকে বুঝায়। বৈয়াকরণ বলেন,—

"আকৃতি গ্রহণাজাতিঃ——"

(দুর্গসিংহধৃত কারিকা ৪।৩।৭৬)

জাতিজ্ঞান আকৃতির উপরেই নির্ভর করে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিজ্ঞান হয়। যেমন হস্তপদাদি মনুষ্য জাতির এবং শাখা পল্লবাদি

(২৩) "বসুঋতু ঋতুভূমিতে গতেহব্দে নরপতি বিক্রমভোহথ যাতি রৌদ্রে।
তপসি শিবতিথৌ সমাপিতোহয়ং রঘুপতিপাদ সারারুহেহর্পিতশ্চ॥''

(২৪) "স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর।
স্পর্শনে নাধিকারোহস্তি বিষ্ণোর্বাশঙ্করেহপিবা।"

(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত বচন)

বৃক্ষ জাতির জ্ঞাপক। সম্ভবতঃ এই জন্যই পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ব বিদ্ পণ্ডিতগণ মানব সম্প্রদায়কে ককেসীয় মোঙ্গলীয়, মালয় ও কাফ্রি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই লক্ষণটী সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। ফলতঃ জাতি জ্ঞানের পক্ষে কেবল আকৃতিই একটী মাত্র কারণ হইলে, কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে ও মনুষ্যজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অতএব মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ।''

(ন্যায়দর্শন, ২।২।৭১)।

যে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে ও সমান প্রকার বুদ্ধি জন্মায় তাহাকেই জাতি বলে। এই সমান জ্ঞান বাহ্য ও অন্তরাকৃতি সাপেক্ষ। অন্তরাকৃতি আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ (২৫) এই গুণ ত্রয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অতএব শাস্ত্রে আছে,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।''

(শ্রীমদ্ভগবতগীতা)

অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ ও শমদমাদি কর্ম্মের বিভাগানুসারেই বর্ণ চতুষ্টয় পরিকল্পিত (২৬)। শাস্ত্রান্তরে ও লিখিত আছে,—

"সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষো ব্রহ্মণোজগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥৩।
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথাবৈ ব্রহ্মণোহভবন্।
রজসাতমসাচৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ॥৪।
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজাব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম।
তমঃ প্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদংততঃ॥৫।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজ সত্তম।
পাদোরু বক্ষস্থলতোমুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥৬।

(বিষ্ণুপুরাণ, ১।৬)

(২৫) সত্ত্বংরজ স্তম ইতি প্রকৃতেরভবন গুণাঃ।"

(সাংখ্যসার ধৃত বচন)।

(২৬) "সত্ত্ব প্রধানা ব্রাহ্মণা স্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মানি। সত্ত্বরজঃ প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্য যুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি। রজস্তমঃ প্রধানা বৈশ্যঃ তেষাং চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি। তমঃ প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিক শুশ্রূষাদীনি কর্ম্মানীতি। এবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াত্রব সৃষ্টমিতি।"

(শ্রীধর স্বামী)

ইহার ভাবার্থ এই—সত্য স্বরূপ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে তাহার মুখ হইতে প্রথমতঃ সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রজাগণ উৎপন্ন হয়। ইহারাই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত। বক্ষঃ হইতে রজোগুণোদ্রিক্ত ক্ষত্রিয়গণ, উরু হইতে রজঃ ও তমোগুণোদ্রিক্ত বৈশ্যগণ এবং পদ হইতে তামস প্রকৃতি শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়া ছিল। সাংখ্যকার বলেন,—

"প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জননমিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥
সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্ট মুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণক মেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ॥"

(সাংখ্যকারিকা, ১২।১৩)।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক এবং যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়মনই ইহাদের প্রয়োজন। ইহারা একটী অপরটীকে অভিভূত ও আশ্রয় করে, আবার পরস্পর পরস্পরের জনন ও নিত্য সঙ্গী। অপিচ সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক, রজো গুণ ক্রিয়াশীল ও প্রবর্ত্তক এবং তমোগুণ গুরু ও আবরণ কর। ভগবানও বলিয়াছেন,—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম সঙ্গেন দেহিনাম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনাম।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞান মাবৃত্যতু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥

* * * *

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ।
প্রমাদমোহৌ তমসঃ ভবতোঽজ্ঞান এবচ॥১৪।৬ ১৬।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জব মেবচ।
জ্ঞান বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দাননীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্র স্যাপি স্বভাবজম্॥

(শ্রীমদ্ভগবতগীতা, ১৮।৪১-৪৪)।

অর্থাৎ এইগুণ ত্রয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা নিবন্ধন সত্ত্বগুণ চৈতন্যোদ্দীপক এবং দুঃখ পরিশূন্য। উহা দেহীকে সুখ ও জ্ঞানের সহিত আবদ্ধ করে। রজোগুণ রাগাত্মক; উহা অনুরাগ ও আসক্তি জন্মায়, এবং কর্ম্ম সঙ্গে দেহীকে আবদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞান সম্ভূত, উহা দেহিগণের মোহকারী এবং প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবাত্মাকে বন্ধন করে। সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদাদিতে সংযুক্ত করে। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। ফলতঃ স্বভাবজ গুণানুসারেই ব্রাহ্মণাদিবর্ণ চতুষ্টয়ের কর্ম্ম বিভক্ত হইয়াছে। যেমন শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের, শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান এবং প্রভুত্ব ক্ষত্রিয়ের, কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য বৈশ্যের; এবং দ্বিজ শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম। বলা বাহুল্য এখানে অন্যতম টীকাকার মহামতি নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—

"তস্মাৎ যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্বর্ণে শমাদয়ো দৃশ্যন্তে স শূদ্রোঽপ্যেতৈ র্লক্ষণৈ ব্রাহ্মণ এব জ্ঞাতব্যাঃ। যত্র চ ব্রাহ্মণেঽপি শূদ্র ধর্ম্মাদৃশ্যন্তে স শূদ্র এবেতি।"

(ভারত ভাব দীপিকা)।

ইহার ভাবার্থ এই—শমাদিগুণ যে, কোন বর্ণেই দেখা যাউক না কেন; সে শূদ্র হইলে ও শমাদি লক্ষণান্বিত বলিয়া, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে যে, ব্রাহ্মণে শূদ্র ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়, তিনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও প্রকৃত পক্ষে শূদ্র। বলা বাহুল্য ইহা কেবল টীকাকার নীলকণ্ঠেরই প্রজ্ঞা ব্যামোহ বিপ্রলাপ মাত্র নহে। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে,—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ২১।
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণম্॥ ২২।

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তি স্ত্রিবর্গ পরিপোষণম্।
আস্তিক্য মুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্॥ ২৩।
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্য মায়য়া।
অমন্ত্র যজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥ ২৪।

* * * *

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভি ব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" ৩৫।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১১)।

অর্থাৎ শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণু-পরত্ব, এবং সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজঃ, দান, আত্মজয়, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা এবং সত্য এই কয়েকটী ক্ষত্রিয় জাতির লক্ষণ। দেব, গুরু ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম এবং নিপুণতা বৈশ্যজাতির লক্ষণ। বিপ্রাদির প্রতি প্রণাম, শৌচ, অকপটে প্রভুর সেবা, অমন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠান, অস্তেয়, সত্য এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষা শূদ্রের লক্ষণ। অপিতু বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সমস্ত লক্ষণ বলা হইল, যদি অন্য বর্ণে সেই সমস্ত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে সেই বর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফলতঃ শমাদি গুণ দ্বারাই মুখ্যরূপে ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার হয়, জন্মহেতু নহে (২৭)। অতএব কায়স্থ জাতি যে, একতর ক্ষত্রিয় তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু কনোজাগত কায়স্থকুলতিলক মহাত্মা কালিদাস মিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া প্রাচীন কুলাচার্য্য রামানন্দমিশ্র, ভট্টনারায়ণাদি বিপ্রপঞ্চকের মুখে, তাঁহার ক্ষত্রোচিত শৌর্য্য বীর্য্যাদিরই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্তসত্ত্বমত্বহ শরৎসুধাংশুবদ্ যশঃ॥
প্রতাপ তাপনোত্তপৎ দ্বিষালি যোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ॥"

(বিশ্বকোষধৃতকারিকা)।

(২৭) "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যো ন জাতি মাত্রা দিত্যাহ—যস্যেতি—যস্য পুংসো যৎ লক্ষণং বর্ণাভিব্যঞ্জকং প্রোক্তং "শমঃ দম স্তপঃ" ইত্যাদিনা তৎ যং যদ্যন্যত্রাপি বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তর্হি তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ নিমিত্তেন বর্ণেন নির্দ্দিশেৎ ন জাতি নিমিত্তেন ইত্যর্থঃ।" ইতি।

(ভাগবত চন্দ্র চন্দ্রিকায়াং বীররাঘবাচার্য্যঃ)

(যশ ইতি—অয়ং জনঃ যশস্বিনাং কীর্ত্তি মতাং নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। ধরতীতি ধরঃ যশসো ধরঃ যশোধরঃ যশোবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতং সদা সর্ব্বদা সর্ব্বেষা মাদরেণ সহ বর্ত্তমানঃ সর্ব্বসাদরঃ সর্ব্বেষাংশত্রু মিত্রাণামপ্যাদরনীয় ইতিভাবঃ। প্রমত্তং সত্ত্বং-বলং "সত্ত্বংগুণে পিশাচাদৌবলে দ্রব্য স্বভাবয়ো" রিতি হলায়ুধঃ, বিদ্যতে যস্য ইত্যস্ত্যর্থে মতুপ্; অসিত বীর্য্য বানিত্যর্থঃ। প্রমত্ত সত্ত্ব মত্বহ ইতি পাঠে প্রমত্তং মদোদ্ধতং যৎ সত্ত্বং জন্তুঃ "সত্ত্বং দ্রব্যে স্বভাবে চ ব্যবসায় প্রভাবয়োঃ। পিশাচাদৌগুণে প্রাণ বল জন্তুষু চেতসী" ত্যজয়ঃ তেষাং মদতীতি কিপ্ মদ্ তস্য ভাবোমত্ত্বং তং হন্তীতি প্রমত্ত সত্ত্ব মত্বহঃ ভুজ বলেন ক্ষরন্মদ দন্তিনামপি মত্ততা-পহারীতি ভাবঃ। শরাদি সমুদিতঃ সুধাংশুবৎ যশো বিদ্যতে যত্রোতি শরৎ সুধাংশুবদ্ যশাঃ শরদুদিত শিশির কিরণ বন্নির্ম্মল যশা ইত্যর্থঃ। প্রতাপ ইব তাপনঃ সূর্য্যঃ তেন উত্তপন্তো দ্বিষালীনং শত্রু সঙ্ঘানাং যোষিদালয়ো নারী নিবহা যেন স তথোক্তঃ, প্রতাপ তাপনেন শত্রুস্ত্রীনা মপি তাপয়িতে ত্যর্থঃ। যদ্বা প্রতাপ তাপনেন উত্তপন্তো দ্বিষালয়ঃ শত্রুব্যূহা স্তেষাং যোষিদাঃ স্ত্রীণা মালিকঃ সখি স্বরূপঃ "পুংস্যালি র্বিশদাশয়ে। ত্রিষু স্ত্রীয়াং বয়স্যায়াং সেতৌ পংক্তৌ প্রকীর্ত্তিতেতি" মেদিনী, পরাজিত শত্রু সীমন্তিনীনা মাশ্রয়দাতেতি ভাবঃ। এতেন প্রাগুক্ত প্রমত্ত সত্ত্ববানিতি বিশেষণে ন চ অস্য মিত্রোপাধিকস্য কালি-দাসস্য ক্ষত্রিয়ত্ব দ্যোতিতং পরিচর্য্যা পরায়ণে শূদ্রে তদযুক্তত্বাৎ ইতি। মিত্র বংশঃ সিন্ধুরিব তত্রজাতঃ কালিদাস শ্চন্দ্র ইব বিভাতি রাজত ইত্যর্থঃ।)

ইহার ফলিতার্থ এই—ক্ষীরার্ণব রূপ মিত্র বংশে জাত চন্দ্র সদৃশ এই কালি দাস, ইনি পরাজিত শত্রু সীমন্তিনীগণের আশ্রয় দাতা, শরৎচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশো আধার, অমিত বীর্য্যবান্ বা মদোদ্ধত করি নিকরের গর্ব্বাপহারক এবং সর্ব্বত্র আদরণীয়, অপিচ "ইনি কেবল দয়া করিয়া দস্যু সঙ্কুল পথে ব্রাহ্মণ-দিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সঙ্গে আসিয়াছেন (২৮)।" ফলতঃ যে, পুরুষোত্তম দত্ত মহারাজ আদিশূরের সমক্ষে স্পষ্টাক্ষরে "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগেতাহস্মিতবালয়ে" বলিয়া ক্ষত্রোচিত গর্ব্ব প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ভীত বা স্তম্ভিত হন নাই, তিনি বা তাঁহার সজাতিবৃন্দ যে, ক্ষত্রিয়েতর জাতি নহেন, তাহা সহৃদয় মহাত্মাগণ অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা মনে

(২৮) "দ্বিজালি পালনার্থতোঽপাসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকার দীপকঃ॥"

(ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকাধৃত কারিকা)।

করি এতাবৎ চিন্তা করিয়াই নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র যজ্ঞে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়ের আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় দুরদর্শিতা ও বিবেচনা শক্তির পরিচয় দান করিয়া ছিলেন। যথা,—

"অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
দদৌ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপপতিঃ সুধীঃ॥"

(ক্ষিতীশ বংশাবলী)।

অথবা মহাত্মা চিত্রগুপ্ত যে, কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ একথা সর্ব্ববাদি সম্মত সাধারণ স্বীকৃত সত্য। শাস্ত্রে আছে, কায়স্থ কুল ধুরন্ধর এই চিত্রগুপ্ত বা বিচিত্র ধর্ম্মরাজ যমের সহজন্মা অর্থাৎ যমজ বা অনুজ (২৯)। শ্রুতি বলেন—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।" [বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ১।৪।১১]

"প্রথমে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি একাকী ক্ষত্রিয়াদি পরিপালয়িতার অভাবে আপন বিভূতিযুক্ত কর্ম্ম করণে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং তিনি নিজ ব্রাহ্মণ জাতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপন কর্ম্ম কর্তৃত্ব বিভূতি বিস্তারার্থ শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয় জাতি অতিশয় সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয় দেব ক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ঈশান ইত্যাদি।" ষড়দর্শনের খ্যাতনামা টীকাকার মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলেন,—

"ন পুনঃ সর্ব্বাজাতিরাকৃত্যা লিঙ্গত ইতি। মৃৎসুবর্ণ রজতাদিকাহি রূপ বিশেষব্যঙ্গ্যা জাতির্নাকৃতি ব্যঙ্গ্যা, ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিস্তু যোনি ব্যঙ্গ্যা, আজ্য তৈলাদীনাং জাতিস্তু গন্ধেন রসেন বা ব্যজ্যত ইতি।"

[ন্যায় বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টীকা ২।২।৬৫]

অর্থাৎ যোনি দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি ব্যঞ্জিত হইয়া থাকে। অতএব যম সহজন্মা মহাত্মা চিত্রগুপ্ত বা তৎবংশজাত কায়স্থ গণের ক্ষত্রিয়ত্ব অপলাপ করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখানে বল

(২৯) "ধর্ম্মরাজস্তুতঃ স্বয়ং শ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ।"

(গারুড়ে প্রেতকল্পে ৭ অঃ)।

অন্যত্র—

"তৎ পুরস্ত পরিত্যজ্য তর্জ্জিতো যমকিঙ্করৈঃ।
প্রযাতি চিত্র নগরং বিচিত্রোনাম পার্থিবঃ ॥২০॥
যমস্তৈবানুজঃ সৌরির্যত্ররাজ্যং প্রশাস্তিহি।"

(গারুড়ে উত্তরখণ্ডে ৮ অঃ)।

আবশ্যক যাহারা চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত যম বিশেষ ভিন্ন স্বতন্ত্র চিত্রগুপ্তের অস্তিত্ব স্বীকারে কাতর; আমরা তাহাদিগকে বেদান্তসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের "যম প্রযুক্তা এবহিতে চিত্রগুপ্তাদয়োঽধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যত ইতি" এই কথা অথবা অনুশাসন পর্ব্বোক্ত "যম উবাচ রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা। শ্রুয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ং" এই কথা, কিংবা অগ্নিপুরাণোক্ত" যমং দৃষ্ট্বা যমোক্তেন চিত্রগুপ্তেন চেরিতান। প্রাপ্নোতিনরকান্ রৌদ্রান্ ধর্ম্মী শুভ পথৈ র্দিবং" এই কথা, অথবা "ঈশশ্চোমাগুহো বিষ্ণুর্ব্রহ্মেন্দ্রো যম কালকৌ। চিত্রগুপ্তশ্চাধিদেবা অগ্নিরাপঃ ক্ষিতির্হরি" এই কথা, অথবা মৎস্য-পুরাণের "শানৈশ্চরস্যতু যমঃ রাহোঃ কালং তথৈবচ। কেতোশ্চ চিত্রগুপ্তশ্চ সর্ব্বেষামধিদেবতা" এই কথা, কিংবা গরুড় পুরাণোক্ত "তৈঃ পুজিতৈরহং তুষ্ট শ্চিত্রগুপ্তেন ধর্ম্মরাট্" এই কথা, অথবা শিবপুরাণোক্ত "যমং পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাঃ চিত্রগুপ্তঞ্চ ভীষনং" এই কথা কয়েকটীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

"অসিজীবী মসীজীবী দেবলো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহীচ যোহি শূদ্রাপতি দ্বিজঃ।
সশূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎদ্বিজ কর্ম্মণঃ॥ ৬৭"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত জন্মখণ্ডে ৭৫ অঃ)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

বারেন্দ্র-কায়স্থ-সম্মিলনী।

রংপুর টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে ১৩১৮, ২৫শে বৈশাখ পাবনা, কায়স্থ-সম্মিলনীর সাম্বৎসরিক উৎসব ও সভা সম্পন্ন হইয়াছে। পরদিন ২৬শে ও ২৭শে বৈশাখ উক্ত জমিদার মহাশয়ের বাটির কেন্দ্রে গণ্য মান্য বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ শ্রেণীর মোট ২২ জন কায়স্থ বৈদিক ক্ষত্রিয় পদ্ধতি অনুসারে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। সভার প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

এই বারেন্দ্র কায়স্থ সম্মিলনী উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২০০ দুই শতাধিক বারেন্দ্র কায়স্থ একত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সমাগত অশূদ্র প্রতিগ্রাহী শক্তি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন ও পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মজুমদার কাব্যতীর্থ, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত রাম-

গোপাল স্মৃতিতীর্থ, রাইকেল নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমললোচন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্যবিদ্যাকল্পতরু ও যশোহর জেলার শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক ও কায়স্থাচার্য্য দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলভূষণ শ্রীযুক্ত বামাপদ রায় চৌধুরী, পাবনার কায়স্থ প্রচারক শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় দেববর্ম্মা ও বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি, এ, রাজসাহীর কায়স্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ বর্ম্ম মজুমদার প্রভৃতি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত বনমালীরায় রায় বাহাদুর সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া টেলিগ্রাম ও শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। সভারম্ভে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক বারেন্দ্র কায়স্থদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে কাঁকিনার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মাননীয় রাজকুমার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতিমহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া **প্রথম প্রস্তাব** উত্থাপন করেন যে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যভিষেকে আমরা সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। অতঃপর সভাপতি মহাশয় আসনগ্রহণ করতঃ একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের অভাব ও তাহা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা করেন। রাজকুমার বাহাদুরের সৌজন্যে ও বিনয় বচনে স্বজাতিবৃন্দ সকলেই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বারেন্দ্র কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ; অর্থাৎ সম্বৎসরের মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে আর কেহ বাকী থাকিবে না ইহা সভা হইতে ঘোষণা করা হইল।

কাঁকিনার মাননীয় কুমার বাহাদুর ও টেপার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত সারদামোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সপুত্র ও দেওয়ান বাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয় সপুত্র ও রংপুরের খ্যাতনামা উকীল পোতাজিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কায়স্থগণ সত্বর উপবীত গ্রহণ করিবেন ইহাও স্থির হইয়া রহিল।

তৃতীয় প্রস্তাব। বারেন্দ্র সমাজের উন্নতিকল্পে বিবাহ ব্যয় সঙ্কোচ ও বিবাহের আনুসঙ্গিক কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি যাহাতে সকলের সুবিধামত স্থির হয় সে বিষয়ে প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া ধার্য্য হয় যে ৫১৲ একান্ন টাকায় অধিক কেহই লইতে পারিবেন না।

চতুর্থ প্রস্তাব। কায়স্থ বালকদিগের উচ্চশিক্ষা ও দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করা।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিদেশে শিক্ষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে সমাজে সাদর গ্রহণ।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

Presented to the K. P. P.
by Shiva Prashad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

আষাঢ়, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৩য়, সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

	পূর্ব্বে প্রকাশিত	৭১০৪।০
শ্রীযুক্ত	চন্দ্রশেখর সরকার, উকীল, ভগলপুর (সম্প্রতি) ...	২৫৲
„	জয়গোপাল সিংহ, সাং ৭৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা	১০৲
* „	হরিচরণ গুহ মুস্তফী, সাং দিনাজপুর, গণেশতলা ...	৪৲
* „	প্রমথভূষণ রায় চৌধুরী, সাং চণ্ডীবরপুর, নল্‌দী পোঃ, যশোহর জেলা	৪৲
„	বরদাপ্রসাদ সোম রায় বাহাদুর, সাং চুঁচুড়া, হুগলি (সম্প্রতি)	৪৲
„	প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, সাং বগুড়া। ...	৩৲
„	নগেন্দ্রনাথ বসু, আসিষ্টাণ্ট্ ষ্টেসন্‌মাষ্টার্, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা	১৲
	মোট	৭১৫৫।০

পুস্তকাগার ভাণ্ডার।

	পূর্ব্বে প্রকাশিত	৩১৲
শ্রীযুক্ত	বরদাপ্রসাদ বসু, সাং হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা ...	৫২৲০
„	চন্দ্রশেখর সরকার, উকীল, ভগলপুর ...	২৫৲
† „	বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, সাং যশড়া, চাকদহ পোষ্ট, নদীয়া জেলা	১০৲
† „	শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ রায় সাহেব, সাং রাজীবপুর, ২৪ পরগণা	১০৲
† „	যতীন্দ্রমোহন বসু, মুন্‌সেফ, সাং ফরক্কাবাদ ...	৫৲
† „	হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং দাইহাট, বর্দ্ধমান জেলা ...	১৲
	মোট	১৩৪৵০

* ইহাঁরা সভার সভ্য নয়।

† সম্প্রতি অর্থাভাবে সভা হইতে জনসংখ্যা না হওয়ায়, ইঁহারা জনসংখ্যা-ভাণ্ডারে যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা ফেরৎ না লইয়া এখন পুস্তকাগার ভাণ্ডারে দিলেন।

প্রচার ভাণ্ডার।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, উকীল, ভগলপুর ... ২৫৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৩০এ চৈত্র, ১৩১৭।

(কোন্নগর, পঞ্চানন্দতলা, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল নন্দী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং কোন্নগর—

১। নন্দী জয়গোপাল, বয়স ৩৬, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ হরিচরণ, ওরফে নন্দগোপাল, „ ৩২, ঐ

৭ই বৈশাখ, ১৩১৮।

(কলিকাতা, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

মিত্র, অমৃতলাল।

১৭ই বৈশাখ, ১৩১৮।

(কোন্নগর, মন্দিরপাড়া, কালীবাড়ীর কেন্দ্র)।

সাং কোন্নগর :—

১। বসু, রাইচরণ, বয়স ৩৯, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ হরিধন, „ ৩৬, ঐ
৩। „ হরিসত্য, „ ৫০, ঐ
৪। মিত্র, তিনকড়ি, „ ২০, ঐ
৫। „ সতীশচন্দ্র „ ৩৯, ঐ

১৮ই বৈশাখ, ১৩১৮।

(কোন্নগর কালীবাড়ীর কেন্দ্র)।

সাং কোন্নগর :—

১। ঘোষ, অঘোরনাথ, বয়স, ৫৬, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ জিতেন্দ্রনাথ, „ ৩২, „

৩। ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, বয়স ২১, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৪। „ ত্রিপুরাচরণ, „ ৬২, „
৫। „ দেবেন্দ্রনাথ, „ ১৭, „

(ঢাকা, শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। রক্ষিত, দেবেন্দ্রকিশোর, সাং আটী, ঢাকা জেলা, (বঙ্গজ)।
২। সোম, হেরম্বচন্দ্র, „ উয়ারি, „ ঐ
৩। দত্ত, অমূল্যকুমার, „ তেওটীয়া, „ ঐ

(জেলা পাবনা, বড়ুরিয়া, শ্রীযুক্ত দীননাথ সিকদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বড়ুরিয়া।

১। গুহরায়, মাধবচন্দ্র।
২। জোয়াদ্দার, প্রসন্ননাথ।
৩। „ ভৈরবচন্দ্র।
৪। „ যাদবচন্দ্র।
৫। „ রাজচন্দ্র।
৬। সিকদার, উমাচরণ।
৭। „ কার্ত্তিকচন্দ্র।
৮। „ গণেশচন্দ্র।
৯। „ দীননাথ।
১০। সিকদার, দ্বারকানাথ।
১১। „ পঞ্চানন।
১২। „ পরমানন্দ।
১৩। „ প্রাণনাথ।
১৪। „ বিপিনবিহারী।
১৫। „ মুকুন্দলাল।
১৬। „ যোগেশচন্দ্র।
১৭। „ সুরেন্দ্রনাথ।
১৮। „ হৃদয়নাথ।

২৫।২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, খান্‌খানাপুর, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। দত্ত, অবিনাশচন্দ্র। (বঙ্গজ)।
২। „ কেশবচন্দ্র। ঐ
৩। „ নীলমাধব। ঐ
৪। „ প্রাণেশকুমার। ঐ
৫। „ বনমালি। ঐ
৬। দত্ত, বিজয়শঙ্কর। (বঙ্গজ)
৭। „ বেণীমাধব। ঐ
৮। „ যতীন্দ্রমোহন। ঐ
৯। „ শরচ্চন্দ্র। ঐ
১০। „ সতীশচন্দ্র। ঐ

১১। দত্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র। (বঙ্গজ)
১২। দাস, দ্বারিকানাথ। ঐ
১৩। „ যাদবচন্দ্র। ঐ
১৪। „ হরগোবিন্দ। ঐ
১৫। বসু, মোহিনীমোহন। (বঙ্গজ)।
১৬। „ সুরেশচন্দ্র। ঐ
১৭। রক্ষিত, পূর্ণচন্দ্র। ঐ
১৮। রাহা, বনমালি। ঐ

২৫এ বৈশাখ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, আলিপুরের কেন্দ্র)।

১। গুহরায়, ঈশানচন্দ্র, সাং বরুলিয়া, পাবনা জেলা, (বঙ্গজ)।
২। বসু রায়, কুঞ্জবিহারী, সাং আলিপুর, ফরিদপুর জেলা, ঐ
৩। সরকার, পুলিনচন্দ্র, „ „ ঐ
৪। „ মহিমচন্দ্র, „ „ ঐ
৫। বসু রায়, শরৎচন্দ্র, সাং উজানপুর, „ ঐ
৬। ভৌমিক, যাদবচন্দ্র, সাং কাঁটাজানি, „ ঐ
৭। গুহরায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র, সাং চাঁদপুর, „ ঐ
৮। বসু, অমরশঙ্কর, সাং জগৎপুর, „ ঐ
৯। „ মনোহর, „ „ ঐ
১০। দত্ত, সৌরেশকুমার, সাং বনগ্রাম, „ ঐ

(রংপুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

(১)

২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮।

সাং চণ্ডিপুর, নদীয়া জেলা :—

১। সরকার, যোগেশচন্দ্র, বয়স ৩৪, (বারেন্দ্র)।

সাং পোতাজিয়া, পাবনা জেলা :—

২। রায়, বিজয়বিনোদ, বয়স ৩২, ঐ
৩। „ রবীন্দ্রমোহন, „ ১৭, ঐ

সাং মালঞ্চী, পাবনা জেলা :—

৪। সরকার, মতিলাল, বয়স ২৬, ঐ

সাং জ্যোতশ্রীরাম, বর্দ্ধমান জেলা :—

৫। মিত্র, জ্যোতিন্দ্রমোহন, বয়স ১৭, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৬। „ বামাচরণ, „ ৪২, ঐ

সাং নবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ জেলা :—

৭। মজুমদার, সর্ব্বেশ্বরচন্দ্র, বয়স ২৯, ঐ

সাং টেপা, রংপুর জেলা :—

৮। রায় চৌধুরী, জ্যোতিন্দ্রমোহন, বয়স ৩৪, (বারেন্দ্র)।

সাং রহমতপুর, রংপুর জেলা :—

৯। রুদ্র, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, বয়স ৩২, ঐ

সাং নগর গ্রাম, রাজসাহী জেলা :—

১০। দেব, হেমেন্দ্রকৃষ্ণ, বয়স ১৪, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

(২)

২৭ এ বৈশাখ, ১৩১৮।

সাং বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

১। গুহ, জামিনীকান্ত, বয়স ৪২, (বঙ্গজ)।

সাং পোতাজিয়া, পাবনা জেলা :—

২। রায়, অতুলকৃষ্ণ, বয়স ২৫, (বারেন্দ্র)।
৩। „ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, „ ১৬, ঐ
৪। „ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ, „ ১৮, ঐ

সাং মশেষরোহাসী, পাবনা জেলা :—

৫। „ ফণীন্দ্রনাথ, বয়স ১৯, ঐ
৬। „ রাজেন্দ্রনাথ, „ ২১, ঐ
৭। „ রাধিকানাথ, „ ৪৩, ঐ

সাং আলাইপুর, যশোহর জেলা :—

৮। মিত্র, হেমন্তকুমার, বয়স ২৮, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং সাধুহাটী, যশোহর জেলা :—

৯। „ নটবরচন্দ্র, বয়স ২৬, ঐ
১০। „ বিশ্বম্ভরচন্দ্র, „ ২৪, ঐ

সাং কাকীনা, রংপুর জেলা :—

১১। মজুমদার, অতুলগোবিন্দ, বয়স ১৫, (বারেন্দ্র)।

সাং নগর, রাজসাহী জেলা :—

১২। দেব, ভূপেন্দ্রকুমার, বয়স ১২, ঐ

বিবাহ।

বিবাহযোগ্য পাত্র।

পাত্রের নাম—শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

পাত্রের বিবরণ—বয়স ১৯, পর্য্যায় ২৫, গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল ফরেষ্ট্ আফিসে কার্য্য করিতেছেন। বেতন—সম্প্রতি ৪০। পাত্র সুশ্রী, সবলকায় এবং সংস্বভাবসম্পন্ন। পাত্রের পিতা পদস্থ, ও সমাজে বিশেষ সম্মানিত। নিজগ্রামে ও দার্জ্জিলিঙ্গে পাকা বাটী আছে, ফলের বাগান আছে।

পিতার নাম—শ্রীরজনীকান্ত বসু।

নিবাস—দামুরহদা, নদীয়া জেলা।

বিবাহযোগ্যা পাত্রী।

পাত্রীর বিবরণ—সুন্দর ও সুশ্রী। বয়স ১৪।

পাত্রীর পিতার নাম—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে।

ঐ ঐ বিবরণ—দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ, ভরদ্বাজ গোত্র। সকল শ্রেণীতে দিতে প্রস্তুত।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

২৭এ বৈশাখ, ১৩১৮। ফরিদপুর জেলান্তর্গত খানখানাপুর গ্রামে পাবনা জেলান্তর্গত বড়ুরিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন দেববর্ম্মার পুত্রের সহিত খানখানাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দাস দেববর্ম্মার কন্যা।

<u>নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—</u>

দুর্লভপুর, নদীয়া জেলা। জেলা পাবনার অধীন উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত উধুনিয়া গ্রাম নিবাসী বারেন্দ্র কুলীন কায়স্থ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রলালের সহিত দুর্লভপুরগ্রামনিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মৌলিকের কন্যার।

পাবনা। জেলা যশোহরের অধীন কাদিরপাড়া নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুন্সি দেববর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথের সহিত জেলা পাবনার অধীন পোতাজীয়া নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ পাবনার উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় দেববর্ম্মার কন্যার।

পাবনা। উপরিলিখিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্রের সহিত শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মজুমদারের কন্যার।

পাবনা। বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মজুমদারের পুত্রের সহিত বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত রাজকুমার রায়ের কন্যার।

১৮ই বৈশাখ, ১৩১৮। কলিকাতা—ভবানীপুর। চট্টগ্রাম (অধুনা কলিকাতা, ভবানীপুর) নিবাসী হাইকোর্টের মোক্তার দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ ৺যাত্রামোহন বিশ্বাসের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মার সহিত ভবানীপুর পুরাতন মিত্রবাটীর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র মুন্সেফের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রের দ্বিতীয় কন্যার।

২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮। কলিকাতা। হুগলী জেলার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত শিবরামপুরনিবাসী (অধুনা কলিকাতা) দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ৺সুরথনাথ ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রকাশের সহিত কলিকাতা ৮৬নং গ্রে ষ্ট্রীট্ নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত ননীকৃষ্ণ বসুর কন্যার।

২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮। কলিকাতা। ২৪ পরগণার অধীন ছোট-জাগুলিয়া-নিবাসী (অধুনা কলিকাতা, গোয়াবাগান) হাইকোর্টের উকীল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র এটর্ণি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-শ্যামবাজারনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ করের ভ্রাতুষ্পুত্রীর।

২৭এ বৈশাখ, ১৩১৮। গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা। রাজসাহী জেলান্তর্গত পঁহুয়াওতানিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত গোয়াড়ীকৃষ্ণনগরের উকীল বারেন্দ্র কায়স্থ রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় পুত্রের।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। উপরিলিখিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের কন্যার।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। রাজবল্লভপুরনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-কলুটোলানিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ হাইকোর্টের এটর্ণি শ্রীযুক্ত রমানাথ সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। ৺পুরীধামনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ৺হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রের সহিত কলিকাতা কাঁটা-

পুকুরনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ডেপুটী-কণ্ট্রোলার-জেনার্ল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্তের চতুর্থ কন্যার।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা বিডন্ ষ্ট্রীট্-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত লালগোপাল দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের প্রথমা কন্যা।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায়:—

২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা বিডন্ ষ্ট্রীট্-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্রের সহিত কলিকাতানিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ৺হেমচন্দ্র মিত্রের তৃতীয়া কন্যার।

কায়স্থ শূদ্র নহে—ক্ষত্রিয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন গর্ভাধান হইতে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার দ্বারা দ্বিজগণের শুক্রশোণিতসম্ভূত পাপরাশি বিদূরিত হয়। দ্বিজগণই এই সকল সংস্কারের অধিকারী, অন্যে নহে। শূদ্রের কোন সংস্কার নাই, ইহা হিন্দু শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষিত করিয়াছেন। শূদ্রের যখন পাপ পুণ্য কিছুই নাই, তখন 'মাথা নাই যার মাথা ব্যথা তার' ইহা কি সম্ভব? সুতরাং শুক্রশোণিত-জনিত পাপরাশি দূরীভূত করিতে শূদ্রের সংস্কারের আবশ্যক হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়োদ্বিজাঃ।
নিষেকাদি শ্মপানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া॥
গর্ভাধান মৃতৌপুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্মচ॥
অহ ন্যেকা দশে নাম চতুর্থেমাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাসনং মাসি চূড়াকার্য্যাযথাকুলম্॥
এবমেবঃ শমংযাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।
তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়া স্ত্রীনাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ॥ ১০-১৩।১।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম তিনবর্ণ দ্বিজ। তাহাদের গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হয়। গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ণ, প্রসবের পর জাতকর্ম্ম, একাদশদিনে নামকরণ, চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাসন এবং কুলাচার অনুসারে চূড়াকরণ, এই সকল কার্য্য বীজগর্ভ-সমুদ্ভব পাপ বিদূরিত করে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই সকল কার্য্য মন্ত্রহীন। তাহাদের বিবাহক্রিয়াই সমন্ত্রক।

পূর্ব্বোক্ত সংস্কারগুলি কায়স্থগণ স্মরণাতীত কাল হইতে সমন্ত্রক করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদেরও বীজগর্ভসমুদ্ভূত পাপ দূরীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল সংস্কার গর্ভজনিত পাপরাশি বিদূরীত করে তাহা মনুও বলিয়াছেন; তবে মনু এই সকল সংস্কারের সহিত উপনয়ন সংস্কারেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিপুণ্যৈর্নিষেকাদিদ্বিজন্মানাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্যচেহ চ॥
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজতে॥

২৬—২৭।২ অঃ, মনু।

দ্বিজাতিগণের ইহকাল ও পরকালের পবিত্রতা বিধায়ক গর্ভাধানাদি বৈদিক পুণ্যকার্য্য দ্বারা শরীর সংস্কার করা উচিত। গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজগর্ভজণিত পাপক্ষয় হইয়া থাকে। যে সকল পরশ্রীকাতর ব্রাহ্মণ কায়স্থকে এখনও শূদ্র বলেন আমরা তাঁহাদিগেকে জিজ্ঞাসা করি, কায়স্থ শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিয়া কেমন করিয়াই বা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতেছেন?

যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুর মতে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, তবে মনু উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা করেন নাই। তবে উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে সংস্কারগুলি দ্বিজাতি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কায়স্থগণ যখন অবহমানকাল হইতে ঐ সকল সংস্কার যথাসময় ও সমন্ত্রকভাবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন তখন কায়স্থগণ যে দ্বিজাতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সংস্কার গুলির মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থগণের মাত্র উপনয়ন সংস্কার বর্ত্তমানে নাই; কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের

উপনয়ন সংস্কার যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহিত হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার নাই কেন? উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থানুযায়ী সংস্কারাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুরোহিতরাই সকল সংস্কারের মূল। সুতরাং পুরোহিতগণ তাঁহাদিগকে যে সংস্কার দিয়া থাকেন, কায়স্থগণ নির্ব্বাকভাবে তাহাই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় গ্রন্থাদি বা শাস্ত্রাদির সমালোচনা করিয়া স্ব স্ব শাস্ত্রীয় অধিকার লাভ বা প্রতিবাদ করিবার উপায় পূর্ব্বকালে ছিলনা। এমন কি সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কোন কথারই প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। কারণ তখন সকল শাস্ত্র সকল পণ্ডিতের নিকট সহজপ্রাপ্য ছিল না, এমন কি থাকিতও না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-তৎপরতা, সদাশয়তা ও দেশের পুরাতত্ত্ব অবগত হইবার প্রবল বাসনা প্রসূত কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটীতে পুরাকালের হস্তলিখিত পুঁথি ও গ্রন্থরাজি রক্ষিত হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই ঐ সকল পুঁথি দেখিতে ও স্বাধিকারের বিষয় অবগত হইতে পারেন। কালবশে এক্ষণে আর কাহাকেও "যাহা তাহা" বলিয়া সন্তুষ্ট করিবার বা ভ্রূকুটী করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শনের উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত ও অনুবাদিত হইয়াও সাধারণের কৌতুহল চরিতার্থ করিতেছে। পূর্ব্বে শাস্ত্রগ্রন্থ সকল সাধারণে প্রচারিত হইবার সুযোগ না পাওয়ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সাধারণ জনগণকে এমন কি পুরোহিতগণকেও শাস্ত্রচর্চ্চা হইতে দূরে রাখিতেন, এবং তাঁহারা যে মত প্রচার করিতেন তাহাই সাধারণ জনগণ শাস্ত্রবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ বা সন্দিগ্ধ হইতেন না। ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচারিত হওয়ায়, হিন্দু সাধারণ আপনাদের সুবিধার নিমিত্ত এবং অনেক সময় বাধ্য হইয়াও বিভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মানুলম্বীগণ উপবীত পরিত্যাগ করেন। তৎপর তান্ত্রিকযুগে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বেদপাঠ করার পরিবর্ত্তে দীক্ষাগ্রহণ করতঃ তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী গ্রহণ প্রবর্ত্তিত হয়। তন্ত্রমতে সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। তান্ত্রিক মত এখনও বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছে। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের ন্যায় তান্ত্রিক কায়স্থেরও দীক্ষা, বীজমন্ত্র, গায়ত্রী ও পূজা পদ্ধতি সকলই এক প্রকার, কোন পার্থক্য নাই। তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেও সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বা জাতিভেদ লক্ষিত হয় না। এ মতেও ব্রাহ্মণ ও

কায়স্থের দীক্ষা, ইষ্টমন্ত্র, গায়ত্রী প্রভৃতি এক প্রকার, কোন ভিন্ন ভেদ নাই। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে দীক্ষা প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না, কাজেই তাঁহাদের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না।

তৎপর ব্রাহ্মণেরা দেখিতেন যে, উপনয়ন গ্রহণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ একই কথা; কেনা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বাস করতঃ গুরুর শিষ্যত্ব করিতে হয়। উপনয়ন কার্য্যটী যে দীক্ষা কার্য্যের নামান্তর বা শিষ্যত্বের নামান্তর তাহা আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ লইতে প্রাপ্ত হই। ঋগ্বেদীয় কৈষুতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ ঋকে দেখা যায় যে, বালাকী নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ, রাজা অজাতশত্রুর নিকট পরব্রহ্মের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া পরাজিত হইলে বালাকী অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সমিৎ-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন :—

"ওঁ উহ বালাকীঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম্ উপায়ানীতি
তং হোবাচাজতেশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তন্মন্যে
যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েতৈহি ধ্যেবত্বা জ্ঞপতিস্যার্ম্মীতি।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আছে :—

তৎপরে বালাকী সমিৎকাষ্ঠ হস্তে লইয়া রাজার নিকট আসিয়া কহিলেন, আমি শিষ্যের ন্যায় আপনার নিকট আসিয়াছি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষিত করিবেন ইহা আমি বিপরীত মনে করি। এস, তোমাকে বিনা দীক্ষায় ইহা বুঝাইয়া দিতেছি।

এখানে উপনয়ন শব্দে শিষ্যত্ব বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত যে যজ্ঞ সম্পাদিত হইত তাহার নামই উপনয়ন সংস্কার বা দীক্ষা গ্রহণ। তদ্ভিন্ন বৈদিক যুগে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব মতে দীক্ষাগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই কারণ বৈদিক যুগের অনেক পরে তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তন ও প্রচার। মাত্র সূত্রধারণের জন্য উপনয়ন যজ্ঞ সম্পাদিত হইত না এমন কি গোভিল গৃহ্যসূত্রেও উপনয়ন সংস্কারের মধ্যে গলায় সূত্রধারণের বা গ্রহণের কোন উল্লেখ নাই। বরং সূত্রগ্রহণের পরিবর্ত্তে যজ্ঞ অন্তে মানবককে গুরুর নিকট প্রার্থনা করিতে হয় যে, "ভো গুরো! আমাকে বেদ অধ্যয়ণ করান।" এইরূপই লিখিত হইয়াছে।

কায়স্থ জাতির দীক্ষা গ্রহণ বরাবর চলিয়া আসিতেছে সুতরাং তাহাদের

যে উপনয়ন হয় নাই একথা বলা যায় না। তবে বঙ্গীয় কায়স্থগণ অনেকদিন হইতে উপবীত ধারণ করেন নাই বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহারা প্রত্যবায়গ্রস্থ বা পাপজালে জড়িত হইয়াছেন যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। স্ববর্ণোচিত কাজ করুক বা না করুক স্বকীয় বর্ণনির্ণায়ক চিহ্ন ধারণ করিবে বর্ত্তমানে সকলেই সন্তুষ্ট কিন্তু পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। মনু বলেন :—চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের কারণ নয়, বিহিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্রতত্রাশ্রয়ে রত।
সম সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥
ফলং কতক বৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু প্রসাদকম্॥
নন্নাম গ্রহণাদেব তস্যবারি প্রসীদতি॥

৬৬-৬৭।৬।

যে কোন আশ্রমের আশ্রমী বর্ণ চিহ্ন ধারণাদি কার্য্য না করিয়া দূষিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলেই তাহার ধর্ম্ম কার্য্য করা হইল। লিঙ্গ অর্থাৎ বর্ণচিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের কারণ নয়; যেমন নির্ম্মলী ফল জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলে জল পরিষ্কার হয় না। তেমনই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম হয়, কেবল বর্ণ চিহ্ন ধারণ ধর্ম্ম নহে।

উপবীত গ্রহণ করিয়া যখন দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ঘটিবে না এবং বেদাধ্যয়ন জন্যই উপবীত গ্রহণ তখন উপবীত গ্রহণে, ফল কি? এইরূপ উপদেশ দিয়া হয়ত ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উপনয়ন প্রথা তুলিয়া দিয়া থাকিবেন কিম্বা ঐ সকল বিবেচনা করিয়া কায়স্থগণই উপবীত গ্রহণ করিতেন না, কিম্বা পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দনের মতের আমদানির পর ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বিবেচনা করিয়া উপবীত দেন নাই। এই সকল কারণ বশতঃ বঙ্গদেশে কায়স্থের উপনয়ন প্রথা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গর্ভজনিত পাপক্ষয় নিমিত্ত যে সকল সংস্কার দরকার, তাহা সমস্তই এখনও বর্ত্তমান আছে এবং ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা কায়স্থের ঐ সকল ক্রিয়া বা সংস্কার করাইতেছেন, কেবল বৈদিক দীক্ষাটাই লোপ পাইয়াছে এবং তৎস্থানে তান্ত্রিক দীক্ষা বা বৈষ্ণব-দীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বর্ণচিহ্নের দিকে এবং অশৌচের দিকেই লোকের দৃষ্টি অধিক। স্ববর্ণোচিত কাজ করুক আর না করুক, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের দৃষ্টিই বহিঃচিহ্নের দিকে। উপবীত গলায় থাকিলেই যখন ব্রাহ্মণ পরিচয়ে "যাহা তাহা" করা যায়, এবং দশ, বার, পনর, বা মাসাশৌচ পালন করিলেই যখন ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইল এবং উপবীত না থাকিলেও ৩০ দিন অশৌচ পালন করিলেই শূদ্র হইল তখন, যে সকল জাতি শূদ্র বর্ণান্তর্গত নহে তাহাদের বর্ণ-ধর্ম্মোচিত সংস্কার এবং অশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা না হইলে বর্ত্তমান সমাজ তাহাকে শূদ্র বলিয়া মনে করিবে। সুতরাং কায়স্থ যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণও আচার ব্যবহারে শূদ্রবর্ণান্তর্গত নহে, পরন্তু ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তখন ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সাবিত্রীগ্রহণ ও অশৌচ পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মণ সমাজ ইহাদের উপবীত ও অশৌচ পালন দেখিয়া শাস্ত্র প্রমাণ না দেখাইলেও সকলেই একবাক্যে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিবে। কিন্তু প্রাচীন সমাজ কার্য্য দেখিয়া জাতিবিচার করিতেন, কেবল উপবীত ও অশৌচেজাতিবিচার করিতেন না। তাই বেদ বলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানীগণ সাবিত্র্যাদি কোন চিহ্ন (লিঙ্গ) ধারণ করিতেন না :—

অপঃপরিসিঞ্চতি রূদ্রস্যাংতর্হিতৈ
ইতি ন হি নিষ্কাম্য ভাবে অপাং পরিষেকঃ সম্ভবতি।
(যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশীয় শাখা)।

বেশ্যাগর্ভসম্ভূত সত্যকাম জাবালি শুধু সত্য বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং গৌতম তাঁহাকে উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

মহাভারতেও ইহার প্রমাণের অভাব দৃষ্ট হয় না। মহাভারতে গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাত্য বলিয়াছেন এবং বৃষ্ণি ও অন্ধ্যকে বংশ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়া কি ঐ দুই বংশ সমাজে শূদ্র বলিয়া গৃহীত ও পরিগণিত হইয়াছিল? ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ঐ বংশের সহিত যৌনসম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না!

মহাভারতে পাওয়া যায় :—কুরুসমরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুন উপদেশ পাইয়া অন্যায় পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বাহুদ্বয় ক্ষুর দ্বারা কর্ত্তন করিলে ভূরিশ্রবা প্রকাশ করিয়াছেন, যাদবগণ ব্রাত্য ছিল :—

ব্রাতাঃ সংশ্লিষ্টকর্ম্মাণঃ প্রকৃতৈব চ গর্হিতাঃ
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কর্ম্মঃ পার্থ প্রমাণং ভবতাকৃতাঃ॥
দ্রোণপর্ব্ব, ১৪১অঃ।

এই কৃষ্ণ ব্রাত্য হইয়াও সন্দীপন মুণির নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে ব্রাত্যকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিত না, তাই ক্ষত্রিয় রাজগণ মধ্যে ব্রাত্য দেখা যায়। এমন

কি অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে ব্রাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া পরমব্রহ্মকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। "ব্রাত্য স্ত্বং প্রাণ" ভগবান শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—হে প্রাণ! ত্বম ব্রাত্যঃ। প্রথমজত্বাৎ অন্যস্য সংস্কর্ত্তুঃ অভাবাৎ অসংস্কৃত স্বভাবতঃ এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

সুতরাং সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কায়স্থগণ শূদ্র নহে এবং ব্রাত্য স্বীকার করিলেও পাতিত্য দোষ দুষ্ট নহে বরং ব্রাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে বিধায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।
হরিপুর, শান্তিপুর।

সারস্বত চিত্র ও গাঙ্গায়নি চিত্র।

যমসহচর যে চিত্র, তিনি দেবতা। শুক্র শোণিত সংযোগে কায়স্থ তাঁহার সন্তান ইহা সম্ভাবিত নহে। যে অর্থে সূর্য্য, রঘুবংশীয়দিগের আদিপুরুষ, সেই অর্থেই এই চিত্র কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। ইহার দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইয়াছে এই মাত্র।

কিন্তু চিত্র নামে দুইজন মানবদেহধারী রাজন্যের উল্লেখ আছে;—

ইংদ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী সুভগা দদির্বসু।
ত্বং বা চিত্র দাশুষে। ১৭
চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জ্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রমযুতাদদৎ॥ ১৮
ঋগ্বেদ ৮।২১।১৭-১৮ ঋক।

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ;—

করিলা কি ইন্দ্র এই ধন বিতরণ?
অথবা সুভগা সরস্বতী দিলা ধন?
অথবা হে চিত্র! তুমি করেছ প্রদান
আমাকে, কেননা আমি হব্য করি দান? ১৭

অন্য যে সকল রাজা সরস্বতী তীরে
বাস করে, তাহাদিগে, মেঘ যথা কবে
বৃষ্টি দ্বারা, চিত্ররাজ করিলেন প্রীত,
প্রদান করিয়া ধন সহস্র অযুত। ১৮
বেদসংহিতা ২য় ভাগ, ঋগ্বেদ ৮।২১ সূক্ত।

এই মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি কাণ্ব সোভরি। সায়ণ টীকায় বলিয়াছেন "চিত্র নামক রাজা সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সোভরি তাঁহার যজ্ঞে বহুধন লাভ করতঃ এই দুটি ঋকের দ্বারা তাঁহার দানের স্তুতি করিয়াছিলেন।"

এই সারস্বত চিত্র হইতে বৈদিক যুগে সরস্বতী তীরে ও পঞ্চনদ প্রদেশে একটি ক্ষত্রিয় বংশের বিস্তার কি অসম্ভব? সেই বংশ হইতে শ্রীবস্তেব ও মাথুর প্রভৃতি কায়স্থগণের উৎপত্তি কি সম্ভবপর নহে?

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥
চিত্র দেবস্য শ্রেণী চ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতাঃ।
কালিঞ্জরং গুর্জ্জরাষ্ট্রং নন্দীগ্রামঞ্চ দ্রাবিড়ং॥
কান্যকুব্জং অযোধ্যায়াং ক্রমেণ মথুরাং গতাঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণরাঢ়মেব চ॥
ওড্রেচ কামরূপেচ গৌড়ে বারেন্দ্রদেশকে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে তে তেঽপিতদ্দেশসংজ্ঞকাঃ॥
মিশ্রকারিকা (কাঃ পঃ ১ম বর্ষ, ৫ সংখ্যা)।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পাঁচটি স্থানের নিবাসীগণকে পঞ্চগৌড় বলিত, ইহারা সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। চিত্রগুপ্ত দেবের বংশে যে যে কায়স্থশ্রেণী হইয়াছিল তাহারা ক্রমে ক্রমে দেশান্তরে গিয়াছিল। কালিঞ্জর গুজরাট, নন্দীগ্রাম, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, ক্রমে মথুরা, রাঢ়, বঙ্গ, দক্ষিণরাঢ়, ওড্র (উৎকল) কামরূপ, গৌড়, বরেন্দ্র দেশে গিয়াছিল। ইহাদিগের সন্তানগণ যাহারা যে দেশে বাস করিয়াছিল; তাহারা সেই দেশের কায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

এই যে একটি স্বাভাবিক উপনিবেশের চিত্র পাওয়া গেল, একটুক ভাবিয়া দেখিলে ইহার মূল স্থান সরস্বতীতীর বলিয়াই বোধ হইতেছে। কেননা যে পঞ্চগৌড় স্থানের উল্লেখ দেখা যায় তন্মধ্যে গৌড়, কান্যকুব্জ ও উৎকলে

কায়স্থেরা আসিয়া উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সারস্বত প্রদেশ ও মিথিলা এই উপনিবেশিত স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। তবে কি সারস্বত ও মিথিলা এই দুটি প্রদেশ হইতে তাঁহারা বাহির হইয়াছিলেন? অযোধ্যা ও মিথিলার মধ্যে শতনীরা বা গণ্ডক নদী; অযোধ্যা হইতে মিথিলা পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত এবং গাঙ্গ্য প্রদেশের অন্তর্গত নহে। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনায় অযোধ্যাকে যখন উপনিবেশিত স্থানের মধ্যে ধরা হইয়াছে, তখন মিথিলার কায়স্থেরা উপনিবেশিত বলিয়াই বোধ হইতেছে; যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে অযোধ্যা ও মিথিলা একটি রাজ্য বলিয়াও বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলেই সারস্বত প্রদেশ হইতে কায়স্থেরা ক্রমে বহির্গত হইয়া উপরোক্ত চতুর্দ্দশ প্রদেশে স্বাভাবিক নিয়মে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন, ইহাই উক্ত কারিকাকারের কথায় উপলব্ধি হইতেছে। এই চতুর্দ্দশ দেশীয় কায়স্থ শুক্র শোণিত সংযোগে বেদ-বর্ণিত সরস্বতীতীরবাসী যাজ্ঞিক ও দাতা চিত্র হইতে উৎপন্ন, ইহা কি অসম্ভব অনুমান?

আমরা অপর একজন চিত্রের উল্লেখ পাইতেছি। তাঁহার নাম চিত্র গাঙ্গায়নি। গাঙ্গ্য প্রদেশে যখন আর্য্য জাতি অতিশয় শক্তিমত্তার সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন এই চিত্ররাজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সারস্বত চিত্রের সহিত যমরাজের কোন সংশ্রবের কথা আমরা অবগত নহি। কিন্তু গাঙ্গায়নি চিত্রের সহিত যমরাজের (মৃত্যুর) বিলক্ষণ সংশ্রব অনুভব করা যাইতেছে। কেন না তিনি জন্মান্তর পরিগ্রহ (trans migration of souls) বাদের একজন প্রধান প্রধান উপদেষ্টা। মানুষ মরিয়া কি হইবে তদ্বিষয় তাঁহার জ্ঞান প্রশংসিত ও বহুধাবিশ্রুত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য উদ্দালক অরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু তাঁহার শিষ্টত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

The doctrine of transmigration of souls of which we have found no trace in the Rig-Veda is fully developed in the Upadishads. Chitra Gangayani, the Kshatriya King, explained to Udalak Aruni and his son Sveta Ketu, of whom we have had repeated mention before, and who came to the Kshatriya for instruction that departed spirits go to the moon and the moon sends them back to be born again. "And according to his deeds and according to his knowledge he is born again here as a worm or as an insect or as a fish or as a bird or as a lion or as a boar or as a serpent or as a tiger or as a man or as something also in different places."

Kuasitaki I, Dutt's. Ancient India.

ইহকালের কর্ম্মানুসারে পরকালে জন্মগ্রহণের কথা ব্রাহ্মণোপনিষৎ গ্রন্থাবলীতে সূচিত ও আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় রাজারা এই উপনিষৎ তত্ত্বের প্রধান প্রকাশক। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের নিকট এই তত্ত্বব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন। এই সময় হইতেই ক্ষত্রিয় জাতির অনেকে শাস্ত্র প্রাজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছিলেন। পানাহার ও আদান প্রদানে মূল ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বিভিন্ন না হইলেও শাস্ত্র প্রাজ্ঞতা তাঁহাদিগকে এক স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীতে সজ্জিত করিতেছিল। এই সকল জন্মান্তরবাদ প্রবর্ত্তকগণ মধ্যে গাঙ্গায়নি চিত্রের নাম অতি প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভের অনেকটা পরবর্ত্তী কালে যখন বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাসতাপ্রাপ্ত ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের উদ্ভব হইতেছিল এবং বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ বংশগতভাবে স্বাতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের উৎপত্তির তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা লোকের কর্ম্মাকর্ম্মবেত্তা পরকালে জন্ম নির্ণায়ক গাঙ্গায়নি চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন বিচিত্র কি! এই সময়ে (প্রায় ২০০০ বৎসর পরে) এই চিত্র ও যম সহচর চিত্রের স্মৃতি বোধ হয় বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। নচেৎ ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির আদিপুরুষ চিত্রকে একেবারে মৃত্যুর দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের অপরদিকে স্থাপন করায় কোন কারণ অনুভব করা যায় না।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৩০ অধ্যায়ে চিত্রগুপ্তের সরহস্য ধর্ম্ম (mysteries of death) বিষয়ে যে উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে কর্ম্মফলানুসারে জন্মান্তর পরিগ্রহ ও সেই ফলভোগের কথাই আছে। তাঁহার একটা দপ্তর-খানার উল্লেখ নাই।

"যম (অরুন্ধুতীকে) বলিলেন তোমার নিকট যে দিব্য কথা শ্রবণ করিলাম তাহা অতি রমণীয়। এক্ষণে আমার প্রিয়তর চিত্রগুপ্তের কথা শ্রবণ কর। এই ধর্ম্মসংযুক্ত রহস্য মহর্ষিগণেরও শ্রোতব্য। শ্রদ্ধাবান মানব যিনি আপন হিত ইচ্ছা করেন, তাঁহার পাপপুণ্য কিছুই বিনষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে যাহা কিছু আদিত্যের নিকট উপনীত হয় মনুষ্য পরলোকে গমন করিলে ভাস্কর তাহা অবগত হন এবং পুণ্যাত্মা মানব সেই সেই বিষয় ভাগ করেন।"

মহাভারত (বঙ্গবাসী সংস্করণ) অনু, ১৩০।

তৎপরে কিরূপ কর্ম্মে কিরূপ ফলোৎপত্তি তাহাই চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে! যম বলিতেছেন চিত্রগুপ্তের রহস্যবাদ "মহর্ষি-গণেরও শ্রোতব্য।" কথা সত্যই; বৈদিক ঋষিরা জন্মান্তর পরিগ্রহ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না। এই রহস্য ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃকই প্রকটিত হয়। যেমন ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী কর্ণেল অল্‌কট প্রমুখ থিওজফিষ্টগণ যোগবলে নাক্ষত্রিক ক্ষেত্রে (astral plane) এ জীবগণের যাবতীয় কর্ম্মের, এমন কি. মানসিক ভাবের গুপ্ত চিত্র অবলোকন করেন, এক সময়ে সেইরূপ অরুন্ধতীপ্রমুখা বিদূষীরা ও চিত্রগাঙ্গায়নি প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজগণ লোকের শুভাশুভ কর্ম্ম ও পাপ পুণ্যের চিত্র দেখিতে পাইতেন এবং তাহার কিরূপ ফলভোগ হইবে তাহাও বলিয়া দিতে পারিতেন। এজন্য বোধ হইতেছে গাঙ্গায়নি চিত্রের এই অপূর্ব্বজ্ঞান কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন যে, যমপুরী যে ভাস্করপুরী মাত্র বলিয়া আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে আভাস দিয়াছি, মহাভারত হইতে উদ্ধৃতাংশেও তাহাই সমর্থিত হইতেছে।

এই গাঙ্গায়নি চিত্র হইতে গাঙ্গ্যপ্রদেশে আর একটি ক্ষত্রবংশের বিস্তার কি অসম্ভব?

আমরা দেখিতেছি সারস্বত চিত্রই হউন আর গাঙ্গায়নি চিত্রই হউন, চিত্র হইতে একটি ক্ষত্রবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥২

দেবীমহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

এতদ্বারা দেখা যাইতেছে সুরথ রাজা চিত্রবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনিও অতি বিখ্যাত সম্রাট্। তাঁহাকে সমস্ত ক্ষিতি মণ্ডলের অধিপতি বলা হইয়াছে। এই রাজাই দুর্গোৎসব প্রচলনের কর্ত্তা। বঙ্গেই যখন এই জাতীয় মহোৎসবের প্রাধান্য দেখা যায়, তখন তিনি বঙ্গ হইতে বেশী দূরে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তিনি গাঙ্গায়নি চিত্র হইতে উৎপন্ন ইহাই অধিকতর সম্ভব।

এই প্রকারে আমরা তিনজন চিত্রের উল্লেখ দেখিতেছি।

১। মিত্রাবরুণের ক্রমবিকাশ বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত চিত্র ও যম। এই চিত্র মিত্রের ন্যায় দেবতা;—যোদ্ধৃদেবতা ক্ষত্রিয়।

২। সারস্বত চিত্র। ইনি সরস্বতী তীরবাসী অতিদানশীল যাজ্ঞিক রাজা।

৩। গাঙ্গায়নি চিত্র। ইনি জন্মান্তর বাদ প্রবর্ত্তক একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ রাজা।

এই ত্রিবিধ চিত্রকে অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় পরবর্ত্তি কালে নিম্নলিখিত বচনটি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃস্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে ॥
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।"

আমাদেরও এইরূপই ধারণা হইতেছে। প্রথম চিত্র, যাঁহাকে পুরাণে চিত্রগুপ্ত বলে, তিনি স্বর্গীয় দেবতা। দ্বিতীয় চিত্র পার্থিব রাজা; সেই পুণ্যতোয়া বেদনিনাদিতা সরস্বতী তীরই তাঁহার আবাস স্থান ছিল। তৃতীয় চিত্র তাঁহার পুত্র হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না, কেননা এই চিত্র তাঁহার শতবর্ষের মধ্যেই জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। এই ত্রিবিধ চিত্রই কায়স্থের বিচিত্র উৎপত্তি মূলে লীলা করিতেছেন। একটুক চিন্তা করিয়া দেখিলে কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয় ও চিত্রবংশ সমুদ্ভব ইহা কাল্পনিক কথা নহে।

পরবর্ত্তি সাহিত্যে কায়স্থেরা লেখক সম্প্রদায় মাত্র, কর আদায় ও হিসাব রাখাই তাহাদের কার্য্য এরূপ বর্ণনা আছে। অবশ্য ক্ষত্রিয় জাতির ক্রমিক অধঃপতনের সহিত এইরূপ অপরাধের ঘনিষ্ট সংশ্রব রহিয়াছে। কিপ্রকারে ও কোন সময় হইতে এই মহিমান্বিত ক্ষত্রিয়জাতি কালক্রমে একটা বড় সিক্রেটিরেয়ট আফিসের কেরাণী ও একাউণ্ট্যাণ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিবার বাসনা থাকিল। পরবর্ত্তি প্রবন্ধে একবার কিঞ্চিৎ বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

কায়স্থ পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৪)

অর্থাৎ অসিজীবী, মসীজীবী, দেবল, ভূমিকর্ষক, শূদ্রশবদাহী এবং শূদ্রাপতি ইহারা দ্বিজোচিত সমস্ত কার্য্য হইতে শূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্য, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি দ্বিজোচিত কর্ম্মের অনধিকারী ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই মসীজীবী ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে শূদ্র বা শূদ্রবৎ দ্বিজোচিত কর্ম্মে অনাধিকারী বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। হইলে, "ক্ষত্রিয়স্য শাস্ত্রনিত্যতা" ইত্যাদি বাক্য কখনই বিষ্ণুস্মৃতির গর্ভে স্থান পাইত না। অথবা মনু মহারাজ যখন বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি ও বাণিজ্যাদিই একতর দ্বিজ বৈশ্যজাতির বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন (১), তখন মসীজীবী অর্থাৎ পাপপুণ্যের বিচারক বা ধর্ম্মরাজ যমের যোদ্ধৃপুরুষাগ্রণী বীরপুঙ্গব মহাত্মা চিত্রগুপ্তকে শূদ্র বা শূদ্রবৎ (২) দ্বিজোচিত কর্ম্মানর্হ বলিয়া মনে করা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য। যে হেতু,—

---

(১) "বেদভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্যবিশিষ্টানিস্বকর্ম্মসু।"
(মনুস্মৃতিঃ, ১০ অধ্যায়)।

(২) "চিত্রগুপ্তবিচারেণ যেষাং যদুচিতংফলম্।
শুভাশুভঞ্চকুরুতে তদেব রবিনন্দনঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৩৬ অ)।

অন্যত্র—

"অথকালশ্চিত্রগুপ্ত মাহূয়েদমভাষতঃ।
অস্যশিক্ষা বিধানঞ্চ যথাবদ্ধর্ম্ম পণ্ডিতঃ।
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্তো ধর্ম্মরাজেন সত্তমঃ।
চিরং বিচরয়ামাস পুনশ্চেদমভাষতঃ।"
(বৃহন্নারদীয়পুরাণে পূর্ব্বভাগে ২৩ অঃ)।

অন্যত্র,—

"তৌ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজোঽপি চিত্রগুপ্তমুহাচহ।
এতয়োঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি চিত্রগুপ্ত বিচারয়।
তেনাজ্ঞয়াচিত্রগুপ্তস্তয়োঃ কর্ম্মাণি জৈমুসে।
মূলাৎবিচারয়ামাস প্রাহ চেতি কৃতাঞ্জলিঃ।"
(পাদ্মেক্রিয়াযোগসারে ৪র্থ অঃ)।

অন্যত্র,—

"শুভাশুভং ফলং তত্র দেহিনং সংবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ কায়স্থৈঃ সমদর্শিভিঃ।"
(শৈবে ধর্ম্ম সংহিতায়াং ১৯ অঃ)।

"যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তদানিযুঞ্জাৎ বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন।

ইহার ফলিতার্থ এই,—রাজা কার্য্যবশতঃ স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অসমর্থ হইলে, বেদপারগ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করিবেন। অথবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয় বা তদভাবে বৈশ্যের প্রতি ও ব্যবহার দর্শনের ভার অর্পণ করিতে না পারেন এমত নহে; কিন্তু শূদ্রের প্রতি কখনই রাজ-কার্য্য দর্শনের বা পাপপুণ্য বিচারের ভার অর্পণ করিবেন না। করিলে, তাহার রাজ্য অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। যথা,—

"দ্বিজান্ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কার্য্যানি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাজ্যং বলা কোষঞ্চ নস্যতি।"
ব্যবহারতত্ত্বধৃত ব্যাসবচন।

যে রাজা দ্বিজগণকে পরিত্যাগ করিয়া বৃষল সহ রাজকার্য্য পরিদর্শন করেন, তাহার রাজ্য প্রক্ষুভিত হয় এবং বল ও কোষ অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে বলা আবশ্যক 'বৃষল' পদে শূদ্র ও শূদ্রধর্ম্মী জাতিমাত্রই বুঝিতে হইবে; অন্যথা "দ্বিজান্ বিহায়" কথাটীর কোনই মূল্য থাকে না। অতএব মহাত্মা চিত্রগুপ্ত মসীজীবী হইলেও তাহাকে শূদ্র বলিয়া মনে করা সমীচীন কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠক মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

ফলতঃ "অসিজীবী মসীজীবী দেবলো বৃষ বাহকঃ। সশূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ" এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনে 'দ্বিজ' পদটী বিপ্রার্থেই (৩) প্রযুক্ত হইয়াছে; ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য উহার লক্ষ্য নহে। বলা বাহুল্য ইহা যে, আমাদিগেরই স্বকপোলকল্পিত অপসিদ্ধান্ত, তাহা নহে। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে,—

"হীনাধিকাঙ্গান বিবর্জ্জয়েৎ। বিকর্ম্মস্থাংশ্চ। বৈড়ালব্রতিকান্। বৃথা লিঙ্গিনঃ। নক্ষত্রজীবিনঃ। দেবলকাংশ্চ। চিকিৎসকান্। অনূঢ়া পুত্রান্। তৎপুত্রাংশ্চ। বহুযাজিনঃ। গ্রামযাজিনঃ। শূদ্রযাজিনঃ। অযোজ্যযাজিনঃ। ব্রত্যান্। তদ্যাজিনঃ। পর্ব্বকারান্। সূচকান্। ভূতকাধ্যাপকান্।

---

(৩) " দন্ত বিপ্রাস্তজা দ্বিজাঃ।"
(ইতি নানার্থবর্গে অমরসিংহাঃ)

ভৃত্যকাধ্যাপিতান্। শূদ্রান্ন পুষ্টান্। পতিতসংসর্গান্। অনধীয়ান্। সন্ধ্যোপাসনা-ভ্রষ্টান্। রাজসেবকান্। নগ্নান্। পিত্রাবিবদমানান্। পিতৃমাতৃগুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায় ত্যাগিনশ্চেতি।" (বিষ্ণুস্মৃতিঃ, ৮২ অধ্যায়)।

অর্থাৎ হীন বা অধিকাঙ্গ, অবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, বৈড়ালব্রতী, ভাক্তব্রহ্মচারী, নক্ষত্রজীবী (গণক), দেবল, চিকিৎসক, অনূঢ়াপুত্র ও তৎপুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী, শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী, পর্ব্বকার, সূচক, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত, শূদ্রান্নপুষ্ট, পতিত সংসর্গী, অনধীয়ান্, সন্ধ্যোপাসনাভ্রষ্ট, রাজসেবক (অসীজীবী ও মসীজীবী) 'দিগম্বর, পিতৃসহ বিবদমান' পিতৃমাতৃগুরু ও অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। ফলতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষেই যে লিপিবৃত্তি অবলম্বন পাতিত্যজনক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। যথা,—

"ম্লেচ্ছসেবী মসীজীবী যো বিপ্রো ভারতে ভুবি।
সচ তপ্তমসীকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেৎধ্রুবম্।"

প্রকৃতি খণ্ডে ৩০ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ সেবা ও লিপিবৃত্তি অবলম্বনে জীবীকা অর্জ্জন করেন, তিনি স্বলোমসংখ্যক বৎসর তপ্তমসীকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মা চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয়েতর জাতি বলিয়া যে কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। সত্য বটে কোষকারগণ বলেন,—

"ক্ষত্রস্তু দ্বিজলিঙ্গীস্যাৎ রাজা নাভিশ্চ বাহুজঃ।"
(ইতি পর্য্যায় নানার্থকোষে জটাধরঃ)

"ক্ষত্রিয়স্তু বিরাট্ ক্ষত্র রাজন্য দ্বিজলিঙ্গিনঃ।"
(ইতি রভসকোষে রভসপালঃ)

"মূর্দ্ধাভিষিক্তোরাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।"
(ইতি নামলিঙ্গানুশাসনে অমরসিংহঃ)

"দ্বিজলিঙ্গী নৃপঃ ক্ষত্রঃ ক্ষত্রিয়োঽথপ্রজেশ্বরঃ।
রাজাধিপো মণ্ডলেশ একজন্মা ভয়াপহঃ।"
(ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমঃ)

"রাজা রাজন্যরাট প্রজাপতিঃ ক্ষত্রিয়োনৃপঃ ক্ষত্রঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তোভূপতিঃ পার্থিবোনরদেবো লোকপালশ্চ।"
(ইত্যাভিধানরত্নমালায়াং হলায়ুধঃ)

"রাজাতু সার্ব্বভৌমঃ স্যাৎ পার্থিবঃ ক্ষত্রিয়োনৃপঃ।"
(ইতি নির্ঘণ্টু রাজে নরহরিঃ)

ক্ষত্র, দ্বিজলিঙ্গী, রাজা, নাভি, বাহুজ, ক্ষত্রিয়, বিরাট, রাজন্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, প্রজেশ্বর, অধিপ, মণ্ডলেশ, একজন্মা, ভয়াপহ, রাট্, প্রজাপতি, ভূপতি, পার্থিব, নরদেব, লোকপাল, নৃপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি শব্দ একার্থ বাচক। ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এক পর্য্যায় শব্দ নহে।

কিন্তু তাই বলিয়াই আমরা কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়েতর জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কেন? তাহা বলিতেছি,—

সম্ভঃবত আজকাল স্বাক্ষর ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, ভৃজ্জকণ্টক ও আর্দ্ধিক বলিলে অম্বষ্ঠ জাতিকেই বুঝায়। কিন্তু অন্যে পরে কা কথা, বৈদ্য কোষকারগণও সে কথা অম্বষ্ঠপর্য্যায়ে কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই। করেন নাই বলিয়াই যে, ভৃজ্জকণ্টক বা আর্দ্ধিক হইতে অম্বষ্ঠ জাতি ভিন্ন, তাহা নহে। যাহারা অম্বষ্ঠ, আর্দ্ধিক ও ভৃজ্জকণ্টককে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া মনে করেন, আমরা তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শাস্ত্র কএকটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভগবান্ মনু বলেন,—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" (মনুস্মৃতিঃ, ১০ অঃ)।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ। পক্ষান্তরে মহর্ষি গৌতম লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ্যজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্য আনুভ্য অনুপূর্ণেভ্য আনুপূর্ব্ব্যাৎ ব্রাহ্মণ সূতমাগধ চাণ্ডালান্, তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মূর্দ্ধোবাসিক্ত ক্ষত্রিয়ধীবর পুক্কসান্ তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্জকণ্টক মাহিষ্য বৈশ্য বৈদেহান্, তেভ্য এব পার শব যবন করণ শূদ্রান্ শূদ্রেতেকে।"

(গৌতমধর্ম্ম সূত্র ৪ অঃ)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের পুরুষ যোগে ব্রাহ্মণী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ ও চাণ্ডাল এই চারিপ্রকার জাতি উৎপাদন করে; এইরূপ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের যোগে ক্ষত্রিয়া যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয় ধীবর ও পুক্কশ; বৈশ্যা যথাক্রমে ভৃজ্জকণ্টক, মাহিষ্য, বৈশ্য ও বৈদেহ, শূদ্রা যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি উৎপাদন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ভাষ্যকার মেধাতিথি ও ভৃজ্জকণ্টক এবং অম্বষ্ঠকে একই জাতি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—

"স্মৃত্যন্তরে বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ভৃজ্জকণ্টকঃ স্মর্য্যতে॥ আতাবিশিনষ্টি-পাপাত্মেতি।' (মনুভাষ্য ১০।২১)

অতএব গৌতমোক্ত ভৃজ্জকণ্টক যে মনূক্ত অম্বষ্ঠেরই সংজ্ঞান্তর তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য এই ভৃজ্জ কণ্টক বা অম্বষ্ঠই যে শাস্ত্রান্তরে আর্দ্ধিক সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়াছে, মহর্ষি পরাশরের নিম্নলিখিত পদ্যটীই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। যথা,—

"বৈশ্যকন্যা সমুদ্ভূতঃ ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ।
সহার্দ্ধিক ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যাবিপ্রৈর্নসংশয়ঃ।"
(পরাশর স্মৃতিঃ ১১।২৪)

ইহার ভাষ্য মুখে অশেষ শাস্ত্র পারদৃশ্যামহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণো বৈশ্যকন্যামূঢ়া তস্যাং যং পুত্র মুৎপাদয়তি সংস্কৃতঃ স নাম্না আর্দ্ধিক ইতি বা অর্দ্ধসীরীতি বাভিধীয়ত ইতি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র যদি সংস্কৃত হয়, তাহা হইলে সে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাজেই আর্দ্ধিক, অর্দ্ধসীরী বা ভৃজ্জকণ্টক বলিলে যে, অম্বষ্ঠ জাতিকেই বুঝায়, তাহা বালকেও না বুঝিতে পারে এমত নহে।

অতএব কোষাকারগণ ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে, উহারা একতর ক্ষত্রিয় নহে, এরূপ জল্পনা অতি মাত্র বিতণ্ডা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অথবা ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, খশ ও দ্রাবিড় ইত্যাদি একই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ জাতির সংজ্ঞানন্তর হইলেও কোষকারগণ যেমন সে কথা কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই; এখানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। ফলতঃ একই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ জাতির যেমন দেশভেদে খশাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা (৪); এখানেও সেইরূপ বৃত্তিভেদে এক ক্ষত্রিয় জাতিরই যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটী পৃথক্

(৪) "ঝল্লো মল্লোচ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশোদ্রবিড় এবচ।"
(মনুস্মৃতিঃ ১০।২২)
অত্র কুল্লুকভট্টস্তাত্—"একস্যচৈতা.ন দেশ ভেদ প্রাসিদ্ধানি নামানীতি।"

পৃথক্ আখ্যা, তাহা অপলাপ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বলা বাহুল্য কেবল শস্ত্রাস্ত্রীয় ধারণাই যে ক্ষত্রিয় জাতির একটী মাত্র কর্ম্ম তাহা নহে, শাস্ত্রে আছে,—

"অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যা চ স্থাপনায় তৎ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল।"
(বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ড)

অর্থাৎ অসি দ্বারা রাজ্যরক্ষণ ও মসী দ্বারা রাজ্য স্থাপন এই উভয় প্রকার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই মৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপিচ মহর্ষি বৃহস্পতি যখন বিপ্রসেবাই ক্ষত্রিয়ের অপর একটী কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কায়স্থ জাতি যে একতর ক্ষত্রিয় তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সত্য বটে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে কায়স্থ জাতির সহিত বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছে, সেই কায়স্থ জাতি যখন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবিত্রীসংস্কারভ্রষ্ট তখন তাহাদিগকে একতর ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যে হেতু,—

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবতি, আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্বৈশ্যস্য। অত ঊর্দ্ধং পতিত সাবিত্রীকাভবন্তি। নৈতানুপনয়েয়ু র্নাধ্যাপয়েয়ুর্নৈর্ভির্ব্যবহারেয়ুরিতি।" (গোভিলগৃহ্যসূত্রম্।)

"ঊর্দ্ধং পতিত সাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈনানুপনয়েয়ু র্নাধ্যাপয়েয়ু র্নযাজয়েয়ুর্নচৈভির্ব্যবহারেয়ুরিতি।" (কৌষিতকী গৃহ্যসূত্রম্।)

"অত ঊর্দ্ধং পতিত সাবিত্রীকাভবন্তি। নৈনানুপনয়েয়ু র্নাধ্যাপয়েয়ুর্নৈভির্ব্যবহারেয়ুরিতি।" (পারস্কর গৃহ্যসূত্রম্।)

"নৈনানপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্ন যাজয়েন্নৈভির্ব্বিবাহয়েযুরিতি। (বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রম্।)

"নৈতৈরপূতৈর্ব্ব্যধিবদাপদ্যপিহিকর্হিচিৎ। ব্রাহ্মাণযৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ব্রাহ্মণৈঃসহ।" (মনুসংহিতা।)

"মন্ত্রযোন্যর্থ সম্বন্ধ স্তৈর্ণকার্য্যঃ কথঞ্চন। শিষ্টেন ধর্ম্মনির্বেন শুভকর্ম্ম প্রযত্নতঃ।" (আশ্বালায়নস্মৃতিঃ।)

"এতৎকালাবধির্যস্য দ্বিজস্যাতিক্রমোভবেৎ। সাবিত্রী পতিতং বিদ্যাৎতন্তু নৈবালাপৎকদা।" (বৃহন্নারদীয়পুরাণম্।)

ইহার স্থূলার্থ এই—অকৃত প্রায়শ্চিত্ত পতিত সাবিত্রীকগণের যাজন, অন্নাদি গ্রহণ, এবং তাহাদিগের নিকট গমন, এমন কি তাহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

পাবনা ব্রাহ্মণ সভা।

('পাবনা হিতৈষী'তে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মমজুমদার মহাশয়ের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ পাবনা ব্রাহ্মণ সভার উৎসব হইয়াছে। এই সভায় এবার বহুস্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ এবং উপবীতী অনুপবীতী কা কায়স্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা 'ব্রাহ্মণ সভা' হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশ প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া গেল কায়স্থোপনয়নের প্র কিছু অকৃপা কটাক্ষ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুদক্ষ নেতাদিগের জন্যই সেটি পারেন নাই। অধিকন্তু শেষে তিনি সভাস্থলে উচ্চকণ্ঠে পাবনা ব্রাহ্মণ সভা কার্য্যাবলীর প্রশংসাই করিয়া গিয়াছেন। মথুরার গুরু বংশোদ্ভব কিশোর বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ শুনিয়া তি এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে বেদব্যাস সদৃশ বলিয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছেন "আমি ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ সভাসমিতিতে যোগদা করিতেছি, কিন্তু এমন সদুপদেশ ও সারগর্ভ কথা কুত্রাপি শু নাই। আমি ভবিষ্যতে যে যে সভা সমিতির সংশ্রবে যেখানে উপস্থিত হই সকলকেই পাবনা ব্রাহ্মণ সভার অনুসরণ করিতে বলিব।" আমরা বলি তাঁহার প্রেরণকর্ত্তৃ কলিকাতা 'ব্রাহ্মণ সভা' তাঁহার সদুপদেশ শুনিবেন কি? পাবনার ব্রাহ্মণ সভার বক্তৃমঞ্চে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই কিছু কিছু বলিবার অধি কার পাইয়াছিলেন। কায়স্থ বক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল রায় মহাশয়। কলিকাতার 'ব্রাহ্মণ সভায়' কিন্তু কায়স্থের প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারা আছেন

দলাদলির তালে। উপবীতিকায়স্থগণকে প্রকারে জব্দ করা যায়, তাঁহাদের স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণ কে কে, সেই সব অনুসন্ধান করেন। গত ৩রা বৈশাখের 'সমাজ' পত্রিকায় জানা গেল কলিকাতা 'ব্রাহ্মণ সভা' উপবীতিকায়স্থগণকে অনাচরনীয় বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছেন, এবং কায়স্থ সভা ও তাঁহাদিগকে উহার প্রতিধ্বনি প্রদান করিয়াছেন। 'কায়স্থ সভা' সৃষ্টির বহু পরে 'ব্রাহ্মণ সভা'র সৃষ্টি হয়। তখনই ঐ সভার প্রতি অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল, এখন তাহা কার্য্যেই বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার 'ব্রাহ্মণ সভা'কে দ্বারবঙ্গের মহারাজা সভাপতি স্বরূপে উপদেশচ্ছলে কি কি বলিয়াছিলেন স্মরণ হয় না কি? ঝাঁঝরীর কর্ত্তব্য নহে সূঁচের ছিদ্রে সূত্র প্রবেশ করিতে যাওয়া। পাবনার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ও জানেন আমি কোনও কৌশলে সেই ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত ছিলাম। কলিকাতার ব্রাহ্মণ সভা মহারাজার উপদেশ মত চলিলে কিম্বা একটু পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইয়া দেখিলে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হইত; আমরা দেখিতে পাই যে যে স্থানে কায়স্থ সভা স্থাপিত হইয়াছে সেই সেই স্থানেই, তাহার কিছু পরে পরেই এক একটী ব্রাহ্মণ সভার সৃষ্টি। সাধারণে কাণাকাণি করে ইহার মূলে বুঝি কায়স্থ বিদ্বেষ নিহিত আছে। কায়স্থ-গণও নিঃসন্দেহ ও প্রীতির চক্ষে উহাকে অবলোকন করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু আমাদের বোধ হইতেছে পাবনা ব্রাহ্মণ সভা এই সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত। তাহার একটী নিদর্শন এই ঃ—এই সভায় আসামের একটী উপবিতী কায়স্থ ভ্রাতা পাবনা কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের রচিত কতিপয় সংস্কৃত কাব্যের রচনা কৌশলে মুগ্ধ হন। তাহাতে ব্রাহ্মণসভা রায় মহাশয়কে "কবিভূষণ" উপাধিতে অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। হেম বাবুর পাণ্ডিত্য গৌরবে আমরা সমগ্র কায়স্থ সমাজ গৌরব বোধ করিতেছি। আজকালকার দলাদলির দিনে ব্রাহ্মণ সভা সর্ব্বজন সমক্ষে সভাস্থলে উদারতা প্রকাশ করিয়া যে একটী উপবিতী কায়স্থের গুণ ঐ প্রকারে গ্রহণ করিলেন, আমরা আনন্দের সহিত বলিতেছি ইহা ব্রাহ্মণের স্বত্ত্বগুণাশ্রিত হৃদয়ের উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। পাবনার ব্রাহ্মণ সভাকে আদর্শ করিয়া সমস্ত বঙ্গ দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ সভা যদি চলিতে পারেন তাহা হইলে আমি বলিতে পারি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ, বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় বা কায়স্থগণকে বিনামূল্যে অনুগত ও ক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিবেন। হৃদয় বড়, ন্যায়পরায়ণ, সত্যপরায়ণ, সরল ও সমদর্শী না হইলে কি বাড়ীর কেহ তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া মান্য করিতে পারে? হিংসা অনৃত লোভ প্রভৃতি শূদ্রো-চিত গুণ কখনই ব্রাহ্মণ হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না।

পাবনা সভার ১ম প্রস্তাব সম্রাটের ভাবী আগমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ।

২য় প্রস্তাব বিবাহের ব্যয়ও পণ সংক্ষেপ সম্বন্ধে। এই প্রস্তাবে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত দীননাথ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয়গণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমাজের নানা দুঃখ ও অত্যাচারের বিষয় বর্ণনা করেন; শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত বাবুর সুদীর্ঘ ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমবেত শ্রোতৃগণের মধ্যে গভীর সহানুভূতি ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় কেবল কন্যাকর্ত্তাই চীৎকার করেন, যাঁহারা ছেলের মহাজন, তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের লাভজনক ব্যবসাটি ছাড়িতে রাজী নহেন। এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি অন্ততঃ একজন মহাজন ও বলিতেন যে "আমার পুত্রের বিবাহে টাকা লইব না, তদ্দেশং পতিতং মনে যত্রাস্তে শুক্র বিক্রয়ী" শাস্ত্রের এই উপদেশটী আমার খুব পছন্দ হইয়াছে" তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সভার এই শ্রম ও অর্থব্যয় সম্পূর্ণরূপেই সফল বোধ হইত। তবে এসব কার্য্য দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়া বড়ই কঠিন, কিম্বা তাহাও সন্দেহ।

কিন্তু পরে জানা গেল পাবনা তাঁতিবন্দ নিবাসী অসীম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীদাস বাগ্‌চী মহাশয় তাঁহার একটী কন্যা ও ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহে ৫।৬ হাজার টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ কালে ৩।৪ হাজার টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ কালে ৩।৪ হাজার টাকা পাইবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও তিনি উহা উপেক্ষা করিয়া একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা এই প্রকার সহিষ্ণু, উদার ও ধর্ম্মিষ্ঠ মহাত্মার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে অভিলাষী। বর্ত্তমান কায়স্থ সভায় যদি সেই কায়স্থ রাজা বল্লালসেনের মত ক্ষমতা থাকিত (আইন-ই-আকবরীতে দৃষ্টব্য) তাহা হইলে আমরা এই মহাত্মাকে "অতি শ্রেষ্ঠ কুলীন" উপাধিতে বিভূষিত, সম্মানিত ও বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইতাম।

গুহ কুমার—শ্রীপ্রিয়নাথ বর্ম্মমজুমদার। (পাবনা

———

"ভ্রান্তি অপনোদন।"

প্রবন্ধের বাদ প্রতিবাদ হইলে ভুল সংশোধন হয়, তজ্জন্য উপেন্দ্র বাবুর লিখিত 'কায়স্থ-সূত্র' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় তাহার সন্তোষজনক উত্তর না দিয়া ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিংসার বশীভূত হইয়া আমার দোষ অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই প্রতিবাদের সহিত কোন সংস্রব না থাকিলেও সংলিখিত 'বঙ্গজ-কায়স্থ কুলবিধি ও কুলীন'শীর্ষক প্রবন্ধের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রবন্ধে কোন ভ্রম প্রমাদ থাকিলে এবং তাহা দেখাইয়া দিলে তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিতাম, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের যে উক্তি ধরিয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অন্যায্য বলিয়া ধরা যায় না, যেহেতু আজকাল সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সকল কুলীনেরই যখন অল্পবিস্তর কুলভঙ্গের কারণ বর্ত্তিয়াছে তখন দোষ গুণ বিচার করিয়া কুলীন নির্ব্বাচন করিতে হইলে সমাজে কুলীন পাওয়া দুর্লভ। আবার দোষগুণ বিচার করিতে পারেন এমন ক্ষমতাপন্ন লোক সমাজে কে আছেন জানি না; এই সব কারণে বাস্তবিক যাঁহারা কুলীনের বংশধর অর্থাৎ যাঁহারা অকুলীন বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়েন নাই তাঁহাদের বংশধরগণ অপ্রসিদ্ধ স্থানে বাস করিয়া এবং অবস্থা হীনতায় হীনভাবে থাকিলেও কুলীন বলিয়া সমাদর করিতে বলা বোধ হয় অন্যায় হয় নাই। সুতরাং এজন্য আমাকে অযথা আক্রমণ করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই বিচার করিয়া দেখুন।

অপর ফাল্গুন সংখ্যায় যে প্রতিবাদ করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। গোপালবসুর দত্তকত্ব সম্বন্ধে স্বীয় মত ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশ করি নাই, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই কায়স্থ পত্রিকার ৮।২ সংখ্যায় গোপাল বসুকে দত্তক বলিয়াছেন, আবার ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যায় নজীর স্বরূপে গোপাল বসুর দত্তকত্বের দোহাই দিয়াছেন। এখন আবার গোপাল বসুর দত্তকত্বের বিরোধী হইয়াছেন। ধন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীর অদ্ভুত ক্ষমতা! জনশ্রুতিতে "গোপাল কুল পালক" আছে সত্য, কিন্তু তাহার অর্থ পালক পুত্র নয় কুলপালক শব্দে কুলীনকেই বুঝায়। গাভা হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের প্রদত্ত বংশাবলীতে লিখিয়াছেন যে গোপাল বসু কাশীতে পুরশ্চরণ করিয়া কৌলিন্য রক্ষা বর প্রাপ্ত হন। সুতরাং বুঝা যায় যে গোপাল বসু নিষ্কুল হইয়াছিল, এই সব কারণে গোপাল বসুর দত্তক পুত্রের কুলং নাস্তি মতদ্বয় ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, বিশেষ প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ-

রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে দত্তক পুত্রের কুলহীনতার সাক্ষ্য দিতেছে। আমি সত্যের অপলাপ কোথায় করিয়াছি জানি না। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে দত্তক দ্বারা কুল রক্ষিত হয় বলিয়া প্রচার করিয়া বোধ হয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন?

কায়স্থ-সূত্রের অসংখ্য ভ্রম প্রমাদই শাস্ত্রী মহাশয়ের সমাজ অভিজ্ঞতার ফল। সে সকল ভুল দেখাইতে গেলে কম্বলের লোম তোলার মত হইবে বলিয়া নিরস্ত রহিলাম, উদাহরণের জন্য ২।১টী উল্লেখ করিতেছি—

কায়স্থ পত্রিকার ৮।১ সংখ্যায় ২০।২১ পৃঃ লিখিয়াছেন, "তাঁহাকে কুলীন মধ্যল্য মহাপাত্র ও মৌলিকগণ চন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া বসিতেন।" "মৌলিকগণও এই হইতে কুলীনগণের সহিত সম্বন্ধ করিতে আশ্বাস পাইলেন, এমন কি গুপ্ত গুহ নিজ পুত্র আভকে দেববংশী থাকর সুতা বিবাহ করাইলেন। শাঁই গুহ ত্রিলোচন পালিতের কন্যা বিবাহ করিলেন।" যাহা হউক কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ের নাম যে মৌলিক এবং দেববংশ ও পালিত বংশ যে মহাপাত্র ভিন্ন মৌলিক নামে পরিচিত তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নূতন শুনিলাম। এইজন্যই ৮।৪ সংখ্যক কায়স্থ পত্রিকায় দুর্গাপ্রসন্ন বাবু উপেন্দ্র বাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে ভুল বর্ণনা না করা ভাল; রূপ বর্ণনাও অন্যায়, রূপ বর্ণনা করা সুপ্রসিদ্ধ সমাজের অবিশ্বাসের কার্য্য হয়।

সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর উপর শাস্ত্রী মহাশয়ের রাগ। তাই জিজ্ঞাসা করি ঐতিহাসিকতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব সংগ্রহ ব্যতীত কি প্রকারে প্রস্তুত হয়? প্রাচীন ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত! পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত ঐতিহাসিক "বা" কুলজী গ্রন্থ আবশ্যক মতে পূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে সুতরাং তজ্জন্য অভিমান করার কোন কারণ নাই।

জয়ী মিত্রের নিষ্কুলতার কথা কাহাকে লিখিতে বা বলিতে শুনেন নাই, তাই লিখি বিক্রমপুর ঝায়টিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকুমার ঘোষ কৃত 'কায়স্থ-কুলনির্ণয়' গ্রন্থের ৩২ পৃঃ দেখিয়া এবং সমাজক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন।

অপর কায়স্থ বংশাবলী ও ৺শশীভূষণ নন্দী কৃত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকায় যে বলিয়াছে "জয়ীমিত্র পোষ্যপুত্র রাখায় পরবর্ত্তী কালে মিত্র বংশের কুলাভাব হইয়াছে।" ইহা এবং জয়ী মিত্রের নিষ্কুলতা একই কথা। পূর্ব্ব পুস্তকদ্বয়ের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ যে সব উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রমাণিকতা কতদূর সত্য জানি না। প্রক্ষিপ্ত কিনা তাই বা কে জানে স্মরণ করিয়া দেখুন। ৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা

কায়স্থ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ দস্তিদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "অনেক সময় কুলাচার্য্যগণ অন্যায় স্বার্থের লোভে অনুচিত বংশ বর্ণন ও রূপ আলোচনা করিয়াছেন। যেস্থলে এরূপ কার্য্য করা হয়, তাহার নিকটবর্ত্তী সমাজে তদনুরূপ প্রচলিত না থাকায় কুলাচার্য্যগণের সেই বর্ণনীয় বিষয়গুলি পূর্ব্বাপরের ন্যায় অনাদরেই থাকিয়া যায়।"

মিত্র বংশকে অকুলীন বলিলে আপনি ক্ষুণ্ণ হয়েন, কিন্তু আপনি নিজেই কায়স্থ-পত্রিকা ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে "ঘটক ও স্বর্ণামাত্যগণ (মিত্র-বংশকে) কুলীন ও কুলজ এই বিরোধ দূরীভূত করিয়া কুলভূষণ বলিয়া গৌরব করিয়াছেন" সুতরাং আপনার কথায়ই মিত্র কুলীন নয়। উপরোক্ত গ্রন্থত্রয় বর্ত্তমান মিত্র বংশকে অকুলীন বলিয়াছেন। কায়স্থ সভার প্রচারিত পুস্তিকাও বঙ্গজ কায়স্থ প্রসঙ্গে ১৩ পৃঃ লিখিত হইয়াছে যে "মিত্র কুলীনের মধ্যে গণ্য নয়।" মিত্র কুলীন হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য বা বসন্ত রায়ের নব প্রতিষ্ঠিত সমাজে মিত্রবংশ সমাদর পাইতেন। বর্ত্তমানে আবাল বৃদ্ধ বণিতা বঙ্গের কেহই মিত্র বংশকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং কলমের জোরে মিত্র বংশ কুলীন বলিলে আপনার কথা কে স্বীকার করিবে।

স্বভাবের অভাব নিবন্ধনই 'ঠাকুর' বলিয়া অভিহিত হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহা হইলে বোধ হয়, অশ্বপতি মিত্র স্বভাবের অভাবে ছিলেন, আর এমন মিত্র বংশ স্বভাবে আছেন, ঘোষ, বসু, গুহ বংশ অসদ্ভাবে আছেন? দেব প্রতিমাকে ঠাকুর বলে এবং দেবতা তুল্যকেও ঠাকুর বলে, তজ্জন্য বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর বলিয়া আখ্যাত হন। সমাজে দেবতাতুল্য বলিয়া কুলীনগণও ঠাকুর পদ-বাচ্য সেইজন্যই পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ কুলীনগণের শেষে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে ('কায়স্থকুল নির্ণয়' ২২ পৃঃ ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে), আবার কুলীনগণ মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে 'ঠাকুর' বলিয়া বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ঠাকুর শব্দ আপনার নিকট নিকৃষ্টত্বের পরিচায়ক কিন্তু বাস্তবিক 'ঠাকুর' শব্দটি উৎকৃষ্টত্বের পরিচায়ক। কায়স্থ জাতির মুখোজ্জ্বলকারী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "শিলালিপি বর্ণিত কায়স্থের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার থাকায় এবং সর্ব্বত্রই তাঁহারা 'ঠাকুর' আখ্যায় খ্যাত হওয়ায় তাঁহারা দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য হইতেছেন।" দেখিবেন এস্থলে 'ঠাকুর' শব্দটী কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

ফতয়বাদ সমাজ বলিতে ফতয়বাদ নামে কোন গ্রাম বা পরগণা বুঝায় কিনা

জানিনা—কিন্তু হাউলী কায়াপাড়ায় গাভ বসু বংশীয় কুলীনগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। ওলপুরের চৌধুরীগণ কি জন্য সমান মর্য্যাদাপন্ন তাহা প্রতিবাদে উক্ত হইয়াছে।

এখন ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া দেখুন কতদূর দুর্ব্বল মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রী উপাধিধারণ করিলেই "সব জান্তা" হয় না। নিজে অভিজ্ঞ ও প্রবীন হইলে অপরকে অনভিজ্ঞ ও অপ্রবীণ বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। আশা করি লেখনী চাতুর্য্যে অলীক আন্দোলনের প্রশ্রয় না দিয়া ন্যায় মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কায়স্থ সভা, কায়স্থ পত্রিকা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রতিপক্ষ স্বরূপে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক টীকা প্রকাশিত হওয়ায় সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি।

অনেক সময় গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের মধ্যেই বাদ বিসম্বাদ করিতে করিতে হয়। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে শাস্ত্রী মহাশয় নিজে মিত্র তজ্জন্য মিত্রবংশ বাড়াইবার জন্য কায়স্থসূত্রের অবতারণা; এই জন্যই ২।১টী কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় ধীরভাবে যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া এবং প্রকৃত ভ্রম স্বীকার করিয়া লইলে কতটা ভাল কাজ করিতেন বলিয়া মনে হয়। অলমিতি—

শ্রীহেমন্তকুমার বসু (ডাক্তার)।
নরুল্লাপুর, বরিশাল।

সভার প্রচার কার্য্য।

প্রচারক—কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেব বামাপদ পাল রায় চৌধুরী।

২৪এ বৈশাখ, ১৩১৮। টেঁপা, রংপুর। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সভাপতিত্বে বারেন্দ্র কায়স্থ সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ঐ সভায় কায়স্থাচার্য্য বামাপদ বাবু কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সন্দেহ ভঞ্জন করেন

২৫এ বৈশাখ, ১৩১৮। রংপুর। কুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট কায়স্থ সভা হয়। এই সভার বৃত্তান্ত গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২৬।২৭এ বৈশাখ, ১৩১৮। রংপুর। উপনয়ন কেন্দ্রে ২৪ জন উপনীত হন। বামাপদবাবু উপনয়নের একজন উদ্যোগী ছিলেন।

৩১এ বৈশাখ, ১৩১৮। রংপুর। দিনাজপুরস্থ কায়স্থগণকে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে উত্তেজিত করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। জয়পুর রেলওয়ে ষ্টেসন, বগুড়া জেলা। কায়স্থ-কর্ম্মচারিগণকে উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। গোপীনাথপুর, বগুড়া জেলা। শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর মহান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ প্রিয়া মহাশয়ের বাটীতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ২০০ শতের অধিক কায়স্থ লইয়া একটী বিরাট কায়স্থ সভা হয়। ঐ সভায় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের সন্দেহ ভঞ্জন করা হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে আগামী ২৮এ জ্যৈষ্ঠের শুভদিনে প্রিয়া মহাশয়েরা এবং অন্য অন্য কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। রায়কালী, বগুড়া জেলা। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ সভা হইয়াছিল। এই সভায় অনুপবীত কায়স্থগণকে সমাজচ্যুত করা হয়। উপবীত গ্রহণ করিলে তাঁহারা সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিবেন। রঙ্গপুর কায়স্থ সম্মিলনীর আদেশ সকলেই পালন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কতকগুলি বিবাহ ও উপনয়ন প্রভৃতির টাকা আদায় হইল।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। চৌদ্দরশি, ফরিদপুর জেলা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অপরাহ্ণে জ্ঞানবৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় বহু পণ্ডিত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন যোগ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং যাহারা এ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই, তাহারাও প্রচারক মহাশয়ের যুক্তি প্রমানাবলীতে সন্তুষ্ট হইয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উক্ত ব্যবস্থাপত্র ৯ম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণীতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সভাপতি

মহাশয় যে আশীর্ব্বাদটী করিয়াছেন তাহাও একটী ব্যবস্থা বিশেষ উহাই এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।—

"যেষাং সত্যপিশৌর্য্যবীর্য্যবিভবে বিপ্রানুবৃত্তিঃ পরাঃ
যেষাং দানসমানদান বিভবো নাস্তাপি কেষাং কচিৎ।
যেষাং বৃত্তি বিধান বিপ্রবিভবং সর্ব্বত্র জানীমহে
তেহমী ক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্তকুলজাঃ সন্তু সধর্ম্মেরতাঃ॥

এই লালিত্য ও ভাবপূর্ণ কবিতা সভাপতি মহাশয় সভার মধ্যে বাক্যালাপ করিতে করিতেই রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সভাস্থ পণ্ডিত-মনস্বীগণ সকলেই তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দিলেন। এই স্থলে তিনজন সভ্য করা হয়।

ভ্রম সংশোধন।

১৩১৮, বৈশাখ সংখ্যা।

"শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর" মহাশয়ের নাম ভ্রমক্রমে দুইবার লিখিত হইয়াছিল। শেষোক্ত "শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ" স্থলে পাঠকগণ স্ব স্ব পত্রিকায় "শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মার" নাম এবং "বয়স ৪৬" বৎসর লিখিবেন।

'ক্ষত্রিয় মহিলা'। পদ্য, ১৮-২৯ পৃষ্ঠা।

১৩১৭, চৈত্র সংখ্যা।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	কবিতার সংখ্যা	পংক্তি
যাঁরা	যাঁর	২	২
*	ক্ষত্র	২	৪
	দ্রষ্টা শব্দের পরে 'ক্ষত্র' শব্দটি মুদ্রিতই হয় নাই।		
বিশ্বধারা	বিশ্ববারা	৪	১
যাঁরা	যাঁর	৪	২
বুঝেতে	যুঝিতে	৮	২
বিদৃষ্টি	বিদূষী	১০	১
সাহজে	সাহসে	১০	২
"শ্যাবি"	"শ্যাব"	১১	৪
ঘোষের	ঘোষার	১৩	১
অত্রেয়	আত্রেয়	১৪	১

বিজ্ঞাপন।

পাত্রী আবশ্যক।

একটি সুন্দরী দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থ কন্যা আবশ্যক। সত্বর আমার নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। ৯৩ নং কালী কুণ্ডুর লেন, হাওড়া

Presented to the K. P.L.
by Shiva Prashad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

দান।

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	১৩৪৶০
* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেসন্ মাষ্টার্, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা ...	২৲
* ,, হেমন্তকুমার বসু, নরুল্লাপুর, পোনাবালিয়া পোঃ আঃ, বরিশাল জেলা	১৲
,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া, তাড়াশ পোঃ, রাজসাহী জেলা ...	৸০
মোট	১৩৭৸৶০

প্রচার ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	২৫৲
স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ	১০৲

* ইহাঁরা জনসংখ্যা ভাণ্ডারে যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ না লইয়া এখন পুস্তকাগার-ভাণ্ডারে দিলেন।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

(জেলা চট্টগ্রাম, গৈরলা, শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

২১শে ফাল্গুন, ১৩১৭।

সাং গৈরলা, চট্টগ্রাম জেলা :—

১। বিশ্বাস, দীনবন্ধু, বয়স ৩০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ নরেন্দ্রনাথ, „ ২১, „
৩। „ নবীনচন্দ্র, „ ৫২, „
৪। „ যাত্রামোহন, „ ৬০, „
৫। „ মহিমচন্দ্র, „ ১৯, „

২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮।

(জলপাইগুড়ি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং পঞ্চসার, ঢাকা জেলা :—

১। রায়, জিতেন্দ্রনাথ।

সাং বারদী, ঢাকা জেলা :—

২। নাগ, কুঞ্জভূষণ। ৩। নাগ, সুরেন্দ্রকুমার।

সাং বিরলিয়া, ঢাকা জেলা :—

৪। কর, দেবেন্দ্রকুমার।

সাং বসরা, ফরিদপুর জেলা :—

৫। সরকার, শরচ্চন্দ্র।

সাং বাইসরসী, ফরিদপুর জেলা :—

৬। মৌলিক, অক্ষয়কুমার।

সাং বৈঠাখালি, ফরিদপুর জেলা :—

৭। সরকার, কুঞ্জবিহারী।

সাং মালীগ্রাম, ফরিদপুর জেলা :—

৮। বসু, অবিনাশচন্দ্র। ৯। বসু, সতীশচন্দ্র।

সাং সত্যবতী, ফরিদপুর জেলা :—

১০। নাগ, শরচ্চন্দ্র।

সাং ময়মনসিংহ :—

১১। সরকার, নলিনীরঞ্জন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সিংহ রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং রাঢ়ীখাল, ঢাকা জেলা :—

১। হোড়, শ্রীউমেশচন্দ্র, বয়স ৪৫, পোষ্টমাষ্টার।

সাং ষোলঘর, ঢাকা জেলা :—

২। গুণ, কালীপ্রসন্ন, বয়স ৫০।

সাং দোগাছী, ঢাকা জেলা :—

৩। সিংহ রায়, গিরিজানাথ, বয়স ১৭।
৪। „ বিজয়নাথ, „ ১৩।
৫। „ মুকুন্দনাথ, „ ১১।
৬। „ শ্রীনাথ, „ ৪৫, উকীল।

(জেলা ফরিদপুর, ঘটমাঝি, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। কর, দীননাথ।
২। ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র।
৩। „ মণিমোহন।
৪। „ মোহিনীমোহন।
৫। „ শরৎচন্দ্র।
৬। ঘোষ রায়, মধুসূদন।
৭। দাস, বরদাকান্ত।
৮। „ বাণীকান্ত।
৯। দাস, রসিকচন্দ্র।
১০। „ সারদাকান্ত।
১১। „ সুরেন্দ্রমোহন।
১২। „ হীরালাল।
১৩। নাগ, যতীন্দ্রমোহন।
১৪। মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন।
১৫। লাহা, নিবারণচন্দ্র।
১৬। „ বিপদভঞ্জন।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, ইলিরপুর, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। গুহ, মনোমোহন।
২। „ যাদবচন্দ্র।
৩। „ সত্যেন্দ্রকুমার।
৪। ঘোষ, অক্ষয়কুমার।
৫। „ জানকীনাথ।
৬। „ দুর্গাচরণ।
৭। ঘোষ, বিপিনচন্দ্র।
৮। „ মনোমোহন।
৯। „ লালমোহন।
১০। বসু, প্রিয়নাথ।
১১। মিত্র, রমেশচন্দ্র।
১২। „ সতীশচন্দ্র।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা যশোহর, মহম্মদপুর থানান্তর্গত পাঁচুড়িয়া, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ, কালিদাস।
২। „ কেশবলাল।
৩। „ পূর্ণচন্দ্র।
৪। „ ষষ্ঠীচরণ।
৫। দত্ত, কৃষ্ণচরণ।
৬। বিশ্বাস, বঙ্কুবিহারী।
৭। মিত্র, গণেশচন্দ্র।
৮। রাহুত, বরদাকান্ত।
৯। সিকদার, প্রফুল্লকুমার।
১০। সেন, গুরুদাস।
১১। ,, যতীন্দ্রনাথ।
১২। „ বামনদাস।
১৩। „ শরচ্চন্দ্র।
১৪। „ সতীশচন্দ্র।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, তুগল্‌দিয়া, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। বসু, কামিনীকুমার, পুলিষ্‌ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর্‌।
২। „ হীরালাল, ডাক্তার।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা পাবনা, জোড়্‌পুখরিয়া, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ শিকদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সিকদার, অভয়াচরণ।

২রা আষাঢ়, ১৩১৮।

(জেলা রাজসাহী, নাটোর, শ্রীযুক্ত প্রমদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং ছাতনী, রাজসাহী জেলা :—

১। দেব, শরৎচন্দ্র, (বারেন্দ্র)।
২। নন্দী, সুরেন্দ্রমোহন, ঐ

। সাং ধলাট, রাজসাহী জেলা :—

৩। দেব, শিবনারায়ণ, ঐ
৪। ,, শ্রীশচন্দ্র, ঐ

সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা :—

৫। মজুমদার, প্রমদাকান্ত, ঐ
৬। সরকার, সতীশচন্দ্র, ঐ
৭। ,, হেমচন্দ্র, ঐ

১৪ই আষাঢ়, ১৩১৮ :—

(কলিকাতা, ১নং রাজাবাগান জংসন্‌ রোড্‌, আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কেন্দ্র)।

১। সরকার, মহেন্দ্রনারায়ণ, হেড্‌ মাষ্টার, গলিমপুর, রাজসাহী, (বঙ্গজ)।
২। সিংহ, নলিনীমোহন, হেড্‌ মাষ্টার, জুবিলী স্কুল, দিনাজপুর, (উত্তররাঢ়ী)।
৩। সিংহ, যোগেশচন্দ্র, সাং দিনাজপুর, রাজবাড়ী, (উত্তররাঢ়ী)।
৪। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র, মেডিকেল্‌ কলেজ, কলিকাতা, ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বরানগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-ঠনঠনিয়া-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ এটর্ণি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের।

২১এ আষাঢ়, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথের সহিত হুগলী

জেলান্তর্গত পানিসেহালা-নিবাসী (হাল সাং কলিকাতা) দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রাহা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

২৮এ আষাঢ়, ১৩১৮। ভবানীপুর, কলিকাতা। কলিকাতা-গোয়াবাগান-নিবাসী বিখ্যাত লেখক দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্রের সহিত ঢাকা জেলাস্থ ষোলঘর-নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের (হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা) কনিষ্ঠ পুত্র এটর্ণি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার।

(আন্তর্গণিক)

উপরিলিখিত বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকায় ২৮এ আষাঢ় তারিখের বিবাহ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

২৫এ বৈশাখ, ১৩১৮। পোড়াব্যুহ, ফরিদপুর জেলা। পোড়াব্যুহ নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ।

উপনীতের অভিবাদন।

বড় আশা জাগে হৃদে, আজি মোর আনন্দ অপার,
এস এস এস ভ্রাতা হে ক্ষত্রিয় (কায়স্থ)-কুমার !
সংস্কৃত পুতাচারে হে বীর ! হে কর্ম্মময় প্রাণ !
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণ, কণ্ঠে কণ্ঠ, তুল মহাতান।
পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা তপঃ পর,
শুনিয়া সে মহা গান কেঁপে যাক্ বিশ্ব-চরাচর।
তোমার এ পুত গান স্নাত ক্ষত্রাচারে,
এনে দিক্ মহা শক্তি আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে।
বিস্মৃত কুলের গর্ব্ব, কহিতে এ কথা বুক ফেটে যায়,
ব্রাত্য আজি, ক্ষত্র-শিশু, শূদ্রাচারে কলুষিত কায়।
পিতা যা'র মৃত্যুজয়ী, পুণ্যশ্লোক পরম দৈবত,
ভক্তি ভরে সদা যাঁ'র, দেব বিপ্র চরণে প্রণত
পর ধামে মানবের কর্ম্মফল যে করে বিচার,
পুত যজ্ঞ-সূত্র যাঁর দেহ কান্তি বাড়ায় অপার।
ভীষ্মদেব আজন্ম কৌমার্য্য ব্রতে ব্রতী,
(ভগবান বাসুদেব হেন ভীষ্মে ক'রেছেন নতি);—
পুণ্য হেতু নিজে পূজি, মর্ত্তে যাঁর প্রচারিল পূজা,
ধন্য হেন চিত্রগুপ্ত, ধন্য পিত ! তুমি মহাতেজা।
আজিও আহার কালে প্রতিদিন বিপ্রের সন্তানে,
যাঁহার প্রসাদ লভি' আপনারে মহা ধন্য মানে ;
তাঁহার সন্তান আজ, একি অহো কোন মহা পাপে,
জঘন্য শূদ্রত্ব পঙ্ক অঙ্গে মাখি' সুখে দিন যাপে !
আন ভাই মহা শক্তি আন আন নবীন চেতনে,
জাগাও 'উত্তিষ্ঠ' রবে মোহ-হত কায়স্থ সন্তানে।
কোটী কোটী ছিন্ন প্রাণ গেঁথে দাও এক ক্ষাত্রতেজে,
ভাই ভাই এক হও, শত্রু হোক্ হেঁট মাথা লাজে !!

শ্রীভূপালচন্দ্র দেব সরকার।

কুশণ্ডিকা।

আমাদের দেশে এক্ষণে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত ; অন্য কোন প্রকার বিবাহ প্রচলিত নাই। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব বিবাহ উত্তম শ্রেণীর বটে ; কিন্তু কলিযুগে প্রচলিত নাই। আমাদের বর্ত্তমান্ আচার ব্যবহার ব্রাহ্মেতর বিবাহের প্রতিকূল ; অথচ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজ, বিশেষতঃ কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে, নাম মাত্র ব্রাহ্মবিবাহ চলিতেছে। বস্তুতঃ আমাদের বিবাহে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের বিবাহ নাম মাত্র ; কারণ কেবল কন্যা দান ও গ্রহণের দ্বারা দম্পতির উদ্বাহ-সম্বন্ধ শাস্ত্রানুসারে সংঘটিত হয় না। দান দ্বারা দাতার অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তার সত্বলোপ হয়, গ্রহণ দ্বারা বরের সত্ব জন্মিয়া থাকে ; কিন্তু কিরূপে কন্যার গোত্রান্তর হইবে ও বর কন্যার স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ হইবে তাহা বিবেচ্য। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।" আহুতিদান ও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্তপদী গমন ব্যতীত গোত্রান্তর ও দম্পত্তির পতি পত্নী সম্বন্ধ সৃজিত হয় না।

সপ্তপদী গমনঃকি ও তাহার উপকারিতাই বা কি? সপ্তপদী গমন কালে যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার উপযোগিতাই কি? আমাদিগের (কায়স্থগণকে) এ পর্য্যন্ত কেবল "দদামি" ও গৃহ্লামি" বলান হইয়াছে; পিতৃপুরুষের নাম ও প্রত্যেকের গোত্র ও প্রবর অনেকবার উচ্চারণ করিতে হয়; খৈ পোড়ান হয়, কিন্তু ঘৃতাহুতি কোথায়? সোমাদি দেবতাদিগের আরাধনা কোথায়? স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে বাক্যব্যবহারই কোথায়? ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় পতি পত্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী হউক, জীবনে মরণে উভয়ে একাঙ্গী হউক, এ সকল কথা কায়স্থদম্পতিকে উচ্চারণ করিতে হয় না; অগ্নি সাক্ষী করিয়া পরস্পরের কর্ত্তব্য পালনার্থ প্রতিজ্ঞা করিতে হয় না। পুরোহিত মহাশয় গাঁটছোড় বাঁধিয়া দিলেই এবং কন্যার কপালে সিন্দুর দেওয়া হইলেই উদ্বাহ হইয়া গেল। আমাদের বর্ত্তমান আচার কি শাস্ত্র সঙ্গত?

আমরা যজুর্ব্বেদী। যজুর্ব্বেদ অনুসারে ও পশুপতির পদ্ধতি অনুসারে কায়স্থগণের বিবাহকার্য্য বঙ্গদেশে সম্পাদিত হওয়া উচিত। তবে পুরোহিত মহাশয়েরা "নমো নমো" বলিয়া কাজ সারেন কেন? শাস্ত্রোক্ত কুশণ্ডিকা "সর্ব্ববর্ণের বিধি;" কেবল বৈদিক যজ্ঞসূত্রধারীদের নহে; অথচ আমাদের বর্ত্তমান উদ্বাহ-পদ্ধতি অনার্য্য, এ কথা ভাবিলেও আমাদের লজ্জা হয়; আমরা অহিন্দু বলিয়া আমাদের আত্মগ্লানি হয়।

বিবাহানুষ্ঠানের শেষ ভাগে শাস্ত্রানুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,

"ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

তোমার হৃদয় আমার হউক; আর আমার হৃদয় তোমার হউক; এই সুন্দর হৃদয়ৈক্য প্রার্থনা করিতেও আমরা পাই না।

"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূবাসং অনুব্যাসৌ।"

হে ধ্রুব, তুমি স্থির। তোমার ন্যায় আমিও যেন পতিকুলে স্থির থাকি।

"ওঁ অরুন্ধত্যহমস্মি।"

"হে অরুন্ধতি! তোমার ন্যায় ভর্ত্তাতে আমি যেন চির-সম্বদ্ধ থাকি।" কন্যাকে এ সকল বলিতে হয় না। এই সকল সুন্দর ভাবময় কুশণ্ডিকামন্ত্র হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের এখনকার বিবাহ ব্রাহ্মরীতি অবলম্বী নহে, ইহাকে আজ কালের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বা সিভিল (civil) বিবাহ বলিলেও হয়, হিন্দু-বিবাহ নহে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-বিবাহে পণ প্রথা।

কন্যার বিবাহে পণ দেওয়া সমাজের যে বিশেষ অপকার হইতেছে, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথা যে কদর্য্য, তাহা বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক।

পণ প্রথা অবৈধ

যেমন, কোন ব্যাধি উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত থাকিলে, তাহা দুশ্চিকিৎস হয়, যেমন, বৃক্ষের ডাল পালা কর্ত্তন করিলে নূতন ডাল পালা জন্মায়; যতদিন বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করা না হয়, ততদিন উহা সজীব থাকিয়া, নব নব শাখা প্রশাখার সৃষ্টি করে, সেই প্রকার, এই সামাজিক কুপ্রথা রূপ ব্যাধির উৎপত্তির কারণ জানিতে না পারিলে, কখন ইহা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না।

এই কুপ্রথার উৎপত্তির কারণ জানিবার আবশ্যকতা

হিন্দুর সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার দুইটী মূলীভূত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ১ম কৌলীন্য প্রথা ২য় হিন্দুশাস্ত্রালোচনাভাব ও হিন্দুশাস্ত্রের অজ্ঞানতা হেতু হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দিন দিন লোকের আস্থা হ্রাস হওয়া।

না হওয়ার কারণ

কুলীন মহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্ট নহে। এ দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বিদ্যাহীন এবং আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার, প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করেন। সেই রাজ-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে বহুকাল কুলীন মাত্রের কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যখন রাজ প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে রাজদত্ত কুলমর্য্যাদার উচ্ছেদ হইয়াছে, তখন কুলীনান্য ইদানীন্তন মহাপুরুষদিগের কুলাভিমানও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র।

কৌলিন্য প্রথার বিলোপ বাঞ্ছনীয়

অনন্তর দেবীবর যে অবস্থায় যে রূপে কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনদিগের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। কুলীনেরা সুবোধ হইলে অহঙ্কার না করিয়া বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন এবং পিতা পিতামহ, প্রপিতা-

মহ পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠা-হ্রদে বাস করাইতেছেন। কৌলিন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপণের পর ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর কুলীনদিগের মধ্যে নানা প্রকা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেল বন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী স্থাপন করেন। এক্ষ মেল বন্ধনের সময় হইতে ১০ পুরুষ অতীত হইয়াছে এবং কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সুতরাং নূতন প্রণালী স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এক্ষণে অমূলক কুলাভিমান ত্যাগ ভিন্ন উহার প্রতিকারের আর উপায় নাই। যা তাঁহারা সুবোধ, ধর্ম্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমা বিসর্জ্জন দিয়া কুলীন নামের কলঙ্ক দূর করুন। আর যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগে নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, পণ দায় হইতে রক্ষা পাওয়া উপায় নাই।

কৌলীন্য স্থাপনের পর বহু দিন পর্য্যন্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয় সমভাবে কন্যা আদান প্রদান হইত। তবে, কুলীনের ঔরষজাত পুত্র কুলীন এবং শ্রোত্রিয়ের ঔরষজাত পুত্র শ্রোত্রিয় হইতেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে

ব্রাহ্মণের বিবাহ ব্যবস্থা।

এই প্রথা রহিত হয়। কান্যকুব্জাগত কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ হইতে অধস্তন ১৫শ পুরুষে উদয়াচার্য্য ভাহুড়ী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বলরাম লাহিড়ীর সহায়তায় স্থিরীকৃত হয়, কুলীনের কন্যা একমাত্র কুলীনে

উদয়াচার্য্যের বিবাহ ব্যবস্থা।

সম্প্রদান করিতে হইবে, শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিলে কুলনাশ ঘটিবে। কিন্তু কুলীনগণ শ্রোত্রিয় ও কুলীন উভয়ের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন, বর্ত্তমান এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

কুলীনের শাখা প্রশাখা।

কালক্রমে কুলীনগণ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হন। প্রধাণতঃ ৮পটী বা শাখা, তৎপরে থাক্ মত, প্রভৃতি উপশাখা সৃষ্টি হয়।

উদয়াচার্য্যের এই ব্যবস্থা হইতে পণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কারণ কুলীনগণ একমাত্র কুলীনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে

উদয়াচার্য্যের ব্যবস্থার কুফল

করিতে বাধ্য হন, পরন্তু শ্রোত্রিয় এবং বংশজগণ, বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধির আশায়, পণ দিয়া কুলীন পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং কুলীন পাত্রের অল্পতাহেতু পণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্য পক্ষে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের পাত্রীর অল্পতা হেতু পণ দিয়া পাত্রী খরিদ করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অনেকের পাত্রী বংশলোপ হইয়াছে।

কায়স্থ জাতি ২ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ম কুলীন ২য় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর (দক্ষিণরাঢ়ী) কুলীন কায়স্থ। মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে,

কায়স্থের শ্রেণী বিভাগ

দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক। আর—সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা কুণ্ডু, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক। সাধ্য মৌলিক মর্য্যাদা বিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই সিদ্ধ মৌলিকেরা সন্মৌলিক, সাধ্য মৌলিকের বারওরিয়া বলিয়া সচারাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে।

কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলিন কন্যা বিবাহ করিতে হয়। মৌলীক কন্যা বিবাহ করিলে তাহার কুল ভ্রষ্ট ঘটে, কিন্তু প্রথম কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া

কায়স্থ জাতীর বিবাহের ব্যবস্থা।

পরে মৌলিক কন্যা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহাকে আন্তরস কহে। সকলে বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য কুলীনে কন্যা দান করেন, ইহাতে বহু বিবাহ ও পণ প্রথার সৃষ্টি হয়, কিন্তু কাল ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বহু বিবাহ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে২ পণের মাত্রা

ও বাল্য বিবাহ

বাড়িতেছে। মৌলিক মাত্রেরই কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীন

ও কন্যা বিবাহ সংখ্যা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে হ্রাস হওয়ায় পাত্রীয় সংখ্যাধিক্য হওয়ায়

কন্যা বিবাহ করা আবশ্যক। মৌলিকে ২য় আদান প্রদান হইলে জাতিপাত বা ধর্ম্ম লোপ হয় না, কিন্তু তাদৃশ আদান প্রদানকারী দিগকে কায়স্থ-সমাজে কিছু হেয় হইতে হয়।

৭০ বৎসর পূর্ব্বে—মৌলিকে ২য় বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া পরিগৃহিত হইত না। এই প্রথানুসারে কায়স্থ জাতীয় পুত্র বিক্রয়; কারণ কায়স্থ ৩য় ঘরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলিনের কন্যা বিবাহ করিবেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্র বাদ দিলে. ২॥০ ঘর কুলীন ৭২ ঘর মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিবেন। আর ৭২ ঘর মৌলিকের পুত্র ঐ ২॥০ ঘরের কন্যা বিবাহ করিবেন। ইহাতে কন্যার অল্পতা হেতু তাহাদিগকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। ইহাতে কন্যা বিক্রয় প্রথার সৃষ্টি হয়। কলিকাতা সহরের

সহর ও পল্লী-গ্রামের বিবাহ প্রথা বিভিন্ন

অবস্থা দেখিয়া, পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লওয়া সমীচীন নহে। কারণ সহরের লোকের শিক্ষা এবং বিভিন্ন জাতীয় সংস্পর্শে আচার, ব্যাবহার, রীতি নীতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। পল্লীগ্রাম যখন এই সকল বিষয়ে সহরের তুল্য নহে, তখন এই সকল বিষয়ে সহর ও পল্লী গ্রাম তুল্য হইতে পারে না। সহরে যদিও পণ দিয়া কন্যার বিবাহ করিতে হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ও যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থানে

যেখানে এখনও কৌলিন্য প্রথা প্রবল রহিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ স্থানে এখন

কায়স্থ মৌলি- ৫০৲ হইতে ২৫০৲ পর্য্যন্ত পণ দিয়া কন্যা খরিদ করিয়া বিবা
কের পুত্রের করিতে হয়। পূর্ব্বে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা পাত্রী অজ্ঞা
বিবাহে পণ (ভরার কন্যা) অর্থাৎ অজ্ঞাত নামা পিতা মাতার কন্যা ৫০০৲
৭০০৲ দিয়া খরিদ করিত নিতান্ত ইহা অশাস্ত্রীয় এবং কন্যা বিক্রয় হেতু তাহা
কন্যা বি দের কুলীনতা নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার জন্য প্রায়শ্চি
প্রথা করিয়া পুনরায় সমাজে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। উপেন্দ্র না
মুখার্জ্জি "হিন্দুসমাজ" নামক পুস্তক রচনা করিতেছেন, তাহাতে বলিয়াছেন
কৌলীন্য প্রথাই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির সংখ্যা হ্রাসের এক
কারণ নির্দ্দেশ করা উচিত। পুত্রের বিবাহ পণ সমাজে অধিকতর অনি
কারণ। কন্যার বিবাহ এক প্রকার বন্ধ থাকে না কিন্তু পণাভাবে অনে
লোকের বিবাহ না হওয়ায় অনেক বংশ লোপ হইয়াছে। কেহ
অকালে বার্দ্ধক্যে বিবাহ করিয়া বাল বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাস্তবি
কৌলীন্য প্রথা হেতু কুলীনের বংশ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মৌলিকে
সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে আদম সুমারি Census লইলে ৩
কৌলিন্য প্রথা কুলীন কায়স্থ কত লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই অনুপাত
হেতু লোকসংখ্যা (৮+৭২=৮০ ঘর মৌলিক কায়স্থ কত বৃদ্ধি পাওয়া উচিৎ ছি
হ্রাস। তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং সপ্রমাণ হইল কৌলীন্যের সম্মানার্থে প্রথমে পণ প্রথার সৃষ্টি
কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে কি ছিল তাহা জানা যায় না। ৫০বৎসর পূর্ব্বে কুলীন বিবাহে

কৌলিন্য প্রথা- তৎপরে ৫১৲টাকা অনেক বিবাহ হইয়াছে বা অবশ্য তখনকার
যেতু পণ প্রথা। ৫১৲ টাকা এখন ৩।৪ গুণ অধিক অর্থাৎ ৪০।৫০, ২০০।২৫০ টাকা

এখন ১০।১৫ বৎসর মধ্যে এই প্রকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, বর্ত্তমান অবস্থা
পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ কৌলীন্য প্রথার ২টী বিষ
ফলে। ১ম পণ প্রথা, ২য় বহু বিবাহ, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা
সভ্যতার সহিত সম্প্রতি বহু বিবাহ সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়, পণপ্র
আতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাল্য বিবাহ সংখ্যা হ্রাস হেতু বাল বিধবার সংখ্যা হ্রাস হইয়া কুমারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার

ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, অন্যান্য জাতি প্রধাণত কায়স্থ এবং বৈদ্য এই ২টী স্তম্ভে
উপর ইহার স্থিতি। এবং এই ২ জাতি ব্রাহ্মণের পদাঙ্ক অনুসরণ কবি

ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য জাতি এই কুপ্রথার অনুকরণ করিয়াছেন।

আসিয়াছেন, সুতরাং যে সকল গুণ বা দোষ ব্রাহ্মণে ছিল, তাহা কালক্রমে অন্যান্য জাতিতে প্রবিষ্ট হয় এবং এই পণ প্রথাও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুবর্ণ বনিক হইতে এই প্রথার উৎপত্তি নহে।

"সন্তুষ্ট ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র ইব ধ্রুবম্॥"—মনু। শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা বশতঃ কুপুত্রের জন্ম, অকালে মৃত্যু,

শাস্ত্রে অনাস্থা, অকালে বৈধব্য প্রভৃতি ঘটিতেছে। ধন লোভে লোক অন্ধ

রাশিগণ না মিলান ২য় করণ হইয়া উপযুক্ত গণ, রাশি এবং বর্ণ না মিলাইয়া স্ব স্ব পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে মান্দ্রাজের অনুকরণ করা উচিৎ। সেখানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বংশের মধ্যে কখন রাশি গণ না মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হয় না। বিবাহ সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গ্রহাদির সহিত জীবনের নিকট সম্বন্ধ। সকলেই জানেন, একাদশী অমাবস্যার, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে দেহে রসাধিক্য হয়, তখন জড় দেহে এই প্রকার সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। অন্তরীক্ষবাসী গ্রহ সমূহ আমাদের দেহ মনের উপর সতত কার্য্য করিতেছে। গণ মিলন দ্বারা পরস্পরের মনোবৃত্তি অনেকাংশে

বর-কন্যায় গণ স্থির করা যায়। কতকগুলি নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে, দেবগণ অর্থাৎ

নিরূপণ। সত্বগুণ, কতকগুলিতে, নরগণ অর্থাৎ রজোগুণ, কথকগুলিতে রাক্ষস-গণ অর্থাৎ তমোগুণ প্রধান হয়। ইউরোপের প্রেম, গুণ বিবাহ অপেক্ষা হিন্দুর এই বিবাহ কত ভাল, তাহা সকলের একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, কারণ রূপ-মোহে আবদ্ধ হইয়া, অনেকে গুণাগুণ না দেখিয়া বা নিজের চরিত্র গোপন করিয়া, বাহ্যিক অন্য ভাব দেখাইয়া, পরস্পরের মন আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন লোক পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হিন্দুরা গণ রাশি বর্ণ প্রভৃতি মিলাইয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, পরস্পরের মধ্যে মনের মিলন না হওয়ায় এবং অকালে বিধবা হওয়ার সম্ভব কম। জন্মিবার সময় সন্তান মাতৃগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ অবস্থায় কতকগুলি নক্ষত্র দ্বারা সংক্রামিত মাতৃ শরীরস্থ সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ অস্বাভাবিক নহে।

বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনা।

(১৩১৭ সালের কায়স্থ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার একাংশের পর।)

যদুনন্দন বল্লালসেনের যে সকল কুকার্য্যের উল্লেখ করিয়া, বারেন্দ্র সম্পা

স্থষ্টির মূল কারণ স্থির করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না, ঘটিতে পারে কি না, নিরপেক্ষ ভাবে তাহাও দেখা উচিত। যদি বল্লালসেন জল-আচরণীয় ধীবরগণকে আচরণীয় করিয়া থাকেন, বা কুলীনকে মৌলিক এবং মৌলিককে কুলীন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের দোষগুণের বিচারান্তরই করিয়া থাকিবেন, কেন না তাহা হইলে, কুলীনের নয়টী লক্ষণের উল্লেখ করিয়া উক্ত নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমাজে কুলীন করিবেন কেন? যে কোন ব্যক্তিকেই কুলীন করিতে পারিতেন। অনাচরনীয় ব্যক্তি বল্লাল কর্ত্তৃক আচরনীয় হইলে, তাহার স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিতে পারিলে এবং রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে, বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে এবং বঙ্গের রাজা বল্লালসেনের নিয়ম উপেক্ষা করিলে, তিনি যে সহজে ছাড়িতেন এবং ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বল্লাল-সেনের একজন অধীনস্থ জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই বল্লালসেনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন, বঙ্গের রাজা বল্লালসেন এতদূর দুর্ব্বল ছিলেন, ইহা ধারণা করা যায় না। বিশেষতঃ বল্লালসেন যথেচ্ছাচারের পক্ষপাতী থাকিলে, তিনি আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থের কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন কেন? এবং নিত্যানন্দকংশীয় সপ্তাশী ঘর কায়স্থকেই বা 'অচলা' সংজ্ঞা প্রদান করিবেন কেন? এই সকল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত সমাজে কুলমর্য্যাদা বা সিদ্ধ সাধ্য বিভাগ ছিল না। বল্লালসেনের কুলবন্ধনে যাঁহারা অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সকল ব্যক্তি লইয়া ভৃগুনন্দী বারেন্দ্রভূমে কুলমর্য্যাদা উঠাইয়া দিয়া, একটী সমাজ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। এইজন্যই বোধ হয় বারেন্দ্র সমাজে, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কৌলিন্য মর্য্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অভাব দৃষ্ট হয়। অথবা ভৃগুনন্দী আদৌ কোন সমাজ স্থাপন করেন নাই। ৺গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে বল্লাল প্রবর্ত্তিত সমাজ বল্লালের অনেক পরে ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

বারেন্দ্র সমাজে সিদ্ধ সাধ্য বিভাগ না থাকিলেও, কন্যা পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ না করিয়া সমাজস্থ ব্যক্তিগণ,সমাজের উচ্চ আসন লাভ করিয়া থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং ঐ সকল মহানুভব ব্যক্তিগণ অর্থপিপাসু পুত্রকন্যা-বিক্রয়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সমাজে উচ্চ আসন লাভের যোগ্য,ইহা বোধ

হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, সমাজে অর্থ লালসার স্রোত প্রবেশ করিয়া, সমাজকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত ও অধঃপাতিত করিয়াছে, তাহাতে বারেন্দ্র সমাজে এরূপ মহানুভব স্বার্থত্যাগী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল। বর্ত্তমান সময়ে দুই চারিটী সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি ব্যতীত, সমাজে এরূপ স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি খুজিয়া পাওয়া যায় না।

ঢাকুরে বিভিন্ন সময়ে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বারেন্দ্র সমাজের সহিত বিভিন্ন সমাজের পুত্র কন্যার আদান প্রদানের উল্লেখ থাকায় বিভিন্ন সমাজের সহিত বারেন্দ্র সমাজের উক্তপ্রকার আদান প্রদানের প্রথা বরাবর চলিতে ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং বারেন্দ্র সমাজ মধ্যেও কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সমাজে কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ কি কুলীন মৌলিকের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, সমাজ এইরূপ আন্তর্গণিক বিবাহ সংঘটন হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ বর্ত্তমান এরূপ ঘটনা সহজে সম্পাদিত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে কন্যা পুত্রের আদান প্রদান নিমিত্ত বঙ্গীয় কায়স্থ মহাসভা হইতে বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। এবং আন্তর্গণিক বিবাহ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার সময় হইতে এপর্য্যন্ত বিভিন্ন সমাজের কুলীন মৌলিকের আসন লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। বস্তুতঃ সমাজের শৈশবাবস্থায়, বিভিন্ন সমাজের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, সমাজ আদৌ বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বিধাতা এমন কোন বিধান করিয়া রাখেন নাই, যে সমাজের শৈশবাবস্থায়, সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পুত্র ও কন্যার সংখ্যা সমান হয়, এবং একের পুত্রের সহিত অপরের কন্যার বিবাহ দিলেই সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। বারেন্দ্র সমাজের আদি-পুরুষ ভৃগুনন্দীর ৭টী, নরদাসের ৪টী ও মুরহর চাকীর ৮টী পুত্র ছিল, কিন্তু কাহারও কন্যা সন্তানের উল্লেখ নাই। এবং নাগ, সিংহ, দেব, দত্ত ঘরের ও কোন সন্তান সন্ততির উল্লেখ নাই। তবে এই শেষোক্ত ৪টী বংশের বংশ বিস্তার জন্য অন্ততঃ প্রত্যেকের একটী করিয়া ৪টী পুত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এই ২৩টী পুত্রের বিবাহে ২৩টী কন্যার দরকার। বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে এতগুলিন কন্যা সংগ্রহ হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। যদি সংগ্রহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া সমাজবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সমাজের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা সকল সমাজের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। কালক্রমে সমাজ বিস্তৃত হইয়া

পড়িলে,বিভিন্ন সমাজের সহিত না মিশিলেও চলিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সমাজের সহিত যে সকল সম্বন্ধ থাকে, তাহা তখন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং সেই সকল বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বাধ্য হইয়া, এক সমাজভুক্ত হইতে হয়। ইহাই একসমাজের ব্যক্তিগণের অন্য সমাজে আসিয়া মিলিত হইবার কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ভাবের সৃষ্টি হইলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে। এই বারেন্দ্র সমাজও যে বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তি হইয়া সমাজ পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঢাকুরের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়, স্থানান্তরে আমরা তাহা দেখাইব।

যাহা হউক, ভৃগুপ্রবর্ত্তিত সমাজ, নানা কারণে বারেন্দ্রভূমে ছড়াইয়া পড়িলে, সামাজিক ব্যক্তিগণ নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এই বিভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে স্থানান্তরে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য থাকায়, সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পুত্র-কন্যার আদান প্রদান নিমিত্ত, যাতায়াতের সুবিধা জনক নিকটবর্ত্তী স্থানের স্ব স্ব শ্রেণীর কায়স্থ লইয়া,গ্রামের সঙ্গতিপন্ন প্রধান ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে একএকটী সমাজ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলেই যে সমভাবাপন্ন, অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন এবং সম্ভবতঃ কন্যা পুত্রের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমাজ পুষ্ট করিতে হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিভিন্ন সমাজ হইতে, অনেক ব্যক্তি বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হওয়ার অনুমান হয়, এই সময়ে একটী সমাজ গঠনের চেষ্টা হয় এবং সমাজের দল পুষ্ট করিবার নিমিত্ত, সেই সকল ব্যক্তিগণকে সমাজভুক্ত করিবার প্রয়োজন লক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে; অষ্ট মুনিসা, পোতাজিয়া নিবাসী অনেক ব্যক্তি রাজ সংসারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। অনেক জমিদার এবং রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় থাকায়, তাঁহাদের নেতৃত্বে সম্ভবতঃ একটী সমাজ পুনঃ সংস্থাপন বা সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং সেই সমাজে পোতাজিয়া,অষ্টমুনিসা, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান সেই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে, এই-জন্য আমরা ঢাকুরে দেখিতে পাই,—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমুনিসা গ্রাম,
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইল প্রধান।

অষ্টমুনিসা, পোতাজিয়া নিরাবিল বাছিয়া
খামরা, সরিসা, বাজুরস,
ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজী প্রকাশ"

বর্ত্তমান সময়ে বারেন্দ্র সমাজে যে দুইটী পঠী দৃষ্ট হয়, এই অষ্টমুনিসা সমাজ তাহার মধ্যে একটী। আর ভৃগু প্রবর্ত্তিত সমাজের মধ্যে যাহারা অষ্টমুনিসা সমাজভুক্ত নয়,পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব সমাজে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা দ্বিতীয় পঠী সংগঠিত।

যদুনন্দন ঈর্ষাবশতঃ ঢাকুরে ইহাদিগকে "মধ্যভাবাপন্ন," "নির্ণাম," "কষ্ট-ভাবাপন্ন," "পঠিমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল," "বহুগোষ্ঠী কে করে নির্ণয়" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহারা এই দ্বিতীয় পঠী হইতে প্রথম পঠীতে যাইয়া মিশিয়াছেন, যদুনন্দন তাঁহাদিগকে "সৎকরণ করিয়া সমাজে চলন হইল"—বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, দাস বংশের মধ্যে বাণীরায়, রামভদ্র ও রামনাথের বংশ ছাড়া, নরদাসের চারি পুত্রের বংশ, নন্দী বংশের শ্রীকণ্ঠ ও কৌতুকের বংশ, এবং শিবশঙ্করের অনেক সন্তান, কানু মাধবের অনেক সন্তান, যাহারা স্থানান্তরে বাস করিয়া পোতাজিয়া সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন ; চাকী বংশের মধ্যে যাহারা পোতাজিয়া সমাজভুক্ত নহে ; দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ বংশের প্রায় সকলেই এই দ্বিতীয় পঠীর অন্তর্গত। অধিকন্তু রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের অনেক বংশ এই সমাজ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এই সমাজ অষ্টমুনিসা সমাজ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। এই সমাজের ব্যক্তিগণের গোত্র প্রবরাদি যে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণের গোত্র প্রবরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিল আছে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় তাঁহার বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

এই উভয় পঠীর মধ্যে, আদান প্রদান পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। কি কারণ বশতঃ এই উভয় পঠীর মিশ্রণ সাধিত হইয়া, সমাজে এক পঠীর সৃষ্টি হয় নাই, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে উভয় পঠীর মধ্যে, যে মনোমালিন্য বিদ্যমান ছিল, তাহা ঢাকুরের বিবরণ হইতেই জানা যায়। বারেন্দ্র সমাজের দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের গোত্র, প্রবরাদি রাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজের উক্ত চারিঘরের গোত্র প্রবরাদির সহিত মিল আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বারেন্দ্র সমাজের নন্দী ও চাকী ঘরের গোত্র প্রবরাদি রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর নন্দী ও

পড়িলে,বিভিন্ন সমাজের সহিত না মিশিলেও চলিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সমাজের সহিত যে সকল সম্বন্ধ থাকে, তাহা তখন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং সেই সকল বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বাধ্য হইয়া, এক সমাজভুক্ত হইতে হয়। ইহাই একসমাজের ব্যক্তিগণের অন্য সমাজে আসিয়া মিলিত হইবার কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ভাবের সৃষ্টি হইলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে। এই বারেন্দ্র সমাজও যে বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তি হইয়া সমাজ পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঢাকুরের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়, স্থানান্তরে আমরা তাহা দেখাইব।

যাহা হউক, ভৃগুপ্রবর্ত্তিত সমাজ, নানা কারণে বারেন্দ্রভূমে ছড়াইয়া পড়িলে, সামাজিক ব্যক্তিগণ নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এই বিভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে স্থানান্তরে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য থাকায়, সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পুত্র-কন্যার আদান প্রদান নিমিত্ত, যাতায়াতের সুবিধা জনক নিকটবর্ত্তী স্থানের স্ব স্ব শ্রেণীর কায়স্থ লইয়া,গ্রামের সঙ্গতিপন্ন প্রধান ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে একএকটী সমাজ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলেই যে সমভাবাপন্ন, অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন এবং সম্ভবতঃ কন্যা পুত্রের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমাজ পুষ্ট করিতে হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিভিন্ন সমাজ হইতে, অনেক ব্যক্তি বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হওয়ার অনুমান হয়, এই সময়ে একটী সমাজ গঠনের চেষ্টা হয় এবং সমাজের দল পুষ্ট করিবার নিমিত্ত, সেই সকল ব্যক্তিগণকে সমাজভুক্ত করিবার প্রয়োজন লক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অষ্ট মুনিসা, পোতাজিয়া নিবাসী অনেক ব্যক্তি রাজ সংসারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। অনেক জমিদার এবং রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় থাকায়, তাঁহাদের নেতৃত্বে সম্ভবতঃ একটী সমাজ পুনঃ সংস্থাপন বা সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং সেই সমাজে পোতাজিয়া,অষ্টমুনিসা, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান সেই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে, এই-জন্য আমরা ঢাকুরে দেখিতে পাই,—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমুনিসা গ্রাম,
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইল প্রধান।

অষ্টমুনিসা, পোতাজিয়া নিরাবিল বাছিয়া
খামরা, সরিসা, বাজুরস,
ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজী প্রকাশ"

বর্ত্তমান সময়ে বারেন্দ্র সমাজে যে দুইটী পঠী দৃষ্ট হয়, এই অষ্টমুনিসা সমাজ তাহার মধ্যে একটী। আর ভৃগু প্রবর্ত্তিত সমাজের মধ্যে যাহারা অষ্টমুনিসা সমাজভুক্ত নয়,পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব সমাজে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা দ্বিতীয় পঠী সংগঠিত।

যদুনন্দন ঈর্ষাবশতঃ ঢাকুরে ইহাদিগকে "মধ্যভাবাপন্ন," "নির্ণাম," "কষ্ট-ভাবাপন্ন," "পঠিমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল," "বহুগোষ্ঠী কে করে নির্ণয়" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহারা এই দ্বিতীয় পঠী হইতে প্রথম পঠীতে যাইয়া মিশিয়াছেন, যদুনন্দন তাঁহাদিগকে "সংকরণ করিয়া সমাজে চলন হইল"—বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, দাস বংশের মধ্যে বাণীরায়, রামভদ্র ও রামনাথের বংশ ছাড়া, নরদাসের চারি পুত্রের বংশ, নন্দী বংশের শ্রীকণ্ঠ ও কৌতুকের বংশ, এবং শিবশঙ্করের অনেক সন্তান, কানু মাধবের অনেক সন্তান, যাহারা স্থানান্তরে বাস করিয়া পোতাজিয়া সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন ; চাকী বংশের মধ্যে যাহারা পোতাজিয়া সমাজভুক্ত নহে ; দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ বংশের প্রায় সকলেই এই দ্বিতীয় পঠীর অন্তর্গত। অধিকন্তু রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের অনেক বংশ এই সমাজ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এই সমাজ অষ্টমুনিসা সমাজ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। এই সমাজের ব্যক্তিগণের গোত্র প্রবরাদি যে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণের গোত্র প্রবরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিল আছে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় তাঁহার বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

এই উভয় পঠীর মধ্যে, আদান প্রদান পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। কি কারণ বশতঃ এই উভয় পঠীর মিশ্রণ সাধিত হইয়া, সমাজে এক পঠীর সৃষ্টি হয় নাই, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে উভয় পঠীর মধ্যে, যে মনোমালিন্য বিদ্যমান ছিল, তাহা ঢাকুরের বিবরণ হইতেই জানা যায়। বারেন্দ্র সমাজের দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের গোত্র, প্রবরাদি রাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজের উক্ত চারিঘরের গোত্র প্রবরাদির সহিত মিল আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বারেন্দ্র সমাজের নন্দী ও চাকী ঘরের গোত্র প্রবরাদি রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর নন্দী ও

চাকী ঘরের গোত্র প্রবরের সহিত মিল দৃষ্ট হয়, কিন্তু অত্রিগোত্রধারী কোন দাস বংশ বারেন্দ্র সমাজ ব্যতীত রাঢ়ীয় বা বঙ্গজ সমাজে নাই, এবং আদিশূরের সময়ে অত্রি গোত্রধারী কোন দাস বঙ্গদেশে আসেন নাই, বরং মৌদগল্য গোত্রী দাস রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজে আছে, কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের মৌদগল্য গোত্রী দাস যদুনন্দনের মতে, নির্গাম ও মধ্য ভাবাপন্ন এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পঠী অন্তর্গত। রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজে চাকী ৭২ ঘরের অন্তর্গত এবং নন্দীর মধ্যে অনেকে ৭২ ঘরের অন্তর্গত এবং অনেকে তেজোধর নন্দীর বংশধর। বারেন্দ্র সমাজের দাস, নন্দী, চাকী বংশের মধ্যে অনেকে উপনিবেশী বংশ সম্ভূত এবং অনেকে ৭২ ঘরের অন্তর্গত। এই তিন ঘর, বারেন্দ্র পঠীর উভয় সমাজ মধ্যেই বিদ্যমান। উপনিবেশী বংশ ও ৭২ ঘর যে মিশ্রিত হইয়া সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, যদুনন্দনের বর্ণনা হইতে তাহা পাওয়া যায়।

"সংগ্রহ কৃত ঘরের তিন ভাব হয়,
উত্তম, মধ্যম, নীচ এই তিন কয়।
এই নষ্টভাবে হইল কতকগুলি ঘর,
নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার।
করণ গৌরবে কেহ ভাবত্তোম হৈল
কেহ বা মধ্যম ভাবে সর্ব্বত্র চলিল।"

যদিও এই বর্ণনা মধ্যে, ৭২ ঘরের অন্তর্গত দাস, নন্দী চাকির কোন উল্লেখ নাই, তথাপি করণ গৌরবে কেহ ভাবোত্তম হইল, "কেহ বা মধ্যমভাবে সর্ব্বত্র চলিল" এই বাক্যগুলির যোজনা থাকায় এবং যদুনন্দন ঢাকুর মধ্যে দাস, নন্দী, চাকীর বিবরণে তাহাদিগের উত্তম মধ্যম ভাবের উল্লেখ করায় এবং দেব, দত্ত, সিংহ সম্বন্ধে "পঠীমধ্যে প্রচলিত হইল" বা নীচ "ভাবাপন্ন" ইতি উক্তি করায় এবং দেব, দত্ত, সিংহ ঘর গৌড়ীয় ৮৭ ঘরের মধ্যে না থাকায়, অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সংগৃহীত ঘর যাহারা উত্তম ও মধ্যমভাবে অষ্টমুনিসা সমাজ মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল তাহারা দাস, নন্দী, চাকী ঘর ভিন্ন আর কোন ঘর নহে। কেন না অষ্টমুনিসা সমাজের অধিকাংশ ঘরই দাস, নন্দী, চাকী দ্বারা সংগঠিত। এমন কি ইহা দাস, নন্দী, চাকী দ্বারা সংগঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং যদুনন্দন এই অষ্টমুনিসা সমাজের বিবরণই ঢাকুরে বর্ণনা করিয়াছেন। যদুনন্দন ঢাকুরে যাহাদিগকে উত্তম ও মধ্যম ভাবাপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই দাস, নন্দী, চাকী ঘরের মধ্যে কোন্ কোন্ ঘর ৭২ ঘরের অন্তর্গত তাহা স্থির করিতে

না পারিয়া বা চাচকিয়ার চাকি ইত্যাদি দুই একটী ঘরকে স্থির করিয়া "নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার" এই উক্তি করিয়াছেন। এই ৭২ ঘরন্তার্গত কায়স্থ, যাহারা অষ্টমুনিষা সমাজে উত্তম ও মধ্যম ভাবাপন্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত উপনিবেশী বংশের উত্তম ও মধ্যম ভাবাপন্ন ঘরের কোন পার্থক্য নাই এবং উক্ত সমাজে কোন্ ঘর উপনিবেশী এবং কোন্ ঘর ৭২ শ্রেণী হইতে সমুত্থিত, ইহাও নির্ণীত হয় নাই। দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের সকলেই উপনিবেশী, তাহারা গৌড়ীয় কায়স্থের অন্তর্গত নহে, কেন না ৮৭ ঘর গৌড়ীয় কায়স্থ মধ্যে দেব, দত্ত, সিংহ ও নাগ পদবীর কোন উল্লেখ নাই (কায়স্থতত্ত্ব ৭০ পৃষ্ঠা)। বিভিন্ন সমাজে এই দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর ৭২ ঘর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং দাস, নন্দীর সমান আসনে অবস্থিত, কিন্তু বিভিন্ন সমাজে চাকি ৭২ ঘরের অন্তর্গত। এই দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ সম্ভবতঃ—অষ্টমুনিষা সমাজের দাস, নন্দী, চাকিগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন নাই। এইজন্য অষ্টমুনিষা সমাজে ভৃগুপ্রবর্ত্তিত দেব, দত্ত, সিংহ ঘরের প্রায় সকলেই এবং নাগবংশেরও অধিকাংশ ব্যক্তি, এই অষ্টমুনিসা সমাজভুক্ত হয় নাই, এবং যদুনন্দন ও ঢাকুরে সংগৃহীত সিংহ ও দেব বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ দেব, দত্ত, নাগ, সিংহকে সাধ্য মধ্যে ফেলিয়া ঢাকুরের উপসংহার করিয়াছেন। ভৃগুপ্রবর্ত্তিত দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের অভাবে অষ্টমুনিষা সমাজ দাস, নন্দী, চাকি দ্বারা গঠিত, ইহাই আমাদের ধারণা। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় পঠীকে ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত সমাজভুক্ত নয় বলিয়াছেন, তাহার কারণও অষ্টমুনিষা সমাজে দেব, দত্ত, সিংহ, সেন, কর, পালিত, রাহা ইত্যাদি মৌলিক ঘরগুলির অভাব দেখিয়া বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় পঠীর বিবাদের শান্তি হইয়া যাহাতে উভয় পঠীর মিশ্রণ সাধিত হয়, এবং কে ৭২ ঘর এবং কে উপনিবেশী বংশধর ইহা মনোমধ্যে স্থান না পায়, এই অভিলাষে, এবং যে সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছেন সেই সমাজকে শ্রেষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে, যদুনন্দন সকল দাস, নন্দী, চাকীকে দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন বলিয়া দাস, নন্দী, চাকি সনে কার্য্য করিলে, কি উপনিবেশী, কি ৭২, যে কোন ঘর শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন এবং অষ্টমুনিসা সমাজে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইবে, ঢাকুর মধ্যে এই উক্তি করিয়া গিয়াছেন। যদুনন্দনের উক্ত উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(ক) "দাস, নন্দী, চাকি সনে, কার্য্য করি প্রধানে,
পুনরপি হয় সেই থাড়া।"

(খ) "মহৎ গমন হৈলে, নিন্দা নাহি কোন কালে,
এই সার দেখি সর্ব্বক্ষণ।"

(গ) "উত্তম মধ্যম ভাবে, পথি মধ্যে চলে সবে,
কুল কার্য্য প্রধান গণন।"

(ঘ) "সিদ্ধ বিনা কার্য্য ক্রটী অতীব প্রধান।"

(ঙ) "অষ্টমুনিষা পোতাজিয়া, নিবারেণ বাছিয়া,
থামরা, সরিসা, বাজু রাস।
ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এই মাত্র কুলজী প্রকাশ।"

যদুনন্দনের এই সকল উক্তি হইতে, আরও প্রতীতি হয় যে, ভৃগুপ্রবর্ত্তিত দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর অষ্টমুনিষা সমাজ হইতে পৃথক হইলে, উক্ত অষ্টমুনিষা সমাজের দাস, নন্দী, চাকির সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ রাখিতেন না। তবে যাঁহাদের সহিত পূর্ব্বাবধি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া উভয় পঠিতে সম্বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য অষ্টমুনিসা সমাজ বিভিন্ন সমাজ হইতে লোক, সংগ্রহ করিয়া নিজ সমাজ পুষ্ট করিতেন। অষ্টমুনিষা সমাজের দাস, নন্দী, চাকির সহিত পূর্ব্বে আদান-প্রদান বেশী থাকিলে বা দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর তাহাদিগকে সিদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলে, উপনিবেশী দেব দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া চির-প্রথানুসারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং যদুনন্দনকে "দাস, নন্দী, চাকি সনে কার্য্য করি প্রধানে পুনরপি হয় সেই খাড়া," "সিদ্ধ বিনা কার্য্য ক্রটী অতীব প্রধান" "ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই," ইত্যাদি উক্তি করিতে হইত না এবং ভৃগু নন্দী, নরদাস প্রভৃতিকে উপনিবেশী প্রতিপন্ন করার জন্য "পশ্চিম হইতে যবে এ দেশে আসিল সবে" একথাও বলিতে হইত না। যাহা হউক, "ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই" যদুনন্দনের এই উক্তির উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে ইহা সমাজের প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কেন না যদুনন্দনের ঢাকুরের উপর নির্ভর করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আপনাদিগের শাখা বিশেষের উন্নতি করিয়া, অষ্টমুনিসা সমাজে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা উক্ত সমাজের দাস, নন্দী, চাকির সঙ্গে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদিগের এই চেষ্টার ফলে, অষ্টমুনিসা সমাজ যাঁহাদিগকে ৭২ ঘর হইতে উত্থিত বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু

কার্য্য প্রয়োজনে, শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলেন, এমন সকল ব্যক্তিও তাঁহাদের কন্যা পুত্র বিক্রয়ের বেশ সুবিধা পাইয়াছেন, এবং অষ্টমুনিষা সমাজে তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও আবার পুত্রকন্যা বিক্রয়ীর নিকট হইতে সুদ-সমেত অর্থ আদায় করিতেছেন। এইরূপে সমাজে অর্থ লালসার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমাজকে প্রপীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, উভয় সমাজের মধ্যে, মনোমালিন্য থাকায়, যদুনন্দন অষ্টমুনিষা সমাজের এই ঢাকুর লিখিতে বসিয়া, আমাদের বর্ণিত অপর সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে "কষ্ট ভাবাপন্ন," "নির্ণাম," "পঠীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহারা উভয় পঠীতে মিশ্রিত, তাঁহাদিগকে মধ্য ভাবাপন্ন এবং যাহারা কেবল অষ্টমুনিষা পঠীতে আবদ্ধ,তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন বলিয়াছেন ; এবং ঢাকুর মধ্যে করণ তাৎপর্য্যে শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন ও সিদ্ধ,সাধ্য,প্রভৃতি ভাবের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের ধারণা। আমরা ঢাকুর মধ্যে, ভৃগুনন্দীর সন্তান কানুমাধবের বংশকে শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন ; শিব-শঙ্করের সন্তান মধ্যে, যাঁহারা উত্তরকালে অষ্টমুনিষা ও পোতাজিয়া বাস করিয়া, অষ্টমুনিসা সমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মধ্য ভাবাপন্ন এবং কানুমাধবের অন্যান্য জ্ঞাতিগণকে যে কষ্টভাবাপন্ন দেখিতে পাই, তাহার কারণও এই বিভিন্ন পঠীতে অবস্থান। অন্যান্য বংশ সম্বন্ধে ও এইরূপ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, ঢাকুরের সপ্তঘরের সমালোচনা স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং দেখা গেল, বারেন্দ্র সমাজে যে দুইটী প্রধান পঠী দৃষ্ট হয়, তাহারা মূলতঃ এক সমাজ-ভুক্ত ছিল, এমন কি এক ভাই এক সমাজ-ভুক্ত এবং অপর ভাই অন্য সমাজভুক্ত। তবে বিভিন্ন সমাজে অবস্থান নিমিত্ত, পূর্ব্বকালে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও সেই মনোমালিন্যের জন্যই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, এক সমাজের ব্যক্তি অন্য সমাজের ব্যক্তির কোন সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যোগ দিয়া থাকে না এবং যিনি যাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তিনিই তাঁহার সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যোগ দিয়া থাকেন। তিনি ভিন্ন অপর সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ দিয়া থাকেন না।

আহারাদির সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর নিয়ম পালিত হইয়া থাকে। এক সমাজস্থ ব্যক্তি, কায়স্থেতর কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আহার করিতে দ্বিধা না করিলেও, বিশেষ বন্ধুত্ব না থাকিলে, অপর সমাজস্থ কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আহার করেন না।

এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের উদারতা প্রসংশনীয়। বারেন্দ্র সমাজের এক পঠীয় কায়স্থগণের সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে অপর পঠীয় কায়স্থগণ যোগদান না করিলেও, ব্রাহ্মণগণ তাহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বৈষয়িক ব্রাহ্মণগণ কে কোন প্রণামী দেওয়ার দরকার হয় না। ব্রাহ্মণগণ সেইরূপ যোগদান না করিলেও কায়স্থগণের কিছু বলিবার উপায় থাকে না, কেন না তাহাদের স্বজাতীয়েরা যোগদান করে নাই এবং কায়স্থগণ অপেক্ষা যোগদানকারী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের এরূপ সংকীর্ণতা পরিহার করা উচিত। বিভিন্ন সমাজের সহিত মিশিতে হইলে, নিজ নিজ সমাজের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, বিভিন্ন সমাজের সহিত কি রূপে মিশিবেন। এবং বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণই বা কিরূপে সেরূপ মিশ্রন গ্রহণ করিতে পারেন। কেন না বিভিন্ন সমাজেও দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ, নন্দী, চাকি, দাস, সেন, কর, পালিত, প্রভৃতি মৌলিক ঘর এবং ৭২ ঘর উভয়ই বিদ্যমান আছে। এবং বিভিন্ন সমাজে নন্দী, চাকি, দাস, অপেক্ষা দেব, দত্ত, নাগ, ও সিংহ শ্রেষ্ঠ। বারেন্দ্র সমাজের দাস, নন্দী, চাকি যদি যদুনন্দনের ঢাকুরের জোরে আপনাদিগকে কুলীন বিবেচনা করিয়া, বারেন্দ্র সমাজের দেব, দত্ত, নাগ, সিংহকে আপনাদের অপেক্ষা নীচ ঘর মনে করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে না চান, তাহা হইলে অন্য সমাজের দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ, বারেন্দ্র, নন্দী, চাকী, দাসকে আপনাদের অপেক্ষা হীন বাহাত্তর ঘর বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে ইতস্ততঃ করিবেন না কেন? এবং বারেন্দ্র, দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ অন্য শ্রেণীর মৌলিকের মত বারেন্দ্র, দাস, নন্দী, চাকির সহিত না মিশিয়া, অন্য শ্রেণীর সহিতই বা মিশ্রিত হইবেন না কেন? সমাজ-সংস্কারে সকলেরই স্বার্থত্যাগ দরকার। সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায় বেশী হইলে, এই সকল সংকীর্ণতা পরিত্যক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন না, কায়স্থ-সভা ও উপবীতের কল্যাণে বর্ত্তমান সময়ে, বারেন্দ্র সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়, উক্ত প্রকার বিভিন্নতা ও মনোমালিন্যের তীব্র কুফল বিবেচনায়, ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপবিতি কায়স্থগণ মধ্যেও বেশ একটু সহানুভূতি দেখা দিয়াছে। এমন কি, এই অল্পদিনের মধ্যে রাঢ়ীশ্রেণী আর বারেন্দ্রকে ঘৃণা করে না এবং বিভিন্ন পঠীস্থ বারেন্দ্রের মধ্যেও ঘৃণা বা দ্বেষের ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

বাহাত্তর ঘর ও ভৃগুনন্দী :—আজকাল বারেন্দ্র সমাজের সমাজপতিগণ

বাহাত্তরের নাম শুনিলে, নাক সিট্‌কাইয়া থাকেন এবং বলেন যে ভৃগুনন্দী কোন ৭২ ঘর বারেন্দ্র সমাজে গ্রহণ করেন নাই। আমরা ঢাকুরের বিবরণ হইতে দেখাইব যে, ভৃগুনন্দী তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজে রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজের সমাজ-পতিগণের ন্যায়, সদাচার সম্পন্ন বাহাত্তর ঘর কায়স্থগণকে নিজ সমাজ-ভুক্ত করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় গৌড়ীয় কায়স্থগণ বৌদ্ধাচারী হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের ম্লেচ্ছাচার অপেক্ষা বৌদ্ধাচার অনেক পরিমাণে ভাল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে একটী অবতার বলিয়া মনে করেন। অদ্যাপিও পুরুষোত্তমে বৌদ্ধাচারের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষোত্তমে হিন্দুগণ যে কোন জল আচরণীয় জাতির স্পৃষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বৌদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের সমাজে গৃহীত হইয়াছিল এবং গৌড়ীয় কায়স্থগণ বঙ্গীয় ও রাঢ়ীয় সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা যে বারেন্দ্র সমাজে গৃহীত হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বারেন্দ্র সমাজ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজ হইতে উৎপন্ন। গৌড়ীয় কায়স্থগণ ন্যূনাধিক ৮০০শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কায়স্থেতর হীন জাতি নহেন, যে শিক্ষা বা ধন-গৌরবে সমাজ-মধ্যে প্রবেশ লাভ করায় প্রাচীন বংশ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। ৭২ ঘরের যে ৭২টী পদবী আছে, তাহা দ্বারাই উক্ত কায়স্থগণ পরিচিত। বাহাত্তর ঘর সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে,—

"সপ্তঘর লইয়া হইল কার্য্য প্রয়োজন,
বাহাত্তর ঘরের কথা শুন দিয়া মন।"

* * * *

"এই বাহাত্তর ঘর নহে সমজিত,
কায়স্থ শ্রেণীতে কিন্তু হৈল উপনীত।"
"নিনা নন্দী কাড়ি যার বাদা ঘাড়ে ছিল,
কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল।
তা সবার বাড়াইতে রাজার হৈল মন,
প্রধান কায়স্থ সঙ্গে ঘটায় করণ।
আর আর পঠীতে গিয়া মিশিতে লাগিল,
বারেন্দ্র পঠীতে কিন্তু তাঁরা ত্যজ্য হৈল।"

"চল্লিশ ঘরের এবে শুন তার তম,
কেহ বা নিন্দিত ত্যজ্য কেহ বা উত্তম।"

এই উদ্ধৃত অংশের——

"নিনা নন্দী কাড়ি যার বাদা ঘাড়ে ছিল,
কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল।"

এবং

"আর আর পঠীতে গিয়া মিশিতে লাগিল;
বারেন্দ্র পঠীতে কিন্তু তারা ত্যজ্য হৈল।""

এই দুইটী শ্লোক অসংলগ্ন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের বাদা শব্দে "বাধা" প্রতিবন্ধক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং শ্লোকের অর্থ এইরূপ করিতে পারি,—

সমাজে মিশিবার পক্ষে, তাহাদের যে প্রতিবন্ধক ছিল বা তাহারা যে অবসাদগ্রস্থ হইয়াছিলেন, নন্দী তাহা অপনয়ন করিলেন, সুতরাং তাহারা কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল। এখানে "কায়স্থ সমাজ" শব্দে বারেন্দ্র শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণী বুঝায় না, কেন না তাহা হইলে, নন্দী তাহাদের অপবাদ ভঞ্জন করিতে যাইবেন কেন? এবং নন্দী অপবাদ খণ্ডন করিলেই বা অন্য সমাজ তাহা শুনিবেন কেন? সুতরাং এই শ্লোক অনুসারে স্বীকার করিতে হয় যে ৭২ ঘর নন্দী কর্ত্তৃক পঠীমধ্যে গৃহীত হইয়াছিল। তাহা হইলে—"বারেন্দ্র পঠীতে কিন্তু তারা ত্যজ্য হৈল" এই শ্লোকের কোন স্বার্থকতা লক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে ইহার পূর্ব্ব চরণ দ্বারা স্বীকৃত হইতেছে যে তাহারা অন্য পঠীতে গিয়া মিলিতে লাগিল, সুতরাং বারেন্দ্র পক্তে যে মিশে নাই ইহা সম্ভব হয় না।

তাহার পরে——

"চল্লিশ ঘরের এবে শুন তার তম,
কেহ বা নিন্দিত ত্যজ্য কেহ বা উত্তম।"

এই শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, ৭২ ঘরের অন্তর্গত ৪০ ঘরের মধ্যে, যাহাদের আচার ব্যবহার উত্তম ছিল, ভৃগুনন্দী তাহাদিগকে নিজ সমাজভুক্ত করেন, কেন না, যদুনন্দন শ্লোকে ৪০ ঘরের মধ্যে কেহ বা ত্যজ্য, সকলে ত্যজ্য না একথা বলিতেছেন। উত্তর কালেও অনেক ঘর সংগ্রহ করিয়া, বারেন্দ্র সমাজ করা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও ঢাকুরে বিদ্যমান আছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:——

"এ সব ঘরের ভাব, সবে নাহি জানে,
যে ভাবে মিশিল আসি, শুন সর্ব্ব জনে।
জান মাণী কুদরতি দুখায়তি আর্,
হাল ধরা নাম করা পঞ্চম প্রকার্।"
"সংগ্রহ কৃত ঘরের তিন ভাব হয়,
উত্তম, মধ্যম, নীচ. এই তিন কয়।
এই নষ্ট ভাবে হৈল কতকগুলি ঘর,
নিশানা পঠীর মধ্যে, নাহি সব তার।
করণ গৌরবে কেহ ভাবোত্তম হৈল,
কেহ বা মধ্যম ভাবে সর্ব্বত্র চলিল।
কারো কিন্তু পূর্ব্বভাব নহে উপেক্ষিত,
আর পঞ্চ ঘর পরে হৈলা উপনীত।
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান,
প্রাণ-পণে কুল কার্য্য করিয়া প্রধান।
যাঁহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা,
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা।
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর,
দুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষ মাত্র সার।
পূর্ব্ব কার্য্য করণ বিচারি না দেখে,
স্বর্গাপবর্গ ভাব শুনি ধান্দা লাগে।"

এই শ্লোক পাঠে বুঝা যায় যে গৌড়ীয় কায়স্থ মধ্যে যাহাদের আচার ব্যবহার বড় ভাল ছিল না এবং যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, যদুনন্দন তাহাদিগকে "জানমানসী," "কুদরতী," "দুখায়তী," "হালধরা," "নাম করা," "বাদা ঘাড়ে ছিল," ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহারা দাস, নন্দী, চাকি সনে কার্য্য করিয়া করণ গৌরবে সমাজ মধ্যে উত্তম ও মধ্যম ভাব গ্রহণ করিয়াছে। এবং কাহার বা পূর্ব্বভাব উপেক্ষিত হয় নাই। বারেন্দ্র সমাজের সহিত এই মিশ্রণ ব্যাপার, এ রূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে যে, সমাজ মধ্যে কে উপনিবেশী কায়স্থ এবং কে গৌড়ীয় কায়স্থ, ইহা নির্ণয় করা কঠিন, "নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার।" ইহার পরে পঞ্চঘর এবং পরে সপ্তদশ ঘর সমাজে প্রবেশ লাভ করিলেন।

"যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা।"

এস্থলে বিংশতি লোকের অর্থ বুঝা যায়না। বল্লালসেনের সময় উপনিবে কায়স্থ বংশধরের মধ্যে, যাঁহারা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ আদি পুরুষ হইতে দ্বাদশ পুরুষের অধিক অধস্তন কেহ ছিলেন না। তবে গৌড়ীয় কায়স্থের মধ্যে অনেকে বিংশ পুরুষে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? য তাহাই হয়, তাহা হইলে ৯৯৪ শকে তাহারা থাকিবেন না কেন? এই ৯৯৪ শ সপ্তদশ ঘরের ৩ হইতে ৭ পুরুষ মাত্র ছিল, সুতরাং এই সপ্তদশ ঘরকে উপনিবে কায়স্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহা হইলে, দেখা গেল গৌড়ীয় কায়স্থ ২২ বাইশ ঘর উপনিবেশী কায়স্থ ৯৯৪ শকের পরে, বারেন্দ্র সমাজের সহি মিশ্রিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সরমার অর্দ্ধঘরও বারেন্দ্র সমাজে স্থান ন করিয়াছে, ঢাকুরে তাহার প্রমাণ আছে:—

"সাতঘর একত্র লইয়া পঠিবদ্ধ কৈলা
তৎপশ্চাতে আধঘর সরমা ইহলা।

এই শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তি শ্লোকের একটু বিরোধ দৃষ্ট হয়।

"সেই হইতে সরমা গেল অন্য দেশে
বারেন্দ্র প্রধান মধ্যে কভু নাহি মিশে।"

সম্ভবতঃ, সাতঘর লইয়া বারেন্দ্র পঠিবদ্ধ হইবার পরে সরমা বা শর্ম্মা (ঘরের অন্তর্গত একটী ঘর) অন্যান্য সংগৃহীত ঘরের ন্যায় সমাজে প্রবে লাভ করে।

যদুনন্দন ৭ সাত ঘর লইয়া বারেন্দ্র পঠি সমাজ বদ্ধ হয়, একথা বলেন কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ৯৯৪ শকের পূর্ব্বে ২২ ঘর উপনিবেশী কা ও সদাচার বিশিষ্ট কায়স্থ, বারেন্দ্র সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অ হইলে, ধরা যাইতে পারে বল্লালসেনের পঠিবদ্ধ করিবার বহুপূর্ব্বে বারেন্দ্র সম ৭ সাত ঘর লইয়া স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া প্রমাণিত হইতেছে যে, বারেন্দ্র সমা রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের সহিত মিশ্রিত ছিল। এক্ষণে ৯৯৪ শক সম্বন্ধে বিবেচ করা যাউক।

"যাঁহারা বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিলনা একদা।"

ঢাকুরের এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ৯৯৪ শকে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বঙ্গে আগমন করেন। ঢাকুরে, ৯৯৪ শকে যে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বঙ্গে আগমন করেন, একথার কোন উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ঘটকদিগের বাঙ্গলা কারিকা দৃষ্টে ৯৯৪ শকে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসেন জানা যায় এবং ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতের লিখনে ৯৯৯ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আসেন দৃষ্ট হয়। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে বঙ্গাগত ব্রাহ্মণগণের যে নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের সময়ে ৫ জন কায়স্থ সহ এ দেশে আগমন করেন। সুতরাং ৯৯৪ বা ৯৯৯ শকে যে ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মণগণের আগমনের বিষয়। বল্লালসেনের সময়ে বা তাহাদের কিছু পূর্ব্বে এদেশে পশ্চিম হইতে কোন ব্রাহ্মণ আসেন নাই। যদুনন্দন সম্ভবতঃ ঘটকদিগের ঐ সকল বাঙ্গলা কারিকা হইতে ৯৯৪ শকে আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মণ এবং কায়স্থগণের বঙ্গে আগমনের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভৃগুনন্দী প্রভৃতি ৯৯৪ শকে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি ঢাকুরে ৯৯৪ শকের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে আদিশূরের সময়ে, তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন। যদুনন্দন তাহাই জানাইতে চাহেন। ৫ জন কায়স্থ বঙ্গে অসিবার কিছু দিন পরে, তেজোধর নন্দী প্রভৃতি ২৭ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন। যদুনন্দন সম্ভবতঃ তেজোধর নন্দী বা তাহার কোন বংশধরকে ভৃগুনন্দী স্থির করিয়া থাকিবেন। সুতরাং ভৃগুনন্দী যে তেজোধর নন্দীর বংশধর তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

আদি ঢাকুরী:—যদুনন্দন ঢাকুরে বলিয়াছেন যে তাঁহার কৃত পঞ্চঢাকুরে কাশীদাস কৃত আদি ঢাকুরী হইতে সংগৃহীত, এবং উক্ত কাশীদাস ঢাকুরের বর্ণনা যদুনন্দন তাঁহার ঢাকুরে সংযোজিত করিয়াছেন। নন্দী বংশের বর্ণনামধ্যে যদুনন্দন লিখিয়াছেন:—

"আদি কুলজীতে লিখি বিস্তারিতে
বংশাবলী-ক্রিয়া যত
কিঞ্চিৎ আভাষ ইদানীং প্রকাশ
লিখি আমি তার মত।"

৩৯ পৃষ্ঠা ঢাকুর

"এই ত করিনু কিছু মহিমা কীর্ত্তন,
আদি ঢাকুরীতে আছে অনেক বর্ণন।"

(৪৩ পৃষ্ঠা ঢাকুর)

এই শ্লোক হইতে দেখা দেখা যায় যে, এই আদি ঢাকুরীতে ভৃগুনন্দীর বংশাবলী ও ক্রিয়াদি বিশদভাবে লিখিত আছে। যদুনন্দন সেই বর্ণনা হইতে নন্দী বংশের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

চাকি ও নাগ বংশের বর্ণনাকালে যদুনন্দন বলিয়াছেন—

"এই ত সকল স্থান, কহি সবা বিদ্যমান
পূর্ব্বকুলজীতে যাহা কয়।" (৪৮ পৃষ্ঠা)

"এ সব প্রস্তাব যত, আদি ঢাকুরীর মত,
বিশেষিয়া বিস্তার বর্ণন।" (৫১ পৃষ্ঠা।)

ঢাকুর যদুনন্দন চাকি বংশের সন্তানগণের বিভিন্ন বাসস্থানের উল্লেখ করি বলিতেছেন যে পূর্ব্ব ঢাকুরেও এই সকল বাসস্থানের এইরূপ উল্লেখ ছিল সুতরাং দেখা গেল, যদুনন্দন যে আদি ঢাকুরীর উল্লেখ করিয়াছে, সেই আ ঢাকুরীতে বংশাবলী, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্যকরূপে লিখিত ছিল। পক্ষান্ত ঢাকুরের,—

"কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস,
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ।
যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা,
পঞ্চ ব্রাহ্মণ-সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা।
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈলা দাসবর,
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর।" (১৭ পৃষ্ঠা ঢাকুর)

এই শ্লোক পাঠে জানা যায়, আদিশূরের সময়ে যে সকল কায়স্থ বঙ্গে আগম করিয়াছিলেন, কাশীদাস তাহাদের কুলজীর সৃষ্টি করেন এবং তাহার বহুকা পরে বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করা হয়। সুতরাং কাশীশ্বর দা বল্লালসেনের পূর্ব্বতন সময়ের লোক এবং তাহার কুলজী বল্লালসেনের বহুপূ লিখিত হয়। বল্লালসেনের সময় যে সকল কায়স্থ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলে বা বল্লালসেনের পঠি বিভাগের পর যে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সমাজ বা সমা ভুক্ত ব্যক্তির বিবরণ কাশীদাসের পুস্তকে স্থান অসম্ভব। বারেন্দ্র সমাজ স্থাপয়ি

ভৃগুনন্দী, নবদাস ও মুরারী চাকি বল্লালসেনের সময়ে এদেশে আগমন করেন এবং বল্লালসেনের পঠি বন্ধনে অসন্তুষ্ট হইয়া নন্দী, চাকি, ও দাস বারেন্দ পঠির সৃষ্টি করেন, ইহা স্বীকার করিলে, নন্দী, চাকি বা দাস বংশের বিবরণ বা বংশাবলী কাশীদাসের ঢাকুরে স্থান পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি বল্লালসেনের সময়ের পূর্ব্বের রচিত কোন ঢাকুর গ্রন্থ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সকল সমাজই সেই গ্রন্থের দাবী করিতে পারিতেন এবং তাহা আমাদের সহিত সকল সমাজে রক্ষিত হইত। কিন্তু এরূপ কোন গ্রন্থের প্রমাণ অদ্যাপিও পওয়া যায় না বলিয়া আমাদের ধারণা। বল্ললসেনের সমাজ বন্ধনের পরে অনেক কুল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়। যদুনন্দন ঐ সকল কুলগ্রন্থ, মিশ্রকারিকা এবং বঞ্জিতের দোঁহাবলীর সাহায্যে এই ঢাকুর গ্রন্থ লিখিয়া সেই সকল গ্রন্থকে আদি ঢাকুরী নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন, ঢাকুর প্রণয়ন কালের মন্তব্য মধ্যে, আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

জনৈক কায়স্থ।

সংবাদ।

গত ৪ঠা আষাঢ়, রবিবার এবং ১৮ই আষাঢ়, রবিবার, কলিকাতা মৃজাপুরে দুইটী কায়স্থ সভা হয়। প্রথম সভা। ৪ঠা আষাঢ়, যোগীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে (২০ নং কালিদাস সিংহের লেন) হয়। বৃষ্টি সত্ত্বেও পাড়ার প্রায় ৬০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। বেলা ৫৷৷০ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়াছিল। আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী উপনয়নের উপযোগীতা বিষয়ে সুন্দর ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং নানা প্রশ্নের উত্তর দ্বারায় স্থানীয় যুবকবৃন্দের মধ্যে একটী নূতন ভাব আনয়ন করেন।

দ্বিতীয় সভা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিসাধন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে (২২ নং কালীদাস সিংহের লেনে) হয়। এই সভার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক বর্ণগুরু সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা'র প্রচার সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা (এ বৎসরের সভাপতি) ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা (এ বৎসরের ওধান সম্পাদক)

এবং উক্ত সভার সভ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কথার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত বেহারীলাল রায় দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা এবং মৃজাপুর নিবাসী প্রায় ১০০ জন কায়স্থ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে আপত্তিকারী ব্রাহ্মণদের উপনয়নের অযৌক্তিকতা তাষায় সুললিত বক্তৃতা করেন। তৎপরে বেহারী বাবু সকলকে সভার উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে উপনয়ন হইলে শীঘ্রই সকল শ্রেণীর একীকরণ এবং বিবাহ পণের অত্যাচার কম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তৎপরে উপেন্দ্রবাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়নের আবশ্যকতা বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন। অবশেষে কর্ম্ম-বীর সারদাবাবু উপনয়নের উপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা কিছুক্ষণ করিবার পর বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সভাভঙ্গ হয়। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ তথাপি চলিয়া যান নাই, উপনয়নের বিষয়েই সারদাবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ১ জন সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ২।১ টী প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তর পাইয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হয়। এই সভায় আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পদ্যটী গীত হয় :—

হেরি বিপরীত এবে ক্ষত্রিয় লক্ষণ।
ক্ষত্রিয় কায়স্থ আজ,
ত্যজিয়াছে পিতৃ-সাজ,
শূদ্রত্ব কালিমা রাগে রঞ্জিত বদন ॥
চাহ যদি আর্য্য মান, কায়স্থ সন্তান।
কর যাগ যজ্ঞ, হোম,
ছাড়ি হিষ্ট্রী, গ্রীস, রোম,
নিজ বংশ ইতিহাস করহ সন্ধান ॥
যজ্ঞ সূত্র আর শিখা আর্য্যের লক্ষণ।
দিয়া তাহে জলাঞ্জলি,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক ডালি,
কি বলিয়া করিয়াছ অঙ্গের ভূষণ ॥
ক্ষত্রিয় দ্বিজাতি শুনি শাস্ত্রের বচন,
দ্বিজাচার ভ্রষ্ট যারা,
অনার্য্য অস্পৃশ্য তারা,
কায়স্থ! শূদ্রত্ব ত্যজ ক্ষত্রিয় সন্তান ॥

দ্বিজ বিনা শূদ্রাচারী ক্ষত্রিয় না হয়,
পৈতা লয়ে দ্বিজ হয়,
পৈতা বিনা কিছু নয়,
উপবীত হীনতায় না সাজে ক্ষত্রিয় ॥

দাস-দাসী শব্দ অতি ঘৃণিত বচন।
ভেবে দেখ মনে মনে
দাস দাসী কারে বলে
বিদুরের জন্ম স্মর, বুঝিবে তখন ॥

দাস দাসী পরিহার দেব দেবী হতে,
হয়ে থাকে যদি সাধ,
শূদ্রাচারে সা'ধ বাদ,
উপবীত ধর গলে আনন্দিত চিতে ॥

শূদ্রত্ব বাচক দাস দাসী শব্দ হয়,
শূদ্র যে চণ্ডাল সম,
অস্পৃশ্য কুকুরাধম,
তা'দের বিবাহ তাই অনার্য্যের প্রায় ॥

ভগবন! যাচি বর তোমার চরণে
ক্ষত্র বংশধরগণ
ভুলে গেছে বংশ মান
জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন (কর) তাদের এক্ষণে
কুশণ্ডিকা বিনা কভু বিবাহ না হয়।
সপ্তপদী আদি ক'রে,
লাজ হোম না করিলে,
সহধরমিণী (পত্নি) শাস্ত্রে নাহি কয় ॥

বেদোক্ত মন্ত্রাদি পড় ক্ষত্রিয় সন্তান।
করিয়া ওঙ্কার ধ্বনি,
অগ্নিতে আহুতি দানি,
প্রকৃত ক্ষত্রিয় রীতি করহ পালন ॥

কন্যায় বিবাহে ভাই ক্ষত্রিয় সন্তান।
কাজললতা ত্যজ্য করে,
বিরাঙ্গনা বেশ দিয়ে,
ক্ষত্রিয় কুমারী করে দিও তীক্ষ্ণবাণ॥
ধনুক ধরিয়া করে ক্ষত্রিয় কুমার।
অশ্বে আরোহণ করি
পার্শ্বে দিয়ে তরবারি
ক্ষত্রিয় বিবাহ রীতি করহ প্রচার॥

* * *

বিবাহে আড়ম্বরে বৃথা ব্যয় একদিকে যেমন কমিয়া যাইতেছে, আবার আর একদিকে বাড়িতেছে। খুব দামী ও সৌখীন নিমন্ত্রণ পত্র আজকাল খুব চলিয়াছে। আবার সম্প্রতি কোন এক বিবাহে পাকাদেখার নিমন্ত্রণের ইংরাজী ভাষায় সুন্দররূপে ছাপান কার্ড (Card) দেখিলাম। পাকাদেখা চিরকালই নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্বেরই নিমন্ত্রণ হয়, পত্র ছাপান আবশ্যক হয় না। পাকাদেখা প্রথাই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং বিবেচক মহোদয়েরা অনেকে তুলিয়া দিতেছেন। আবার অনেকে পাকাদেখায় খুব একটা খরচ করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

পাত্রী আবশ্যক।

একটী সুন্দরী দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থ কন্যা আবশ্যক। সত্বর আমার নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। ৯৩ নং কালী কুণ্ডুর লেন, হাওড়া।

নোটিস।

একখানা Empire of India Life Assurance Company Limitedএর premium receipt পাওয়া গিয়াছে। কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের প্রদত্ত টাকার রসিদ। প্রমাণসহ রসিদের অধিকারী কায়স্থ সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।

...esented to the K.P.
by Shiva Prashad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

ভাদ্র, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

দান

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত (পুস্তক দানের মূল্য বাদ)		৮০৸০
যাঁহারা গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্যের পরিমাণ—		
পূর্ব্বে প্রকাশিত	...	৫৭৵০
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, সাং সাধনপুর, চট্টগ্রাম	...	১।৵০
,, ইন্দুব্রহ্ম স্বামী, সাং রায়পুর, যশোহর	...	১॥০
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকীল, ভাগলপুর	...	।০
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা, সাং ৮৩।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা		৶০
,, এলাহাবাদ কায়স্থ-সভা ...	...	।০
,, কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী (ব্রাহ্মণ) ...	...	॥০
,, কৃষ্ণসুন্দর সান্ন্যাল ... ,, ...	...	।০
,, গিরিশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, সাং চাঁদপুর. ত্রিপুরা	...	॥৵০
,, গিরীন্দ্রকুমার দত্ত, সাং ভবানীপুর ...	...	১৲
,, চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ, উকীল, সাং ফরিদপুর	...	১।০
,, নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ২০ নং কাঁটাপুকুর লেন		৩॥০
,, প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, উকীল, বগুড়া	...	॥০
,, প্রসন্ননাথ রায়, উকীল, কৃষ্ণনগর ...	...	॥০
,, ভুবনেশ্বর মিত্র, সাং মেদিনীপুর ...	...	৸০

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং মথুরাপুর, যশোহর ...
,, মধুসূদন সরকার, সাং ইলুহার, বরিশাল ...
,, মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার, রাজবাটী
,, মুন্সী বিহারীলাল, সাং অযোধ্যা ... ...
,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, সাং কৃষ্ণনগর (বৈদ্য) ...
,, রতিকান্ত কবিভূষণ, সাং কুমারখালি ... ...
,, রামদাস হাজরা, সাং মিটাপুকুর, বরিশাল ...
,, লক্ষ্মণচন্দ্র মজুমদার, সাং রথেডাং, আকেয়া, ব্রহ্মদেশ ...
,, লালা সীতারাম, সাং এলাহাবাদ ... ...
,, শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, সাং ৩২ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, সাং লালচক, মুর্শিদাবাদ ...
,, সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, হাং সাং ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
,, সারদাচরণ ধর, সাং সুবিদ রায়ের গৃধা ...
,, হরকুমার মুখোপাধ্যায়, সাং সীতাকুণ্ডু (ব্রাহ্মণ) ...
,, হরনাথ বসু, সাং কৈকালা, হুগলী জেলা ...
,, হরিদাস ঘোষ, সাং সালখিয়া, হাওড়া ...
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ...
,, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ (২য় বার), হাং সাং ৯৩নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিঃ
,, হেমচন্দ্র রায়, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ ...

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২০শে ফাল্গুন, ১৩১৭।

(লক্ষ্ণৌ কেন্দ্র)।

১। দাস, ক্ষেত্রগোপাল।
২। নাগ, হারাধন।
৩। ,, প্রবোধচন্দ্র।
৪। বসু, ভোলানাথ।
৫। ,, যতীন্দ্রনাথ।

৩০শে চৈত্র, ১৩১৭।

(জেলা ঢাকা, মিতারা, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, (বঙ্গজ)। ৫। ভৌমিক, মনসাচরণ, (বঙ্গজ)।
২। ভৌমিক, জিতেন্দ্রকুমার, ,, ৬। ,, মাখনলাল, ,,
৩। ,, পবিত্রচন্দ্র, ,, ৭। ,, যামিনীকান্ত, ,,
৪। ,, প্রফুল্লচন্দ্র, ,, ৮। ,, রমেশচন্দ্র, ,,
৯। ভৌমিক রাজেন্দ্রচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

২৯শে আষাঢ়, ১৩১৮।

(জেলা যশোহর, রামনগর, শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং মৌভোগ, খুলনা জেলা :—
১। ঘোষ, পঞ্চানন, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
সাং খড়কী, যশোহর জেলা :—
২। ,, ব্রহ্মচারী, (উত্তররাঢ়ী)।
সাং রামনগর, যশোহর জেলা :—
৩। ,, প্রভাসচন্দ্র, (উত্তররাঢ়ী)।
সাং লাউড়ী, যশোহর :—
৪। সিংহ রায়, ক্ষীরোদমোহন, (উত্তররাঢ়ী)।
সাং শিবনগর, যশোহর জেলা :—
৫। সিংহ, তারাপদ, (উত্তররাঢ়ী)।
সাং সাড়াপোল, যশোহর জেলা :—
৬। সিংহ রায়, বারীন্দ্রনাথ, (উত্তররাঢ়ী)।
৭। ,, যতীন্দ্রনাথ, ,,

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই :—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা, পাইকপাড়া। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রসোড়া-গ্রামনিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাকিশোরের সহিত কলিকাতা-পাইকপাড়া-

নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কন্যার।

২৭এ আষাঢ়, ১৩১৮। কলিকাতা, ভবানীপুর। ঢাকা-জেলান্তর্গত ব যোগিনী নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের ম পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল বঙ্গজ কা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উষাপ্রভার।

৭ই শ্রাবণ, ১৩১৮। হুগলি। ঢাকা-জেলান্তর্গত ষোলঘর-নিবাসী ব কায়স্থ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র হাইকোর্টের উকীল শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্রের সহিত হুগলি-নিবা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ রায় বাহাদুর ৺ঈশানচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র ৺বিপিনবিহা মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণির।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৮। কলিকাতা। মজঃফরপুর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কা শ্রীযুক্ত কৈলাসেশ্বর বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথের স কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বাগবাজার নিবাসী শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্রের সহিত ৮৪নং কালীপ্র দত্তের ষ্ট্রীট বাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৺চারুচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভূজেন্দ্রভূষণ মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

(আন্তর্গণিক)

উপরিলিখিত ৭ই শ্রাবণের বিবাহ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

১৭ই বৈশাখ, ১৩১৮। কাণপুর। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ।

পাবনা ব্রাহ্মণ সভা হইতে কায়স্থ কবিকে উপাধি দান।

কায়স্থকুলভূষণপরমক্ষেমভাজন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, এম্ এ, মহোদয়ং প্রতি সাশীর্ব্বাদোপাধিদানপত্রং পাবনা। ব্রাহ্মণসভাতঃ প্রদত্তম্।

সৎকাব্যসাগরসমুত্থিতরম্যমূর্ত্তিঃ
কীর্ত্তি-প্রভা-ধবল-মণ্ডল-মণ্ডিতশ্চ।
জেতা কবিত্বকলয়া খলু ভারবে র্যঃ
শ্রীমানুদেতি স হি সম্প্রতি হেমচন্দ্রঃ ॥১।
কাব্যানি যস্য বহুভিঃ কবিভিঃ প্রবীণৈ-
রালোচিতানি পঠিতানি পুনঃ পুনশ্চ।
মাঘাদি কাব্যরচনা-ভ্রম-হেতবোঽপি
সত্যার্থবোধজনকান্যভবন্ সুখেন ॥২।
ভাষা প্রিয়েব বশগা খলু যস্য কণ্ঠে
নিত্যং বিরাজতি কবের্বিদুষঃ প্রসন্না।
পাণ্ডিত্যগৌরবমপি প্রথিতং নিরীক্ষ্য
বিদ্যাবলৈর্বিজয়তে খলু কোষকারঃ ॥৩।
কাব্যপ্রকাশে পরমানুরাগা-
দলঙ্কৃতিব্যাকরণাদিচর্চ্চা।
কবিং নবীনং যমপি প্রবীণং
চকার কীর্ত্তিং মহতীঞ্চ যস্য ॥৪।
কবিভূষণ ইত্যুপাধিনা
স চ সদ্ভিঃ পরিভূষ্যতেঽধুনা।
সুকৃতী যশসা সিতো হ্যসৌ
ভবভূতির্ভবতু ক্ষিতৌ চিরম্ ॥৫।

* পাবনার ব্রাহ্মণ সভা বাস্তবিক বিদ্বানের সম্মান করিয়াছেন, এই জন্য আমরা উক্ত সভাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। পরন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় এম্,এ, মহাশয়ের যে কবিত্ব-প্রতিভায় বিমোহিত হইয়া "কবিভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার রচিত "রুক্মিণীহরণ কাব্য" পড়িয়া তদ্রূপই বিমোহিত হইয়াছি। এই কাব্যে যেরূপ ভাষা, ভাব, অর্থ ও শব্দালঙ্কারের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে, তাহাতে ভারবী ও মাঘের গুরুত্বের বিরোধ মীমাংসা হইয়াছে বলিয়াই ধারণা হইল। এরূপ উদীয়মান কবির আমরা উন্নতি আশা করি।

কাঃ পঃ সম্পাদক।

হিন্দু-বিবাহে পণ-প্রথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আয়ুর্ব্বেদে পিত্তকে সত্ত্বগুণ, বায়ুকে রজোগুণ এবং শ্লেষ্মাকে তমোগুণ কহে। সুতরাং যে নক্ষত্রে মাতৃশরীরে বায়ু, পিত্ত বা কফ প্রধান থাকে সেই সেই নক্ষত্রে জাত সন্তান সত্ত্ব রজঃ বা তমোগুণবিশিষ্ট হয়। যে যে নক্ষত্রে জাত সন্তান সত্ত্বপ্রধান হয় সেই সেই নক্ষত্রে জ্বর হইলে পিত্তপ্রধান হইতে দেখা যায়। রজঃ ও তমোগুণের বেলায় ঠিক এই প্রকার।

বায়ু, পিত্ত, কফ হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের জন্ম।

বিবাহের উদ্দেশ্যের প্রতি কেহ লক্ষ রাখেন না। সন্তান-প্রজনন, তাহার প্রতিপালন, অতিথি এবং আত্মীয়স্বজনকে ভোজন করান, গৃহস্থালীর কার্য্য-সম্পাদন, ধর্ম্মকার্য্য, পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ রতি, সন্তানাদি জনন দ্বারা পিতৃদিগের ও আপনার স্বর্গ-ভোগ,—এই সকল গুরুতর কার্য্য স্ত্রী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ইহার উপযুক্ত পাত্রী বাছিয়া লওয়া দরকার।

বিবাহের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে যিনি বিদ্যা বুদ্ধিতে যতই বড় হউন না কেন, হাকিম, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সকলের সহধর্ম্মিনী বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রায় তুল্য। এই বিষম সমস্যা পূরণ করিতে হইলে আমাদের কন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গী করা উচিৎ, তাহা হইলে সমাজের অনেক বিষম সমস্যা ও অনেক সংস্কার সহজ সাধ্য হইবে।

পাত্রী কি প্রকার হওয়া দরকার।

কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং, ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদাঃ প্রোক্তো যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততো বরায় বিদূষে দেয়া কন্যাং মনিষিভিঃ।
এব সনাতন পন্থা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে॥
অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদাম্, অজ্ঞাত পতি-সেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাত ধর্ম্ম-শাসনম্॥ (হেমাদ্রি)।

কুমারীকে ধর্ম্ম- ও নীতি শাস্ত্র শিক্ষা, দিবে পরে জ্ঞানী পাত্রে কন্যা দান করিবে।

ঊন-ষোড়শ-বর্ষায়াম্প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং,
ষদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। (১ম অবস্থা)।
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়-(৩য় অবস্থা)
স্তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ (সুশ্রুত)।

কোন সময়ে গর্ভাধান হওয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সঙ্গত।

পুরুষ যদি ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক আর তৎ-পত্নী ষোড়শের ন্যূন বর্ষীয়া হয় এতদাবস্থায় জাত পুত্র বা কন্যার ৩ অবস্থা হয়—

১ম—জননীজঠরেই বিনাশ।

২য়—কতিপয় স্থলে প্রসূত সুত বা সুতা দীর্ঘায়ুঃ হয় না।

৩য়—বা শেষ, যাহারা কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে তাহারা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ই হইয়া থাকে।

যদিও সহরে পুত্রের বিবাহে পণ লওয়া ব্যাধি হইয়াছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ যে সকল স্থলে কৌলিন্য প্রথা প্রবল আছে, সেই সকল স্থলে, তৎবিপরীত। সহরে ইংরাজী শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিলাতী সভ্যতার আদর্শে লোকের আচার ব্যবহারের দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু যত দিন এই সকল বিষয়ে পল্লীগ্রাম সহরের তুল্য না হয় ততদিনই সহরের সহিত পল্লীগ্রামের তুলনা করা উচিৎ নহে। পল্লীগ্রামে অনেকে পণের জন্য বিবাহ করিতে পারেন না। ইহাতে বংশলোপ, আর অনেকস্থলে বার্দ্ধক্যে বিবাহ করিয়া বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫০০।৭০০৲ টাকা পণ এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে ভরার কন্যা অর্থাৎ অজ্ঞাত পিতা মাতার কন্যা, অধিকাংশ স্থলে বেশ্যার কন্যা, যাত্রা ও থিয়েটারের ন্যায়, কেহ পিতা কেহ বা মাতা সাজিয়া যে সকল কন্যা নৌকা বোঝাই করিয়া বিক্রয় করেন সেই সকল কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিয়াছেন। আর কায়স্থদের মধ্যে অনেক মৌলিককে ৫০৲ হইতে ৪০০।৫০০৲ পণ দিয়া কুলীন কন্যা খরিদ করিয়া বিবাহ করিতে হয়। আর কন্যার বিবাহে পণ দেওয়া অপেক্ষা পুত্রের বিবাহে পণ দেওয়ায় অধিক ক্ষতি, কারণ কন্যার বিবাহ বন্ধ থাকে না কিন্তু পণ অভাবে অনেক পুত্রের বিবাহ বন্ধ থাকে। সুতরাং কন্যার বিবাহে পণ লওয়া বিষয় অগ্রে আলোচনা করা উচিৎ।

কন্যা বিক্রয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিষেধ।

বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে শুল্ক গ্রহণ একটী মহাপাপ, কি পুত্র, কি কন্যা কাহারও বিবাহকালে কিছুমাত্র পণ গ্রহণ করিবেনা ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

কন্যার বিবাহে শুল্ক গ্রহণে শাস্ত্রীয় নিষেধ

"ক্রয় ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃ পিণ্ডং ন বিদ্যতে॥" ১।

অত্রি সংহিতা।

ক্রয় করিয়া যে কন্যাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে তাহারা পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে।

"ক্রয় ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্নী বিধীয়তে।
ন সা দেবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়োঃ বিদুঃ। ২।"

দত্তক মীমাংসাধৃত।

ক্রয় করিয়া যে নারীকে বিবাহ করে তাহাকে পত্নী বলে না, সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহ কর্ত্তার সহধর্ম্মচারিণী হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা তাহাকে 'দাসী' বলিয়া গণনা করেন—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভমোহিতাঃ
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপী মহাকিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তম্য কুলম্॥"

উদ্ধাহতত্ত্বধৃত কাশ্যপ বচনম্।

যাহারা লোভ বশতঃ পণ লইয়া কন্যা দান করে, সেই আত্মবিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাতক কারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং উর্দ্ধতন ৭ পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে। বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন—

"যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ—
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্॥
বিক্রীয়শ্চ কন্যায়া যৎ পুত্রো জায়তে দ্বিজ।
স চাণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।"

ক্রিয়াযোগসার, ১৯ অধ্যায়।

হে দ্বিজ! যে মূঢ় লোভ বশতঃ কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষ হ্রদ নামক ঘোর নরকে যায়, হে দ্বিজ বিক্রীত কন্যার যে পুত্র জন্মে সে চণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্ম্মে অধিকার নাই।

(ক্রমশঃ)

ক্ষত্রিয়ের শক্তি পরীক্ষা।

[দৃশ্য—রাজা দশরথের শিবির]

পরশুরাম ও রামচন্দ্র।

পরশুরাম। শোন রাম! ক্ষত্রিয়ের চিরবৈরী আমি
জামদগ্ন্য নাম মম, ত্রিভুবন ত্রাস!
হের শাণিত কুঠার, কৃতান্তের প্রায়
ঝলসিছে তীক্ষ্ণ ধারে চক্ষু ঝলসিয়া।
ক্ষত্রিয়ের মুণ্ডকাটি, ক্ষত্রিয়-শোণিতে
করিয়াছি পিতার তর্পণ। ক্ষত্রকুল
শত্রু মম, সাধিয়াছে অনিষ্ট মহান্;
হইয়াছে এবে মম অরাতি ভীষণ।
একাধিক বিংশবার করিয়া নির্ম্মূল
শান্তভাব ক'রেছি ধারণ। ক্রোধানল
নির্ব্বাপিত এবে মম; হুতাশন যথা
পূর্ণ বনস্থলী যবে দগ্ধ দাবানলে।
কিন্তু এবে লোকমুখে করিয়া শ্রবণ
বাহুবল বিক্রম তোমার, সুপ্ত ক্রোধ
পুন উঠিল জাগিয়া; পন্নগ যেমতি
সুখে সুপ্ত, বালকের দণ্ডের তাড়নে।
জনকের শরাসন করিতে আনত
ক'রেছে প্রয়াস বৃথা কত নরপতি
বীরোত্তম; কিন্তু শুনি নাকি, অনায়াসে
তব ভুজবলে ভগ্ন হইয়াছে তাহা?
এত নহে ধনুর্ভঙ্গ; মনে হয় যেন
ভগ্ন পরাক্রম মম তব পরাক্রমে।
তাই আজি হেথা আগমন, রে বালক!
শাসিতে তোমারে। দিব শাস্তি সমুচিত,
কুঞ্জর যেমতি পশিয়া কদলিবনে
ক্ষুদ্র কদলির তরু করে উন্মূলন।

রাম। ভগবন! তিষ্ঠ ক্ষণকাল। ক্রোধ তব
কর সম্বরণ মুহূর্ত্তের তরে। দেখ
এনেছেন পিতা পাদ্য-অর্ঘ্য, পূজিবারে
চরণ তোমার। প্রীতিমুখে লও তাহা।
আজিকে অতিথি তুমি এ দীন ভবনে,
দেহ দাসে করিবারে অতিথির সেবা।
সুস্থ হও ক্ষণকাল, লভহ বিরাম
অতঃপর বাহুবল করিও বিচার।
একাধিক বিংশবার করিয়াছ তুমি
নিঃক্ষত্রিয়া এ ধরণী; দক্ষিণ শ্রবণে
অক্ষমালা করিতেছে গণনা তাহার।
আরও সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি শাণিত কুঠারে
রাখিয়াছ কীর্ত্তিমান্। কিবা কীর্ত্তি আর
রাখিতে নূতন, উপনীত হেথা আজি
কিছু নাহি জানি।

পরশুরাম। (সক্রোধে) শোন প্রগল্‌ভ বালক!
নিতান্ত অসহ্য তব হেন শ্লেষবাণী।
পূর্ব্বে এই ছিল; যবে হ'ত উচ্চারিত
রাম নাম, পৃথিবীর যত নরনারী
আমারেই লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু এবে
তব অভ্যুদয়ে, রাম নামে খ্যাত তুমি,
একান্ত অসহ্য ইহা, তীক্ষ্ণ শেল সম।
উচ্চারিলে রবি নাম, পৃথিবীর লোকে
চাহে অংশুমালী পানে; সে নামেতে কভু
অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের না হয় গণন।
হোমধেনু বৎসতরী করিল হরণ
কার্ত্তবীর্য্য। সমুদ্যত তুমিও আবার
কীর্ত্তিলোপে মম; দুজনেই তুল্য অরি।
অমিত প্রতাপশালী আয়ুধ আমার
বিদারিতে ক্রৌঞ্চগিরি নহে পরাঙ্মুখ।

ক্ষত্রিয় বিক্রম, বার বার পরাজিত
ব্রাহ্মণের তেজে। এবে ধর ধনুর্ব্বাণ;
যুদ্ধ কর, যদি শক্তি থাকে।

রাম। ভীত নহি
বুঝিবারে তোমা সনে। কিন্তু ভয় সুধু,
ব্রাহ্মণের গাত্রে শর করিলে নিক্ষেপ,
পিতা মম পরলোকে ভুঞ্জিবে দুর্গতি।
তাই বলি,—অগ্রে কর শক্তির বিচার;
তৎপরে আহবে তব পূরাব বাসনা।

পরশুরাম। বাখানি সাহস তব, ক্ষত্রিয়কুমার!
বহ্নির মহিমা এই,—শুষ্ক তৃণরাজি
ভস্ম করে অনায়াসে। পুন সিন্ধুনীরে
বাড়ব অনল রূপে হয় প্রজ্বলিত।
ভগ্ন করিয়াছ তুমি, বৃষভধ্বজের
শরাসন; নাহিক বীরত্ব কিছু তায়;
হ'রেছেন নারায়ণ সারভাগ তার।
তটিনীর বেগবলে যে বৃক্ষের মূল
হইয়াছে জর্জ্জরিত, সমীরণ তারে
অনায়াসে ভূমিতলে করে নিপাতিত।
তাই বলি, আপাততঃ যুদ্ধে কাজ নাই;
সাধ্য থাকে যদি তব, কার্ম্মুকে আমার
করি জ্যা রোপণ, বলে আকর্ষণ কর
শায়ক সন্ধানে। পরাজয় মানি লব।
আর যদি হেরি এই ভাস্বর কুঠার
ভীত হ'য়ে থাক তুমি, দুর্ব্বল বালক!
ক্ষমা চাহ ত্বরা, শির অবনত করি;
কর অভয় প্রার্থনা। ক্ষমা দিব তোরে।

রাম। নহি ভীত; দেখাইব ক্ষত্রিয় বিক্রম।
(রাম কর্ত্তৃক জ্যা রোপণ ও শরসন্ধান)

পরশুরাম। (স্বগত) নররূপে নারায়ণ অবতীর্ণ ভবে!
তা না হ'লে, ত্রিভুবনে হেন সাধ্য কার

আমার কার্ম্মুকে করে বলে আকর্ষণ ?
আহা কি সুন্দর রূপ ভুবন মোহন
নব জলধর কোলে যেন ইন্দ্রধনু !
রামের জ্যোতিতে এবে হ'য়েছি নিষ্প্রভ
ধূমমাত্র অবশিষ্ট হুতাশন প্রায় !

রাম। যদি তুমি পরাজয় করহ আমারে
ভগবন! নাহি পারি নিষ্ঠুর হৃদয়ে
ক'রিবারে তোমারে প্রহার। ক'রেছি যে
শরের সন্ধান, নাহি ব্যর্থ হবে তাহা।
এবে কহ দয়া প্রকাশিয়া, গতিশক্তি
তব করিব বিনাশ ; কিম্বা বিনাশিব
যজ্ঞ অনুষ্ঠান লব্ধ সুকৃতি তোমার।

পরশুরাম। জানি আমি, ওহে নব দুর্ব্বাদল শ্যাম !
পুরাতন পুরুষ প্রবর তুমি। এবে
অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে ভূভার হরিতে।
বিষ্ণু তেজোপ্রভা তব করিতে দর্শন
করিয়াছি কুপিত তোমায়, অকারণে।
ভস্মসাৎ করিয়াছি পিতৃবৈরীগণে
সসাগরা বসুন্ধরা পাত্রসাৎ এবে।
হইয়াছে পরাজয় যদি তব কাছে
তবু শ্লাঘনীয় তাহা নাহিক সংশয়।
ওহে সুধি ! রক্ষা কর গতিশক্তি মম
করিবারে পর্য্যটন পুণ্য তীর্থস্থানে।
ভোগতৃষ্ণা বশীভূত নহি কদাচন
নাহি কিছু ক্লেশ মম, জানিহ নিশ্চয়
স্বর্গ গমনের পথ যদি হয় রোধ।

রাম। তথাস্তু। (শরক্ষেপ)

(চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক)

ভগবন ! ক্ষমা ভিক্ষা চাহি শ্রীচরণে ;
আমা হ'তে স্বর্গরোধ হইল তোমার।

পরশুরাম। উঠ বৎস ! বীরশ্রেষ্ঠ তুমি। অন্যান্যে
ভুজবলে করি পরাজয়, পুন তায়
পদতলে চইলে প্রণত, হয় বৃদ্ধি
বীরের মহিমা। করাইলে পরিহার
মাতৃ অংশে রাজসিক প্রকৃতি আমার ;
পৈত্রিক প্রশান্ত ভাব ক'রেছি ধারণ।
স্বর্গরোধ নহে তো নিগ্রহ কভু মম ;
অনুগ্রহ মনে গণি। এবে যাই চলি ;
নির্ব্বিঘ্নে করহ দেবকার্য্য সমাপন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা।

যেমন উন্মার্গগামী উশৃঙ্খল বালকের শাসনের জন্য চেষ্টা করা বৃথা, যেমন মুমূর্ষুপ্রায় ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য ঔষধ প্রয়োগ নিষ্ফল হয়, যেমন গিরিগুহাভেদী প্রচণ্ডবেগবতী স্রোতস্বতীর দুরতিক্রমণীয় গতি কিছুতেই রোধ করা যায় না। সেইরূপ যে সমাজ পতনের পথে প্রধাবিত অথবা উত্থানের পথে অগ্রসর, মনুষ্যের সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহার বল বৃদ্ধি বা বল হ্রাস করিয়া তাহাকে কোন মতেই ইচ্ছানুযায়ী পথে প্রধাবিত করা যাইতে পারে না। কারণ সমগ্র মহাপ্রকৃতির শাসন তোমার আমার চেষ্টাপেক্ষা মহৎ। তোমার ও আমার ইচ্ছা বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে এক বিন্দু জলের ন্যায়। অনন্ত জগতের মধ্যে একটী নিদৃষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে কোথায় হারাইয়া যাই। আমাদের শ্রম, আশা, অধ্যবসায় সকলি নিমেষ মধ্যে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই বলি সমাজ সংশোধন অথবা সমাজের ভিত্তি উৎপাটন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র ভিত্তি প্রদান মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ব নহে। সমাজ সময়ের গুণে রাজশাসন আন্দোলনে দেশকাল ও পাত্র সম্বোধনে আপনি উন্নত বা পতন হইয়া থাকে। সমগ্র জাতীয় প্রকৃতি লইয়া দেশ বিশেষে পৃথক পৃথক রূপ সমাজ বন্ধন হয় সেইজাতির প্রকৃতির ছিন্ন ভিন্নাবস্থাই সমাজের

অবনতির মূল। যিনি সংস্কারক সাজিয়া তাহার রূপান্তর করিতে অগ্রসর হয়েন, তিনি আপনি রূপান্তরিত হইয়া থাকেন। আপনার মানমর্য্যাদা লইয়া বিপন্ন বা সাধারণের হেয় হইয়া থাকেন। অধুনা সংস্কারক মহোদয়দিগের কল্যাণে আমাদিগের দেশে বিস্তৃত হিন্দু সমাজ হইতে কতকগুলি অপভ্রংশ সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম বৈষ্ণবসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, বিলাত প্রত্যাগত সমাজ, পতিতোদ্ধারিণী সমাজ ইত্যাদি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সকল সমাজের মূলভিত্তি বিবেচনা করিতে গেলে অতি সামান্য, সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের তুলনায় ঐ সমস্ত সমাজ নগণ্যের মধ্যে। কোটী কোটী লোক যে হিন্দু সমাজের মুখাবরণ করিয়া আছে; তত্তুলনার দুই একজন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহার অভ্যন্তরে গিয়া সংস্কার সাধন করিয়া অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিবে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সশিষ্য নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়া ঐশ্বরিক প্রেম-লিলায় জগৎ স্তম্ভিত করিয়া ছিলেন, তখন তদীয় বৈষ্ণব সমাজ মনে করিয়াছিলেন, এইবার পৃথিবী আমাদিগের আয়াত্তাধীনে আসিল, আমরাই সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া সামাজিক বলসমষ্টি সংগ্রহ করিয়া মূল সমাজে কুঠারাঘাত করিব, আমাদের বৈষ্ণব সমাজ জগতে অগ্রগামী হইবে; মহাপ্রভুর উদার ইচ্ছা যেরূপ এক দেশানুযায়ী হউক বা না হউক অতুলনীয় ধর্ম্মপিপাসায় বৈষ্ণবেরা তখন যে কিছু গ্রাস করিতে পারিয়াছিলেন ক্রমশঃ তাহা মন্দাগ্নিতে পরিণত হইল। এখনও সেই বৈষ্ণব সমাজ হিন্দু সমাজের পার্শ্বে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। সংস্কারকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান আছেন। তারপর ব্রাহ্মসমাজ, রাজা রামমোহন রায় উদার ও বৈরাগ্য বুদ্ধি লইয়া, হিন্দু ধর্ম্মের মূল—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তদীয় শিষ্যগণ সেই ধর্ম্মাবলম্বনে উন্মাদপ্রায় হইয়া ঈশ্বর তত্ত্বানুসন্ধানে বা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাক্ সাংসারিকের ন্যায় সামাজিক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, তাঁহাদিগের দলবল স্বতন্ত্ররূপ গঠিত হইল। তাঁহারা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া গৃহে বাস করিবেন, অথচ হিন্দু সমাজের সহিত কোন সংস্রব রাখিবেন না। এই দ্বন্দ মস্তিষ্ক মধ্যে ঈশ্বর-চিন্তার পরিবর্ত্তে আলোড়িত হইতে লাগিল, তাঁহারা হিন্দু সমাজের সহিত ব্রহ্ম সাধন ভুলিয়া সমাজ লইয়া সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, স্থানে স্থানে উপাসনার্থে ব্রহ্মমন্দির নামে কেল্লা প্রস্তুত হইতে লাগিল, প্রচারকরূপ কাপ্তেনেরা স্বীয় সমাজের পুষ্টি বর্দ্ধন জন্য প্রাণপণে তন্মধ্যে লড়াই করিতে লাগিলেন। বার বিশেষে উৎসব বিশেষে লড়াই পূর্ণমাত্রায় চড়িয়া গেল, হিন্দু

সমাজের বিপরীত আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তনা করিলেন জাতিভেদ মানিবেন না, পৌত্তলিকতা উঠাইবেন, স্ত্রী স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া নরনারী এক হইবেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রচার করিয়া সমজ্ঞানে একত্রে পরমার্থ চিন্তা করিবেন। হিন্দুর সৎকার শ্রাদ্ধ বিবাহাদি বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের আমূল সংস্কার করিবেন। জগৎব্যাপী ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। বিধবা বিবাহ উপবীতত্যাগ প্রশস্ত মনে করিবেন। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিতয় ভাব হইতে (ওঁ) এই মূলমন্ত্র জপ করিবেন। এইগুলি তাঁহাদিগের সাময়িক অনুষ্ঠান ও দেশবিদেশে মন্ত্র দীক্ষার কার্য্য হইতে লাগিল। তাঁহারা সহসা আত্মবিস্মৃত হইয়া হিন্দু সমাজ হইতে এককালীন স্বতন্ত্র হইলেন। এখনও সেই ব্রাহ্ম সমাজ বিস্তৃত হিন্দু সমাজের পার্শ্বে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। সংস্কারকেরা কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। তারপর বিলাতপ্রত্যাগত আর একটী ক্ষুদ্রসমাজ সম্প্রতি একধারে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমাজ কোন ধর্ম্মবিশেষের অনুরোধে নহে, জ্ঞান-পিপাসা ও অর্থ-পিপাসায় লোলুপ হইয়া যে সমস্ত হিন্দু-সন্তান বিলাত গমন করিয়া হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে জাতিনাশ করেন তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া এদেশে আসিলে তাহাদিগের আশ্রয় দিবার জন্য এই সমাজ আপনি উত্থিত হইয়াছে। এই সমাজের বিশেষ কোন নায়ক নাই, ইঁহারা স্ব স্ব নায়ক। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহারা নব্রাহ্ম, নবৈষ্ণব, নহিন্দু, নখৃষ্টান, নম্লেচ্ছ। অথচ ইঁহারা সর্ব্বঘটে সকলের সহিত নির্ব্বিকার, আহারে বিহারে ম্লেচ্ছ, বেশবিন্যাসে খৃষ্টান, জাতি পরিচয়ে হিন্দু, ধর্ম্ম পরিচয়ে নাস্তিক, ভার্য্যাপরিচয়ে মেম্, নিজ পরিচয়ে মিষ্টার সাহেব, কর্ম্ম পরিচয়ে হাই-অফিষার্, ভাষা পরিচয়ে ইংরেজী। স্বদেশ পরিচয়ে ইংলণ্ড, উপাস্য দেবতা পরিচয়ে ইংরেজ। ইঁহাদিগের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্য্য করা গতিবিধি সকলি ইংরেজের ন্যায়, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ মিশ্রিত নহেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ মেম বিবাহ করিয়া সপুত্র হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে চাহেন, কেহবা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া হরিনামের ঝুলি সার করিতে চাহেন—আজকাল চাহিলেই পাওয়া যায়। সমাজের নিভৃতে আর একটী পতিতোদ্ধারিণী সমাজ আছে, ইহারা বাহিরে হিন্দুয়ানীর ভান করিয়া অভ্যন্তরে বিপথগামী ও বিধর্ম্মী পাতকী লইয়া সামাজিক কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। তিথি বিশেষে গুপ্ত পান ভোজনও আবশ্যক হইলে গুপ্ত বিবাহাদি আদান প্রদানাদি বিবিধ কার্য্যে পতিতদিগের সহিত সম্পর্ক রাখেন, কাজেই যদৃচ্ছা পাতিব্যস্থা দিয়া উদ্ধার না করিলে নয়। তুমি সমগ্র হিন্দু সমাজে গ্রাহ্য হও আর নাই হও, তোমার প্রায়শ্চিত্ত যথার্থ শাস্ত্র-

সম্মত হউক আর নাই হউক, আমার হিন্দুয়ানীর তাহাতে ক্ষতি নাই। আমার বিদ্যাসমুদ্র উপাধীর বারিবিন্দুও শুষ্ক হইবে না। বরং আমার দু'দশ টাকা তাহাতে কিছু লাভই আছে। আমি এক হস্তে মদ্যভাণ্ড রাখিয়া অপর হস্তে হরিনামের মালা ধরিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। আমি একপদ আসনে অপর পদ চেয়ারে রাখিয়া তোমাকে যথাস্থানে বসাইব। আমি তোমাকে সশরীরে উইলসন হোটেল হইতে গঙ্গাস্নান করাইব। আমি স্বহস্তে তোমার পূর্ব্বকৃত পাপজ মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া স্বীয় দেহে আশ্রয় দিব, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তুমি হিন্দুর ছেলে হিন্দু থাকিবে। অথচ তোমাতে উভয় ম্লেচ্ছ ও হিন্দু পক্ষে ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিবার কিছু বাধা থাকিবে না। আমার অক্ষয় টীকি আবশ্যক হইলে তোমার ন্যাজত্ব সম্পাদন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। এইরূপ পতিতোদ্ধারিণী সমাজের চাঁই মহোদয়গণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে হিন্দু সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া স্বীয় স্বার্থের জন্য কতই কি বলিরা থাকেন ও কার্য্যতঃ করিয়া থাকেন তাহা বলা অনাবশ্যক, এই সমাজ যে সকল সমাজের হেয় ও পরিত্যাজ্য তাহা বলা বাহুল্য—ইহার প্রভুগণ উন্মত্ত পাগল অতিশয় নীচাশয় স্বীয় স্বার্থ পরিরক্ষণে চোরবিশেষ, এখনও সেই পাপকারিণী পতিতোদ্ধারিণী সমাজ হিন্দু সমাজের পার্শ্বে বর্ষার ভেকের ন্যায় মহা আস্ফালন করিতেছে ইহার সংস্কারকেরা কেবল উদারতার মুখস পরিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।

হিমগিরির ন্যায় অচল অটল হিন্দুসমাজ কত কাল পরে বজ্রনিনাদে অধঃপতিত হইবে। কতদিন পরে সংস্কারদিগের আশা পূর্ণ হইবে। মহাপ্রকৃতি কবে মহাপ্রলয়ের অবসানে মহাশক্তির সাহায্যে ভৌতিক নৃত্যে নৃত্য করিবেন। যবন, শক, হিন্দু, মুসলমান, বুদ্ধ, খ্রীষ্টান কবে একার্ণবে নিমজ্জিত হইবে। কার সাধ্য তাহার নিরাকরণ করে। এ অবস্থায় সামাজিক নেতাগণের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। মনুষ্য সমাজ বিধাতার হাত। যে দেশের পক্ষে যাহা আদি হইতে প্রচলিত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া রূপান্তরে গঠন করিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভ্রম।*

শ্রীসত্যবাদী গুহ বর্ম্মণঃ।

---

* এই প্রবন্ধে কতিপয় সমাজের প্রতি যে ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাতে এই পত্রিকার সম্পাদকগণের সহানুভূতি নাই। কায়স্থ-সভা অথবা তৎ-কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন সমাজের কুৎসা রটনার ইচ্ছা রাখেন না।

কাঃ পঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতবর্ষের কায়স্থগণের একতা।

('বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা'র নবম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতার সারাংশ।)

ভারতবর্ষের সর্ব্ববিভাগের কায়স্থগণের সামাজিক একতা এরূপ প্রয়োজনীয় ও এরূপ সুমহৎ উদ্দেশ্য-সাধক যে উপসংহারে গুটিকতক কথা না বলিয়া থাকা যায় না। দশ বৎসর কাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ শ্রেণীচতুষ্টয়ের সামাজিক সম্মিলনার্থ যত্ন করিয়া আমরা বহুল আশাপ্রদ ফল পাইয়াছি। এখন আর, বঙ্গে আন্তর্গণিক বিবাহ অচল থাকিবে না। বেশী সংখ্যা বিবাহ না হইলেও, সকলেই বুঝিয়াছেন যে আন্তর্গণিক বিবাহে দোষ নাই; গুরুতর বাধা নাই। নিতান্ত মূর্খসমষ্টি ভিন্ন অন্য কুত্রাপি আন্তর্গণিক বিবাহে সম্বদ্ধ বৈবাহিকগণকে সমাজচ্যুত হইবার ভয় করিতে হয় না। বিবাহ হওয়া না হওয়া ভবিতব্যতা; আপত্তি নাই এই যথেষ্ট।

এখন আন্তর্গণিক বিবাহের ব্যাপ্তি ও আয়তন বিস্তারের সময় আসিয়াছে। আর আমরা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-প্রকোষ্ঠে বঙ্গে ও পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের চতুঃসীমায় থাকিতে পারি না; কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে এ সংকীর্ণ ভাব দূর করা আবশ্যক হইয়াছে। কায়স্থমাত্রই এক বর্ণান্তর্গত,—ক্ষত্রিয়! কায়স্থমাত্রেই মসীজীবী আর্য্যসন্তান। ব্যবসা ও আচার ব্যবহারে প্রয়ই সমস্ত ভারতবর্ষে কায়স্থগণের একতা দৃষ্ট হয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিকতায় কায়স্থগণ সর্ব্বত্র শীর্ষস্থানীয়। তাহাদের সামাজিক একতার উপযোগিতা বুঝাইবার জন্য অধিক আয়াস করিতে হইবে না। সুখের বিষয় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবের কায়স্থগণও এ বিষয়ের উপকারিতা বেশ বুঝিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা আমাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিতেন। আমরা বৈদিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইতাম না; আমাদের অশৌচকাল একমাস; সুতরাং, তাহারা আমাদিগকে পতিত মনে করিতেন। বঙ্গের পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রদেশের বৈদ্যগণ পরস্পরকে যে ভাবে দেখিতেন, বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিস্থ প্রদেশের কায়স্থগণের পরস্পরের প্রতি সেই ভাব লক্ষিত হইত। এখন আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্দীক্ষিত হইতেছি; অন্য দেশীয় কায়স্থগণের সহিত সম্মিলনের উপায় হইতেছে; তাহারা আর আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাত্য বলিয়া ঘৃণা করেন না। গত বৎসর তিনবার বিহার ও পাশ্চাত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, তত্রস্থ কায়স্থগণ আমাকে স্বজাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে আদৌ কুণ্ঠিত নহেন। লাহোরে তাঁহারা আমাকে স্বজাতি বলিয়া অভিনন্দন

দিয়াছেন। এখন আমাদেরও অগ্রসর হওয়া উচিত। পরস্পরের মিলনের জন্য উভয় পক্ষকে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণ কান্যকুব্জ প্রদেশের কায়স্থগণের শাখা, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থানীয়। সর্ব্ববিভাগের ও সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থগণের সামাজিক সম্মিলন দ্বারা কেবল যে কায়স্থ সমাজের প্রসার হইবে এরূপ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের ইহাতে বিশেষ নৈতিক উন্নতি হইবে। যদি সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মিলিত হন, কায়স্থ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ মিলিত হন, বৈশ্যগণ মিলিত হন, এবং সর্ব্বশ্রেণীর শূদ্র একতাসূত্রে নিবদ্ধ হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পুরাকালের ন্যায় একত্ব প্রাপ্ত হইবে। এখন অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী দেশস্বরূপ সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন; তাহাদের একত্ব নাই, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেশভেদ উপেক্ষা করিয়া সম্মিলিত হইলে, সে অপবাদ থাকিবে না। অন্ততঃ guild system দ্বারা ইউরোপের যে উপকার হইয়াছিল, ভারতবর্ষে তাহা সহজেই সংসাধিত হইবে। বর্ণভেদ আমাদের মজ্জাগত, তাহা সহজে উঠিবে না; কিন্তু বর্ণান্তর্গত জাতিভেদ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। সবর্ণে বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের সামাজিক একতাসূত্র সহজেই গ্রথিত হইতে পারে। আমরা একত্রিত হইলে একটী বল হইয়া উঠিব। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" উপস্থিত প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

"জ্ঞান ও কর্ম্ম" এর এক পৃষ্ঠা।

"জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক একখানি পুস্তক ন্যূনাধিক এক বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির রচয়িতা সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি এক সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং যিনি কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকের অন্যান্য অংশের কথা আমাদের আলোচ্য নহে, কিন্তু ৪৫০ পৃষ্ঠায়, এক পৃষ্ঠা ব্যাপী "কায়স্থের উপনয়ন" শীর্ষক যে প্রস্তাব প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎবিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি ও পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য উক্ত প্রস্তাবটী অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। প্রস্তাবটী এই :—

"একদিকে যেমন কতকগুলি সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্কারক জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টিত, অন্যদিকে আবার তেমনই আর কতকগুলি ঐ ঐ শ্রেণীর সংস্কারক কায়স্থদিগকে অপর শূদ্র জাতি হইতে পৃথক করণ ও তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ নিমিত্ত চেষ্টিত।

"কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত তাহার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক (১) প্রমাণ আছে। এবং তাঁহারা যে অনার্য্য শূদ্র নহেন একথা তাঁহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বহুকালযাবৎ শূদ্রের মত আচরণ করায় আদালতের বিচারে (২) তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। এক্ষণে কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া, ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগের পুত্র কন্যার সহিত তাঁহাদের কন্যাপুত্রের বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতের বিচারে সিদ্ধ হইবে, কি অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া অসিদ্ধ হইবে, এবং কোন কায়স্থ কর্ত্তৃক যদি ভাগিনেয় (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ পাত্র) দত্তক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে সে দত্তক আইন অনুসারে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ হইবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে, এবং উপনয়ন বিষয়ে উদ্‌যোগী কায়স্থ মহাশয়দিগের এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।"

উদ্ধৃত অংশের প্রথম প্যারাগ্রাফে আদালতের বিচারানুযায়ী লেখক বলিয়াছেন, "কায়স্থদিগকে অপর শূদ্রজাতি হইতে পৃথক করণ" এবং দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে লিখিয়াছেন "কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত তাহার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক প্রমাণ আছে।" উদ্ধৃত অংশদ্বয়ের মধ্যে আমরা কোন্ অংশের উপর আস্থা স্থাপিত করিব? প্রথম অংশে দেখিতেছি লেখক মহাশয় কায়স্থগণকে শূদ্র জাতীয় বলিয়াছেন, দ্বিতীয় অংশে পদ্মপুরাণের প্রমাণ বলে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণকার যদি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আদালতের বিচারে তাহারা শূদ্র বলিয়া অবধারিত হইলেন কেমন করিয়া আমরা ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিলাম না। শাস্ত্র বলিতেছেন :—যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হইলে দ্বিজগণ ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কায়স্থগণও উপনয়ন সংস্কারাভাবে ব্রাত্য হইয়াছেন—শূদ্র হন নাই। উপনয়নাভাবে শূদ্রজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, এমন প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে সমুদ্র মন্থন করিয়া লেখক মহাশয় পাইবেন না।

(১) পদ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য।
(২) Indian Law Report, Vol. X, Calcutta Series, P. 688, দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থকার আমাদের শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিবার "কিঞ্চিৎ" প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তবে তিনি আর একটু কষ্ট স্বীকার করিলে, বোধ হয় কায়স্থ-তত্ত্বজ্ঞানহীনতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন এবং সেইরূপ করিলে কায়স্থগণও তাঁহার দ্বারা এই জাতীয় আন্দোলনের সময় অনেক উপকার পাইতে পারিতেন। তিনি যখন চিরকালের জন্য এত বড় একটা জাতির বিষয় মসী মলিন করিয়া যাইতেছেন, তখন ঐ জাতি সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, অভিধান, নাটকাদি কি বলিতেছেন তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি কেবল পদ্মপুরাণ সার করিয়া ভাল করেন নাই। আর কায়স্থদিগকে "অপর শূদ্রজাতি হইতে পৃথক করণ" এই মন্তব্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, কায়স্থ মূলতঃ কোন্ বর্ণ বা জাতি সম্ভূত তাহা নির্ণয় করতঃ তদ্বিষয়ক প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করিলে, হিন্দু সমাজের একটী মহৎ উপকার সাধিত হইত; তাহা না করায়, তাঁহার উক্তিতে যেন কায়স্থ-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য বলিয়া রাখিতেছি যে, হিন্দুর কোন শাস্ত্র হইতেই, কায়স্থ শূদ্রবর্ণজাত ইহা প্রমাণীকৃত হইবে না।

দ্বিতীয় প্যারায়, কায়স্থগণ "যে অনার্য্য শূদ্র নহেন" এই উক্তি করিয়া লেখক মহাশয় পরে "শূদ্রের মত আচরণ করায় আদালতের বিচারে তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন।" এই কথার অবতারণা করিয়াছেন। আদালতের বিচারের উক্তি যে, কিরূপ ও কেমন প্রামাণিক, লেখক মহাশয় তাহা ভালরূপেই অবগত আছেন, কারণ—তিনি ঐ মোকদ্দমায় একজন উকিল ছিলেন। যাহা হউক, তিনি আদালতের উক্তিটী প্রকাশ করিলেই ভাল করিতেন। তিনি যখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উহার অবতারণা করিতে হইতেছে; এবং তুলনায় সমালোচনা করিয়াও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে কায়স্থকে শূদ্রাচারী দেখিয়া যদি শূদ্র বর্ণীয় বলিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জাতি বাদ পড়িবার উপায় নাই।

আমরা শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণে জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণগণও ভ্রষ্টাচারী—পতিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-বিপ্লবে দেশ ব্রাহ্মণহীন হইয়াছিল—এক সময় ব্রাহ্মণেরাও উপবীত হীন হইয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে হয় ব্রাহ্মণেরাও এককালে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহাদের পৈতা মিলিল কেমন করিয়া? পুনরায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন কিরূপে? তাঁহারা

যদি উপবীত অভাবে কায়স্থদিগের ন্যায় শূদ্র সমাচারী হইয়া, পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তবে কায়স্থগণই বা না পারিবেন কেন? তাঁহারাও যেমন আচারাদির উন্নতি ও উপবীত গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব পরিহার করিয়াছেন, কায়স্থগণও তাঁহাদিগেরই ন্যায় আচারাদির উন্নতি ও উপবীত গ্রহণ করতঃ স্ব সমাজের উন্নতি সাধিত করিতেছেন,—নূতন কিছুই করিতেছেন না। ব্রাহ্মণগণ পতিত হইয়া, পুনরায় যেরূপ পাতিত্য পরিহার করিয়াছেন, কায়স্থগণও তদ্রূপই করিতেছেন, তদতিরিক্ত কিছুই নহে। তবে কিছুদিন পরে বটে,—কিন্তু এই অগ্র পশ্চাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহারা উপবীতহীনতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কায়স্থগণ সেই পথেই চলিতেছেন,—অন্য পথে নহে।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, যেমন, ব্রাহ্মণতনয় উপনয়ন সংস্কার ও বেদজ্ঞান লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শূদ্রসমাচার থাকে, বাস্তবিক শূদ্র হয় না, সেইরূপ ক্ষত্রিয় যতই আচারভ্রষ্ট হউক, সে শূদ্র হয় না—শূদ্র সমাচারী মাত্র হয়।

শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে। মনু, ১৭২।২ অঃ।
প্রাঙ্ মৌঞ্জীবন্ধনাৎ দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি। বিষ্ণু, ৪০।২৮ অঃ।
বৃত্ত্যা শূদ্র সমোজ্ঞেয়ো যাবদ্বেদে ন জায়তে। বশিষ্ঠ, ২ অঃ।

উল্লিখিত প্রমাণ বলে, একথা বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে এ দেশে ব্রাহ্মণ নাই। কারণ, যে পর্য্যন্ত না ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞান-সম্পন্ন হন, সে পর্য্যন্ত তিনি শূদ্র থাকেন। বর্ত্তমানে যখন বঙ্গদেশ বেদ ও বেদজ্ঞান বর্জ্জিত, তখন ব্রাহ্মণ থাকিবেন কেমন করিয়া? আবার শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ।"

সুতরাং যখন দেখিতে পাইতেছি দেশ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যূহকে অঙ্কে ধারণ করিতেছে না, তখন ব্রাহ্মণই বা আসেন কোথা হইতে? সুতরাং বর্ত্তমানে যাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বড়ই বড়াই করিতেছেন, তাঁহাদের সে বড়াই শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। ফল কথা তাঁহারা সবই পারেন, পারেন না কেবল উপবীতহীন কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতে এবং পুনরুপনয়ন গ্রহণ সমর্থন করিতে! শাস্ত্র বলেন:—

(১) অশ্রোত্রিয়া অননুবাক্যা অনগ্নয়ো বা শূদ্রসধর্ম্মানোভবন্তি। নানৃগ্ ব্রাহ্মণো ভবতি। মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ। ১—৪।৩ অঃ বশিষ্ঠ।

অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবিরত নিরগ্নি দ্বিজাতি শূদ্র তুল্য। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে সে সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণগণ বেদ ও অগ্নি রহিত অবস্থায় কেমন করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন? শাস্ত্রীয় প্রমাণে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও: যখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণকে ব্রাত্যত্ব পরিহার করতঃ ক্ষাত্র সংস্কার গ্রহণ করা সত্ত্বেও, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে নারাজ কেন? এ স্থানে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বজাতির প্রাধান্য রক্ষার বলবতী স্পৃহাই লেখক মহাশয়কে আত্মছিদ্র দেখিতে না দিয়া কায়স্থ বিদ্বেষবিষ উদ্গীরিত করাইয়াছে। ফলকথা শত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' থাকিতে পারেন, আর মাত্র উপবীতের অভাবেই কায়স্থ শূদ্র হইয়া গিয়াছে। বলিহারি যুক্তি বটে!

লেখক মহোদয় এক স্থানে লিখিয়াছেন, "বহুকাল যাবৎ শূদ্রের মত আচরণ করায় আদালতের বিচারে তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন।" এই উক্তির পোষকে লেখক মহাশয় Indian Law Reports, Vol X এর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে লিখিত আছে যে, "There is, therefore, a preponderance of authority to evince that the *Kayasthas*, whether of Bengal or of any other country, were *Khettriyas*. But since several centuries passed, the *Kayasthas* (at least those of Bengal) have degenerated and degraded to *Sudradom*, not only by using after their proper names the *surname* '*Dasa*' peculiar to the Sudras, and giving up their own which is 'Barma' but principally by omitting to perform the regenerating ceremony '*Upanayana* hallowed by the Gayatri." ইহাতে স্পষ্টতরই বলা হইয়াছে যে কায়স্থ মূলতঃ ক্ষত্রিয়। তবে উপনয়ন সংস্কারের অভাবে ও নামান্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করায় শূদ্র সমাচার হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে প্রমাণীত করিয়াছি যে 'শূদ্র' ও 'শূদ্র সমাচার' একার্থ বোধক নহে! উপনয়ন সংস্কারাভাবে কায়স্থগণ শূদ্র হন নাই, শূদ্রসমাচার বা ব্রাত্যদোষে

দূষিত হইয়াছেন; তজ্জন্যই আপস্তম্বোক্ত বিধান ও ভারতের বহু স্থানের পণ্ডিত শিরোমণিগণের পাঁতির বলে শূদ্রত্ব বা ব্রাত্যত্ব ক্ষালিত করতঃ দ্বিজোচিত—ক্ষত্রিয়োচিত-সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন। কায়স্থগণের এই সংস্কার গ্রহণ ব্যাপার দেখিয়া, যদি কেহ বিস্মিত হইয়া থাকেন বা কাহারও গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে, অথবা কায়স্থগণ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছে বলিয়া যদি কোন ব্যক্তির কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে, আমাদের সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত হন। অথবা তাহাতে অশক্ত হইলে, তাঁহারা যেন পণ্ডিতপ্রবর চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট গমন করতঃ স্বস্ব সন্দেহ বা ভ্রম অপনোদিত করেন। পূর্ব্বে আমরা মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ প্রভৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, দ্বিজ বেদপাঠ না করা ও উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত শূদ্রসম থাকে ও ঐ ঐ কার্য্য করার পর দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। যত দিন বেদ পাঠ না করে বা উপনীত না হয়, তত দিন শূদ্রের ন্যায় থাকে, বাস্তবিক শূদ্র হয় না। সুতরাং ঐ সকল প্রমাণ বলেই দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থও যতদিন অনুপনীত থাকে ততদিন শূদ্রসম থাকে; উপনয়ন গ্রহণ করিলেই দ্বিজত্ব প্রাপ্তির অধিকারী হয়। কাজেই "জ্ঞান ও কর্ম্ম" প্রণেতা মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ বেদ অগ্নিহীন শূদ্রসমাচার ব্রাহ্মণের ন্যায়, উপনয়নাভাবে শূদ্রসম হইলেও শূদ্র জাতিত্ব বা শূদ্র বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই,—সংস্কার গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্ব লাভের অধিকার তাহাদের আছে বলিয়াই তাহারা সেই অধিকার পুণর্লাভ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে। তবে বঙ্গের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের অনভ্যস্থ দৃষ্টিতে কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত ধারণ দৃষ্টিকটুত্ব ও হিংসা আনয়ন করিতেছে, এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ পৈতায় কড়ি বাধিবার ব্যবস্থাও করিতেছেন। আর লেখক মহাশয়কে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। :—

(ক) I. L. R, 12 Allahabad, P. 328. তুলসীরাম বঃ বেহারীলাল।

(খ) কিঞ্চিদূন শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে, কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণ অপুত্রক হওয়ায়, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ঐ পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহন। কিছুদিন পর রাজা নবকৃষ্ণের ছোটরাণীর এক পুত্র হয় তাহার নাম রাজা

রাজকৃষ্ণ। রাজা রাজকৃষ্ণ সাবালক হইলে দুই ভ্রাতায় বিষয় লইয়া বিবাদ বা
ও সুপ্রীম কোর্টে রাজা নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র গ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত কিনা তাহার বিচা
হয়। (Consideration on the Hindu Law as it is current
Bengal by Hon'ble Sir Francis W. Maghnaten, 1824)
মোকদ্দমায় রাজা নবকৃষ্ণ দ্বিজাতি ও ব্রাহ্মণের নিম্ন ও বৈশ্যের উদ্ধতন বলি
স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন।

(গ) বাঁকিপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্রের আদালতেও এ
মোকদ্দমায় কায়স্থের বর্ণ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, বহুতর পণ্ডিতের সা
গৃহীত হয় ও কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। (Origin
Suit No. 26 Y 1899, Musammat Ram Rebati Koer *Vs.*
Musammat Rukmnini Koer).

এ স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তা
এই :—লেখক মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের নজীর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছে
বহু দিবসাবধি উপবীত না থাকায় কায়স্থগণ শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছেন ; কি
হিন্দুশাস্ত্রসম্ভার তারস্বরে ঘোষিত করিতেছে যে, যথাকালে উপনয়ন সংস্কা
সংস্কৃত না হইলে, দ্বিজগণ ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন। কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণও সংস্কারাভা
ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্নিবন্ধন আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান
৺কাশীধামের পণ্ডিতরাজ রামমিশ্র শাস্ত্রীর পাঁতির বলে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্ত
সাবিত্রী গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং কলিকাতা হাইকোর্ট, উপবীতাভা
কায়স্থগণের শূদ্রত্বে অবনমন বলিয়া, যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই বিশ্বাস করি
না, শাস্ত্র প্রমাণ বিশ্বাস করিব ? এই মোকদ্দমার সময় যখন লেখক মহোদয় এ
পক্ষের উকিল ছিলেন, তখন তিনি সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া আমা
তাঁহারই মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

"কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগের পু
কন্যার সহিত তাঁহাদের কন্যাপুত্রের বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতের বিচা
সিদ্ধ হইবে কি অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া অসিদ্ধ হইবে," এরূপ সন্দেহের উদ্
হইল কেন, মহাশয় ? এদেশের 'কায়স্থ' আখ্যার আখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দ যদি অ
দেশীয় ক্ষত্রিয় আখ্যাধারী ব্যক্তিবৃন্দের পুত্রকন্যার সহিত নিজেদের কন্যা পুত্রে
বিবাহ দেন, তাহা হইলে অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া অসিদ্ধ হইবার কোনই কারণ নাই
কারণ,—এ দেশের কায়স্থবৃন্দ ও পশ্চিমপ্রদেশস্থ কায়স্থ, ক্ষত্রিয়গণ সকলে

মূলতঃ দেব ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তের সন্তান—সুতরাং মূলতঃ সকলেই ক্ষত্রিয়। সুতরাং, উভয় প্রদেশস্থ ক্ষত্রিয়গণের পরস্পর বিবাহে অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া আশঙ্কা করিবার হেতু মাত্র নাই। তবে দেশ ভেদে আচারাদির কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও, মূলে এক বলিয়া কোনই দোষ স্পর্শ করিতে পারে না।

কায়স্থের কায়স্থ পদবাচ্য জাতিগত কার্য্য বিজ্ঞাপক। ইহা গবণমেণ্টও স্বীকার করতঃ বলিয়াছেন কায়স্থ writer caste. শাস্ত্রেও বৃত্তিভেদে দুই প্রকার ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দেখা যায়। এই বৃত্তিভেদ বশতঃ দুইটীকে এদেশীয় ও অন্য দেশীয় কায়স্থগণকে দুইটি পৃথক জাতি বা বর্ণ মনে করা নিতান্তই অসঙ্গত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বৃত্তিভেদে যদি জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা বর্ত্তমানে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে যে সকল ব্রাহ্মণ হাকিমি করেন, তাঁহারা হাকিম জাতি হইতেন, যাঁহারা ডাক্তারী করেন তাঁহারা বৈদ্য জাতি হইতেন, যাঁহারা কেরাণী-গিরি করেন তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন। বৃত্তিভেদে যেমন ব্রাহ্মণ অসবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন না, তেমনই বৃত্তিভেদে এদেশের কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই বা অসবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবেন কেন ? এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, এ দেশীয় ব্রাহ্মণকায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণ অধিকাংশই পশ্চিম হইতে আসিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ যে বর্ণান্তর্গত, ইঁহারাও তাহাই। যদি লেখক মহাশয় ইহা স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ এদেশে আসিবার পর বর্ণচ্যুত হইয়াছেন ; তাহা না পারিলে, তিনি দয়া করিয়া স্বীকার করিবেন, পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ যে বর্ণভুক্ত, তাঁহাদের এদেশের বংশধরগণও সেই বর্ণভুক্ত। শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

অসিনাং রক্ষণং রাজ্যং, মস্যাদি স্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল ॥

যজুর্ব্বেদীয় বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড।

অর্থাৎ অসি দ্বারা রাজ্য রক্ষিত হয়, মসী দ্বারা রাজ্য স্থাপিত হয়। উভয়েই ক্ষাত্রধর্ম্মী বলিয়া জগতে বিখ্যাত।

ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো ধর্ম্মসঙ্কটঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়াস্তস্য জপযজ্ঞসুরার্চ্চনাৎ ॥

ব্যোম সংহিতা।

অর্থাৎ কলিতে বর্ম্ম উপাধিধারী কায়স্থই ক্ষত্রিয়, তাঁহারা ব্রহ্মার কায়া হই সমুৎপন্ন ও জপযজ্ঞপরায়ণ।

অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়া সন্তি তত্রবৈ।
তেষামুত্তমতাং যাম্নাং কায়স্থোঽ ক্ষর জীবকঃ॥

পদ্ম পুরাণ।

অর্থাৎ অক্ষরজীবী কায়স্থ অনেক প্রকার ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আবার এ দেশের কার্য্যগত কায়স্থপদবীধারী ব্যক্তিবৃন্দ চিত্রগুপ্তজ বলি পরিচয় দিয়া থাকেন। সেই চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধেও শাস্ত্রে বলিতেছেন :—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থ যজ্ঞকম্।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভূবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্যনিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজা সৃজস্ব ভোঃ পুত্র! ভুবিভার সমন্বিতাঃ॥
তস্মৈদত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তর ধীয়ত।

ভবিষ্যপুরাণ।

অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার সর্ব্বকায় হই লেখনী ছেদনী ও মসীভাজন হস্তে, এক শ্যামবর্ণ দিব্যপুরুষ উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, আমি ধ্যানস্থ হইলে, তুমি আমার শরীর হইতে সমুৎ হইয়াছ, তজ্জন্য তোমার কায়স্থ সংজ্ঞা হইল। তুমি জগতে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যা হইবে। লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার জন্য ধর্ম্মরাজপুরে তোমার বাসস্থান নির্দি হইল। তুমি ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে এবং ভূভার সমন্বিত প্রজা উৎ করিতে থাকিবে।

আমরা অতি সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, কায়স্থের আদি পু চিত্রগুপ্তদেব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ও তদ্বংশীয় আমরাও বঙ্গের কায়স্থ আখ্যায় আখ্যা ব্যক্তিবৃন্দও ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী।

লেখক মহাশয় যদি বলেন, যে, এদেশের কায়স্থগণ যখন মাসাশৌচ পাল করিতেছেন, তখন তাঁহারা কেন না শূদ্র হইবেন? উত্তরে আমাদের বক্ত এই যে, অশৌচ পালনের কাল দেখিয়া জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর সকল জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরাই অধিক

...পতিত হন। এ দেশের কায়স্থগণের উপবীতহীনতা ও মাসাশৌচ পালন দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে শূদ্র মনে করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমরা "হয়গ্রীবে" দেখিতে পাই :—

উপবীত ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেণ শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধতে তথা॥

অর্থাৎ উপবীত ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে ও অনুপবীতী ক্ষত্রিয়গণ একমাসে অশৌচান্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন।

আমরা এই দিকে জ্ঞানবৃদ্ধ লেখক মহাশয়ের উদারদৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষিত করিতেছি। তিনি উল্লিখিত শ্লোকে দেখিবেন, বহুকাল পূর্ব্বে, এমন কি বৃহন্নারদীয় পুরাণ রচিত হইবার সময়ও, ক্ষত্রিয় উপবীতী ও অনুপবীতী ছিলেন, তদনুসারেই অশৌচ পালনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি উপবীত না থাকিতেই, ক্ষত্রিয় শূদ্র হইয়া যাইত, তাহা হইলে "মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধতে তথা" শাস্ত্রকার এইরূপ লিখিতে পারিতেন না। এখন লেখক মহাশয় দেখুন, উপবীতহীনতা নিবন্ধন কায়স্থগণ শূদ্র হইয়া যায় নাই। তবে উপবীতের অভাবে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

আবার দেখুন, হিন্দু সমাজের দ্বিজগণের মধ্যে দশবিধ সংস্কার পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থগণ আবহমানকাল এই দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছিলেন। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়, ব্রাহ্মণগণের ন্যায়, তাঁহারাও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদবধি কোনরূপ চেষ্টা ও প্রয়োজনের অভাবে, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পুনরায় উপবীত সংস্কার গ্রহণ না করিলেও, অন্য নয়টী সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন। এবং সদ্ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের এই সংস্কার করাইতেছেন। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, শূদ্রের কোন সংস্কার নাই। কাজেই বলিতে হয়, কায়স্থগণ যখন পূর্ব্বাপর দ্বিজ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই শূদ্র বলিবার উপায় নাই। অতঃপর জ্ঞানবৃদ্ধ লেখক মহাশয় এ বিষয় প্রণিধান করিলে ভাল হয়।

লেখক একস্থানে বলিয়াছেন—"কায়স্থ কর্ত্তৃক যদি ভাগিনেয় দত্তক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, সে দত্তক আইন অনুসারে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ হইবে?" ইত্যাদি। আমরা বলি ঐ কার্য্যের, সিদ্ধাসিদ্ধ ও পাপপুণ্য বিষয়ে কায়স্থগণ দায়ী নহেন, উহার ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই তজ্জন্য দায়ী। কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত, ব্যবস্থা বা পাঁতি না লইয়া কায়স্থগণ কখনই কোন কার্য্য করেন না, বা

সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপে বিরত থাকেন। সুতরাং সিদ্ধাসিদ্ধ ভালমন্দের দা
কায়স্থের উপর না চাপাইয়া পাঁতিদাতা ব্রাহ্মণগণের উপর অর্পণ করাই লেখ
মহাশয়ের বিধেয়। আর তাঁহাদের ব্যবস্থামত চলিয়া কায়স্থগণের যদি কো
অমঙ্গল হয়, বা অশাস্ত্রীয়তা উপলব্ধি হয়, তবে ব্যবস্থাদাতাগণের দণ্ডাই হও
উচিত কি না, লেখক মহাশয় তদ্বিষয়েও মস্তিষ্ক পরিচালন করিবেন।

আমরা মন্বাদি সংহিতার দেখিতে পাই, পিতা মাতা যে পুত্র অপরকে দা
করেন, তাহাকেই দত্তক পুত্র বলে।

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥

১৬৮।৯ অঃ মনু।

অর্থাৎ আপৎ কালে পিতা মাতা সজাতীয় পুত্রকে প্রীতি পূর্ব্বক দান করি
তাহাকে দত্তক পুত্র বলে।

দদ্যান্মাতা পিতা বা যংস পুত্র দত্তকো ভবেৎ।

১৩৩।২ যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ পিতা মাতা যে পুত্র অপরকে দান করে, তাহাকে দত্ত
পুত্র বলে।

মন্বাদি সংহিতায় দত্তকপুত্রের এই সংজ্ঞা ব্যতীত পুত্র গ্রহণের কোন ব্যব
লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। দান করা পুত্রই যখন দত্তক পুত্র, তখন শ্বাশু
জামাতাকে বা ভগিনী ভ্রাতাকে যে পুত্র দান করিতে পারিবে না, এরূপ কো
নিষেধ বচন আমরা পাই নাই। দত্তকগৃহীতা গৃহীত দত্তকের মাতাকে
অবিবাহিতাবস্থায় বিবাহ করিতে না পারিলে, যে দত্তক গৃহীত হইতে পারে ন
বলিয়া আজকাল নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্তই আধুনিক, প্রাচীন স্মৃতি
উহার কোনই উল্লেখ নাই। দত্তক গ্রহণ বিষয়ক "দত্তক চন্দ্রিকা" নামক
একখানা পুস্তক বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য ও সর্ব্ববাদীসম্ম
নহে। শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত Hindu La
নামক পুস্তকে ঐ দত্তকচন্দ্রিকা যে ইং ১৮০০ সালে রচিত ও মুদ্রিত
প্রকাশিত করিয়াছেন। শূদ্র যে সগোত্রে বিবাহ করিতে পারে, বা সগোত্রে
বিবাহ করিতে পারিলেও, নিজ সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে, তাহা মন্বা
স্মৃতিতে নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতিতে শূদ্রের সগোত্রে বিবাহ দোষজন
নহে, বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, তাই বলিয়া সহোদরাকে বিবাহ করি

পারে এমন কথা বলেন নাই। রঘুনন্দন বা পণ্ডিতমহাশয়গণ যে যুক্তিবলে শূদ্রের সগোত্রে বিবাহ দোষজনক নহে বলিয়াছেন, সেই যুক্তিবলে ক্ষত্রিয় বৈশ্যও সগোত্রে বিবাহ করিতে পারে।

ধনঞ্জয়ের "ধর্ম্ম-প্রদীপের" মতে গোত্র আদিপুরুষের নাম, এবং রঘুনন্দনের মতে আদি পুরুষের নামে ব্রাহ্মণের ও আদি পুরোহিতের গোত্র বা নামে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গোত্র হইয়াছে।

বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধাদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপ গোত্রং।
পৌরহিত্যান্ গোত্র প্রবরান্ রাজন্য বিশঃ প্রাবৃণত॥ (রঘুনন্দন)

যদি আদি পুরুষের নামেই গোত্র হয়, তাহা হইলে মনুকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আদিপুরুষ বলিতে হয়। কারণ মনুর মতে, মনু হইতে মরিচি অত্রি প্রভৃতি ১০ জন ঋষি এবং কর্দ্দম প্রজাপতি সৃষ্ট হন। সুতরাং মনুই ১০ জন ঋষি ও কর্দ্দমের পিতা এবং মনুই মানব মাত্রেরই আদি পুরুষ।

এই মনু মহাশয়ের পুত্র প্রচেতা দক্ষের কন্যাকে, অপর পুত্র কাশ্যপ, অঙ্গিরা ও কর্দ্দমের কন্যাকে অপর ৯ জন ঋষি বিবাহ করেন। সুতরাং মরিচ্যাদি ঋষিগণ যে সর্ব্বপ্রথম সগোত্রে বিবাহ করিয়া বংশ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। কাজেই বলিতে হয় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ মনুপুত্র ব্রাহ্মণ ঋষিগণের সগোত্র বিবাহের সুধাময় ফল! মন্বাদি শাস্ত্র শূদ্র সম্বন্ধে যে সকল স্বার্থপরতাময়, হিংসা বিজড়িত, বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে, বিশেষ-রূপেই প্রতিপন্ন হয় যে, শূদ্রের পোষ্যপুত্র গ্রহণের কোন কারণই থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ বড়লোকে—অন্ততঃ যাঁহার অবস্থা ভাল এমন লোকই সম্পত্তি ভোগ, অথবা বংশ রক্ষার জন্য, কিম্বা শ্রবণভৈরব পুন্নাম নরক হইতে সশরীরে উদ্ধারের জন্য, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন গরিব লোক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে না, বা বংশলোপের কোন ভয়ও রাখেনা। মন্বাদি শাস্ত্রে শূদ্রের জীবিকা নির্ব্বাহের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শূদ্র যে কোন কালে হিন্দু রাজার সময়—ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দিনে আপন দারিদ্র্যদশা পরিবর্ত্তিত করিতে—অন্ততঃ দুই চারিটী তাম্রখণ্ডও সঞ্চিত করিতে পারিত, ইহা ধারণার বহির্ভূত। কারণ মনু মহাশয় ব্রাহ্মণকে, শূদ্রের ধন চুরি করিয়া হউক—ডাকাতি করিয়া হউক অথবা ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন, ছানা, পায়স, পিষ্টক হইতে বঞ্চিত শূদ্রের মস্তিষ্ক-হীন মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াই হউক, তাহার সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইবার সময় শূদ্রগণ কোনরূপেই দুই পয়সা

সঞ্চয় করিতে পারিত না,—গরিব থাকিত। কাজেই, যে গরিব তাহার সম্পত্তি কোথায় যে উহা রক্ষা বা ভোগ করিবার জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে? বিশেষতঃ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে মহাব্যাহৃতি হোম বা যজ্ঞ করিতে হয়; শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই। সুতরাং সেই সে কালের মান্ধাতার আমলের লিখিত শাস্ত্রে শূদ্রের পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যবস্থা কদাচ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, শ্রীমদ্-ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন প্রজাপতি রুচি মনু কন্যা আকুতিকে বিবাহ করেন। ঐ আকুতির গর্ভে ব্রাহ্মণ নন্দন রুচির ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম যজ্ঞপুরুষ ও কন্যার নাম দক্ষিণা। এই দক্ষিণা ঠাকুরাণী স্বীয় সহোদর ভ্রাতা যজ্ঞপুরুষকে বিবাহ করিয়া দ্বাদশটি পুত্র উৎপাদিত করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের মধ্যে সহোদর ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ হইয়া, যদি ঔরসপুত্র উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতির ভাগিনেয়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাটা কি এতই গর্হিত? একি ব্রাহ্মণের বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে অন্যের বেলা, না কি?

লেখক মহাশয়কে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথাটী এই:—"জ্ঞান ও কর্ম্ম" যে শ্রেণীর পুস্তক, তাহাতে কি "কায়স্থের উপনয়ন" শীর্ষক প্রস্তাব সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল? ব্রাহ্মণের উপনয়নের কথা স্থান পাইল না, বৈদ্যের উপনয়নের বিষয় লিখিত হইল না, যোগীর উপনয়ন কাহিনী বিবৃত হইল না, অথচ "কায়স্থের উপনয়ন" আসিয়া আসর জমকাইয়া বসিয়া উহার অপ্রাসঙ্গিকতা বিঘোষিত করিল ইহার কারণ কি? আমরা আজ সসম্ভ্রমে লেখক মহোদয়কে "কায়স্থের উপনয়ন" এই অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাব পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

অসামাজিক কায়স্থ (বঙ্গাল)

এবং

কায়স্থ দাস বা দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)।

'কুলদীপিকা' পাঠে জানা যায়, বঙ্গদেশবাসী শূদ্রগণের নির্ণয়ার্থই কুলনির্ণয়ের আবশ্যকতা হইয়াছিল; যথা,—

"তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈর্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽধুনা।
তেষাং নির্ণয়মাচক্ষে কুলঞ্চৈব বিশেষতঃ॥"

ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয়, শূদ্র হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্যই, বল্লাল সেন কায়স্থের কুল বন্ধন করিয়াছিলেন। এখন, সেই শূদ্র কাহারা, তাহাই দেখা যাউক।

ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন,—

'কায়স্থাৎ শূদ্রভার্য্যায়াং জাতো ডেঙ্গর সংজ্ঞকঃ।'*

ডেঙ্গরেরা কি শূদ্রভার্য্যা-গর্ভ সম্ভূত? যদি তাহাই হয়, তবে কায়স্থের শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত পুত্রগণই তৎকালে 'ডেঙ্গর' আখ্যা ধারণ করিয়াছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং কায়স্থের শূদ্রা দাসীর পুত্রগণের বংশধরেরাও অবশ্যই 'ডেঙ্গর' বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অধুনা কায়স্থ সমাজে নিয়ত ঐরূপ ডেঙ্গর শ্রেণীর উৎপত্তি হইতেছে। বর্ত্তমান গোলাম বা কায়স্থদাসগণই যে, ডেঙ্গর শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহারই বা কি প্রমাণ রহিয়াছে?

প্রাচীন 'মিশ্রকারিকা'য় লিখিত আছে:—

পাণ্ডব-বর্জ্জিত-স্থানং ম্লেচ্ছাচার-সমন্বিতং।
নাস্তি ভেদ কুলাচারস্তৎস্থানেষু কদাচন॥
তৎস্থানবাসিনঃ সর্ব্বে বঙ্গালাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তস্মাত্তে চ কুলাচারাদ্ বল্লালেন বহিষ্কৃতাঃ॥
বঙ্গালেন সমং কর্ম্ম কুর্য্যুশ্চ বঙ্গজা যদা।
জাতিভ্রষ্টা ভবেয়ুশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥

তবে কি বঙ্গালগণই অনাচারী শূদ্র ছিল? পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থান ম্লেচ্ছাচার সমন্বিত; তথায় কোন কুলভেদ নাই। এই স্থানবাসীদিগকে 'বঙ্গাল' বলে। তন্নিমিত্ত তাহারা কুলবিধি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। কোনও বঙ্গজ কায়স্থ ঐ স্থানবাসী বঙ্গালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন।

এখন দেখা যাউক, 'বঙ্গাল' এবং 'বঙ্গজ' শব্দ দুইটার অর্থগত প্রভেদ কি। বর্ত্তমান বঙ্গদেশের একাংশকে 'বাঙ্গালা' বলে। বোধ হয় এই বাঙ্গলাকেই প্রাচীন সময়ে বঙ্গদেশ বলা হইত। এখন যেমন বঙ্গদেশবাসীকে বাঙ্গালী বলা হইতেছে, তখনও হয়ত ইহারই নামান্তরে 'বঙ্গাল' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল। আর 'বঙ্গজ' শব্দটীর অর্থও প্রায় একরূপই হইতেছে। 'বঙ্গে জন্ম যাহার' এই অর্থে যখন

* 'শূদ্রভার্য্যা' বলিলে 'শূদ্রের ভার্য্যা' এবং 'শূদ্র ভার্য্যা' উভয়ই বুঝাইতে পারে, কিন্তু ধ্রুবানন্দ মিশ্র বল্লাল সেনের অতি পরবর্ত্তী, তাঁহার সময় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাহারও প্রমাণ পরে দেওয়া গেল। এরূপ স্থলে "শূদ্র ভার্য্যার" ও অর্থে "শূদ্রস্যভার্য্যা তস্যাং" এই রূপই বুঝা যায়।

"বঙ্গজ" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন 'বঙ্গাল' শব্দের সহিত ইহার কোনও ইতর বিশেষ দেখা যায় না। তবে, 'বঙ্গাল' ও 'বঙ্গজ' এই দুইটী শব্দ দ্বারা কে দুইটী পৃথক্ জাতিকে সীমাবদ্ধ করা হইল, এস্থলে ইহার কোনও গূঢ় উদ্দে অবশ্যই থাকিবে। সেই উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়; একটী দ্বা বঙ্গের আদিমঅধিবাসীদিগকে বুঝাইতেছে, অপরটী দ্বারা, উত্তর কালে যাহা বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গে বাস করিতেছে, তাহাদের স্বতন্ত্রতা র করিতেছে। অধুনা আবার 'বাঙ্গালী' শব্দ দ্বারা বঙ্গের সমস্ত জাতিরই সম করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোনটী দ্বারাই বঙ্গের কোনও জাতি বা জাতি অংশ বিশেষকে বুঝাইতেছে না। বল্লাল সেন বঙ্গের আদিম শূদ্র বা বঙ্গাল সহিত পৃথক্ রাখিবার নিমিত্তই বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীর সমাজ-বন্ধন করিয়াছিলেন এক্ষণ দেখা যাইতেছে, কুলদীপিকার শূদ্রেরাই বঙ্গাল নামে অভিহিত হইয়াছিল তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যায়, বঙ্গাল ভার্য্যা-গর্ভ-সম্ভূত কায়স্থের পুত্রগণকে ডেঙ্গর বলা হইয়াছিল।

কুলবিধিতে আছে, বঙ্গজ কায়স্থ ডেঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ করিলে, তাঁহাদের ক্ষয় হয়, এবং বঙ্গালের সহিত সম্বন্ধ করিলে, তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন বঙ্গাল হইতে ডেঙ্গর যেন একটু উচ্চ শ্রেণীর বলিয়াই বুঝাইতেছে। ইহা তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই জানা যাইবে যে, ক্ষেত্র হইতে বীজের উৎক সাধনই ইহার মূলীভূত কারণ। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ দাসদের সম্মান হইতে অসামাজিক কায়স্থদের সম্মান অনেক উচ্চে রহিয়াছে। ইহার কারণ কি তবে কি অসামাজিক কায়স্থগণ বঙ্গাল নহে?

কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গজ কায়স্থেরা তৎকালে বঙ্গাল এবং ডেঙ্গরের সহিতও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপ করিয়াছিলেন; এই জন্যই বল্লাল সেন ঐ সব ভ্রষ্টকায়স্থদিগকে বঙ্গজ সমাজে অচল 'সংজ্ঞা' প্রদান করিয়াছিলেন। এ অনুমান সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না কেন না, অচল কায়স্থেরা যে ঐরূপ সংস্রবে সংবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ভ্রষ্টাচার কায়স্থদিগকে যে বল্লালসেন কায়স্থ শ্রেণীভু করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাসেরও বশবর্ত্তী হওয়া যায় না। জাতিভ্রষ্ট কায়স্থদিগকে অবশ্যই তিনি কায়স্থশ্রেণীতে গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

(ক্রমশঃ)

Presented to the K. P. P.
by Shiva Prashad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

আশ্বিন, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দান

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র,	সাং ২৬ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৷৷০
" পুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী,	সাং করিমবক্সের লেন, কলিকাতা	।৹
" প্রিয়নাথ সিংহ,	সাং ১৩ নং নিকাশীপাড়া লেন, কলিকাতা	১৲
" পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী,	সাং চট্টগ্রাম	১৲
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,	সাং ৪৬নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা	৫৷৷৵০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১২ই আষাঢ়, ১৩১৮।

(জেলা বর্দ্ধমান, কাইতি ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার বাটীর কেন্দ্র)।

১।	দত্ত, মন্মথনাথ,	সাং কেশবপুর,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	সিংহ, পাঁচকড়ি,	সাং ছোটবৈনান,	"
৩।	বসু, হরিদাস,	সাং বুজরুগ্‌দিঘী,	"
৪।	" ক্ষেত্রমোহন,	সাং মীরপুর,	"
৫।	মিত্র, হৃষিকেশ বিএ,	সাং শ্রীরামপুর,	"

৬। ঘোষ, অমরনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।	৩০। মিত্র, অবিনাশচন্দ্র, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৭। ,, আনন্দমোহন, ,,	৩১। ,, অক্ষয়চন্দ্র, ,,
৮। ,, খগেন্দ্রনাথ, ,,	৩২। ,, জগদীশচন্দ্র, ,,
৯। ,, গোষ্ঠবিহারী, ,,	৩৩। ,, তারাপদ, ,,
১০। ,, প্রমথনাথ, ,,	৩৪। ,, শশীভূষণ, ,,
১১। ,, ফকিরদাস, ,,	৩৫। ,, সতীশচন্দ্র, ,,
১২। দত্ত, অনুকূলচন্দ্র, ,,	৩৬। ,, সুরেশচন্দ্র, ,,
১৩। ,, তারকনাথ, ,,	৩৭। রায়, নগেন্দ্রনাথ, ,,
১৪। ,, শরৎচন্দ্র, ,,	৩৮। ,, শিবরতন, ,,
১৫। ভঞ্জ, অঘোরনাথ, ,,	৩৯। সরকার, অতুলচন্দ্র, ,,
১৬। ,, কালীপ্রসন্ন, ,,	৪০। ,, অমরেন্দ্রনাথ, ,,
১৭। ,, তারাপদ, ,,	৪১। ,, খগেন্দ্রনাথ, ,,
১৮। ,, দেবেন্দ্রনাথ, ,,	৪২। ,, জলপেশনাথ, ,,
১৯। ,, নবকুমার, ,,	৪৩। ,, জীতেন্দ্রনাথ, ,,
২০। ,, নগেন্দ্রকুমার, ,,	৪৪। ,, ধীরেন্দ্রনাথ, ,,
২১। ,, নরেন্দ্রকুমার, ,,	৪৫। ,, নবকুমার, ,,
২২। ,, প্রফুল্লকুমার, ,,	৪৬। ,, নবনীলাল, ,,
২৩। ,, প্রমথনাথ, ,,	৪৭। ,, নিবারণচন্দ্র, ,,
২৪। ,, ফণীন্দ্রনাথ, ,,	৪৮। ,, বিনোদবিহারী, ,,
২৫। ,, ব্রজেন্দ্রকুমার, ,,	৪৯। ,, মতিলাল, ,,
২৬। ,, বিনোদবিহারী, ,,	৫০। ,, শৈলেন্দ্রনাথ, ,,
২৭। ,, যতীন্দ্রকুমার, ,,	৫১। ,, সত্যেন্দ্রনাথ, ,,
২৮। ,, ললিতকুমার, ,,	৫২। ,, সুরেন্দ্রনাথ, ,,
২৯। ,, হরিপদ, ,,	৫৩। সেন, পশুপতি, ,,

২৮শে আষাঢ়, ১৩১৮।

(জেলা যশোহর, দ্বারিয়াপুর, শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং আলইপুর, যশোহর জেলা :—

১। বসু, অমূল্যচরণ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং দ্বারিকাপুর, যশোহর জেলা :—

২। জোয়ারদার, অঘোরচন্দ্র।

৩। জোয়ারদার শরৎচন্দ্র, (দক্ষিণরাঢ়ী)

৪। দত্ত, রসিকলাল, ঐ

৫। ,, ললিতমোহন, ঐ

৬। মিত্র, উপেন্দ্রনাথ, ঐ

৭। ,, মতিলাল, ঐ

৮। ,, রামলাল, ঐ

সাং নওপাড়া, যশোহর জেলা :—

৯। দাস, উপেন্দ্রনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

১০। বসু, চন্দ্রনাথ, ঐ

১১। ,, নগেন্দ্রনাথ, ঐ

সাং নওপাড়া, যশোহর জেলা :—

১২। বসু নরেন্দ্রনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

১৩। বিশ্বাস, বসন্তকুমার, ঐ

১৪। ,, হীরালাল, ঐ

সাং বারুইপাড়া, যশোহর জেলা :—

১৫। মিত্র, ললিতমোহন, (দক্ষিণরাঢ়ী)

সাং রাউতড়া, যশোহর :—

১৬। বসু, ইন্দুভূষণ, (দক্ষিণরাঢ়ী)

১৭। ,, রমণীকান্ত, ঐ

সাং রাজারামপুর, যশোহর জেলা:—

১৮। দত্ত, রামসদয়, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩১৮।

(জেলা রাজসাহী, রামপুর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। কর, কুঞ্জমোহন। ২। সরকার, তারকনাথ।

৩। সরকার, যোগেন্দ্রনাথ।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই :—

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৮। বরাহনগর, কলিকাতা। ওলপুর নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত কলিঙ্গমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহনের সহিত টাকী নিবাসী (হাল সাং বরাহনগর, কলিকাতা) বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার।

(এই বিবাহের বরানুগমনে যথেষ্ট ব্যয়বাহুল্য হয়)।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৮। কলিকাতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাণক নিবাসী (হাল সাং কলিকাতা) উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত করুণাময়ের সহিত কলিকাতা নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ৺রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরস্বতীর।

(এই বিবাহে বরানুগমনে কিঞ্চিৎ ব্যয় হয়)।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৮। কলিকাতা কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়া নিবাসী উত্তররা
কায়স্থ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামরঞ্জনের সহি
যশোহর জেলার অন্তর্গত উত্তররাঢ়ী কায়স্থ কুমার সতীশকণ্ঠ রায়ের প্রথ
কন্যার।

(এই বিবাহের বরানুগমনে যৎসামান্য ব্যয় হয়)।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৮। কলিকাতা। হুগলী নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়
৺ঈশানচন্দ্র মিত্রের পুত্র ৺বিপিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযু
সৌরেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত ভবনাথ
মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৮। কলিকাতা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ রাজা বিনয়ক
দাস দেবের তৃতীয় পুত্রের সহিত কলিকাতা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযু
বরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহের বরানুগমনে যথেষ্ট ব্যয় হয়)

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৮। নাটোর, ছাতনী। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন নন্দী
মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী ৺কাদম্বিনী দেবীর মৃত্যুতে।

মরণ মঙ্গল।

(১)

জনমি ক্ষত্রিয়-কুলে,
শূদ্রত্বে ডুবেছি ভুলে,
বহিতেছি নীচত্বের পসরা কেবল ;
শিখা-সূত্র গেছে দূরে,
দাসত্ব লয়েছি শিরে,
পর অনুগ্রহ শুধু জীবন-সম্বল !
এর চেয়ে আমাদের মরণ মঙ্গল।

(২)

সিংহের শাবক হ'য়ে,
শৃগালের আখ্যা লয়ে,
আপনারে মনে করি অধম-দুর্ব্বল ;
ক্ষত্রিয়ের বংশ যোগ্য,
নাহি যাগ, নাহি যজ্ঞ,
বেদ-ধর্ম্ম শৌর্য্য-বীর্য্যে দিনু রসাতল !
এর চেয়ে আমাদের মরণ মঙ্গল।

(৩)

চন্দ্র-সূর্য্য বংশ জাত,
বঙ্গীয় কায়স্থ যত,
কাটিতেছে হীনভাবে জীবন কেবল ;
সে পূর্ব্বমধুর স্মৃতি,
ক্ষত্রিয়-গৌরব গীতি,
স্মরিলে বিদরে হৃদি বহে নেত্রজল।
এর চেয়ে এ জাতির মরণ মঙ্গল।

(৪)

রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির,
পার্থ, কর্ণ, ভীষ্মবীর,
আর্য্যের উন্নত শিক্ষা আদর্শের স্থল ;
জনমি তাঁদের কুলে,
বিপ্র-লব্ধ জ্ঞানে ভুলে,
আপনারে ভাবি সদা অধম দুর্ব্বল !
এর চেয়ে আমাদের মরণ মঙ্গল।

(৫)

আপন উচ্চতা স্মরি,
এস দৃঢ় পণ করি,
ছিন্ন করি শূদ্রত্বের কল্পিত শৃঙ্খল ;

পদে দলি বিঘ্ন-বাধা,
ঘুচাব শূদ্রত্ব ধাঁধাঁ,
পবিত্র সংস্কারে হৃদে না থাকিলে বল,
তার চেয়ে আমাদের মরণ মঙ্গল।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

প্রতিবাদ।

(১)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।—

বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "অত্রিগোত্রধারী কোন দাসবংশ বারেন্দ্র সমাজ ব্যতীত রাঢ়ী বা বঙ্গজ সমাজে নাই। এবং আদিশূরের সময়ে অত্রিগোত্রধারী কোন দাস বঙ্গদেশে আসেন নাই।" উক্ত সমালোচক মহাশয় অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ অত্রিগোত্রধারী দাসবংশ বঙ্গজ কায়স্থসমাজে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ সাহার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী অত্রিগোত্রধারী ভগবানচন্দ্র রায়ের বংশধরেরা বঙ্গজ কায়স্থসমাজে সম্মানীয় মধ্যল্য, বরিশাল-জেলার অন্তর্গত চাঁদসী গ্রামে তাঁহাদের প্রথম বসতি স্থল। তৎপর তাঁহাদের বংশধরেরা ঢাকা জেলার অন্তর্গত রোয়াইল, গোয়ারিয়া, ছনকা, নটাখোলা, রউয়া, এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন মহিষামুরা, সল্লা ও কেদারপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে বাস করিতেছেন। উক্ত অত্রিগোত্রধারী দাসবংশের খ্যাতনামা ভগবানচন্দ্র রায়ের বংশধর পূর্ব্বোক্ত সল্লা গ্রামের পেন্‌সেন প্রাপ্ত ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি রংপুর সহরে অবস্থিতি করিতেছেন। উপরোক্ত রোয়াইল গ্রাম নিবাসী ঢাকা প্রকাশের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ও অত্রিগোত্রধারী বিখ্যাত ভগবানচন্দ্র রায়ের বংশধর ছিলেন। এসমস্ত বিষয় অনুসন্ধান না করিয়াই ঢাকুর সমালোচক মহাশয় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মণঃ।

(২)

মান্যবরেষু—

সসম্মান সবিনয় নিবেদন এই—বিগত শ্রাবণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় "বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনা প্রবন্ধের ১১৬ পৃষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে—"কিন্তু অত্রিগোত্রধারী কোন দাসবংশ বারেন্দ্র সমাজ ব্যতীত রাঢ়ীয় বা বঙ্গজ সমাজে নাই, এবং আদিশূরের সময়ে অত্রিগোত্রধারী কোন দাস বঙ্গদেশে আসেন নাই" ইত্যাদি।

উপরোক্ত কয়েক পংক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ আমি নিবেদন করিতেছি যে রাঢ়ীয় সমাজে অত্রিগোত্র দাসবংশ আছেন কিনা তাহা জানি না; কিন্তু বঙ্গজ সমাজে অত্রিগোত্র দাসবংশ আছেন ইহা স্থির নিশ্চিত কথা। ইঁহারা বঙ্গজ সমাজে গোয়াড়িয়ার দাস নামে পরিচিত। গোঁয়াড়িয়া ইহাঁদের প্রথম বাসস্থান ছিল; উক্ত গ্রাম নদী সিকস্ত হওয়ায়, ইঁহারা নানা স্থানে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইহাঁদের প্রধান শাখা—জেলা ময়মনসিংহ, মহকুমা টাঙ্গাইলে অধীন ঘুনী, আকুটিয়া গ্রামে আছেন।

বঙ্গজ সমাজের এই অত্রিগোত্র দাসবংশ আদিশূরের সময়ে বঙ্গে আসিয়াছেন কিনা তাহা নিশ্চয় জানি না; বারেন্দ্র সমাজ হইতে বঙ্গজ সমাজে মিশিয়াছেন কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস এখন যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ তিন শ্রেণীর কায়স্থ করণ কারণে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, পূর্ব্বে এমনটি ছিল না, অর্থাৎ সকল শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যেই পরস্পর আহার, ব্যবহার, আদান, প্রদান চলিত ছিল। তাহার প্রমাণার্থ আমি দেখাইতেছি যে আমারই পূর্ব্বপুরুষ ৺গোবিন্দঘোষ রায় (এই গোবিন্দঘোষ রায় আমা হইতে ৯ পুরুষ পূর্ব্বে) মহাশয় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃর্গত কুলীন গ্রাম হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ কুলীন বসু রামানন্দের এক বংশধরকে আনিয়া নিজ বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশামত বেকর মহালের অধীন কাঁচাপাই গ্রামে স্থাপনা করেন, এবং তাঁহার নিকট কন্যা বিবাহ দিয়া যৌতুক স্বরূপ জামাতাকেও কন্যার সংসার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কতকগুলি গ্রাম দান করেন। বঙ্গজ সমাজে ইহারা কাঁচপাইর বসু নামে পরিচিত ও কুলীন শ্রেষ্ঠ। গুরুতা ইহাঁদের ব্যবসা এখনও ইহাঁদের শিষ্য শাখা আছে', ৺জগন্নাথ ক্ষেত্রে ইহাঁরা যাত্রী লইয়া উপস্থিত হইলে জগন্নাথের ভোগ প্রণামীর অংশ ইহাঁরা পাইয়া থাকেন বটে কিন্তু বর্ত্তমান কেহই তাহা গ্রহণ করে না।

আর একটী উদাহরণ—বঙ্গজ সমাজে বারেন্দ্র সমাজ হইতে আগত সূক্ষ্মীর ঘোষ মহাশয়েরা। সূক্ষ্মী গ্রাম নদীসিকস্ত হওয়ায়, ইহাঁরা নানাস্থানে বাস

করিলেও সেই সুশ্মীর ঘোষ নামেই পরিচিত। (ইহাদেরও গুরুতা ব্যবসা ৺গোপীনাথ ইহাঁদের কুল বিগ্রহ। সাধারণ প্রবাদ ঘোষ ঠাকুরের গোপীনা (ইহাঁদেরই) কায়স্থ মহাত্মাদিগের অবগতির জন্য এই পত্রখানা লিখিলাম, দয়া করিয়া কায়স্থ পত্রিকায় পত্রখানা মুদ্রিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নিবেদন ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ রায়।

কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত
ও
কায়স্থ-ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ।

আর্য্যগণ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই ভারত-ভূমিকেই আর্য্যভূমি বলিয়া অবগ ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে তাঁহারা অসভ্য, অনার্য্য, অসুর বা শূদ্রগণে বাসস্থান বলিয়াই কখনও গণনার মধ্যেই আনিতেন না। যাঁহারা বলেন আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নহে, তাঁহাদিগকে আমরা বলি তাঁহারা যেন বৃথা আত্মম্ভরিতার আধারে অনধিকার আলোচনা করিয়া আমাদিগে পরম পবিত্র বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতির আর আস্থাশ্রা না করেন। যাহারা শাখা মৃগের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহাদিগের সহিত প্রাচীনতম আর্য্যজাতির কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, আমাদিগের শাস্ত্রেও তাহা নাই। সুতরাং স্বকপোলকল্পিত কোনও তত্ত্বে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতেও প্রস্তুত নহি।

মহাভারতের বনপর্ব্বে পাণ্ডুরাজা যখন পুত্রোৎপাদন জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন "আমাদিগের পূর্ব্বভূমি উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাদৃত আছে।" অনেকে এই কথাটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহা হউক ইহাতে অনুমান হয় উত্তর কুরুই আমাদিগের আদি বাস

ন। পাণ্ডবগণ কুরুবংশীয়। রাজতরঙ্গিনীমতে কাশ্মীরের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বাবধি যে হিমালয় পর্ব্বতেই বাস করিতেন, তাহাও মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে,—ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর প্রভৃতি হিমগিরির পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে অভিযান উদ্দেশে আসিয়াই হস্তিনাপুরবাসী হইয়াছিলেন। স্থান-ভ্রষ্ট হইলে বর্ণগৌরব বা বংশ মর্য্যাদার হানি হয়। পাণ্ডবগণের ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়াছিল। মহাভারতের আদিপর্ব্বেই তাহা আছে।

এই কুরু দেশ সম্বন্ধে মহাভারতে—

"উত্তরৈঃ কুরুভিঃ স্বার্দ্ধং দক্ষিণাঃ কুরবস্তথা।
বিস্পর্দ্ধমানাব্যহরং স্তথা দেবর্ষি চারণৈঃ॥"

দুইটি ভাগ দেখা যায়। রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে প্লবনরাজ সুগ্রীব সীতান্বেষণে নিয়োজিত বানরবর্গের উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন :—

"কুরুংস্তান্ সমতিক্রম্য উত্তরে পয়সাং নিধিঃ।"

কলুর চোক ঢাকা বলদ যেমন ক্লান্ত হইয়া অকস্মাৎ ভ্রমবশতঃ দণ্ডায়মান হয় এবং তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীর অস্তিত্ব অনুভব করে, সেইরূপ কেহ কেহ আবার এই বচনের বলে উত্তরমেরুকেই উত্তরকুরু ঠাওরাইয়া বিষম বিপাকে পড়িতেছেন। নাম সাদৃশ্যও ইহার অন্যতম কারণ।

কেহ কেহ আবার টলেমি সাহেবের দোহাই দিয়া, মধ্য এসিয়ার সমতল-ক্ষেত্রকেই উত্তরকুরু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ এবং পবিত্র স্থানকে সকলেই নিজের দেশের দিকে টানিয়া লয়, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

উত্তরকুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকি বলিতেছেন :—

"সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষি চরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

অর্থাৎ—সপ্তর্ষিগণ যথায় বাস করেন, যেখানে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা, অতি সুখকর দেবর্ষি চরিত যথায় কীর্ত্তিত এবং যথায় চৈত্ররথ বনের অবস্থান, সেই স্থানকে উত্তরকুরু বর্ষ বলিয়া থাকে।" এই মন্দাকিনী কোথায়? আমরা যে মন্দাকিনী জানি, উহা কেদারনাথ পর্ব্বতেরই নিকট।

(ক্রমশঃ)

"ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয়-প্রতিভা।

(২)

আধুনিক সময়ে উপনয়ন, বেদারম্ভ এবং সমাবর্ত্তন সংস্কার একত্র এক সময়েই সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং কোন দ্বিজ বালকই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ বা প্রতিপালন করেন না। পূর্ব্বকালে, আর্য্যসভ্যতার উন্নতির সময়ে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। শ্রীশ্রীমনু মহারাজ বলিতেছেন,—

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিক মেব বা ॥১॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথা ক্রমম্।
আধিপ্লুতো ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥২॥" তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে ভগবান্ মনু অখণ্ডিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের বিষয় বলিয়াছেন,—এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম প্রবেশেচ্ছুক ব্রহ্মচারীর ব্রতের পরিমাণের বিষয় বলিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বর্য্য শ্রীমৎ কুল্লুকভট্ট উপরিউক্ত মনু বাক্যের টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"পূর্বত্রাসমাপ্তেঃ শরীরস্যেত্যনেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যমুক্তং, ন তত্রাবধ্যপেক্ষা আ সমাবর্ত্তনাদিত্যনেন চোপকুর্বাণস্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্। অতস্তস্যৈব গার্হস্থ্যাধিকারঃ তত্র কিয়দবধিবিধৌ ব্রহ্মচর্য্যে তস্য গার্হস্থ্যামিত্যপেক্ষায়ামাহ ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকমিতি। ত্রয়ো বেদা ঋগ্‌যজুঃ সামাখ্যাঃ তেষাং সমাহারস্ত্রিবেদী তদ্বিষয়ং ব্রতং স্বগৃহোক্তনিয়মসমূহরূপং ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষং যাবদ্ গুরুকুলে চরিতব্যম্। অশক্তি পক্ষে সমং স্যাদশ্রুতত্বাদিতি ন্যায়েন প্রতিবেদশাখাং দ্বাদশবর্ষাণি ব্রতাচরণম্ তদর্দ্ধিকমষ্টাদশবর্ষাণি তত্র প্রতিবেদশাখং ষট্। পাদিকং নববর্ষাণি তত্র প্রতি বেদশাখাং ত্রীণি। যাবতাকালেনোক্তাবধেরূর্দ্ধমধো বা বেদান্ গৃহ্লাতি তাবৎ কাল বা ব্রতাচরম্। * * * অথর্ববেদস্য ঋগ্বেদাংশত্বেঽপি ঋগ্বেদং যজুর্ব্বেদং সামবেদ মথর্ব্বাণং চতুর্থমিতি ছান্দোগ্যোপনিষদি চতুর্থবেদত্বেন কীর্ত্তনাৎ অদা বেদাশ্চতার ইতি।"

ইহার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই :—ব্রহ্মচর্য্যব্রত কতদিন করিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বাস করতঃ তিন বেদের (ঋক্, যজুঃ সাম এবং ঋগ্বেদের অংশ অথর্ব্ব) অধ্যয়ন করিবেন এবং ব্রহ্মচর্য্যব্রত রক্ষা করিবেন; অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল বা অষ্টাদশ

বৎসর কিংবা তাহার চতুর্থভাগ বা নয় বৎসর কিংবা যতদিনে সমগ্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হয়, ততদিন গুরুগৃহে বাস করিবেন। অথবা যথাক্রমে বেদ সমূহ, দুই বেদ অথবা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতঃ ব্রহ্মচারী গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

মহর্ষি মনুর মতে, ষট্‌ত্রিংশ বা ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দ্বাদশ বর্ষ মধ্যম কল্প এবং নয় বৎসর অধমকল্প। ছান্দোগ্য উপনিষদে কিন্তু এতদপেক্ষা অধিককাল ব্রতপালন উপদিষ্ট হইয়াছে,—

পুরুষোবাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতির্বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃ সবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ॥১॥ তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃ সবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনু সন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্‌সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥২॥ অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশবর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুভং ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রাঃ অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি ॥৩॥ তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয় সবন মনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণাণাং রুদ্রাণাং মে মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্‌সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥৪॥ অথ যান্যষ্টা-চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবন মষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয় সবনং তদাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে ॥৫॥ তং চেদে-তস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয় সবনমায়ুরনু-সন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্‌সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥৬॥"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ইহাতেও তিন প্রকার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের বিষয় কথিত হইয়াছে। অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) বৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বোত্তম, চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষব্যাপী (৪৪) ব্রত মধ্যম এবং চতুর্বিংশতি (২৪) বৎসর ব্যাপী ব্রত নিকৃষ্ট কল্প।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশার্থী বালককে পিতার উপদেশ :—

ব্রহ্মচর্য্যসি অসৌ ॥১॥ অপহশান ॥২॥ কর্মকুরু ॥৩॥ দিবা মা স্বাপ্‌সীঃ ॥৪॥ আচার্য্যাধীনো বেদমধীষ্ব ॥৫॥ দ্বাদশবর্ষাণি প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং গৃহাণ (বা ব্রহ্মচর্য্যং চর) ॥৬॥ আচার্য্যাধীনো ভবান্যত্রাধর্মাচরণাৎ ॥৭॥ ক্রোধানৃতে বর্জয় ॥৮॥ মৈথুনং

বর্জয় ॥৯॥ উপরি শয্যাং বর্জয় ॥১০॥ কৌশীলবগন্ধাঞ্জনানি বর্জয় ॥১১॥ অতি স্নানং ভোজনং নিদ্রাং জাগরণং নিন্দাং লোভ মোহভয় শোকান্ বর্জয় ॥১২॥ প্রতিদিনং রাত্রেঃ পশ্চিমে যামে চোত্থোবশ্যকং কৃত্বা দন্তধাবন স্নানসন্ধ্যোপাসনা স্তুতিপ্রার্থনোপাসনাযোগাভ্যাসান্নিত্যমাচর ॥১৩॥ ক্ষুরকৃত্যং বর্জয় ॥১৪ ॥ মাংসরুক্ষা হারং মদ্যাদিপানং চ বর্জয় ॥১৫॥ গবাশ্বহস্ত্যুষ্ট্রাদিযানং বর্জয় ॥১৬॥ অন্তর্গ্রাম নিবাসোপানচ্ছত্রধারণং বর্জয় ॥১৭॥ অকামতঃ স্বয়মিন্দ্রিয়স্পর্শেন বীর্য্যস্খলনং বিহায় বীর্য্যং শরীরে সংরক্ষ্যোর্দ্ধরেতাঃ সততং ভব ॥১৮॥ তৈলাভ্যঙ্গমর্দ্দনাত্যম্লাতিতিক্তকষায় ক্ষার রেচন দ্রব্যাণি মা সেবস্ব ॥১৯॥ নিত্যং যুক্তাহার বিহারবান্ বিদ্যোপার্জনে চ যত্নবান্ ভব ॥২০॥ সুশীলো মিতভাষী সভ্যো ভব ॥২১॥ মেখলাদণ্ড ধারণ ভৈক্ষচর্য্য সমিদাধানোদকস্পর্শনাচার্য্য প্রিয়াচরণপ্রাতঃ সায়মভিবাদন বিদ্যা সঞ্চয় জিতেন্দ্রিয়ত্বাদীন্যেতে তে নিত্যধর্মাঃ ॥২২ ॥

এই বাক্যগুলির মর্ম্মার্থ এই :—"তুমি আজ হইতে ব্রহ্মচারী হইলে।১। নিত্য সন্ধ্যোপাসনা এবং ভোজনের পূর্ব্বে শুদ্ধ জল দ্বারা আচমন করিবে।২। অন্যায় ও অধর্ম্ম জনক কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ন্যায়মত ও ধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম কর।৩। দিবসে ঘুমাইও না।৪। আচার্য্যের অধীন হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন কর।৫। এক এক বেদ অধ্যয়ন নিমিত্ত বার বৎসর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য কর।৬। আচার্য্যের অধীন হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর, কিন্তু যদি আচার্য্য অধর্ম্মাচরণ করিতে বলেন তাহা হইলে তাহা করিবে না।৭। ক্রোধ এবং মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ কর।৮। অষ্টাঙ্গ মৈথুন* পরিত্যাগ কর।৯। খাট পালঙ্ক প্রভৃতি উচ্চ শয্যা পরিত্যাগ করতঃ ভূমিতে শয়ন কর।১০। গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং গন্ধদ্রব্য ও অঞ্জন পরিত্যাগ কর।১১।† অতিস্নান, অতিভোজন, অধিক নিদ্রা, অধিক জাগরণ, নিন্দা, লোভ, মোহ, ভয়, শোক পরিত্যাগ কর।১২। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আবশ্যক শৌচাদি এবং দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা এবং যোগাভ্যাস নিত্য আচরণ কর।১৩। ক্ষৌরকার্য্য করিও না।১৪। মাংস রুক্ষ অন্ন, মদ্যাদি পান বর্জ্জন কর।১৫। অশ্ব, গো, হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুতে কিংবা তদ্দ্বারা বাহিত যানাদিতে আরোহণ ত্যাগ কর।১৬। গ্রামের ভিতর বাস, পাদুকা এবং ছত্র ব্যবহার পরিত্যাগ কর।১৭। আবশ্যকতা ভিন্ন কদাপি উপস্থেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে না কিম্বা কদাপি বীর্য্যস্খলন করিবে না।১৮। তৈলাদি দ্বারা অভ্যঙ্গ, অঙ্গমর্দ্দন, অতি অম্ল, অতি তিক্ত, অতি কষায়, ক্ষার লবণ এবং বিরেচক দ্রব্যাদি সেবন করিও না।১৯। নিত্য যথোপযুক্ত আহার বিহার করিয়া বিদ্যাপার্জ্জনে যত্নবান্ হও। ২০। সুশীল, মিতভাষী, এবং সভ্য হইবে।২১। মেখলা ও দণ্ডধারণ করতঃ ভিক্ষাচরণ অগ্নিহোত্র, স্নান, সন্ধ্যোপাসন, আচার্য্যদেবের প্রিয়াচরণ, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে আচার্য্যকে অভিবাদন করিবে এবং সমগ্র ইন্দ্রিয় নিজ বশে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরিপালন করিবে।২২"

এই সকল উপদেশের যথাযথ পরিপালন না করিলে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত রক্ষা হইতে পারে না। শরীরকে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহিষ্ণু ও শীতাতপক্ষম এবং মনকে বিবিধ বিদ্যাদ্বারা উন্নত এবং পরিণত করতঃ আদর্শ মনুষ্য গঠন করাই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় "গৃহস্থের ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি এবং এক্ষণে তৎসমুদয় পুনরুক্তি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থিত দ্বিজপুত্র কি কি বিদ্যার অনুশীলন করেন, এবং পারদর্শিতা লাভ করেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করতঃ অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১। বেদাঙ্গ—ব্যাকরণ পাণিনিমুনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী। পতঞ্জলি মুনিকৃত মহাভাষ্য।

২। নিরুক্ত—যাস্কমুনিকৃত নিঘণ্টু, এবং কাত্যায়ন কৃত কোষ।

(৩) ছন্দ—পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দোগ্রন্থ।

(৪) জ্যোতিষ—সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি প্রাচীন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ।*

(৫) শিক্ষা—পাণিনি কৃত।

(৬) কল্প—শ্রৌত সূত্রাবলী।

২। উপাঙ্গ—

(১) জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসা।

(২) ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা।

* স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নধ্যাতব্যং ন বক্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন ॥

† অধুনা স্কুল কলেজের ছাত্রেরা—এমন কি টোলের বিদ্যার্থিবর্গও—কৌশীলব বা নাটকাভিনয়ানুশীলন বাহাদুরি বলিয়া মনে করেন এবং শিক্ষক ও অধ্যাপক মহাশয়েরা ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতে ত্রুটী করেন না!

* গণিত জ্যোতিষই (Astronomy) বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) বেদাঙ্গ নহে। ফলিত জ্যোতিষ আমাদের খাঁটী "স্বদেশী শাস্ত্র কিনা, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

বর্জ্জয় ॥৯॥ উপরি শয়নং বর্জ্জয় ॥১০॥ কৌশীলবগন্ধাঞ্জনানি বর্জ্জয় ॥১১॥
আনং ভোজনং নিদ্রাং জাগরণং নিন্দাং লোভ মোহভয় শোকান্ বর্জ্জয় ॥
প্রতিদিনং রাত্রেঃ পশ্চিমে যামে চোত্থোবশ্যকং কৃত্বা দন্তধাবন স্নানসন্ধ্যোপাসন
স্তুতিপ্রার্থনোপাসনাযোগাভ্যাসান্নিত্যমাচর ॥১৩॥ ক্ষুরকৃত্যং বর্জ্জয় ॥১৪ ॥ মাংস
হারং মদ্যাদিপানং চ বর্জ্জয় ॥১৫॥ গবাশ্বহস্ত্যুষ্ট্রাদিযানং বর্জ্জয় ॥১৬॥
নিবাসোপানচ্ছত্রধারণং বর্জ্জয় ॥১৭॥ অকামতঃ স্বয়মিন্দ্রিয়স্পর্শেন বীর্য্য
বিহায় বীর্য্যং শরীরে সংরক্ষ্যোর্দ্ধরেতাঃ সততং ভব ॥১৮॥ তৈলাভ্যঙ্গমর্দ্দনা
ম্লাতিতিক্তকষায় ক্ষার রেচন দ্রব্যাণি মা সেবস্ব ॥১৯॥ নিত্যং যুক্তাহার বিহার
বিদ্যোপার্জ্জনে চ যত্নবান্ ভব ॥২০॥ সুশীলো মিতভাষী সভ্যো ভব ॥২১॥ মেখলাদ
ধারণ ভৈক্ষচর্য্য সমিদাধানোদকস্পর্শনাচার্য্য প্রিয়াচরণপ্রাতঃ সায়মভিবাদন বিদ্যা
সঞ্চয় জিতেন্দ্রিয়ত্বাদীন্যেতে তে নিত্যধর্মাঃ ॥২২ ॥

এই বাক্যগুলির মর্ম্মার্থ এই :—"তুমি আজ হইতে ব্রহ্মচারী হইলে।১। নিত্য সন্ধ্যোপাসনা এবং ভোজনের পূর্ব্বে শুদ্ধ জল দ্বারা আচমন করিবে।২। অন্যায় ও অধর্ম্ম জনক কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ন্যায়মত ও ধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম কর।৩। দিবসে ঘুমাইও না।৪। আচার্য্যের অধীন হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন কর।৫। এক এক বেদ অধ্যয়ন নিমিত্ত বার বৎসর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য কর।৬। আচার্য্যের অধীন হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর, কিন্তু যদি আচার্য্য অধর্ম্মাচরণ করিতে বলেন তাহা হইলে তাহা করিবে না।৭। ক্রোধ এবং মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ কর।৮। অষ্টাঙ্গ মৈথুন* পরিত্যাগ কর।৯। খাট পালঙ্ক প্রভৃতি উচ্চ শয্যা পরিত্যাগ করতঃ ভূমিতে শয়ন কর।১০। গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং গন্ধদ্রব্য ও অঞ্জন পরিত্যাগ কর।১১† অতিস্নান, অতিভোজন, অধিক নিদ্রা, অধিক জাগরণ, নিন্দা, লোভ, মোহ, ভয়, শোক পরিত্যাগ কর।১২। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আবশ্যক শৌচাদি এবং দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা এবং যোগাভ্যাস নিত্য আচরণ কর।১৩। ক্ষৌরকার্য্য করিও না।১৪। মাংস ভক্ষণ না কর, মদ্যাদি পান বর্জ্জন কর।১৫। অশ্ব, গো, হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুতে কিংবা তাহাদের দ্বারা বাহিত যানাদিতে আরোহণ ত্যাগ কর।১৬। গ্রামের ভিতর বাস, পাদুকা এবং ছত্র ব্যবহার পরিত্যাগ কর।১৭। আবশ্যকতা ভিন্ন কদাপি উপস্থেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে না কিম্বা কদাপি বীর্য্যস্খলন করিবে না।১৮। তৈলাদি দ্বারা অভ্যঙ্গ, অঙ্গমর্দ্দন, অতি অম্ল, অতি তিক্ত, অতি কষায়, ক্ষার লবণ এবং বিরেচক দ্রব্যাদি সেবন করিও না।১৯। নিত্য যথোপযুক্ত আহার বিহার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নবান্ হও। ২০। সুশীল, মিতভাষী, এবং সভ্য হইবে।২১। মেখলা ও দণ্ড-ধারণ করতঃ ভিক্ষাচরণ অগ্নিহোত্র, স্নান, সন্ধ্যোপাসন, আচার্য্যদেবের প্রিয়াচরণ, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে আচার্য্যকে অভিবাদন করিবে এবং সমগ্র ইন্দ্রিয় নিজ বশে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরিপালন করিবে।২২"

* স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নধ্যাতব্যং ন বক্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন ॥

† অধুনা স্কুল কলেজের ছাত্রেরা—এমন কি টোলের বিদ্যার্থিবর্গও—কৌশীলব বা নাটকা অভিনয়ানুশীলন বাহাদুরি বলিয়া মনে করেন এবং শিক্ষক ও অধ্যাপক মহাশয়েরা ছাত্রগণ উৎসাহ দিতে ত্রুটী করেন না!

এই সকল উপদেশের যথাযথ পরিপালন না করিলে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত রক্ষা হইতে পারে না। শরীরকে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহিষ্ণু ও শীতাতপক্ষম এবং মনকে বিবিধ বিদ্যাদ্বারা উন্নত এবং পরিণত করতঃ আদর্শ মনুষ্য গঠন করাই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় "গৃহস্থের ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি এবং এক্ষণে তৎসমুদয় পুনরুক্তি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থিত দ্বিজপুত্র কি কি বিদ্যার অনুশীলন করেন, এবং পারদর্শিতা লাভ করেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করতঃ অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১। বেদাঙ্গ—ব্যাকরণ পাণিনিমুনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী। পতঞ্জলি মুনিকৃত মহাভাষ্য।

২। নিরুক্ত—যাস্কমুনিকৃত নিঘণ্টু, এবং কাত্যায়ন কৃত কোষ।

(৩) ছন্দ—পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দোগ্রন্থ।

(৪) জ্যোতিষ—সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি প্রাচীন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ।*

(৫) শিক্ষা—পাণিনি কৃত।

(৬) কল্প—শ্রৌত সূত্রাবলী।

২। উপাঙ্গ—

(১) জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসা।

(২) ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা।

* গণিত জ্যোতিষই (Astronomy) বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) বেদাঙ্গ নহে। ফলিত জ্যোতিষ আমাদের খাঁটী "স্বদেশী শাস্ত্র কিনা, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

(৩) গোতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র।

(৪) কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শন।

(৫) পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন। *

৩। রহস্য—

(১) ঈশ (২) কেন, (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাণ্ডুক্য (৭) ঐতরেয় (৮) তৈত্তিরীয় (৯) ছান্দোগ্য (১০) বৃহদারণ্যক এই দশোপনিষদাত্মক বেদান্ত শাস্ত্র।

৪। বেদ—

(১) ঋগ্বেদ—বহ্বৃচ্ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

(২) যজুর্ব্বেদ—শতপথ ব্রাহ্মণ।

(৩) সামবেদ—সাম ব্রাহ্মণ।

(৪) অথর্ব্ববেদ—গোপথ ব্রাহ্মণ।

৫। উপবেদ—

(১) ঋগ্বেদের উপবেদ, আয়ুর্ব্বেদ—ধন্বন্তরি প্রণীত সুশ্রুত ও পতঞ্জলি প্রণীত চরক।

(২) যজুর্ব্বেদের উপবেদ, ধনুর্ব্বেদ—আঙ্গিরাদি প্রণীত।

(৩) সামবেদের উপবেদ, গান্ধর্ব্ববেদ—নারদাদি প্রণীত।

(৪) অথর্ব্ববেদের উপবেদ, অর্থবেদ বা শিল্পশাস্ত্র ; বিশ্বকর্ম্মা, ত্বষ্টা এবং ময় প্রণীত। †

গুরুকুলে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মচারী এই সকল বিদ্যায় বিদ্বান্ হইয়া তবে সমাবর্ত্তন করিতে পারিতেন। পাঠক বিবেচনা করুন যে বালক নিরোগ, দৃঢ় এবং বলবান্ শরীর, সুসংযত, ধর্ম্মরত ও একনিষ্ঠ মন, এবং এতগুলি বিদ্যা-

* এই প্রসিদ্ধ ষড়দর্শনের নবীন ভাষ্যটীকাদির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন কিন্তু উহাদের প্রাচীন ভাষ্যের পরিচয় এই—(১) পূর্ব্বমীমাংসা ভাষ্য ব্যাস প্রণীত (২) জৈমিনি বা বৌদ্ধায়ন প্রণীত উত্তরমীমাংসা ভাষ্য। (৩) বাৎস্যায়ন ঋষি কৃত ন্যায় ভাষ্য (৪) গোতম কৃত বৈশেষিক ভাষ্য (৫) ভাগুরি কৃত সাংখ্য ভাষ্য এবং (৬) ব্যাস কৃত যোগসূত্র ভাষ্য।

† কেহ কেহ তন্ত্র শাস্ত্রকে অথর্ব বেদের উপবেদ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (জন্মভূমি, ২য় ভাগ ৩৭৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্র শাস্ত্র বেদানুগত নহে, বরং বেদ বিরোধী যথা ;—

"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিকা ইই।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

গ্রহণ করিয়া, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবেন তিনি সংসারক্ষেত্রে আদর্শরূপে বিরাজ করিতে সক্ষম হইবেন কি না ? ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের উপাদানের পরিচয় প্রদত্ত হইল, ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ সাধারণের নিমিত্ত। তন্মধ্যে বৈশ্য সন্তান এত দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য পালন ও নানাবিধ বিদ্যালাভ করিতে সক্ষম হইতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালকগণ যে এই পবিত্রব্রত সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের সকল শাস্ত্রই তার স্বরে বলিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মণবালকের শিক্ষা এই খানেই প্রায় সমাপ্ত হইত, কিন্তু ক্ষত্রিয় সন্তানের আরও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আগামী প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

কুচবিহার।

ভগবান্ মনুর ইস্তাহার।

মুনি ঋষিগণ অনেকে পাহাড়ে থাকিতেন। এখনও অনেকে পাহাড়ে আছেন। আমি পাহাড়ীয়া পাখী। তাঁহাদের কিছু খবর রাখি। মনু, ভৃগু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সকলেই অমর,—সকলেই সর্ব্বকালে বিরাজিত, কিন্তু সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না, তাঁহাদের কথা শুনিতে পায় না। আমি কিনা ভূষণ্ডী কাকের স্বজাতি, তাঁহার কৃপায় আমার দেবতাদিগকে দেখিতে ও দৈববাণী শুনিতে শক্তি জন্মিয়াছে। আমার উপর হুকুম আছে যে, আমি যাহা শুনিব তাহা সকলকে শুনাব, তাই আমি কিছু বলিতে আসিয়াছি। দেবতার বরে আমি মনুষ্য ভাষা বলিতে পারি। সংপ্রতি মহর্ষি মনু যে বিধি ব্যবস্থা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"যথা—হিমাদ্রি কন্দরে সুখোপবিষ্ট ভগবান্ মনুকে মহর্ষি ভৃগু প্রণিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, হিন্দু-নামধারী যে সকল কপটাচারী ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধি অনুসারে ঋতুমতী কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াও আপন পুত্রের বিবাহকালে পণগ্রহণ পূর্ব্বক দরিদ্র, কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিগণের কন্যাদায় বৃদ্ধি করতঃ তাহাদের কন্যাগণকে ঋতুমতী করিতে বাধ্য করে, তাহাদের ইহকাল পরকালে কি গতি হইবে ?"

ভগবান্ মনু বলিলেন,—"আত্মঘাতী, মাতৃহন্তা, ব্রহ্মহন্তা ও ব্রহ্মস্বাপহারী

ব্যক্তিগণ যে মহানরকে বাস করে এ সকল কপটাচারী অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি সেই সকল মহানরকে বাস করিবে।”

ভৃগু বলিলেন, “ভগবন্ ইহলোকে তাহাদের শাস্তি কি এবং প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপ হইবে।”

মহর্ষি মনু বলিলেন, “বৎস, কপটাচারের ন্যায় পাপ নাই। যে ব্যক্তি জানে যে ঋতুমতী কন্যা অবিবাহিতা রাখা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, অথচ অর্থলিপ্সায় পুত্রপণ গ্রহণ করিয়া, অন্য লোককে ঋতুমতী কন্যা অবিবাহিতা রাখিতে প্রকারান্তরে বাধ্য করে, সে ব্যক্তির ন্যায় অহিন্দু ও কপটাচারী ব্যক্তিকে শতধিক্। তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া, তাহাকে গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে চড়াইয়া গ্রামের বহির্ভূত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কলিকালে রাজ-বিধান এরূপ শাস্তির বিরোধী, এইজন্য সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের এরূপ ব্যক্তির সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান প্রভৃতি সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কলিকাল না হইলে, এরূপ ব্যক্তির জন্য তুষানল প্রায়শ্চিত্তের বিধি হইত, কিন্তু এখনকার রাজবিধানে উহা নিষিদ্ধ, এই জন্য ঐ পাপীষ্ঠ ব্যক্তি যদি পণরূপে গৃহীত তাহার সমস্ত অর্থ কন্যার পিতাকে প্রত্যর্পণ করে, অথবা উক্ত অর্থদ্বারা কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যাদায় মোচন করে, তবে সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সে ব্যক্তি সমাজে গৃহীত হইতে পারে। যাহারা বিনা প্রায়শ্চিত্তে, সেই পাপাচারীকে সমাজে গ্রহণ কি তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান-প্রদান করিবে, তাহারাও পতিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং পাপাচারীর প্রশ্রয়দাতা বলিয়া, পরকালে নরক ভোগ করিবে।”

মহর্ষি ভৃগু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“বৎস পাহাড়ীয়া পাখী! তুমি ভগবান্ মনুর এই আদেশ হিন্দুসমাজে প্রচার কর। আমি শুনিয়াছি বাংলা দেশের কায়স্থগণ তাঁহাদের সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়শক্তি লুক্কায়িত আছে। অগ্রে তাঁহাদিগের নিকট এই নূতন বিধি প্রচারিত করিবে। আমি আশা করি, তাঁহারা যদি এই বিধি পালন করেন তবে অচিরে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা প্রতিপালিত হইবে।”

মহর্ষি ভৃগুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হে কায়স্থগণ! আমি আপনাদিগের নিকট এই মনুর বিধি কীর্ত্তন করিলাম। আশা করি আপনারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন।

শ্রীপাহাড়ীয়া পাখী।

অসামাজিক কায়স্থ (বঙ্গাল)

এবং

কায়স্থ দাস বা দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কায়স্থের সাধারণ লক্ষণ ৭টী,-কুলের লক্ষণ ৯টী। বোধ হয়, যাহাদের কুলের লক্ষণ নিতান্ত অল্প ছিল, বা যাহারা সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত ছিল, এবং জাতিভ্রষ্ট ছিল না, অথচ যাহাদের রক্তের বিশুদ্ধতাও রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাই ‘অচল’ কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ অনুমান একান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় না। ভ্রষ্ট কায়স্থেরা কি কায়স্থশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল? তাহা হইলে আর কায়স্থ সমাজের সংস্কার বা কুলবন্ধনের প্রয়োজনই বা কি ছিল? ভ্রষ্ট কায়স্থেরা নিশ্চয়ই জাতিচ্যুত হইয়া কায়স্থ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। যে সব কায়স্থের সাধারণ লক্ষণ ৭টীর মধ্যে মাত্র “বিদ্যাবান্” এই একটি লক্ষণ ছিল না, তাহারাও কায়স্থ সমাজে গৃহীত হইতে পারে নাই। যথা,—

লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ।
বঙ্গজা ইতি নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥

কুল-দীপিকা।

লিখনই কায়স্থের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। যাহারা লেখ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও বল্লালসেন কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এই জন্যই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ‘জাতিতত্ত্ব’ প্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বৈদ্যজাতিকেও চিকিৎসক শ্রেণীর অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, মহারাজ বল্লালসেনের সময়, এদেশে জাতিভ্রষ্ট বা সমাজচ্যুত এবং নিরক্ষর একশ্রেণীর কায়স্থেরও বাস ছিল। যদি এ অনুমানই ঠিক হয়, তাহা হইলে ঐ কায়স্থশ্রেণী এখন কোথায় গিয়াছে? তাহারা কি বঙ্গদেশের ভূগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছেন?

অধুনা সামাজিক কায়স্থ (উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ) ভিন্ন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা আপনাদিগকে আবহমান কাল কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিলেও, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি

তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াই আসিতেছে। ইহারা কি তবে সেই অসামাজিক শ্রেণী কায়স্থ নয়? এখন ইহাদিগকে অসামাজিক কায়স্থ বলুন, আর শূদ্র বা বঙ্গাল বলুন, যাহাই বলুন না কেন, ইহারাই যে কায়স্থ-সমাজ পরিভ্রষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা বলি সমাজ ইহাদিগকে শূদ্র বলিলেও, ইহারা মূলতঃ শূদ্র নহে। অসামাজিক কায়স্থদের গোত্র ও পদ্ধতি সমস্তেরই সামাজিক কায়স্থের সহিত ঐক্য আছে। মাত্র আচার ব্যবহারের কতকটা স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় বঙ্গাল শ্রেণী ইহাদের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হওয়াতেই, ইহাদিগকেও জনসাধারণে শূদ্র বলিয়া থাকে। বঙ্গালগণ ম্লেচ্ছাচার সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহাদিগকেও শূদ্র বলা হইয়া থাকিবে। নচেৎ এই বঙ্গদেশেও তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস ছিল না, একথা বলা যায় না।

যে সকল বঙ্গালের সহিত কায়স্থেরা বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ ছিলেন, বোধ হয় তাঁহারাও শূদ্র ছিলেন না; কেন না তাহারা কায়স্থের স্বজাতি না হইলে কায়স্থগণ কখনও তাহাদের সঙ্গে আদান প্রদান করেন নাই, বা তাহাদের সঙ্গে আপনাদের রক্তের মিশ্রণে প্রবৃত্ত হন নাই। বঙ্গালগণ ম্লেচ্ছাচার সম্পন্ন। তাহাদের সহিত যে সব কায়স্থ মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উহাদের সঙ্গদোষে কায়স্থ সমাজে গৃহীত হইতে পারেন নাই, এই মাত্র। আর যদি কেহ টাকার লোভে বঙ্গালের নিকট কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন, অথচ বঙ্গাল-কন্যা গ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে ত ঐরূপ কায়স্থের জাতি যাইবারই কোনও কারণ নাই। মাত্র কুলকলঙ্কই ঘটিবার কথা। কেন না, আজও কত আচরণীয় জাতির স্ত্রী পুরুষগণ অনাচরণীয় জাতিভুক্ত হইতেছে। ইহারাই মাত্র জাতিচ্যুত হইতেছে; যে বংশ হইতে ইহারা অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ে চলিয়া গিয়াছে সেই বংশের পূর্ব্বতন কোন ব্যক্তিই জাতিভ্রষ্ট হইতেছেন না। মাত্র কলঙ্কিতই হইতেছেন যদি এই অসামাজিক কায়স্থগণ স্বয়ং নির্দ্দোষ হন, এবং পরবর্ত্তী বংশধরদের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া, কায়স্থ সমাজে গৃহীত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অসামাজিক কায়স্থগণ ও বিশুদ্ধ কায়স্থই হইতে পারেন। যদি সমাজ ভ্রষ্ট হইবার পর বঙ্গালের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আমরা বলি, ইহারা অন্যবিধ কারণে কায়স্থ সমাজ ভ্রষ্ট হইয়াই থাকুক, কিংবা বঙ্গালের সঙ্গে মিশ্রণেই তাহাদের এ দশা উপস্থিত হউক, ইহারা শূদ্র নহে; যে হেতু ইহারা শূদ্র হইলে সদ্‌ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই ইহাদের যজন যাজন করিতেন না। করিলেও নিশ্চিতই পতিত হইতেন; কারণ,—

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রত মাদিশেৎ॥

মনু ৪।৮০

ব্রাহ্মণ শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোনও উপদেশ দিবেন না। হুতশেষ দিবেন না; বা মোক্ষধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন না। উচ্ছিষ্ট দিবেন না, ...শূদ্রকে কোনরূপ ব্রতাদেশ দিবেন না।

যোহস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥

মনু ৪।৮১

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে মোক্ষধর্ম্মোপদেশ প্রদান বা বৈদিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ ...েন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন। মনুক্ত ... শ্লোক দুইটী দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে, সদ্‌ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের যজন যাজনাদি করিতে পারেন না। আবার দেখুন, মনুর পরবর্ত্তী কালে পরাশর কি ...তেছেন।—

দক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্থী হইয়া শূদ্রের যাজন করেন, তিনি শূদ্র অর্থাৎ পতিত ...। এবং সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জলাচরণীয় হন। পরাশরের ... ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। অধিকাংশ স্থলেই শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ পতিত ...য়া থাকে। দু এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, শূদ্র জলাচরণীয় হইয়াছে, ... তাহাদের ব্রাহ্মণগণ পতিতাবস্থায় রহিয়াছেন। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই ...ত। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে শূদ্র বেহারাদের জলচল আছে বটে, কিন্তু তাহা... ব্রাহ্মণগণের জলচল নাই। বোধ হয়, এই ব্রাহ্মণগণই পরাশরের শূদ্রযাজী ...। অগ্রদানী বলিয়া একপ্রকার ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাহারা শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ ...। তাহারা অন্যবিধ কারণে পতিত রহিয়াছেন। যাহারা শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ ...রা এখনও সমাজে পতিত রহিয়াছে। শূদ্রগণ অস্পৃশ্য জাতি। মনু শূদ্র...কে চণ্ডাল এবং কুকুরের ন্যায় অস্পৃশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,— ভগবান্ ...ও তাঁহারই মতের সমর্থন করিতেছেন, যথা,—

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণ শূদ্র জাতিতু।
অহোরাত্রষিত স্নাত্বা পঞ্চ গব্যেন শুধ্যতি॥

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানে যদি শূদ্রের জল পান করেন, তাহা হইলে উহা জানিতে পারিলে অহোরাত্র জল-নিমগ্ন হইয়া স্নান করিবেন এবং পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। এ প্রমাণ দ্বারাও শূদ্র জাতিকে পতিত বা অনাচরণীয় বুঝাইতেছে।

পরাশর ৭ অ ২২ শ্লোকে বলিতেছেন,—

"অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।"

অনুচ্ছিষ্টশূদ্রের স্পর্শেও দ্বিজাতির স্নান করা কর্ত্তব্য। এ প্রমাণটীতেও শূদ্রকে অনাচরণীয় বা পতিত বুঝাইতেছে।

"শূদ্রান্নং শূদ্র সম্পর্কং শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমঃ কশ্চিৎ জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥"

অঙ্গিরা ৩। আপস্তম্ব।

উক্ত শ্লোকটী দ্বারাও শূদ্রজাতি দ্বিজাতির অস্পৃশ্য বুঝাইতেছে।

ভগবান্ বশিষ্ঠ নিম্নলিখিত শ্লোকে শূদ্রের লক্ষণ সমূহ নির্দ্দেশ করিতেছেন:—

দীর্ঘবৈরং অসূয়াঞ্চ অসতং ব্রহ্মদূষনম্।
পৈশুন্যং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ জানীয়াচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥

৬ অঃ ২৪ শ্লো।

এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধজাতীয় শূদ্রগণকেই প্রকৃত শূদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। কাশীদাসী মহাভারতের পঞ্চপ্রেতোপাখ্যান, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের এবং ধর্ম্ম পুরাণের তূলাধার ব্যাধোপাখ্যান পাঠ করিলেই, পাঠকগণের সংশয় নিবারিত হইবে। লোক প্রবাদ, বর্ত্তমান ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বেদেগণই নাকি তাহাদের বংশধর। যদি তাহা হয়, তবে ব্যাধ নামক শূদ্র এখন আর সনাতন হিন্দুধর্ম্মেই নাই বলিতে হইবে।

এই সকল শাস্ত্র বচনের উপর নির্ভর করিলে শূদ্রকে নিতান্ত হীন ও অস্পৃশ্য জাতি বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং ইহাদের অন্নজল দ্বিজাতির আচরণীয় নহে। অসামাজিক কায়স্থগণের জল আচরণীয়। ইহাদিগকে শূদ্র বলা যায় কি রূপে? মূলতঃ শূদ্র না হইলেও, লোকে ইহাদিগকে শূদ্র বলে কেন, তাহার কারণ এই,—শাস্ত্রাদিতে মনুক্ত শূদ্র ব্যতীত আর এক প্রকার শূদ্র থাকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহারা মূলতঃ শূদ্র নহে, পরন্তু দ্বিজাচারভ্রষ্ট আচরণীয় জাতি। ইহাদিগকে কখন কখন শাস্ত্রকারগণ শূদ্র বলিতেছেন, আবার কখন সচ্ছূদ্র বলিয়াও উল্লেখ করিতেছেন। এই জাতীয় শূদ্রেরা, অনাচরণীয় শূদ্রগণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও নূতন ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাই, বেদব্যাস, পরাশর ইত্যাদি শাস্ত্রকারগণের

বিভিন্ন মতের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাস্ত্রকারদের মধ্যে কেহ কেহ বা একই ব্যক্তি হইয়াও পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অথবা তাহাদের প্রণীত শাস্ত্র মধ্যে পরবর্ত্তী অপর কোনও স্বার্থপর ব্যক্তি কিংবা বিরুদ্ধমতাবলম্বী কোনও শাস্ত্রকার তাহার ঐ মতটী অলক্ষিতভাবে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই বিভিন্ন মত কেন হইল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইহাদের এই অদ্ভুত শূদ্রগণ প্রকৃত শূদ্রাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। ইহারা সকলেই দ্বিজাতির অন্তর্গত বা আচারভ্রষ্ট দ্বিজ। মনুক্ত শূদ্র আর্য্যজাতির অন্তর্গত বা অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইলেও, তাহারা দ্বিজ নহে। ইহারা কিন্তু তাহা নহে। ইহারা মাত্র দ্বিজাচারভ্রষ্ট। এই দ্বিজাচারভ্রষ্ট দিগকে মৎস্য-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত আর্য্যজাতিই এক বর্ণান্তর্গত বা দ্বিজ ছিল। কিন্তু কলিযুগে তাহারা শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছে; যথা,—

যথা কৃতযুগে পূর্ব্বমেকবর্ণমভূৎ কিল।
তথা কলিযুগস্যান্তে শূদ্রীভূতাঃ প্রজা স্তথা।শ্লো ১৪৪। অ ৮।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি মাত্রই হীনাচার সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং তজ্জন্য তাহাদের সকলেরই শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণগণ কৌশলক্রমে উপবীতের বলে শূদ্রাচারী হইয়াও দ্বিজই রহিলেন, আর দ্বিজাচার ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ উপবীতের অভাবে, কালক্রমে শূদ্রজাতিতে পরিগণিত হইয়া পড়িলেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও আছে,—

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

যে বেদব্যাস অনাচরণীয় ব্যাধজাতিকে শূদ্র বলিয়াছিলেন, তিনিই আবার আচার ভ্রষ্ট দ্বিজদিগকেও শূদ্র বলিতেছেন। আরও রহস্য দেখুন যে পরাশর একবার শূদ্র জাতিকে স্পর্শ করিলেও স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনিই আবার শূদ্রজাতিরও অন্নগ্রহণ করা যায় এ ব্যবস্থাও দিতেছেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত শূদ্র হইতে পরবর্ত্তী শূদ্রদেরও কতকটা স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? আবার দেখুন, যে শূদ্রগণ অশুচি, তাহাদিগকেই আবার 'সচ্ছূদ্র' আখ্যা প্রদানান্তর তৎকর্ত্তৃক শালগ্রাম পূজাধিকারও প্রদত্ত হইয়াছে; ইহাতে কি বুঝা যায় না যে সচ্ছূদ্রেরাও দ্বিজাতি! এই সচ্ছূদ্র শব্দটী পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কি বোধ হয় না? গোপ, নাপিতকে যদি শূদ্রই

বলা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে তাহাদিগকে আবার শালগ্রাম পূজায় অধিকার প্রদান করারই কি প্রয়োজন ছিল? হে শাস্ত্রকারগণ! হয় ইহাদিগকে আবার দ্বিজাতির ঘরে লিখ, নয় ইহাদিগের শালগ্রাম পূজাধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া অনাচরণীয় শূদ্র শ্রেণীতে ফেলিয়া দাও। সমাজ ইহাদের জল আচরণ করিবে আর তোমরা বলিতেছ ইহারা শূদ্র, অর্থাৎ ইহাদের জল দ্বিজাতির অপেয়। কেন না, অত্রিই স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন, শূদ্রের জলপানেও দ্বিজাতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

পরাশর বলিতেছেন,—

শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্র বেশ্মন আগতং।
পক্কং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ॥

১১ অঃ ১৮ শ্লো।

যদি শূদ্র গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউল প্রভৃতি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা বিপ্রগৃহে পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র,—বিপ্রেরও ভোজনের যোগ্য, ইহা মনু বলিয়াছেন। বেশ ত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের বাটীতে পাক করিয়া খাইতে পারেন না। তাহা হইলে শূদ্রজাতি যে পতিত ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল। ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণেতর জলাচরণীয় জাতি মাত্রেই পতিত জাতির উপর পরাশরের ঐ ব্যবস্থা মানিয়া চলিয়া আসিতেছেন। চাকুরির দায়ে যদিও আজ কেহ কোনও পতিত জাতির বাটীতে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেছেন, তথাপি কেহই তাহাদের স্পর্শকরা জলপান করেন না। এবং তাহা দিগকে আপনাদের পক্কান্ন স্পর্শ করিতে দেন না। এমন কি যে গৃহে রন্ধন বা ভোজন করা যায়, তাহাদিগকে ঐ গৃহেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

পরাশরের ৭ অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকের সহিত ১১শ অঃ ১৮শ শ্লোকটীর ঐক্য আছে। আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, দেখিবেন এই শ্লোকটীর সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ২টীর কিঞ্চিন্মাত্রও সামঞ্জস্য নাই। এই শ্লোকটি স্বয়ং পরাশরের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। এ শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সুধী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

"আহ্নিককৃত্যম্"এর প্রতিবাদ।

হাওড়া—শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "আহ্নিককৃত্যম্" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির কয়েকটী সংস্করণ হইয়াছে। সংস্করণ আধিক্যের সহিত ইহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন সংসাধিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের ১৩১৩ সালে মুদ্রিত অষ্টম সংস্করণের উপক্রমণিকায় দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন :—"ব্রাহ্মণ, উপনীত কায়স্থ সমেত ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য সমেত বৈশ্য ইহারাই দ্বিজাতি পদবাচ্য। **** ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদীই আছেন সুতরাং যিনি যে বেদী ব্রাহ্মণ, তিনি সেই বেদীয় সন্ধ্যা করিবেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা করিবেন ইত্যাদি।" কিন্তু পরবর্ত্তী নবম সংস্করণের ১৩১৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকে, তিনি তাঁহার কায়স্থ সম্বন্ধে পূর্ব্ব লিখিত মন্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির অধিকার জ্ঞাপক যে একখানি তালিকা, পূর্ব্ব সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, নবম সংস্করণে তাহাও বেমালুম উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কবিরত্ন মহাশয় কায়স্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া—কায়স্থগণ আজ ৮।১০ বৎসর হইতে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাপক যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহুতর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতপ্রধানের মত প্রকাশিত করিতেছেন, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, এবং সেই সকল প্রমাণের খণ্ডন না করিয়া, গায়ের জোরে ও স্বার্থসাধন জন্য কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করতঃ কলমের খোঁচায় তাঁহাদিগকে শূদ্র মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় রঘুনন্দনের স্থান অধিকার করিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার নবম সংস্করণের আহ্নিক-কৃত্যমের ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "*** রজপুত ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, বৈদ্য—বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত; এবং কায়স্থ, নবশায়ক প্রভৃতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। অধুনা কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত কায়স্থ-সম্প্রদায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন। অনেকে শূদ্র আখ্যা অতীব অপমানসূচক মনে করেন, উহা তাঁহাদের ভ্রম। যেহেতু পরমেশ্বরের পাদপদ্ম হইতে যখন শূদ্রের উৎপত্তি, তখন ঐ আখ্যায় সমধিক গৌরবই প্রকাশ পাইয়া থাকে, অপমানের কোনও কারণ নাই।" এখন পাঠক মহোদয় দেখুন, দুই বৎসরের

মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের কিরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয়, মত বিপর্য্যয়, জ্ঞান বিপর্য্যয় ও বিবেক বিপর্য্যয় সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হয়, এই অতি অল্পদিনের মধ্যে যাঁহার মত এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যায় কি না! এবং বিনা প্রমাণে যে ব্যক্তি 'হয়কে নয়,' 'নয়কে হয়' বলিতে পারেন, তাঁহার মত গ্রাহ্য,—যোগ্য কি না, তাহা পাঠকগণের ও সুধীজনের বিবেচনাধীন। আমরা বলি, যিনি বৎসরে বৎসরে স্বকীয় মত পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপিত করা কদাচ কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

পণ্ডিত মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, কায়স্থগণ "শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন"; সুতরাং তাঁহারই মতে, কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ইহা প্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ না থাকিলে কায়স্থগণ কিছুতেই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতে পারিতেন না। শাস্ত্রে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ আছে, ইহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কবিরত্ন মহাশয় কোন্ প্রমাণে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নিজেই দুইবারে দুই উক্তি দায়ে পড়িয়াছেন তাহা আমরা জানিতে চাই। আমাদের বোধ হয় লেখক মহাশয় কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বা অন্য কোন কারণে কায়স্থ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব মত প্রত্যাহার ও নূতন মতের আমদানি করিয়া নিজেই ধরা পড়িয়াছেন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। বলি পণ্ডিত মহাশয়! শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করা কি নিন্দার কথা? যুগ যুগান্ত পূর্ব্বের রচিত শাস্ত্র বক্ষে যখন আপনারই মতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ রহিয়াছে, তখন কায়স্থগণ "অধুনা" ক্ষত্রিয় হইবেন কেন? পণ্ডিত মহাশয়ের এ কোন্ দেশী পাণ্ডিত্য? এবং কোন্ গরজ শাস্ত্রের প্রমাণ বলে কায়স্থগণকে "অধুনা" ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন, এ কথা বলিলেন! আমরা বলি বর্ত্তমান সময়ে রঘুনন্দনী মতে কায়স্থকে শূদ্র বলিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। রঘুনন্দন ছাই চাপা দিয়া যে আগুণ ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইতেছে, কারণ ছাই বাতাসে উড়িয়া গিয়া আগুণ জলিয়া উঠিয়াছে। আর যদি পণ্ডিত মহাশয়ের জানিত শাস্ত্রীয় প্রমাণে কায়স্থ শূদ্র বর্ণান্তর্গত হয়, তবে এতদিন পরে কবিরত্ন মহাশয় এ কথা লিপিবদ্ধ করিলেন কেন? তাঁহার সাধের আহ্নিককৃত্যম্ পুস্তকের প্রথম সংস্করণেই সে কথা প্রকাশিত করিতে পারিতেন। তাহা না করার কারণ কি? কবিরত্ন মহাশয়! আর যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল না দেখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার মত পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের

কে সমাজ বা ধর্ম্মনৈতিক পুস্তক প্রকাশ করিতে যাওয়াই ধৃষ্টতার পরিচায়ক, এবং তিনি যদি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে বিশেষরূপ প্রমাণ পাইয়াই নবম সংস্করণ আহ্নিককৃত্যমে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া থাকেন তবে, কায়স্থগণ "শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন" এ কথা লেখার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা কি? হায় রে গরজ! হায় রে অর্থ!! সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তি তর্ক দ্বারা কোন বিষয় মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহা গ্রহণ করেন না, ইহা আজ কালকার দিনে সকলেই জানেন; এবং আহ্নিক-কৃত্যমের কর্ত্তাটীও যখন অবগত আছেন যে, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত কায়স্থ সম্প্রদায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাইয়া ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন, তখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে তাঁহার যে সকল প্রমাণ বা যুক্তি তর্ক আছে, তাহা কায়স্থপক্ষীয় পণ্ডিত-গণের ন্যায় সাধারণ্যে প্রকাশিত না করেন কেন? প্রকাশিত করিলে উভয় পক্ষীয় যুক্তি ও প্রমাণের বলাবল বুঝিয়া আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি। তৎপর পণ্ডিতপ্রবর তাহা করিলে বাধিত হইব।

যদি পরমেশ্বরের চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি জন্য শূদ্র আখ্যা অপমান জনক না হয়, এবং তাহাতে সমধিক গৌরবই প্রকাশ পায় এবং কবিরত্ন মহাশয় ও কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ ঐ আখ্যা গৌরবজনক মনে করিয়া ক্ষত্রিয় কায়স্থকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য শূদ্র আখ্যা দিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যে সকল কায়স্থ, কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণের প্রতি, কায়স্থ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের অনুরূপ ভাব পোষণ করেন, তাঁহারা শূদ্র আখ্যা গৌরবজনক মনে করিয়া কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, তাঁহাদিগকেও ঐ আখ্যায় বিভূষিত করিতে কবিরত্ন মহাশয়ের আপত্তি কি? যখন ব্রাহ্মণগণ কবিরত্ন কথিত শূদ্রের উৎপত্তি স্থান পরমেশ্বরের চরণ সর্ব্বদাই পূজা করিয়া থাকেন, তখন পরমেশ্বরের চরণজাত জাতিকে পূজা করিতে দোষ কি? স্বনামধন্য কবিরত্ন মহাশয় যদি বলেন যে, রঘুনন্দন কায়স্থগণকে সৎশূদ্র বলিয়াছেন বলিয়া, আমি তাহাদিগকে শূদ্র আখ্যা দিতেছি এবং পূর্ব্বে যে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছিলাম তাহা ভুল করিয়া না দিলেও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা দেখিয়া নিজমত সংশোধন করিয়া লইতেছি, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি রঘুনন্দনের দোহাই দিয়াই তিনি কায়স্থজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে শূদ্রত্বে ডিগ্রেড্ করিয়া থাকেন তাহা হইলে :—

(১) অব্রাহ্মণাস্তু ষট্‌প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা।
আদ্যোরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়ী।

তৃতীয় বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রাম যাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ।
অনাগতান্তু যঃ পূর্ব্বাং স্থাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং।
নোপাসিত দ্বিজ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

রঘুনন্দনকৃত আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত
মহর্ষি শাতাতপ বচন।

(২) অহঙ্কার গৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণ স্নেহবান্ধবাঃ।
•বিপ্রাঃ শূদ্র সমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে॥

(৩) অশ্রোত্রিয়া অনমুবাকা অনগ্নয় বা শূদ্রধর্ম্মান্ ভবন্তি।
নানৃগ ব্রাহ্মণো ভবতি॥ বশিষ্ঠ।

(৪) দাক্ষিণাত্যাশ্চ যে বিপ্রা পরশুরামেন কল্পিতা।

অর্থাৎ পরশুরাম কতকগুলি নীচ জাতিকে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে প্রমোশন দিয়া-ছিলেন এবং

(৫) আদিশূরকৃত গৌড়ীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ, যাহারা আদৌ ব্রাহ্মণবর্ণে অন্তর্গত ছিল না তাহারা ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছিল ও

(৬) রাজা বল্লালসেন কোন এক নীচ জাতিকে পুরোহিত শ্রেণীতে প্রমোশন দিয়াছিলেন, তখন রঘুনন্দনের উদ্ধৃত প্রমাণ, ঐতিহাসিক প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণে বলে, আমরাও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থবিদ্বে পোষণ করেন এবং উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত তাঁহারাও সকলেই শূদ্র। আমাদে ঐ উক্তিতে কবিরত্ন মহাশয়ের রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই, কেন না তিনি যাহার বলে কায়স্থকে শূদ্র বলেন, আমরাও সেই রঘুনন্দনের বলেই কায়স্থবিদ্বে ব্রাহ্মণদের 'শূদ্র' এই তথা কথিত 'গৌরবজনক' আখ্যা দিতেছি। কবির মহাশয় যদি বলেন যে, কায়স্থদের এখন পৈতা নাই, বৌদ্ধ যুগে ব্রাহ্মণের পৈ না থাকিলেও মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ পৈতা পুনঃ ধারণ করিয়াছেন এবং তদবধি (বেদ পাঠ ও অগ্নিরক্ষা না করিলেও পৈতা ধারণ করিয়া আসিতেছেন ও মনূক্ত ৩৬ বৎসরের স্থলে ১২ দিন, কোথা বা ১ দিন মাত্র ব্রহ্মচর্য্যপালন স্বরূপ গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া আসিতেছেন, কায়স্থ তাহা এ পর্য্যন্ত না করায়, অদ্যাপিও ব্রাত্য আছেন কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণা করিয়া ব্রাহ্মণগণ ব্রাত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। লেখক কবিরত্ন মহাশয় এ ক বলিলে কতকটা যুক্তি সঙ্গত হয় বটে,—কারণ অনেক সময়ে দেখা যায় যে,

ক্রমাযী কৃষক সম্প্রদায় মধ্যে, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বহুপূর্ব্বে নিজ হস্তে হলচালনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে পরবর্ত্তী কালে নিজহস্তে হলচালনা পরিত্যাগকারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ মনে করেন। যখন বৌদ্ধ-প্রভাব বিশিষ্ট স্থানের ব্রাহ্মণগণ এবং মনূক্ত ব্রাত্যব্রাহ্মণগণ, বৌদ্ধযুগে উপবীতহীন ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় উপবীতহীন হইলেও, শঙ্করাচার্য্যের কৃপায় ব্রাত্যত্ব পরিহার করিয়াছেন এবং তাহার বহুপরে ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ ব্রাত্যত্ব পরিহার করিতে যাইতেছেন, তখন আত্মগরিমার কারণ আছে বটে কিন্তু আমরা শাস্ত্র এবং রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুসারে গলায় সূত্র রাখা সত্ত্বেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ব্রাত্যত্ব পরিহারের বহুতম অন্তরায় দেখিতে পাই। শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন :—

(১) যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক তাহারা ব্রাত্য। (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।)

(২) যাহার পিতা বা পিতামহ সোমপান করে নাই সে ব্রাত্য।
(আচার মাধবধৃত শ্রুতি)

(৩) অগ্নিকার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও সন্ধ্যা উপাসনা বর্জ্জিত ব্যক্তি বৃষল।
(পরাশর)

(৪) বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা, পরদার গমন, অবিক্রেয় বিক্রয়, বেতন দান করিয়া অধ্যয়ন, ইত্যাদি ব্রাত্যত্বের সমান পাতক।
(বিষ্ণু)

উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণ গলায় সূত্র ধারণ করিয়াও বেদ ও অগ্নিত্যাগহেতু শাস্ত্রমতে ব্রাত্যত্বের এমন কি বৃষলত্বের অর্থাৎ শূদ্রত্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই এবং তাঁহারা যে হোমাদি করেন তাহা কিছুই নহে, অঙ্গহীন ক্রিয়া মাত্র। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, সূত্রহীন কায়স্থ এবং সূত্রযুক্ত বেদাগ্নিত্যাগী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাতকী। কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে যত দূরে অবনমিত হইয়াছেন, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে ততদূর অবনমিত হন নাই। কারণ তাঁহারা এখনও লিপি ব্যবসায়ীই আছেন। কায়স্থ ব্রাত্যত্ব নিবন্ধন শূদ্র হইলে, ব্রাহ্মণও বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব দোষে দুষ্ট। যখন বৃষল ব্রাহ্মণের পৈতা ধারণে দোষ হয় না, তখন ক্ষত্রিয় কায়স্থ সন্তানের বেলায় দোষারোপ করা কেন?

নবম সংস্করণের "আহ্নিককৃত্যম্" পুস্তকের শেষভাগে "এমন আর হয় না" শীর্ষক একটী বিজ্ঞাপন সংযোজিত দেখিলাম। উহা লাল রঙ্গের কাগজে

মুদ্রিত। উহাতে লিখিত আছে যে, "* * * সেইজন্য কবিরত্ন মহাশয়ের চণ্ডী, আহ্নিককৃত্যম্, সত্যনারায়ণ কথা পৌরহিত্য পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করণেচ্ছু কতিপয় অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে, তিনি ঐ টীকা এবার সম্পূর্ণ দিয়াছেন। * * *" আমরা শুনিয়াছিলাম যে, কলিকাতার ব্রাহ্মণ সভার উদ্যোগে পৌরহিত্য পরীক্ষার সৃষ্টি হইতেছে, এবং উক্ত ব্রাহ্মণসভা যুক্তি, তর্ক প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ ব্রাহ্মণের মনোমালিন্য বিদূরীত না করিয়া এবং কোন কোন স্থানের কায়স্থগণ পরস্পরের মনোমালিন্য অপনোদনার্থ মীমাংসা ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সাদরে আহ্বান করিলেও কেহই উপস্থিত হয়েন নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে পণ্ডিত মহাশয় পৌরহিত্য পরীক্ষার পাঠ্যরূপে "আহ্নিককৃত্যম্" খানিকে নির্ব্বাচিত দেখিবার জন্য তাঁহার পুস্তক হইতে কায়স্থ সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব মন্তব্য বা মত ও বর্ণনির্ণায়ক তালিকাখানি অপসারিত করিয়া, তৎস্থানে কায়স্থজাতির গ্লানিকর উক্তি লিপিবদ্ধ করতঃ পুস্তকখানিকে কায়স্থবিদ্বেষীগণের মনোমত করিয়া নিজেই নিজ সম্ভ্রমের হানি করিয়াছেন।

নবম সংস্করণের "আহ্নিক কৃত্যম" পুস্তকের ১৪শ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন—"বর্ণ চারি প্রকার.....এক জাতি বলা যায়।" শূদ্র জাতি বা বর্ণ চিরকালই এক, দুই নহে; তবে কোন কোন পণ্ডিত মহাশয় শূদ্র ও সৎ শূদ্র ভেদে শূদ্রের ভিন্ন ভিন্ন সবডিবিসন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার আরোপ করিয়াছেন। যদি মাতৃগর্ভে জন্ম বলিয়া শূদ্র একজাতি হয়, তবে মাতৃগর্ভে জন্ম ও উপনয়ন সংস্কারে জন্ম এই দুই জন্ম বলিয়া, সকল দ্বিজ একজাতি হইবে না কেন? পণ্ডিত কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার নাই।" তাঁহার এই উক্তিতে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, শূদ্রের উপনয়ন ব্যতীত অন্য সংস্কারগুলি আছে। কিন্তু আমরা মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি স্মৃতিতে দেখিতে পাই যে, শূদ্রের কোন সংস্কারই নাই। এমন কি পি, এম, বাগচির পঞ্জিকার স্মৃতিবচন মধ্যেও, বিবাহ সংস্কার ভিন্ন শূদ্রের অন্য কোন সংস্কার নাই লিখিত আছে।

বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতে সদা।
(ইতি আদিপুরাণং)

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ের "কৃতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিন্দতে" এই শ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন "শূদ্রের কোন সংস্কার নাই" এবং তৎপর তিনি মনুর "ন শূদ্রে পাতকং

কিঞ্চিৎ চ সংস্কারমর্হতি" ইহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন স্মৃতির মধ্যে মনুই প্রধান এবং মনুরবিরোধি স্মৃতি অগ্রাহ্য তখন অবশ্য আমরা পুরাণ,উপপুরাণ বা অন্য স্মৃতির মনু বিরুদ্ধ কথা অপেক্ষা মনুর কথাই সমধিক গ্রাহ্য মনে করিব। বেদব্যাসও পূর্ব্বোক্ত "কৃতকৃত্যা * * *" শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বৈদিক সংস্কার না থাকিলে সকল প্রজা শূদ্র তুল্য। সুতরাং জন্মমাত্রেই, সংস্কার প্রাপ্ত হইলেই সকলে সাধারণতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। দ্বিজ ও শূদ্রের পার্থক্যই এই সংস্কার দ্বারা সাধিত হয়; মাত্র উপনয়ন সংস্কার দ্বারা নহে।

যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয় এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য সংহারেও ধর্ম্মহানি অনিবার্য্য। ভগবান ধর্ম্ম বৃষরূপী, সুতরাং ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে নিশ্চয়ই পাতকী হইতে হয়। এজন্য ধর্ম্মলোপ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ যদি পণ্ডিত মহাশয়ের নিরপেক্ষ মত বা বিচারে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হন এবং পণ্ডিত মহাশয় সত্য গোপন করতঃ জেদ, স্বার্থ বা কারণ বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে শূদ্রত্বে অবনমিত করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মলোপ করিতে চাহেন, তবে আমরা তাঁহার নিকট এই প্রতিবাদের জন্য সানুনয় ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি, তবে, একটী কথা এই যে, তিনি যখন হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম্ম সঠিক হইতেছেনা বলিয়া পুস্তক লিখিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, তখন এ সকল বিষয় অর্থাৎ সত্যাসত্য নির্ণয়ে লক্ষ্য রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমরা মনে করি। আর যাঁহারা যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না—প্রমাণ প্রয়োগের বিচার করিতে প্রস্তুত নহেন—জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছুক,তাঁহাদের সম্বন্ধে কবিরত্ন মহাশয়ের মত আক্ষেপ করিয়া তাঁহারই ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইতেছে :—

"জানামি সীতা জনক প্রসূতা
জানামি রামো মধুসূদনঞ্চ
অহঞ্চ জানামি নরস্য বধ্য
তথাপি সীতাং ন পরিত্যজামি॥

* * * সেইরূপ তাহাদেরও প্রতিজ্ঞা যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের (২।৪ জন ছাড়া) কাহারই যে বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ নাই, তাহা আমরা জানি। অর্থবোধ না থাকায় ক্রমশঃ মন্ত্রগুলি যে বিকৃত হইয়াছে তাহাও জানি; ভাষ্য সম্মত পাঠই যে বিশুদ্ধ তাহাও জানি; তথাপি সে মুখস্থ পাঠ কিছুতেই আমরা পরিত্যাগ করিব না।"

ইহাতে আমাদেরও বক্তব্য যে, কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণেরও প্রতিজ্ঞা যে, "কায়স্থগণ শূদ্র নয় তাহা আমরা জানি। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। আচার, ব্যবহার, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তাম্রশাসন, শিলা লিপি প্রভৃতিতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া প্রমাণিত, ইহাও আমরা অবগত আছি, তথাপি জেদের বশবর্ত্তী হইয়া যে তাহাদিগকে শূদ্র বলি, তাহা কিছুতেই ছাড়িব না।"

ইহাদিগের এইরূপ যুক্তি হীন—বিদ্বেষভাব সুধীসমাজে কতদূর আদরণী তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন; এবং কায়স্থ-মহোদয়গণের নিকট আমাদের নিবেদন যে, তাঁহারা যেন ২।৪জন বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের কথা নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হন।

পরিশেষে বক্তব্য যে,—পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার নবম সংস্করণের পুস্তকে ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "যেহেতু পরমেশ্বরের পাদপদ্ম হইতে যখন শূদ্রের উৎপত্তি * * *" ইহাতে আমরা পণ্ডিত-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন্ শাস্ত্রের কোন্ প্রমাণ বলে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের পাদপদ্ম হইতে শূদ্র সৃ হইয়াছে? হিন্দুশাস্ত্র বলিতেছেন—ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা। কিন্তু কবিরত্নের মত তদ্বিপরীত দেখিতেছি। যদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর বলিতে হয়, তাহা হইলে বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেও এক এক পরমেশ্বর না বলিবেন কেন? তাহা বলিলে, কবিসু কবিরত্নের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর পৃথক পৃথক পরমেশ্বর হইয়া পড়েন অর্থাৎ তিনটী পরমেশ্বরের অস্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র কবিরত্ন মহাশয়ের এই মতের পোষক করেন না। শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা + বিষ্ণু + মহেশ্বর = পরমেশ্বর। অর্থাৎ এই তিনের ব্যষ্টি ভাবে নহে, ইহাদের সমষ্টিতেই পরমেশ্বর। যাহা হউক, অতঃপর হিন্দু সমাজ অবগত হউন যে, "আহ্নিক-কৃত্যম্" কর্ত্তার কলমের জোরে ১ পরমেশ্বরের পরিবর্ত্তে ১৩১৫ সাল হইতে তিনটী পরমেশ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই তিনের একটী বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাপৃত আছেন। আমরা কবিরত্ন মহাশয়কে অনুরো করিতেছি যে, তাঁহারই লিখিত এই নূতন পরমেশ্বর ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে সৃষ্ট শূদ্রজাতি যদি "গৌরবজনক"ই হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুপাদপদ্মসম্ভূতা-হি পূজিতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় শূদ্রকে পূজা, অর্চ্চনা, স্তবস্তুতি করিতে তিনি বাধ্য এবং তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মও বটে। অতঃপর আমরা আশা করি "আহ্নিক-কৃত্যম্" পুস্তকের নূতন সংস্করণে কবিরত্ন মহাশয় শূদ্রকে পূজা করিবার পদ্ধ সন্নিবিষ্ট করিবেন।

আর একটী কথা:—পণ্ডিত কবিরত্ন মহাশয় ত "আহ্নিককৃত্যম্" লিখিলেন,—বাজারে বিক্রয় করিলেন,—প্রভূত অর্থেরও অধীশ্বর হইলেন; এবং দেখিতে দেখিতে পুস্তকখানির ৯।১০টী সংস্করণও হইয়া গেল। ইহা আজকালকার দিনে কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে! কিন্তু আমরা কবিরত্ন মহাশয়ের এই পুস্তকের সমধিক প্রচারে হিন্দুসমাজের ঘোরতর অধঃপতন দেখিতেছি। একেত পণ্ডিত মহাশয়েরা ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য এবং খাঁটি পুরোহিত সৃষ্টির জন্য এই "আহ্নিককৃত্যম্" প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, এই পুস্তক প্রসাদাৎ ধর্ম্ম যাহা কিছু ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে এবং পুরোহিত মহাশয়েরা যাহা শিক্ষা করিয়া পৌরহিত্য করিতেছিলেন, এখন তাহা ভুনি খিচুড়িতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ যে সকল পুরোহিত ১ম হইতে অষ্টম সংস্করণের কোন একখানি "আহ্নিককৃত্যম্" ক্রয় করতঃ তদনুযায়ী কায়স্থদিগের ক্রিয়া কলাপ করাইতেছিলেন, অর্থাৎ কায়স্থদিগকে কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত মত ক্ষত্রিয় উল্লেখে ক্রিয়া করাইতেছিলেন, হঠাৎ উহার দশম সংস্করণে কায়স্থ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বমত প্রত্যাহৃত ও শূদ্র বলিয়া লিখিত দেখিয়া, তাঁহারা এখন, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এই সমস্যায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তাঁহাদের গন্তব্য পথ এক্ষণে যে কোন্টী অর্থাৎ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় উল্লেখে, কি শূদ্র উল্লেখে ক্রিয়া করাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে, কবিরত্ন মহাশয় যখন দুই নৌকায় পা দিয়াছেন, তখন তাঁহার কোন্ উক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া করাইব? যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া মন্ত্র পাঠ করাই, তবে নবম সংস্করণের আহ্নিককৃত্যম্ প্রতিবাদী হইবে। আবার যদি শূদ্র উল্লেখে ক্রিয়া করাই, তবে ১ম হইতে অষ্টম সংস্করণের পুস্তক ধর্ম্ম গেল বলিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। বলি কবিরত্ন মহাশয়! এই সকল পুরোহিতের সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করিতে কি আপনি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন? আর পণ্ডিত মহাশয় এই নবম সংস্করণের পুস্তকখানিকে যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণপূত করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের ভ্রমপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত করিয়া যে ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন ও দেশে অশাস্ত্রীয় বিধি প্রকাশিত করিয়া, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সমাজের এই ধর্ম্মহানির জন্য প্রকৃত দায়ী ও পাপী কে? এই অধর্ম্মাচার প্রচারের জন্য তিনি যে পাপে পাপী হইয়াছেন, তাঁহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? আবার বহু স্থানের বহু ব্যক্তি রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে বলিতেছেন, যাঁহারা কবিরত্ন

মহাশয়ের ভ্রমপূর্ণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন, অতঃপর তাঁহারা ঐ অনর্থকর পুস্তক কবিরত্ন মহাশয়কে ফেরত দিয়া উহার মূল্য চাহিবেন। এ কথা সত্য হইলে, পণ্ডিত মহাশয়ের পক্ষে এক কালে প্রভূত অর্থ প্রত্যর্পণ করা বিশেষ কষ্টদায়ক বটে! আবার কায়স্থ মহাশয়েরাও বলিতেছেন যে, লেখক কবিরত্ন মহাশয়ের এই দশম সংস্করণের পুস্তক নির্ভুল হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের মতানুযায়ী ক্রিয়া করাইয়া, পুরোহিত তাঁহাদের ক্রিয়া পণ্ড ও অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের এই অনর্থ ও অর্থের ব্যয়ের জন্য কবিরত্ন মহাশয়ই দায়ী। যাহা হউক অতঃপর আমরা লেখক মহাশয়ের মুখে এই সকল বিষয়ের যথাযথ সদুত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ রহিলাম। আশা করি তিনি এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ ব্যপদেশে উত্তর দিলে ও ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।
হরিপুর—শান্তিপুর।

গ্রন্থ সমালোচনা।

আক্কেল বা স্বাধীন চিন্তা।—পণ্ডিত ত্রিম্বকরাও অনন্তপাঠে, (মহারাষ্ট্রী) ডিবিজনাল ও সেসন্স্ জজ্, প্রাপ্ত মালোয়া, প্রণীত। মূল হিন্দী হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। উজ্জৈন, গোয়ালিয়ার হইতে প্রকাশিত। রয়েল ১৬ পেজী ৭৪ পৃঃ প্রথম সংস্করণ; মূল্য ।/০ আনা।

গ্রন্থখানি অনুবাদ হইলেও অনুবাদকের ভাষার গুণে অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় ও জ্ঞানগর্ভ বিষয় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচিত হইয়াছে। ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, অনেক স্থলে এবং অনেক বিষয়ে আক্কেল পাওয়া যায়। সাহিত্য-সভ্যতা-গৌরবে বিক্রমাদিত্যের কাল হইতে গৌরবান্বিত উজ্জৈন নগর হইতে, বর্ত্তমান নব সত্যযুগে সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। অনেকেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে স্বাধীন চিন্তার পথ দেখিতে পাইবেন। গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় যে দেশে বহুকাল হইতে "একঘেয়ে" চিন্তাস্রোত চলিয়া আসিতেছে, সে দেশে স্বাধীন চিন্তা যত হয় ততই ভাল। স্বাধীন চিন্তা ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দার বিষয়। কি সাহিত্য, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, বিজ্ঞান বা রাজনীতি, স্বাধীন চিন্তা করিলেই

সর্ব্বত্র নিন্দনীয় হইতে হয়। তাহার কারণ ভারতবাসিগণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েই, বহুকাল হইতে স্বাধীনতা হারাইয়া, স্বাধীনতার আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছে, এবং পরমুখাপেক্ষিতাই সর্ব্ব প্রধান গুণ ও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্যই বলিতেছি আমরা সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী। আশাকরি ত্র্যম্বকরাও মহাশয়ের সুনিপুণ লেখনী হইতে যতই এরূপ স্বাধীন চিন্তা প্রসূত হয় ততই দেশের মঙ্গল। অনুবাদক সভার সভ্য।

পাইকপাড়া ও কান্দীরাজবংশ। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল্ প্রণীত। ১৩১৭। ৩৪ পৃঃ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের নেতৃস্থানীয় কান্দীরাজবংশের বিবরণী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ও সুবিখ্যাত লালাবাবু প্রভৃতি এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানিতে অনেক ঐতিহাসিক গবেষণাও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ও লালাবাবু প্রভৃতির সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। গ্রন্থকার সভার সভ্য।

মনোহরা—দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ প্রণীত। ১৩১৮। ৯৬ পৃঃ। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

গ্রন্থটীর নাম যেমন আকৃতি প্রকৃতিও তেমন। ছাপা ও চিত্রগুলি অতিশয় মনোহর, বিশেষতঃ সর্ব্বজন প্রশংসিত। বিখ্যাত গুণরাশি ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহৃদয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব মহোদয়ের দুইটী পুত্র ও বড়লাল সাহেবের একটী পুত্রের নামে উৎসর্গপত্রের সম্মুখে গ্রন্থকারের শিষ্যত্রয়ের সুকুমার মূর্ত্তির চিত্র সর্ব্বপ্রথমে সংযুক্ত করিয়া রচয়িতা গ্রন্থের মনোহারিত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই পৃষ্ঠার সম্মুখে হস্তিপৃষ্ঠারূঢ় মানস কুমার ও তাহার সঙ্গীর যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উহা দেখিলে স্বভাবতঃই ময়ূরভঞ্জের কথা মনে পড়ে। গ্রন্থকার যদি তাঁহার মানস চিত্রগুলি শিষ্যত্রয়ের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহার লেখনী ধন্য হইবে।

এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই Grimms, Fairy Tales হইতে সংগৃহীত ও পরিবর্ত্তিত। আমাদের দেশের উপযোগী করিবার নিমিত্ত মূলের সহিত অনেক স্থলে অমিল হইয়াছে। তথাপি গ্রন্থকারের সঙ্গে আশা করা যায় যে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ গল্পগুলি পড়িয়া আমোদ ও শিক্ষালাভ করিবে। বালকবালিকা ব্যতীত, বালকবালিকার পিতামাতা ও পিতামহ, মাতামহ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের গল্পগুলির মনোহারিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। গ্রন্থকার রচিত—

"বনবালা" পাঠে সত্যের মহত্ব ও সর্ব্ব জয়িত্ব,—"বুদ্ধি বটে" পাঠে গৃহিণীর
গৌরব ও "মধুচণ্ডালে" জাতিভেদের বিষম ভ্রম ও অবিচার ও "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রে
হরিভক্তি পরায়ণঃ। হরিনাম বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" এই ম
বাক্যের তাৎপর্য্য ও সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয় এবং সত্যের অনুরো
লজ্জাত্যাগ করিয়া স্বীকার করিতে হয়, যে মধুচণ্ডালের সহিত জগদম্বার ম
সন্তানের উপর সমান প্রেম ও সুবিচার দেখিয়া গোপনে বন্ধুগণ মধ্যে ব
অশ্রুসিক্ত নয়নে গল্প পাঠ সমাপন করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা ক
নবীন গ্রন্থকারের লেখনী আনন্দ ও জ্ঞান প্রচার করিয়া ধন্য ও প্রবীণ হউক
গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া বনবালা, মধুচণ্ডাল প্রভৃতির ন্যায় চিত্ত বিনোদন
শিক্ষাপ্রদ গল্প লিখিয়া আমাদের বালকবালিকাগণের ও সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধ
করুন। এই মনোহরা পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার দেখিলে আমরা বিশেষ সু
লাভ করিব। গ্রন্থকারের শিষ্যগণকে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকল ভাষা
অনূদিত করিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার বিখ্যাত ৺প্যারীচরণ
সরকারের পুত্র এবং কায়স্থ সভার সভ্য।

শাক্যসিংহ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত। ১৩১৮। ৬০ পৃ
মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

পুস্তকখানি ভাষার মাধুর্য্যে ও বর্ণনা কৌশলে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মহাপুরুষের
জীবনী যতই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় ততই মঙ্গল। শত শত উপন্যাস
অপেক্ষা এক একটি আদর্শ অধিকতর মঙ্গলপ্রদ। পুস্তকখানিতে মহাত্মা
শাক্যসিংহের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি দেখিলে আমরা আরও সুখী হইতাম
ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

গত বৎসর আশ্বিন ও চৈত্র সংখ্যায় যে সকল পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার
হইয়াছে কিম্বা সমালোচনা করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত
সাময়িক পত্রিকাগুলি নিয়মিত রূপ পাইতেছি :—

১। অর্ঘ্য।
২। অবসর।
৩। আর্য্যপ্রভা।
৪। কহিনূর।
৫। কুশদহ।
* ৬। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

৭। নব্যভারত।
৮। পল্লিচিত্র।
৯। প্রতিবাসী।
১০। প্রতিভা।
১১। ফরিদপুর হিতৈষী।
১২। বঙ্গদর্শন।
১৩। বসুধা।
১৪। বিজয়া।
১৫। বীরভূমী।
১৬। বৈশ্যসুহৃদ।
১৭। ভারতী।
১৮। মানসী।
১৯। মাহিষ্য সমাজ।
২০। মেদিনীপুর হিতৈষী।
২১। শান্তিকণা।
২২। হিন্দুপত্রিকা।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি গতবৎসর পাওয়া যাইতেছিল কিন্তু এ বৎসর পাওয়া যায় নাই :—

১। পন্থা।
২। বাল্যাশ্রম।
*৩। সমাজ।
৪। সুবর্ণ বণিক।

সভার প্রচার কার্য্য।

প্রচারক—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী।

২৮এ শ্রাবণ, ১৩১৮। চক্রেশ্বর, হুগলী জেলা। শ্রীশ্রী৺কালীতলায় অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকার সময় কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ কালেক্টরী দেওয়ান শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘটক দেবশর্ম্মণঃ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরমারাধ্য পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে গায়ত্রী ব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝাইয়া দেন। পরে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতির সাহায্যে এবং পরিশেষে জাতীয় ইতিহাস, কুলদীপীকা ও বর্ত্তমান সমাজের অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করতঃ কনৌজাগত চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সম্যকরূপে প্রমাণিত করেন। তদনন্তর বেদের সহিত বলেন কুলীন কায়স্থগণের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ, দান এই ৯টী লক্ষণ কি শূদ্রের। আরও গোত্রপ্রবরাদির উল্লেখ

* সাপ্তাহিক।

করেন। চারিদিক হইতে ধন্যবাদ ধ্বনিত হইয়া রাত্রি ৯ ঘটীকার সময় সভা কার্য্য শেষ হইলে শ্রীহেমন্তকুমার মোহান্ত কর্ত্তৃক নিম্নের সঙ্গীতটী গীত হয় :—

ভৈরবী—একতালা।

উঠ উঠ চিত্রগুপ্ত সন্তান।
কাল স্রোতে পড়ি, পথ যে বিস্মরি,
অজ্ঞান অন্ধকারে থেকোনা হে মগন ॥
ব্রহ্মাকায় হতে মোদের উদ্ভব হয়,
কায় হতে বোলে কায়স্থ সব কয়,
তবে কেন হায় বৃথা দিন যায়—
ক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্র মধ্যে স্থান।
এক বৃন্তে দুটী অসী মসী জীবি
লেখ্যকর্ম্ম মোদের দিয়াছেন বিধি,
সর্ব্ব শাস্ত্রাধিকার লেখকের বিধান
পুরাণশাস্ত্রে শূদ্র নহেত কখন ॥
কনোজ হতে পঞ্চজনের আগমন,
বঙ্গে আসি হলো এ অধঃপতন,
এখনও করহ কর্ত্তব্য পালন
বর্ণ ধর্ম্ম কেন হও বিস্মরণ ॥
ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি আচারভ্রষ্ট সবে,
তাই রঘুনন্দন শূদ্র বলেন সবে,
ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত কেন না হইবে,
আপস্তম্ব মোদের করেছেন বিধান ॥
বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, শাণ্ডিল্যাদি
মোদের পৌরোহিত্য করেন পূর্ব্বাবধি,
কায়স্থ-সন্তান শূদ্র হতো যদি,
পতিত হইতেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
শাক্ত সবে দ্বিজ তন্ত্রেরই বচন,
লোকাচারে দেখ শূদ্র কি ব্রাহ্মণ
তান্ত্রিকতা বলে পূর্ব্বপুরুষগণ,
হেলায় যজ্ঞসূত্র করেন বর্জ্জন ॥

* * (রচয়িতা শ্রীহরিনাথ বসু)

১লা ভাদ্র, ১৩১৮। চট্টগ্রাম। এ বৎসরের আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক কায়স্থ-সভা হয়। প্রায় ৩০০ কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশই দক্ষিণরাঢ়ী। একটী স্থানীয় কায়স্থ-সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। উহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একটী শাখা-সভা হইবে। ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। তৎপরে অনেকে একত্রে ভোজন করেন। অনেকেই উপবীত গ্রহণার্থে উদ্‌গ্রীব।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা।

৩রা ভাদ্র, ১৩১৮। গাইবান্ধা, রংপুর জেলা। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত কিশোরীবল্লভ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, মহাশয়ের বাসাতে কায়স্থজাতির একটী সভা হয়। উত্তররাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ৪ শ্রেণীর প্রায় ৭০জন গণ্য মান্য কায়স্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাশয় সর্ব্বানুরোধে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোটী একটী কায়স্থজাতির উৎসাহ ব্যঞ্জক সঙ্গীত দ্বারা সভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, শিলালিপি ও ইতিহাস প্রভৃতির শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ও যুক্তি তর্ক-দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ২ ঘণ্টা ব্যাপী একটী সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিশোরীবাবু স্থানীয় প্রসিদ্ধ কায়স্থ উকিল। তিনি যত্ন করিলে অতি সত্বর উপনয়ন হইতে পারে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া কিশোরীবাবুকে উদ্যোগী হইবার জন্য শ্রীশবাবু অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভ্যগণ উপনয়নের অভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সভা স্থির করিলেন যে শুভদিন পাইলেই বারেন্দ্রশ্রেণীর সকলে উপবীত গ্রহণ করিবেন। এই সভা আরও স্থির করিলেন যে, এই সভাকে কলিকাতা কায়স্থ সভার শাখা-সভা করা হউক। অনন্তর রাত্রি ৭ঘটীকার সময়, সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

———

কায়স্থ-প্রসঙ্গ।

২৩ শে বৈশাখ, ১৩১৩ সালে বোলপুর মুন্সিফির অধীন কোন এক স্থানে এক বিবাহ হয়। বিবাহে কন্যার পিতা পণ দিতে স্বীকৃত হন। বিবাহ সম্পন্ন হয়, কিন্তু কন্যার পিতা পণ দেন না। বরের পিতা এই পণের টাকা প্রাপ্তির জন্য আদালতে নালিশ করেন। মুন্সেফ তাঁহাকে ডিক্রী দেন। আপীলে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র (ডিষ্ট্রিক্ট জজ) মুন্সেফের রায় রদ করিয়াছেন। কন্যার পিতা পণ দিতে বাধ্য নহে।

* * *

গত মাসে কলিকাতার মধ্যেই কোন এক পাড়ায় দুইজন ব্যক্তি এক উপবীত কায়স্থের পৈতা ছিঁড়িয়া দেয়। দুইজনের মধ্যে একজন অনুপবীত কায়স্থ। পুলিশ কোর্টে পৈতা ছেঁড়ার মকদ্দমা রুজু হয় এবং পীনাল কোডের ২৯৫ ধারায় (ধর্ম্মহানির চেষ্টা) সমন জারি হয়। পরে আসামী উভয়েই আদালতে দোষ স্বীকার করায় ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং অনুপবীত কায়স্থ আসামী ভাল দিন পাইলেই নিজে পৈতা লইবেন স্বীকার করায় ও পৈতা যাহার ছিঁড়িয়া দিয়াছে তাহার পুনরায় উপনয়ন লইবার সমস্ত খরচ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় মকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয়। পুনরায় উপনয়নের খরচের জন্য এবং মকদ্দমা চালানর খরচ হিসাবে কায়স্থ-সভাকে আসামীদ্বয় ৫০৲ টাকা দিয়াছে।

...ented to the K.P.L. by Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

কার্ত্তিক, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

দান

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত (পুস্তক দানের মূল্য বাদ)	৮৫৫০
যাঁহারা গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্যের পরিমাণ—	
পূর্ব্বে প্রকাশিত	১১৬৵০
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্ এ, সাং কলিকাতা	৫॥০
,, গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, সাং কলিকাতা	২॥০
,, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সাং কলিকাতা	।৵০
,, শরৎচন্দ্র দে, হাং সাং উজ্জৈনি	।/০
,, হরনাথ বসু	২।০
	১২৭/০

প্রচার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত	৩৫৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, সাং পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ জেলা	১০৲
	মোট—৪৫৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২রা কার্ত্তিক, ১৩১৭।

(যশোহর জেলা, রাউতাড়া কেন্দ্র)।

সাং আমতৈল, যশোহর জেলা :—

১। সরকার, ধরণীধর, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং আলাইপুর, যশোহর জেলা :—

২। ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৩। পাল, নটবর, ঐ
৪। „ বিষ্ণুচরণ, ঐ
৫। বসু, গোপালচন্দ্র, ঐ
৬। বিশ্বাস, দিগম্বর, ঐ

সাং দ্বারিয়াপুর, যশোহর জেলা :—

৭। দত্ত, শরৎচন্দ্র, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৮। „ সতীশচন্দ্র, ঐ
৯। „ ক্ষুদিরাম, ঐ
১০। দাস, কালিনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
১১। বিশ্বাস, সীতানাথ, ঐ

সাং রাউতাড়া, যশোহর জেলা :—

১২। ঘোষ, দিগেন্দ্রনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)
১৩। „ ননীগোপাল, ঐ
১৪। দত্ত, নগেন্দ্রনাথ, ঐ
১৫। বসু, কেশবলাল, ঐ
১৬। „ ললিতমোহন, ঐ
১৭। বিশ্বাস, আশুতোষ, ঐ
১৮। „ সতীশচন্দ্র, ঐ
১৯। „ সুরেন্দ্রনাথ, ঐ
২০। সিকদার, উপেন্দ্রনাথ, ঐ

মাঘ, ১৩১৭।

সাং ধনঞ্জয়পুর, যশোহর জেলা :—

১। দত্ত, রসময়, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। সরকার, বনমালী, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং রাজারামপুর, যশোহর জেলা :—

৩। দত্ত, কেশবলাল, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৪। „ গুরুচরণ, ঐ
৫। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ, ঐ
৬। „ দুর্গাচরণ, ঐ
৭। „ নকুলচন্দ্র, ঐ
৮। „ বামাচরণ, ঐ
৯। „ ভূপতিচরণ, ঐ
১০। „ সতীশচন্দ্র, ঐ
১১। দত্ত, হীরালাল, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
১২। দাস, ক্ষুদিরাম, ঐ
১৩। পাল, নগেন্দ্রনাথ, ঐ
১৪। „ বঙ্কুবিহারী, ঐ
১৫। „ রামলাল, ঐ
১৬। বিশ্বাস, জয়গোপাল, ঐ
১৭। „ নিবারণচন্দ্র, ঐ
১৮। „ প্রিয়নাথ, ঐ

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

সাং নওয়াপাড়া, যশোহর জেলা :—

। বসু, চন্দ্রনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
। বিশ্বাস, বসন্তকুমার, ঐ
৩। বিশ্বাস, হীরালাল, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং রাউতাড়া, যশোহর জেলা :—

। বসু, ইন্দুভূষণ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং রাজারামপুর, যশোহর :—

। দত্ত, রামলাল, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
। দাস, উপেন্দ্রনাথ, ঐ
৭। বসু, নগেন্দ্রনাথ, (দক্ষিণরাঢ়ী)
৮। „ সুরেন্দ্রনাথ, ঐ

বিবাহ।

উত্তররাঢ়ী সমাজে নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৬ই মাঘ, ১৩১৭। মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ পাঁচথুপী গ্রামের শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ... মহাশয়ের পুত্রের সহিত উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার।

২২এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। ভাগলপুর চম্পানগরের ৺যোগীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের ...র সহিত মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ পাঁচথুপী গ্রামের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ হাজরা ...শয়ের কন্যার।

... জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ বসোরা গ্রামের ৺গোপীমোহন সিংহ ...রী মহাশয়ের পুত্রের সহিত উক্ত পাঁচথুপী গ্রামের ৺শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ ...নিক মহাশয়ের কন্যার।

১৭ই আষাঢ়, ১৩১৮। দিনাজপুর সহরের শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের ...ত্রের সহিত উক্ত পাঁচথুপী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কন্যার।

...ই শ্রাবণ, ১৩১৮। দিনাজপুর সহরের ৺হরিশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্রের ...ত উক্ত রসোরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যার।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৮। মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ রসোরা গ্রামের শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ...য়ের পুত্রের সহিত উক্ত জেলার বাগডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সিংহ ...শয়ের কন্যার।

২৫এ শ্রাবণ, ১৩১৮। দিনাজপুর সহরের ৺বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের

সহিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলাই নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কন্যার।

উত্তররাঢ়ী সমাজে নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছে শুনা যায় :—

১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৮। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলাই গ্রামের ৺হেমেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের সহিত হুগলি বাঁশবেড়িয়ার ৺বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের কন্যার।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৮। বীরভূম জেলার জলধবি নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্রের সহিত পাটনা সহরের ৺হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কন্যার।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

১৫ই ভাদ্র, ১৩১৮। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের পিতার মৃত্যুতে।

১৯এ ভাদ্র, ১৩১৮। সিমুলিয়া, বিক্রমপুর। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু দেব বর্ম্মার মাতার মৃত্যুতে।

১৩১৮। কোন্নগর, হুগলী জেলা। শ্রীযুক্ত হরিসত্য বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্ঞাতির মৃত্যুতে।

কায়স্থ-পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

কিন্তু তাই বলিয়াই কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়েতর জাতি বলিয়া অনুমান করা যুক্তি যুক্ত নহে। হইলে, স্মরণাতীত কাল হইতে সাবিত্রীভ্রষ্ট বলিয়া একদিন স্মার্ত্ত কুলগৌরব পূজ্যপাদ রঘুনন্দন যাহাদিগকে ভাক্ত শূদ্র অর্থাৎ একজাতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন (১) অথবা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ হেতু বর্ত্তমান সময়ে শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া নিজমুখে স্বীকার করিতে যাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই ; (২) সেই অম্বষ্ঠ জাতি আজ একতর দ্বিজ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া অথবা সে সময়ে সমাজে ব্যবহার্য্য থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ বৌদ্ধবিপ্লবের পর সমাজ যে, উল্লিখিত শাস্ত্র ব্যূহের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন বিদ্যমান। বলা বাহুল্য দধি দুগ্ধের লোভে আজও যখন সমাজ একতর বৈশ্য আভীর অর্থাৎ গোপগণের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদন করিতে পারেন নাই, তখন সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়াও সমাজে ব্যবহার্য্য আছে বলিয়াই যে, কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নহে ; একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

সত্য বটে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে, স্মরণাতীত কাল হইতে কায়স্থ জাতি যখন জনন মরণে একমাস কাল অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন ; তখন তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কি রূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ? বলা বাহুল্য ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল দ্বাদশাহ মাত্রই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। যথা—

"শুধ্যেদ্বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।৮৩"

(মনুস্মৃতি ৫ অঃ)।

"ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি। ৮৫"

(অত্রি সংহিতা)।

"ব্রাহ্মণস্য সপিণ্ডানাং জননমরণয়োর্দশাহমাশৌচং।১। দ্বাদশাহং রাজন্যস্য।২। পঞ্চদশাহং বৈশ্যস্য।৩। মাসং শূদ্রস্যেতি।৪।" (বিষ্ণুস্মৃতিঃ, ২২ অঃ)।

"ক্ষত্রস্যদ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈবতু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ।২২"

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ, ৩ অঃ)।

"দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যেৎ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।৪১"

(উশনঃ সংহিতা, ৬ অঃ)

'দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রোদ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
পাক্ষিকং বৈশ্য এবাহ শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।৫১"

(অঙ্গিরঃ সংহিতা)।

"বিপ্রোদশাহমাসীত দানাধ্যয়নবর্জ্জিতঃ।
ক্ষত্রিয়োদ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশৈবতু।
শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন সম্বর্ত্ত বচনং যথা।৩৮"

(সম্বর্ত্তস্মৃতিঃ)।

---

(১) "এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা এবমম্বষ্ঠাদীনামপিজাতি প্রসঙ্গাদুক্তমিতি।" (শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন)

(২) "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদক্ষতা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা তথা বিশঃ।
যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ।
অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ।" (বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)

"ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত্তু বিপ্রোবেদাগ্নিসংযুতঃ।
পঞ্চাহেনাগ্নিহীনস্তদশাহোব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ক্ষত্রিয়োদ্বাদশাহেন শুধ্যতে মৃতসূতকে।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি॥"
(পরাশর ভাষ্যধৃত বৃহস্পতিঃ)

"জাতে বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।৪"
(পরাশরস্মৃতিঃ, ৩ অঃ)।

"জননে মরণে বিপ্রোদশাহেন বিশুধ্যতি।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পক্ষেণ শুধ্যতি।
মাসেনতুতথাশূদ্রঃ শুদ্ধিমাপ্নোতিনান্তরা।৩"
(শঙ্খস্মৃতিঃ, ১৫ অঃ)।

"জাতি বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।৭"
(দক্ষস্মৃতিঃ, ৬ অঃ)।

ইহার ফলিতার্থ এই—জনন ও মরণে ব্রাহ্মণগণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। একথা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই, পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনাদির মরণে একমাস কাল অশৌচ পালন করিয়া গিয়াছেন (৩); তখন একমাস অশৌচ পালন করেন বলিয়াই কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়েতর জাতি বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য। বলা বাহুল্য যাহারা শান্তি পর্ব্বোক্ত "তত্র তে সুমহাত্মানঃ" এই পদ্যের মাস শব্দটীকে দ্বাদশাহের বাচক (৪) বলিয়া কল্পনা করতঃ প্রাগুল্লিখিত মন্বাদি শাস্ত্র নিচয়ের গৌরব রক্ষা করিতে বাসনা করেন: তাহাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, উক্ত প্রকার কষ্ট কল্পিত অর্থটীও নিরাপদ নহে। যে হেতু শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,

"ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণেতথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রমশৌবকম্। ৩৬॥"
(পরাশরস্মৃতিঃ, ৩ অঃ)

(৩) "তত্রতে সুমহাত্মানোন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নিবর্ত্তয়ামাসুর্মাসমেকং পুরাদ্বহিঃ। (শান্তি. রাজ ১।২)।

(৪) "দ্বাদশার্থরাশিনাস সংক্রান্তি গুহবাহবঃ।
সারিকোষ্ঠক সেনানী নেত্রস্নাপতিমণ্ডলাঃ।"
(সংখ্যাকোষঃ)।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা শস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহাদের অশৌচ একরাত্রি মাত্রই পালন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ভগবান্ মনু যখন উপস্থিত ক্ষেত্রে সদ্যঃ শৌচেরই (৫) বিধান করিয়া গিয়াছেন; তখন আলোচ্য মহাভারতীয় বচনে মাস পদের প্রাগুক্ত সাঙ্কেতিক অর্থ গ্রহণ করা নিরাপদ কি না তাহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

ফলতঃ ক্ষত্রিয় হইলেই যে, তাহাকে দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করিতে হইবে শাস্ত্রে এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। থাকিলে, মহর্ষি বৃদ্ধ পরাশর কখনই স্বধর্ম্ম-নিরত ক্ষত্রিয়দিগকে দশ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন না (৬)। বলা বাহুল্য ইহা যে, কেবল বৃদ্ধ পরাশরের পুথিগত উপদেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত, তাহাও নহে। পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ যে, দশদিন মাত্রই অশৌচ পালন করিতেন, অধ্যাত্ম রামায়ণের নিম্নলিখিত পন্থাবলীই তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ। যথা,—

"তৈলদ্রোণ্যাং পিতুর্দ্দেহমুদ্ধৃত্য সচিবৈঃ সহ।
কৃত্যংকুরুযথান্যায় মস্মাভীরঘুনন্দন।
ইতি সম্বোধিতঃ সাক্ষাৎ গুরুণাভরতস্তদা।
বিসৃজ্যাজ্ঞানজংশোকংচক্রে স বিধিবৎ ক্রিয়াম্।
গুরুণোক্তপ্রকারেণ আহিতাগ্নের্যথাবিধি।
সংস্কৃত্য স পিতুর্দেহং বিধিদৃষ্টেণ কর্ম্মণা।
একাদশেঽহনি প্রাপ্তে ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
ভোজয়ামাসবিধিবৎশতশোঽথসহস্রশঃ।"
(অযোধ্যাকাণ্ডে, ৭ অঃ)।

ইহার ভাবার্থ এই—হে রঘুনন্দন! সচিবগণের সহিত তৈলদ্রোনী হইতে পিতার দেহ উদ্ধার পূর্ব্বক যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কর, এইরূপে গুরু (বশিষ্ঠ) কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয় কুলতিলক মহাত্মা ভরত অজ্ঞানজনিত শোক বিসর্জ্জন করিয়া বিধিবৎ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; বলা বাহুল্য

(৫) "উদ্যতৈরাহবেশস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্ম হতস্যচ।
সদ্যঃ সংতিষ্ঠতে যজ্ঞস্তথাশৌচমিতিস্থিতিঃ। ৯৮"
(মনুস্মৃতিঃ, ৫ অঃ)।

(৬) "ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
তথৈব দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।"
(পরাশর মাধবধৃত বচন)।

আহিতাগ্নি ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ সংস্কার করা কর্ত্তব্য, বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে তিনি সেই প্রকারে বিধিবৎ পিতৃদেহ সংস্কার করিয়া অশৌচান্তে একাদশ দিনে শত সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। অপিচ মহর্ষি শাতাতপ বলেন,—

"একাদশাহাদ্রাজন্যো বৈশ্যোদ্বাদশভিস্তথা।
শূদ্রো বিংশতি রাত্রেণ শুধ্যতেমৃতসূতকে।"

(মিতাক্ষরাধৃতবচন)।

অর্থাৎ শাবাশৌচে ক্ষত্রিয় একাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র বিংশতি দিনে শুদ্ধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহা যে কেবল মহর্ষি শাতাতপেরই অভিপ্রায় তাহা নহে। মহর্ষি গৌতমও লিখিয়াছেন,—

"শাবমাশৌচং দশরাত্র মনৃত্বিগ্ দীক্ষিত ব্রহ্মচারিণাং সপিণ্ডানা মেকাদশরাত্রং ক্ষত্রিয়স্য, দ্বাদশরাত্রং বৈশ্যস্যার্দ্ধমাসং বা মাসমেকং শূদ্রস্যেতি।"

(গৌতমধর্ম্ম সূত্র, ১৪ অঃ)।

অর্থাৎ ঋত্বিক্, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারী ভিন্ন ব্রাহ্মণের দশরাত্র, ক্ষত্রিয়ের একাদশাহ, বৈশ্যের দ্বাদশাহ বা অর্দ্ধ মাস এবং শূদ্রের এক মাস শাবাশৌচ পালন করা কর্ত্তব্য (৭)। পক্ষান্তরে মহর্ষি দেবল বলেন,—

"শূদ্রস্য ত্রিংশতাশুদ্ধির্বিংশত্যাদিবসৈর্দ্বিশঃ।
রাজ্ঞঃ পঞ্চদশাহেন দশভির্ব্রাহ্মণস্য-তু।" (দেবলস্মৃতিঃ)।

অর্থাৎ যথেষ্টাচরণশীল শূদ্রের ত্রিশ দিন, ঐ প্রকার বৈশ্যের বিংশতি, ক্ষত্রিয়ের পঞ্চদশাহ এবং ব্রাহ্মণের দশাহ শাবাশৌচ। বলা বহুল্য ইহা যে কেবল মহর্ষি দেবলেরই অভিপ্রায়, তাহা নহে। মহর্ষি বশিষ্ঠও এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন। যথা,—

"ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ভূমিপঃ।
বিংশতি রাত্রেণ বৈশ্যঃ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।"

(বশিষ্ঠ সংহিতা, ৪ অঃ)।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দশরাত্রে, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশাহে, বৈশ্য বিংশতি রাত্রে এবং শূদ্র একমাসে পরিশুদ্ধ হয়। অধিক কি শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে,—

"ষোড়শাহং ক্ষত্রিয়স্য।" (হারলতাধৃত পৈঠিনসিঃ)।

(৭) "ঋত্বিগ্ দীক্ষিত ব্রহ্মচারি ব্যতিরিক্তানাং ব্রাহ্মণানং সপিণ্ডানাং দশরাত্রমশৌচং। ঋত্বিগ্ যজ্ঞ মধ্যস্থো যাজনং কুর্ব্বণো দীক্ষিতঃ সোমযাগেন যজমানো দীক্ষনীয় যাগাৎ পরমাযজ্ঞ সমাপ্তেঃ। সম্যগধিত বেদস্যাগ্নিহোত্রিণঃ ক্ষত্রিয়স্যৈকাদশাং বৈশ্যস্যাপ্যেবংবিধগুণবিশিষ্টস্য দ্বাদশরাত্রমিতি।"

(হারলতায়ামণিরুদ্ধভট্টঃ)

গরপীড়াকারী নির্গুণ ক্ষত্রিয়ের শাবাশৌচ ষোড়শাহ। অতএব বেদাগ্নি-সংযোগরহিত যথেষ্টাচরণশীল অত্যন্ত নির্গুণ কায়স্থগণ একমাস কাল অশৌচ পালন করেন বলিয়াই যে তাহারা ক্ষত্রিয় নহে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত কি না তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ কেবল অশৌচ দেখিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইলে চর্ম্মকার জাতিকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অশৌচ বিপর্য্যয় সন্দর্শনে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়েতর জাতি বলিয়া অনুমান করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অথবা শাস্ত্রান্তরে অনুপনীত ক্ষত্রিয় জাতিকে যখন স্পষ্টাক্ষরে একমাস কাল অশৌচ গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (৮), তখন স্মরণাতীত কাল হইতে যাহারা সাবিত্রীভ্রষ্ট, সেই কায়স্থগণ মাসাশৌচ গ্রহণ করেন বলিয়াই তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়েতর জাতি বলিয়া ঘোষণা করা কেবল বিদ্বেষের বিষময়ী অভিব্যঞ্জনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতএব আমরা মনে করি এই জন্যই সম্ভবতঃ অশীতিপরবৃদ্ধ নবদ্বীপের সমুজ্জ্বল রত্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননপ্রমুখ বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী কায়স্থজাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে তিলমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। যথা,—

"চিত্রগুপ্ত বংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়ানন্তরেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়ালোপাদিদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

সাক্ষর।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন,
নবদ্বীপ।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন,
পূর্ব্বস্থলী।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম,
ভাটপাড়া।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার,
কলিকাতা।

(৮) "উপবীতী ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি।
মাসেনানুপবীতীচ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতে তথা।"

(হরশর্ম্মপঞ্চরাত্রিধৃত বৃহন্নারদীয় বচন)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী,
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ,
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ,
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

„ শ্রীচন্দ্রশেখর চূড়ামণি,
হাতীবাগান।

„ শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ,
কলিকাতা।

„ শ্রীকেদারনাথ শিরোমণি,
নবদ্বীপ।

„ শ্রীনৃসিংহদাস স্মৃতিভূষণ,
বাঁশবেড়ে।

„ শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ
কলিকাতা।

„ শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন,
ভাটপাড়া।

„ শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি,
নবদ্বীপ।

„ শ্রীঅনুকূল স্মৃতিতীর্থ,
নবদ্বীপ।

„ শ্রীশশিভূষণ তর্করত্ন,
কলিকাতা।

„ শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম,
নবদ্বীপ।

সত্য বটে উল্লিখিত পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে কেহ কেহ সম্প্রতি ব্রাহ্মণসভার মুখে "আজ ৪০ বৎসর হইল আন্দুলের ৺রাজা রাজনারায়ণের বাটীতে জনাইয়ের ৺অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার কায়স্থ-জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন জন্য, তিনি একঘরে হইয়া ধোপা নাপিত না পাইয়া দেশত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে

করিতে বাধ্য হন। * * *। এখন কি সমাজ এতই মৃত? আমরা যাহাকে (যাহারা কায়স্থ-জাতিকে সম্প্রতি ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন) সামাজিক সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়াছি। এ দেশের অনেকেই এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন" (৯) ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাজ জাতির ভয়ে "ঘোষাদ্যুপাধিধারিণাং কায়স্থানাং শাস্ত্রতঃ সর্ব্বথোপনয়নানধিকার ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ" এই ব্যবস্থাপত্রীখানিতে স্বাক্ষর না করিয়াছেন এমত নহে। কিন্তু সুখের বিষয় এত করিয়াও ব্রাহ্মণ সভা সম্পূর্ণরূপে অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক চতুরচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মণ-সভার উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর না করিয়া "চিত্রগুপ্তবংশসম্ভূতানাং কায়স্থানাং শাস্ত্রতঃ সর্ব্বথোপনয়নাধিকার ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ" এই পত্রীতে, এবং কলিকাতার অন্যতম খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ মহোদয় "ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তাসম্ভূতানাং কায়স্থানাং শাস্ত্রতঃ সর্ব্বথোপনয়নানধিকার ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ" এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রকারান্তরে অস্মদ্দেশীয় কায়স্থ-জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়াই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

ফলতঃ কেবল সমাজচ্যুতির ভয়েই যে অশেষ শাস্ত্র পারদর্শি প্রাগুক্ত পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী কায়স্থ-জাতিকে উপনয়নানর্হ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অন্যথা অশেষভক্তিভাজন মহামহোপাধ্যায়-দ্বয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "জন্মভূমি" পত্রে "রাজ-তরঙ্গিণীর প্রমাণে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়," এবং "কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত তাহা অনেক দেশের ব্যবহারাদি দ্বারাও জ্ঞাত হওয়া যায়," ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন কেন? কাজেই আমরা আশা করি অতঃপর পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলী এচির সুহৃদ্ কায়স্থজাতির প্রতি যথোচিত কৃপা বিতরণে কৃপণতা করিবেন না। ইত্যং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

---

(৯) কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভা হইতে প্রকাশিত "কায়স্থ-জাতি বিজ্ঞান" নামক পুস্তক দেখুন।

উদ্দীপনা।

(১)

গৌরব-সৌরভে ভরা মহা মতিমান,
আছিল ভারতে যারা সর্ব্বশক্তিমান।
জ্ঞানে, গুণে, প্রতিভায়,
তেজ, বীর্য্য, মহিমায় ;
অর্দ্ধেক ভারত যারা শাসিত হেলায়.
সে কায়স্থ জাতি কি হে আছে বাঙ্গলায় ?

(২)

ভূ-কৈলাস কাশ্মীরে যারা রাজেশ্বর,
গৌড়ে বঙ্গে ছিল যারা মহাশক্তিধর।
রাজ-ধর্ম্ম ক্ষত্র-রীতি,
সপ্ত সিন্ধু ভাতি খ্যাতি,
আছিল,—আছিল রক্ত তাদের শিরায়,
সে কায়েত-জাতি কি হে আছে বাঙ্গালায় ?

(৩)

কায়স্থ জাতীয় কত অগাধ পণ্ডিত,
উচ্চ রাজপদে সদা ছিল প্রতিষ্ঠিত।
শাস্ত্র জ্ঞানে গরীয়ান্,
ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্,
উচ্চাদর্শে সদাধীর, সে জাতি কোথায় ?
সে দ্বিজাতি কভু কিহে আছে বাঙ্গলায় ?

(৪)

বঙ্গীয় কায়স্থে শুধু শূদ্র ব্যবহার ;
স্বহস্তে পরেছে গলে দাসত্বের হার।
ভুলিয়া কৌলিক রীতি,
না হইয়া উপবীতী,
দীনভাবে ভ্রমিতেছে নীচজন প্রায়,
কৃতীর সন্তান কোথা অকৃতী ধরায় ?

(৫)

নীরব নিশ্চেষ্ট সবে কি ছার আশায় ?
দেখ না যে নীচ জাতি দলিতেছে পায়।
কত তীব্র বাক্যবাণ,
অসঙ্গত ভীতি দান,
আসিতেছে অবিরাম, করিছে গর্জ্জন
কায়েত কিঙ্কর, শূদ্র, সেবিবে চরণ !

(৬)

সহে কি লাঞ্ছনা এত জাতীয় আহবে ?
তোমরা হইলে শূদ্র, দ্বিজ কেবা তবে ?
আশায় মানস ফুটে,
কর্ত্তব্যে তরঙ্গ ছুটে,
স্বধর্ম্ম প্রদীপ্ত পথে হও আগুয়ান
নব জাগরণে লভ জাতীয় সম্মান।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু,

কায়স্থের অধিকার।

আমরা শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইলাম যে অধুনা কোন পল্লিগ্রামে, স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণে, এক উপবীতী কায়স্থের গৃহে ষষ্ঠী-সুবচনী-পূজা বন্ধ হইয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ নাকি উপনীত কায়স্থ মহোদয়ের গৃহে পৌরোহিত্য করিবেন না বলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছেন ; এবং এই কারণেই আমাদের কায়স্থ বন্ধুর গৃহে ষষ্ঠী-সুবচনী-পূজা স্থগিত হইয়াছে। পল্লিবাস কূপ-মণ্ডুক ব্রাহ্মণগণ যে কায়স্থের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত নহি। বিস্ময়ের ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, কথিত কায়স্থ মহোদয় কেন স্বগৃহে পূজাদি বন্ধ হইতে দিলেন ? তিনি যদি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে, সন্ন্যাস-অবলম্বনে, কর্ম্মত্যাগী হইয়া, পূজাদি বন্ধ করিতেন, তবে আমরা কিছু বলিতাম না। কিন্তু পূজক ব্রাহ্মণের অভাবে, স্বয়ং উপনীত কায়স্থ হইয়া, কি জন্য তিনি পূজা বন্ধ করিলেন, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য এই কায়স্থ-সন্তানেরা

দৃষ্টান্ত অনুকৃত হওয়া বিচিত্র নহে। তাই এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিগত সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে, সভাপতির সমুন্নত আসন হইতে এই অভয় বাণী বিঘোষিত হইয়াছে যে,—উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে কায়স্থগণ নিজেরাই আপনাদের পূজাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

সভাপতি মহাশয়ের উপদিষ্ট কার্য্য শাস্ত্রে 'যজন' নামে অভিহিত। আপনি আপন পূজা-অর্চ্চনা যাগ-যজ্ঞ করার নাম যজন। আর অপরের হইয়া ঐ সকল কার্য্য করার নাম 'যাজন'। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি আমার গৃহে আসিয়া, আমার দ্বারা বৃত হইয়া, আমার নামে সঙ্কল্প করিয়া, দক্ষিণা-গ্রহণ-পূর্ব্বক, আমার ব্যয়ে, কোন প্রতিমা-পূজা বা যাগযজ্ঞ করেন, তবে তিনি যাজন করিলেন। আর আমি যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে না পাইয়া (বা না ডাকিয়া) স্বয়ং আসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনি ঐ প্রতিমা-পূজা বা যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করি, তবে আমার উহা যজন হইল। যজনে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা না বলিলে চলিতেছে না।

চতুঃশ্রেণী কায়স্থমণ্ডলের সভাপতির পদ বড় সামান্য পদ নহে। যিনি (মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয়) সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়া উল্লিখিত অভয়বাণী প্রচারিত করিয়াছেন, তিনিও সাধারণ ব্যক্তি নহেন। এরূপ অবস্থায় সভাপতি মহাশয়ের ঘোষণাবাক্য বিস্মৃত হইয়া, প্রাগুক্ত কায়স্থ মহোদয়, স্বয়ং যজনে অধিকারী হইয়া, স্বগৃহে পূজাদি কেন বন্ধ হইতে দিলেন, তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। যে সমাজে নেতাগণের উপদেশবাক্য এইভাবে প্রতিপালিত হইতে থাকে, সে সমাজের উন্নতি কি সহস্র বৎসরেও সম্ভব?

বস্তুতঃ সভাপতি মহাশয় যাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অতি পুরাকালে আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে সেই আচার প্রচলিত ছিল। যজন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম কর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রসকল অদ্যাপি তদ্বিষয়ের কল্যাণময় স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

১। "ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥"

অত্রি সংহিতা।

অর্থাৎ,—ক্ষত্রিয়ের যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটি তপস্যা; এবং শস্ত্র-ব্যবহার ও প্রাণীরক্ষা বৃত্তি।

২। "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ॥ তেষামাদ্যা

দ্বিজাতয়স্ত্রয়ঃ॥ * * * তেষাঞ্চ ধর্ম্মাঃ—ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনম্; ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা; বৈশ্যস্য পশুপালনম্ শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা। দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে॥"

বিষ্ণুসংহিতা।

অর্থাৎ,—বর্ণ চতুর্ব্বিধ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তন্মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজাতি। চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম এইরূপ;—ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্র-ব্যবহার, বৈশ্যের পশুপালন, ও শূদ্রের দ্বিজাতি-শুশ্রূষা। এতদ্ভিন্ন দ্বিজাতিগণের ধর্ম্ম—যজন ও অধ্যয়ন।

৩। "ধর্ম্মেন যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরম্॥"

হারীত সংহিতা।

অর্থাৎ—ধর্ম্মানুসারে যজন ও অধর্ম্মপরিবর্জ্জন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা ক্ষত্রিয় উত্তমা গতি লাভ করেন।

অধিক শাস্ত্রোক্তিউদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত স্মৃতিবচন সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষত্রিয়দিগের যজনে অধিকার আছে; এবং স্মরণাতীত প্রাচীন-কাল হইতে, ক্ষত্রিয়গণ স্বয়ং পূজা-অর্চ্চনা যাগ-যজ্ঞ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীও এ বিষয়ে এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

"মার্কণ্ডেয় উবাচ—
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতম্॥
নির্ব্বিণ্ণোঽতি মমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে॥
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীং।
অর্হনাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পনৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

অর্থাৎ,—অতিরিক্ত মমতা ও রাজ্যাপহরণ বশতঃ নির্ব্বিণ্ণচেতা রাজা সুরথ এবং সেই বৈশ্য, মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মহাভাগ, শংসিত-ব্রত মুনিকে

প্রণাম পূর্ব্বক, তপস্যা করিতে চলিলেন। উভয়ে জগদম্বার দর্শন লালসায় নদীতীরে অবস্থান করিয়া, দেবীসূক্ত জপ পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সেই নদীতীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া, পুষ্প, ধূপ ও হোম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সংযতাহার, কভু নিরাহার, একাগ্রচিত্ত এবং সমাহিত হইয়া, নিজ গাত্রের শোণিত নির্গত করিয়া বলি প্রদান করিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখিবেন, এখানে পুরোহিতের কোন প্রসঙ্গ নাই। ক্ষত্রিয়রাজ সুরথ স্বয়ং পূজা করিতেছেন, স্বয়ং হোম করিতেছেন, স্বহস্তে দেবীর সকল কার্য্য করিয়া ধন্য হইতেছেন। সেকালে ক্ষত্রিয়বর্গ এইরূপই করিতেন। যাঁহারা স্বয়ং অশক্ত বা অনভিলাষী হইতেন, তাঁহারাই অন্যকে প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত করিতেন। এই কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণদিগের যাজনে অধিকার, এবং এই জন্যই যজ্ঞাদি স্থলে ঋত্বিক্‌গণ নিযুক্ত হইতেন।

সে যাহা হউক, শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয়সকল যজনে অধিকারী। কায়স্থজাতিও ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত। তবে কেন কায়স্থগণ—বিশেষতঃ যাঁহারা উপনীত—আপনাদিগের পূজা-হোমাদি করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন? যেখানে, পৌরোহিত্য-জন্য সদ্‌ব্রাহ্মণ মিলিবে—যেখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়া করাইতে প্রস্তুত আছেন—সেখানে পুরোহিত দ্বারা সকল কার্য্য অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সঙ্কীর্ণমনাঃ ব্রাহ্মণঠাকুর কায়স্থকে শূদ্রবৎ করিয়া রাখিতে ব্যগ্র, সেখানে কায়স্থের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য—কায়স্থ-বিদ্বেষীগণের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, সৎসাহসে সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া, সগর্ব্বে স্বপদে আরূঢ় হইয়া, স্বহস্তে আপন পূজাদি নির্ব্বাহ। ইহা বীর-ব্যবহার, ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম—কায়স্থের স্বধর্ম্ম।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

আর একটি কথা এখানে না বলিলে চলিতেছে না। অনেকে—বিশেষতঃ অনেক আঢ্য ব্যক্তি—মনে করেন যে, পূজা-পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ-শান্তি উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত ও সমবেত না হইলে কার্য্য সফল হইল না। ব্রাহ্মণসমাগম অবশ্য বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু এ বিষয়ে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা সকলে অনুসন্ধান করেন কি? অনেকে শুধু খোশ্‌নাম লইবার জন্যই কার্য্য করেন। দশজনে প্রশংসা করিলেই মনে করেন যে, কার্য্য সফল হইয়াছে।

যজনে যদি বলিল,—"অমুক ব্যক্তি ভারি কায করিয়াছে," তবেই কার্য্য-কর্ত্তা চরিতার্থ হইলেন। তাহার উপর যদি সংবাদপত্রে একখানা প্রেরিত পত্র কি একটা 'প্যারা' ছাপা হইল, তবে ত' স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল আর কি! এই সকল সৌভাগ্য লাভ করিবার প্রধান উপায় পণ্ডিত-বিদায় ও ব্রাহ্মণ-ভোজন। সুতরাং এই দুইটি কার্য্যের অয়োজন অবিচারে হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই আমরা আজিও কায়স্থ-গৃহের ব্যাপারে কখন কখন কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত, সম্মানিত এবং অর্থদানে পূজিত দেখিতে পাই।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণের বিরোধী। বরং আমরাও সৎকর্ম্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া থাকি। কিন্তু আমাদের নিবেদন এই যে—ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণকালে শাস্ত্র-নির্দ্দেশের প্রতি সকলের মনোযোগী হওয়া উচিত। শ্রাদ্ধাদিতে কিরূপ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণযোগ্য, কিরূপ ব্রাহ্মণ বা উপেক্ষনীয়, তাহা ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কিরূপ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণের অযোগ্য, তাহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া দিয়াছেন।

"হীনাধিকাঙ্গান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ বিকর্ম্মস্থাংশ্চ॥ বৈড়ালব্রতিকান্॥ বৃথালিঙ্গিনঃ॥ নক্ষত্রজীবিনঃ॥ দেবলকাংশ্চ॥ চিকিৎসকান্॥ অনূঢ়াপুত্রান্॥ তৎপুত্রান্॥ বহু-যাজিনঃ॥ গ্রামযাজিনঃ॥ শূদ্রযাজিনঃ॥ অযাজ্যযাজিনঃ॥ ব্রাত্যান্॥ তদ্‌যাজিনঃ॥ পর্ব্বকারান্॥ স্তেনকান্॥ ভৃতকাধ্যাপকান্॥ ভৃতকাধ্যাপিতান্॥ শূদ্রান্নপুষ্টান্॥ পতিতসংসর্গান্॥ অনধীয়ানান্॥ সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্॥ রাজসেবকান্॥ নগ্নান্॥ পিত্রাবিবদমানান্॥ পিতৃমাতৃগুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চেতি॥

ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তিদূষকাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্ যত্নাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ॥"

বিষ্ণুসংহিতা।

অর্থাৎ, (ব্রাহ্মণমধ্যে) যাহারা হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ, তাহারা বর্জ্জনীয়। যাহারা কুকর্ম্মরত, যাহারা 'বিড়ালতপস্বী', যাহারা বৃথা চিহ্ন-ধারী, যাহারা নক্ষত্র-জীবী, পূজারি, চিকিৎসক, অনূঢ়াপুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী, শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী, পর্ব্বকারী, কথক, বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, তদ্দ্বারা অধ্যাপিত ব্যক্তি, শূদ্রান্নপুষ্ট, পতিতসংসর্গী, বেদ-অনধ্যায়ী, সন্ধ্যাবন্দনাবিহীন, যাহারা চাকরি করে, যাহারা উলঙ্গ থাকে, যাহারা পিতার সহিত বিবাদ করে, পিতৃত্যাগী, মাতৃ-ত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, স্বাধ্যায়ত্যাগী, এই সকল ব্রাহ্মণ নীচ ও পংক্তিদূষক বলিয়া কথিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মে ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র নহে—অত্রি, ঔশন, যম, শঙ্খ প্রভৃতির সংহিতা স্মৃতিতেও এই কথার উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা তাঁহাদিগের উক্তি উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম। যাহা উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, সচরাচর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ কয়জন থাকেন। কিন্তু এ দিকে কেহ দৃষ্টি রাখেন কি?

কিরূপ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ-যোগ্য, তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অথ পংক্তিপাবনাঃ॥ ত্রিণাচিকেতঃ॥ পঞ্চাগ্নিঃ॥ জ্যেষ্ঠসামগঃ॥ বেদপারগঃ॥ বেদাঙ্গস্যাপেকস্য পারগঃ॥ পুরাণেতিহাসব্যাকরণ পারগঃ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রস্যাপ্যেকস্য পারগঃ॥ তীর্থপূতঃ॥ যজ্ঞপূতঃ॥ তপঃপূতঃ॥ সত্যপূতঃ॥ মন্ত্রপূতঃ॥ গায়ত্রীজপ-নিরতঃ॥ ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানঃ॥ ত্রিসুপর্ণঃ॥ জামাতা॥ দৌহিত্রশ্চেতি পাত্রম্॥ বিশেষেণ যোগিনঃ॥"

বিষ্ণুসংহিতা।

অর্থাৎ...এই সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন, যথা—যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী, পঞ্চাগ্নি, জ্যেষ্ঠসাম-গায়ক, বেদপারদর্শী, একতম বেদার্থের পারদর্শী, পুরাণেতিহাস-ব্যাকরণ-পারদর্শী, একতম ধর্ম্মশাস্ত্রের পারদর্শী, তীর্থপূতঃ যজ্ঞপূত, তপঃপূত, সত্যপূতঃ, মন্ত্রপূতঃ, নিয়মিতরূপে গায়ত্রীজপকারী, ব্রাহ্মবিবাহজাত সন্তান, ত্রিসুপর্ণ নামক ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ অধ্যয়নকারী, জামাতা, দৌহিত্র এবং বিশেষতঃ যাঁহারা যোগী, এই সকল নিমন্ত্রণের যোগ্য পাত্র।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এমন গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অধিক পাইব কোথায়? আমরা বলি অধিক অনাবশ্যক। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, আধিক্য নহে পবিত্রতা। বরং ব্রাহ্মণের স্বল্পতাই শাস্ত্রানুমোদিত।

"সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্॥
অথবা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম।
শ্রুতিশীলাদিসম্পন্নমলক্ষণবিবর্জ্জিতম্॥" উশনঃ সংহিতা।

অর্থাৎ,—নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আধিক্য সৎকর্ম্ম, ভোজনাদির উপযুক্ত দেশ, ভোজনের উপযুক্তকাল, কার্য্যের পবিত্রতা, সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ লাভ, এই পাঁচটিকে বিনষ্ট করে; অতএব অধিক ব্রাহ্মণ আকিঞ্চন করিবে না। অথবা কেবল একটি মাত্র বেদপারগ, শ্রুতিশীলাদিসম্পন্ন, অশুভ লক্ষণ-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

এখন আমরা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম যে, ভোজন জন্যই হোক, আর অন্য জন্যই হোক, কায়স্থ-গৃহে ব্রাহ্মণ বাহুল্য না ঘটিলে সকল কার্য্য পণ্ড হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাতে হাটে বাজারে নাম কিনিবার পক্ষে কিছু অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে বটে; কিন্তু ধর্ম্মের রাজ্যে, ঈশ্বরের দ্বারে এবং সজ্জন-সমাজে লজ্জিত হইবার কোনই কারণ নাই। গোড়ায় চাই কেবল একটি জিনিস—সদাচার গ্রহণ।

কায়স্থ! তুমি কি ভুলিয়া যাইতেছ তুমি কে? ভুলিয়া যাইতেছ কি, কোন প্রাচীন বংশে তোমার উদ্ভব কত বিস্তৃত তোমার অধিকার কত উন্নত তোমার দায়িত্ব? তবে কেন পথে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া কাল হরণ কর? সম্মুখে চল—সম্মুখে চল। তোমার পুরোভাগে এক অত্যুজ্জ্বল গৌরব-নিকেতন বিরাজমান! তোমার জন্য দ্বার মুক্ত, একবার অকম্পিত পদে অগ্রসর হও। একবার মোহ ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া আত্মপ্রতি, সমাজ প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর। দ্বিজত্ব লাভ করিয়া, কায়স্থকুলে জন্ম সফল কর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মজুমদার।

অসামাজিক কায়স্থ (বঙ্গাল)*

এবং

কায়স্থ দাস বা দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্লোকটি এই,—

দাস নাপিত গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নং যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী কিংবা যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে এই কয় জনের অন্ন ভোজন করা যায়।

পরাশর এখানে দাস-নাপিতাদিকে শূদ্র বলিয়াছেন এবং ইহাদের অন্ন ভোজনেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ অন্ন শুষ্কান্ন কি পক্কান্ন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ধরিয়া লইলাম উহা আমান্ন (শুষ্কান্ন)। আর এই আমান্ন পূর্ব্বোক্ত গৃহ হইতে প্রেরিত হইয়া বিপ্রগৃহে রন্ধন হইলে তাহা ব্রাহ্মণ বা দ্বিজাতির

*প্রবন্ধ লেখকের সকল মতের সহিত আমাদের একতা না থাকিতে পারে। কাঃ পঃ সঃ।

ভোজনের উপযুক্ত হয়; কিন্তু এরূপ বিধান ত' নাপিত, গোপাল ইত্যাদি জাতি উপর প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ নাপিতাদির বাটীতেও রন্ধন করিয়া ভোজন করেন এবং তাহাদের স্পর্শ করা জল পান করিয়া থাকেন। আর যদি বলা হয়, পূর্ব্বকালে নাপিত ইত্যাদি জাতীয় ব্যক্তিরা রন্ধন করিলেও ব্রাহ্মণগণ ঐ পক্কান্ন ভোজন করিতেন, তাহা হইলে ন্যায়ের বিরুদ্ধ কথাই বলা হয়। কেন না, আজও ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ অন্নস্পর্শে স্নান করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতেছেন। আর যদি নাপিতাদি শূদ্রই হয়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে ইহাদের অন্ন-ভোজনের ব্যবস্থা দিয়া, পরাশর একটা ভ্রমের কার্য্য করিয়া যান নাই। বস্তুতঃ এ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত! আর যদি তাহা না হয়, তবে নাপিত ইত্যাদি জাতি শূদ্র নয়, ইহারাও আচার ভ্রষ্ট দ্বিজাতি। যদি জলাচরণীয় গোপ নাপিতকে না ধরিয়া অনাচরণীয় গোপ নাপিতকে শূদ্র বলাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরাশরের এই শ্লোকটীর কোনও প্রতিবাদের কারণ থাকে না; কারণ পতিত নাপিত, পতিত গোপ এখনও সমাজে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের প্রেরিত আমান্ন বিপ্রগৃহে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে আপত্তি নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১৭।১০ শ্লোকে বলা হইতেছে, গোপ-নাপিত ইত্যাদি জাতি সচ্ছূদ্র। এই সচ্ছূদ্রেরা কি আচরণীয় জাতি? না ইহাদিগকেও পতিত বলিতে হইবে? শ্লোকটী এই :—

> গোপনাপিত ভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
> তাম্বুলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বণিজজাতয়ঃ॥
> ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

এস্থলে বণিগ জাতি বৈশ্য না হইয়া সচ্ছূদ্র হইল কেন? স্বর্ণকার ত, মনুক্ত পতিত জাতি। ইহারা সমাজে এখনও যে কোনও কারণে পতিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় ইহাদিগকে গোপ নাপিতের সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া হইল কেন! তবে কি গোপ নাপিতও পতিত জাতি? আমরা বলি ইহাদের কেহই অনাচরণীয় শূদ্র নহে। ইহারা দ্বিজাচারভ্রষ্ট বৈশ্যজাতির অন্তর্গত। কালক্রমে গোপ নাপিত আচরণীয় থাকিলেও,কোনও কারণে স্বর্ণকার অনাচরণীয় বা পতিত রহিয়াছে। তাই শাস্ত্রকারগণ পরবর্ত্তীকালে ইহাদিগকে প্রকৃত শূদ্র হইতে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত 'সচ্ছূদ্র' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 'সচ্ছূদ্রৌ গোপনাপিতৌ"। ইহারা দ্বিজাতি না হইলে কখনও ইহাদের শালগ্রাম পূজাধিকার থাকিত না। নিম্ন লিখিত শ্লোকে সচ্ছূদ্রের শালগ্রাম পূজাধিকার রহিয়াছে, যথা—

> ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
> শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
>
> স্কন্দপুরাণ।

এসব প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে, জলাচরণীয় শূদ্র বা সচ্ছূদ্র দিগকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। ইহারা হীনাচার সম্পন্ন দ্বিজাতিমাত্র। কেন না শূদ্র অস্পৃশ্য জাতি, ইহাদের শালগ্রাম পূজাধিকারই থাকিতে পারে না। আর যদি "শূদ্রের মধ্যে যাহারা সৎ" এই অর্থে হয়, তাহা হইলেও ব্যক্তি বিশেষকেই সচ্ছূদ্র বলা যাইতে পারে জাতি বিশেষকে বলা যাইতে পারে না। শূদ্রের কর্ত্তব্য—কর্ম্ম দাসত্ব। যাহারা সুচারুরূপে দাসত্ব কর্ম্ম করে—পাল্কী বহন করে, নৌকাচালন করে, মোট বয়—কর্ত্তব্যপালন হেতু তাহাদিগকে সচ্ছূদ্র বলা হইলেও ইহাদিগকে তদ্রূপ সচ্ছূদ্র বলা যায় না। শূদ্রের বিপদ্ধর্ম্ম শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা। কিন্তু ইহাদিগকে বিপৎকালেও বংশশিল্প (কুলা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা), চর্ম্মশিল্প (চর্ম্ম পাদুকাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করা), কিংবা দ্বিজাতির অনাচরিত অন্য কোন শিল্প দ্বারাও জীবিকা-সংস্থান করিতে দেখা যায় না। যদি ইহারা শূদ্রের এসব কর্ত্তব্যপালন করিত, তাহা হইলেও ইহাদিগকে কর্ত্তব্যপালননিষ্ঠ বলিয়া সচ্ছূদ্র বলা যাইতে পারিত। স্বর্ণকার শিল্পকর্ম্ম করে বটে, কিন্তু এই শিল্পকর্ম্মই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহা তাহাদের আনুষঙ্গিক ব্যবসায় নয়। প্রধান ব্যবসায় দাসত্ব কর্ম্ম ইহাদের নাই। তাই 'কর্ত্তব্য পালনে সৎ' এই অর্থেই বা ইহাদিগকে সচ্ছূদ্র বলা যাইতে পারে কিরূপে?

অধিকাংশ শাস্ত্রকারগণের মতেই শূদ্রগণ এবং শূদ্রের সমধর্ম্মী প্রতিলোম ইত্যাদি ব্যক্তিগণ একই শূদ্র জাতির অন্তর্গত, এবং অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয়। সনাতন হিন্দু সমাজের মত কি জানি না। আমাদের বিশ্বাস যে সমস্ত জাতির জলচল নাই, তাহারা হয়ত কেহ কেহ ন্যায় ও ধর্ম্মের সীমা নানারূপে উল্লঙ্ঘন করিয়া পতিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন গণ্ডীতে সঙ্কীর্ণভাবে রহিয়াছে, আবার ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে অনার্য্য-জাতিরও মিশ্রণ হইয়াছে। অথবা অনার্য্যগণ পৃথক্ গণ্ডীতেই বাস করিতেছে। সমাজের এই নিম্নস্তরকেই শূদ্র বা পতিত জাতি বলা যাইতে পারে। আর যাহাদের জল চল আছে, অথচ সদ্ব্রাহ্মণ-গণ যাহাদের যজন যাজন করেন, তাহারা সকলেই দ্বিজাতির অন্তর্গত। কিন্তু যাহাদের জল চল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের ব্রাহ্মণদের জল চল নাই, তাহারা দ্বিজ নহে।

বঙ্গীয় কায়স্থ, বৈদ্য, অসামাজিক কায়স্থ, কায়স্থ দাস বা ডেঙ্গর, জলাচরণীয় গোপ নাপিত ইত্যাদি, মনূক্ত অনুলোম জাতি বা নবশাখ, ইহারা কেহই শূদ্র নহে। এসকল জলাচরণীয় জাতির মধ্যে কেহ কেহ বা ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অন্তর্গত, কেহ কেহ বা বৈশ্যবর্ণান্তর্গত; আবার কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যে কোনও দুইটীর মিলিত বর্ণান্তর্গত বা মিশ্র-বর্ণান্তর্গত। অর্থাৎ দ্বিজবর্ণান্তর্গত শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত। যাহারা বৈদিক আচারভ্রষ্ট, অথচ তান্ত্রিক আচারে দীক্ষিত, তাহাদিগকে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ কেহ শূদ্রাচারী বা সচ্ছূদ্র আখ্যা প্রদান করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা শূদ্র নহে। শাস্ত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে সচ্ছূদ্র বলিয়া কোন জাতিরই উল্লেখ নাই। মন্বাদি প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথায়ও সচ্ছূদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী দ্বিজবর্গ। চতুর্থ এক জাতি শূদ্র; এ ছাড়া আর বর্ণ বা জাতি নাই। কেন না, মনু প্রতিলোমজ জাতিকেও শূদ্রের ন্যায় অশৌচ পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। নারদীয় পুরাণে যদিও অনুপবীত ক্ষত্রিয়ের ও শূদ্রের ন্যায় অশৌচ পালনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তাহাদিগকে শূদ্র বলা হয় নাই, ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে। প্রতিলোমজ জাতিকে কিন্তু ঐরূপ কোনও স্বতন্ত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। সুতরাং প্রতিলোমজ জাতি ও শূদ্র জাতিরই অংশ বিশেষ মাত্র।

অতএব যদি অসামাজিক কায়স্থগণকে এবং কায়স্থ দাসদিগকে সমাজে হীনাচার সম্পন্ন বা দ্বিজাচারভ্রষ্ট বলিয়া ও শূদ্রাচারী বা শূদ্র বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা তাহাদিগকে প্রকৃত শূদ্র বলিতে পারি না। বলিলে আমাদের হিন্দু-সমাজেরই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তাই বলিতেছি, ইহারা কায়স্থই হউক আর বৈশ্যই হউক, যে জাতির অন্তর্গতই হউক না কেন, উহাদিগকে পৃথক শ্রেণীতে রাখাই ভাল।

অসামাজিক কায়স্থদের সঙ্গে বঙ্গাল মিশ্রিত হইয়া থাকিলেও ইহারা শূদ্র হইতে পারে না। কারণ বঙ্গালের মধ্যেও তখন অবশ্যই ম্লেচ্ছাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি ছিলেন। আর কায়স্থেরাও ঐ বঙ্গাল ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন অসবর্ণ বিবাহ প্রথাও বিদ্যমান ছিল না; কেন না, তাহা হইলে স্বয়ং বল্লাল-সেনের নামেই শূদ্রজাতীয়া ডোমকন্যার পাণি গ্রহণ লইয়া একটা দুর্নাম রটনা হইত না, এবং তিনি ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির রক্তের বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য স্বয়ং উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন না। বিশেষতঃ, আজ পর্য্যন্তও অসবর্ণ বিবাহও অপ্রচলিত থাকিত না। যদিও কোন কায়স্থ রুচির বিকৃতাবস্থায় অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তথাপি আমরা এ কথা বলিতে চাই যে, তাহারা আদৌ কায়স্থ-সমাজেই মিশিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা পতিতই রহিয়াছে এবং তাহাদের জল নিশ্চয়ই আচরনীয় হইতে পারে নাই। যখন অসামাজিক কায়স্থ-গণ সমাজভ্রষ্ট হইলেও পতিত হয় নাই, তখন ইহাদিগকে সমাজচ্যুত বা অসামাজিক কায়স্থ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাই পূর্ব্ববঙ্গের পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানেও ক্ষত্রিয় কিংবা কায়স্থ ছিল না বলিয়া স্থিরীকৃত হয় না। যে পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থান এতদিন পতিত ছিল, তাহা আর এখন পতিত বলিয়া গণ্য করা যায় না। কেন না, এখন ঐ স্থান সামাজিক ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির বসতিস্থান রূপে পরিণত হইয়াছে। ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরার কিয়দংশ স্থান পাণ্ডব-বর্জ্জিত। ঐ স্থানে প্রকৃতপক্ষে এখনও সম্পূর্ণরূপে কুলাচার প্রতিপালিত হয় না। ত্রিপুরাস্থ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অধীনে কোনও কোনও পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে নাকি এখনও কায়স্থে বৈদ্যে বৈবাহিক প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি তত্তৎ-স্থানের কায়স্থ ও বৈদ্যেরা কায়স্থ এবং বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত রহিয়াছেন। তাহাদের এই অবৈধ বৈবাহিক প্রথা থাকা নিবন্ধন বিভিন্ন সমাজে তাহাদিগকে কতকটা হেয় হইতে হইলেও তাহারা কেহই জাতিভ্রষ্ট হন নাই। এবং তাহাদের কাহাকেই শূদ্র হইতেও হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

হিন্দু-বিবাহে পণ-প্রথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যো মনুষ্য স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধন-মিচ্ছতি।
কন্যাং বা জাবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রবচ্ছতি॥
সপ্তাবরে মহা ঘোরে নিরয়ে কাল আহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন শূদ্রঃ সমশ্নুতে॥

মহাভারত।

যে ব্যক্তি স্বীয় তনয়কে বিক্রয় করিয়া ধন লাভের আশা করে এবং যে জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত শুল্ক লইয়া কন্যা সম্প্রদান করে, এই উভয় ব্যক্তিই

কালসূত্র নামক নিরয়গামী হইয়া মল মূত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন সামান্য মাত্র শুল্ক লইয়া পিতা যদি কন্যার বিবাহ দেন তবে তজ্জন্য তাহাকে রৌরব নামক নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মলমূত্রাদি ভক্ষণ করিতে হয়। ভগবান মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন পাত্রীর পিতা সামান্য মাত্রও শুল্ক লইবে না। লোভের বশীভূত হইয়া কন্যা বিক্রয় করিলে তাহাকে কন্যাবিক্রেতা কহে।

অল্পেনাপি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহু বর্ষানি পুরুষং মূত্রম শ্নুতে॥ আপস্তম্ব।
ন কন্যায়া পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াৎ শুল্কমন্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কংহি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী॥

দেখুন কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা শাস্ত্র অনুসারে কত দূষ্য, শাস্ত্রকারেরা তদ্দৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া ও তাদৃশ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে পুত্র বলিয়া অস্বীকার করেন না, তাহাদের মতে তাদৃশ স্ত্রী দাসী, তাদৃশ পুত্র সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত চণ্ডাল। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে তাদৃশ স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না। লোকে পিণ্ড প্রত্যাশায় পুত্র প্রার্থনা করে। কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে তাদৃশ পুত্র পিতার পিণ্ড দানে অধিকারী নহে. আর যে ব্যক্তি অর্থ জন্য কন্যা বিক্রয় করে সে চিরকালের জন্য নরকগামী হয় এবং পিতা পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করেন বা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে চণ্ডালত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং পতিত ও কুলিন বলিয়া গৌরব করায় কিছুই নাই।

শাস্ত্রানুসারে বিবাহ ৮ প্রকার,—যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, আসুর গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ। ১ম ৬টী ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত, শেষ ৪টী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবিহিত নহে, এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ মনিষিদ্ধ বলিয়া জানিবেক। সুসন্তান জনক বলিয়া ১ম চারি প্রকার ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এক মাত্র রাক্ষস বিবাহ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহ প্রশস্ত। কিন্তু শাস্ত্রমতে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই ৫ প্রকার বিবাহের মধ্যে, প্রাজাপত্য গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই ৩ প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক, অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ অধর্ম্মজনক।

পুত্রের বিবাহে পণ লওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মনু ৩য় অধ্যায়, ২৭ শ্লোক।

কন্যাকে সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর ...বিদ্যা-সদাচার-সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্যাদান, তাদৃশ দান-সম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়।

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা—পুরোহিতকে অলঙ্কৃত ...কন্যাদান, দৈব-বিবাহ পদবাচ্য। যাগাদি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের ...নিকট হইতে এক বা দুই গোমিথুন (এক গাভী ও এক বৃষ ইহাকে 'গোমিথুন' ...বলা যায়) বরপক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে যে বিধিবৎ কন্যা দান—তাহাকে ...আর্ষ বিবাহ বলে। "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ ধর্ম্ম আচরণ করিবে" এই অনুরোধ ...করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বরকে যে কন্যা দান—তাহাকে ...প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। শাস্ত্র মতে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছা মতে কন্যার পিত্রাদিকে ...এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। কন্যা ও বর ...উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে মিলন হয়—তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। ...কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে ছেদন করিয়া হনন করিয়া, তাহাদিগের গৃহ ভেদ ...করিয়া "হা হতাস্মি" বলিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে ...বিবাহ তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা ...উন্মত্তা স্ত্রীলোককে নির্জ্জনে গমন করাকে পিশাচ বিবাহ বলে।

বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত তাহাকে আমরা ব্রাহ্ম বিবাহ ...বলি বাস্তবিক কি উহা ঐ পদবাচ্য? কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে সম্মানিত করিয়া ...কন্যাদানের ব্যবস্থা—নগদ টাকা দিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ আমন্ত্রণ ...করিয়া কন্যাদানের ব্যবস্থা; সুতরাং যে আমন্ত্রণ করিয়া কন্যা দান করিবে সে ...তাহার অবস্থা অনুসারে দিবে, কন্যাদাতাকে পীড়ন অর্থাৎ জবরদস্ত করিয়া ...লওয়ার কোনও অধিকার নাই। সুতরাং বিবাহে টাকা বা পীড়ন করিয়া গহনাদি ...কোন কিছু লওয়া অশাস্ত্রীয় এবং যে স্থলে নগদ টাকা বা জবরদস্ত করিয়া ...গহনাদি লওয়া হয় সে স্থলে অশাস্ত্রীয় বিবাহ হয়। ব্রাহ্ম বিবাহে যে সন্তান ...জন্মে সুকৃতকারী হইলে তাঁহা দ্বারা পরলোকগত পিতৃ পিতামহাদি ১০ পুরুষ, ...পুত্র এবং পৌত্রাদি ১০ পুরুষ এবং আত্মা এই একবিংশতি পুরুষ পাপ হইতে ...মুক্ত হন এবং এই বিবাহে যে সন্তান জন্মে তাহারা ব্রহ্মতেজযুক্ত ও সাধুসম্মত ...হন; তাহারা সুরূপ, সত্ত্বগুণ প্রধান, ধনবান, যশস্বী, পর্যাপ্ত ভোগবান ও ধার্ম্মিক

হন ও শত বৎসর জীবিত থাকেন। কিন্তু পণ লইয়া বা দিয়া আদান প্রদান হেতু বর্ত্তমান বিবাহ ঠিক ব্রাহ্ম বিবাহ না হওয়ায় সন্তানও তেমন সাত্ত্বিক, মেধাবী, বলবান ও দীর্ঘায়ু হইতেছে না। ফলে জাতীয় অবনতি! যে লোক যাইতেছেন তাহার স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না।

কায়স্থজাতির পুত্র বিক্রয়।

ব্রাহ্মণ জাতির কন্যা বিক্রয় ব্যবসা অপেক্ষা কায়স্থ জাতির পুত্র বিক্রয় ব্যবসা ভয়ানক। মধ্যবিত্ত ও হীনাবস্থা কায়স্থ জাতির কন্যা হইলেই সর্ব্বনাশ। কন্যার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার শরীরের রক্ত শুষ্ক হইতে থাকে, যার কন্যা তার সর্ব্বনাশ, যার পুত্র তার পৌষমাস। বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে পুত্রবান ব্যক্তি অলঙ্কার, দান-সামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে পুত্রের যে অধিক মূল্য প্রার্থনা করেন মধ্যবিত্ত এবং হীনাবস্থার কায়স্থের কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয়। এ বিষয় বরপক্ষ এ প্রকার নৃশংস ও নির্লজ্জ ব্যবহার করেন যে তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। অধিকতর দুঃখের বিষয় কন্যার বিবাহে যাহারা শশব্যস্ত পুত্রের বিবাহে তাহারা অন্য ভাবাপন্ন হন। এইরূপ কায়স্থের কন্যার বিবাহে মহাবিপদ ও পুত্রের বিবাহে মহোৎসব বিবেচনা করেন। পণ প্রথার সৃষ্টি হওয়ায় যাহার অর্থ আছে তিনি স্বচ্ছন্দে কুলীনে আদান প্রদান করিতে পারেন, সুতরাং যাহার অর্থ নাই তিনি জাত্যাংশে হীন হইয়া পড়েন। পাঁঠা পাঁঠী বেচার ন্যায় পুত্র কন্যার বিক্রয়ের কথা যে অতি ঘৃণিত মহাপাপ ও ইতরতাব্যঞ্জক তাহা যুক্তি দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না।

চারি বর্ণের মধ্যে বিবাহ।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উচ্চ শ্রেণী নিম্নশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন, অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা, বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা এবং শূদ্র কেবল মাত্র শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতেন; এখন এক বর্ণের চারি শ্রেণীর মধ্যে—অর্থাৎ কৌলিন্য প্রথা তুলিয়া দিয়া—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও পাশ্চাত্য, বৈদ্যের মধ্যে বঙ্গজ বৈদ্য এবং রাঢ়ীয় বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ী এই চারিশ্রেণীর মধ্যে যদি আদান-প্রদান হয় তাহা হইলে পুত্র কন্যার বিবাহের পণ সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে। এরূপ না হওয়া কেবল আমাদের অজ্ঞানতা কারণ; সকল শ্রেণী সমুদয় তুল্য; যিনি যেখানে বাস করিয়াছেন এমন কি এক ব্যক্তি যখন বঙ্গদেশে বাস করিয়াছেন তখন রাঢ়ী আর যখন বারেন্দ্রে বাস করিয়াছেন তখন বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন পরে এই সকল উপাধি বংশগত হইয়াছে। আর পাত্রীর পিতার পণ দানের ক্ষমতা না দেখিয়া যদি পাত্রের ন্যায় পাত্রীর বিদ্যা, রূপ, স্বাস্থ প্রভৃতি গুণ এবং রাশিগণ, বর্ণ প্রভৃতি মিলাইয়া বিবাহ হয় তবে ক্রমে জাতীয় উন্নতি ও পণ-প্রথা রহিত হইবে।

অনেকে বলেন, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরাজের অনুকরণে এই পণ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে ইংরাজদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত থাকিত। অগত্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, যথা মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে, এই প্রথার কুফল প্রকাশ পাইত। তাঁহারাও হিন্দু, তাঁহারাও ইংরেজী শিক্ষা, দীক্ষা করিতেছেন তবে তাঁহাদের মধ্যে এই প্রথার কঠোরতা না থাকার কারণ কি? একমাত্র কৌলিন্যপ্রথা ভিন্ন আর কিছু নহে।

(ক্রমশঃ)

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ

—:*:—

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একপ্রকার নেতা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও লালা বাবুর নাম বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রবণতায় এই বংশ সকলের নিকট সম্মানিত। লালাবাবুর স্বার্থত্যাগ ও অক্ষয় কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। যতদিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন গঙ্গাগোবিন্দের নাম বঙ্গদেশীয়দিগের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইবে না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের অক্ষয়কীর্ত্তি গঙ্গাগোবিন্দের সহিত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত বিজড়িত; এজন্য এই রাজ-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

কান্দী রাজবংশ অনাদিবর সিংহের অধস্তন জীবধর সিংহ হইতে প্রাদুর্ভূত। অনাদিবর সিংহ অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনাদিবর সিংহ হইতে জীবধর পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ ঘটক-কারিকায় এইরূপ আছে :—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নাঃ সন্তঃ শ্রীকরণান্বয়ঃ।
অযোধ্যা মথুরা মায়াপুরীভ্যঃ প্রাক্সমঞ্চিতাঃ॥
পূর্ব্বোঽনাদিবরঃ সোমস্তথৈব পুরুষোত্তমঃ।
সুদর্শনো দেবদত্ত এতে পঞ্চ যশস্বিনঃ॥

বাৎস্যঃ সৌকালিনশ্চৈব মৌদ্গল্যশ্চ ততঃপরম্।
বিশ্বামিত্রঃ কাশ্যপশ্চ গোত্রমেশাং ক্রমাদিহঃ ॥
সিংহো ঘোষশ্চ দাসশ্চ মিত্রো দত্তশ্চ পঞ্চমঃ।
ইমে পদাধনঃ পঞ্চ পঞ্চগোত্রাত্তিসূচকাঃ ॥
সিংহ ঘোষাবঘোধ্যায়া দাসশ্চ মথুরাপুরাৎ
মায়াপুরীং পরিত্যজ্য মিত্র দত্তৌ তথা যযুঃ ॥
ততঃ কাশ্যপ শাণ্ডিল্যৌ দাসঘোষৌ সাসত্যচ। (?)
ভরদ্বাজ করাভ্যাস্তু সহিতৌ পঞ্চ সংগতৌ ॥

*   *   *   *   *

অথ সিংহেশ্বরগ্রামে সিংহোঽনাদিবরোঽবসৎ।
কীর্ত্তিমানতুলপ্রজ্ঞঃ স্থাপকঃ শিবলিঙ্গয়োঃ ॥
সরোবর প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণাতিথিপূজকঃ।
দেবার্চ্চনারতো দাতা স্বজাতিপরিপালকঃ ॥
তস্মাৎ সূর্য্যধরোজাতঃ পিতৃমার্গানুসারকঃ।
তৎসুতো বিশ্বরূপোঽভূৎ কুলতো বিশ্ববীক্ষিতঃ ॥
বিশ্বরূপাৎ বরাহোঽভূৎ তস্মাৎ মদনভৈরবৌ।
সুরাপানাদবৈধাচ্চ বিদ্বিষ্টৌশ্চাশ্ববিক্রয়াৎ ॥
ভৈরবেন কৃতশ্রাদ্ধো নিন্দিতোঽপি স্ববন্ধুভিঃ।
কালিকা বরমাসাদ্য রাণোপাধি বিভূষিতঃ ॥
মদনো মদনপ্রায়ো জাজিগ্রামাধিপোঽভবৎ।
ভৈরবাড্ডোমনোজাতঃ এমনস্তৎ সুতোত্তমঃ ॥
তস্মাৎ লক্ষ্মীধরোজজ্ঞে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীধরোপমঃ।
গুণাধারোঽপিসংক্ষুব্ধী কৃতোঽধ্যাস্তে বিড়ম্বিতঃ ॥
ধীরঃ সদসি বিখ্যাতঃ করণানাং গুরুস্থিতি।
তস্যপুত্রাস্ত্রয়ঃ থর্ব্বমানো জ্যেষ্ঠগদাধরঃ ॥
বঙ্গান্ ভগীরথো যাতঃ কনিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
করাতি ব্যাসনামায়ং শুদ্ধকীর্ত্তিং সুবিশ্রুতঃ ॥
সর্ব্বে জানন্তি কর্ম্মাণি দুষ্করাণ্যস্য ধীমতঃ।
স্বজাত্যৈপরমঃ পূজ্যঃ ভক্তিনিষ্ঠঃ কুলেশ্বরঃ ॥
নির্ম্মমে বসতিং রম্যাং নাম্না ব্যাসপুরং মুদা।
ব্যাসাজ্জাতৌ বামদেবো বনমালীচ সুশ্রুতঃ ॥

পণ্ডিতো বামদেবোঽভূদ্গোপকন্যা পরিগ্রহাৎ।
কল্যাণপুর কান্দ্যাং স উবাস চ তয়াসহ ॥
ত্যক্ত্বা স্ববসতিগ্রামম্ ধিক্কৃত্যচাগ্রজম্।
কনিষ্ঠো বনমালীতু ময়ূরাক্ষী তটস্থিতম্ ॥
বনং ছিত্বা বসৎ কান্দীপুরে সিংহো নরেন্দ্রবৎ।
প্রসিদ্ধশ্চাভবৎ তত্র বহুমানী কুলেশ্বরঃ ॥
শিবলিঙ্গত্রয়ং বিষ্ণুং লক্ষ্মীনারায়ণং শিলাম্।
প্রতিষ্ঠাপ্য খনিত্বাচ সরাংসি বিবিধানিচ ॥
চকার চ নিজাবাসং গৃহং রম্যং মহোদয়ঃ।
কেশবঃ শ্রীপতিশ্চাস্মাৎ জজ্ঞতে তনয়ৌ শুভৌ ॥
সাধনৈর্বিবিধৈঃ সিদ্ধিরাসীৎ কেশব সূরিণঃ।
বারাণস্যাং তনুত্যাগাল্লেভেচ পরমাং গতিম্ ॥
কেশবাৎ তনয়োজাতঃ খ্যাতো রাজা বিনায়কঃ।
প্রতাপে পালনে দানে বিপ্রভক্তৌ সদারতঃ ॥
দিব্যমতিথিশালাং স প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধিঃ।
পরিপোষ্যচ দীনাদীন্ প্রাপদেশশ্রুতং যশঃ ॥
কান্দীশঃ প্রথমস্তস্য পুত্রো জজ্ঞে মহামতিঃ।
গোপালপৃতি রাজাখ্যঃ সর্ব্বলক্ষণ সংযুতঃ ॥
দ্বিতীয়স্তনয়ঃ শ্রীমান্ রাজা লক্ষ্মীধরস্ততঃ।
প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সুপটু রাজকর্ম্মসু ॥
তস্যপ্রথম পত্ন্যাস্তু জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রুদ্রো দামোদরো বিদ্যাধরশ্চেতি বিচক্ষণাঃ।
কান্দীশস্তত্র বৈ রুদ্রো রুদ্রসেবাপরায়ণঃ।
লেভে কৃতার্থতাং তূর্ণং রুদ্রদেব কৃপাশ্রিতঃ ॥
শাসপারাগতঃ খ্যাতো দামোদর উদারধীঃ।
ইষ্টানিষ্টৌ দ্বিজাদ্বিষ্টৌ বিশ্রুতো রাঢ়মণ্ডলে ॥
ততো জাত্যন্তরীভূতো ভ্রষ্টো বিদ্যাধরোঽভবৎ।
পত্ন্যাং রাজ্ঞো দ্বিতীয়ায়ামাশবাসৌ বভূবতুঃ ॥
বঙ্গবেড়ং তয়োরাশো বাসো বঙ্গং জগামচ।
বাসপুত্রো দ্বিতীয়শ্চ বরেন্দ্রক্ষিতিমাশ্রয়ৎ ॥

রুদ্রস্যচ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জ্যেষ্ঠঃ উদ্ধারণঃ স্মৃতঃ।
উদ্ধারণস্য বল্লালঃ পুত্রস্তারাপতিস্তথা॥
রুদ্রপুত্রো দ্বিতীয়স্ত নাম্না গণপতিঃ কৃতী।
কান্দীশো দীর্ঘিকাকারঃ শক্তি ভক্তি নিয়ন্ত্রিতঃ॥
তৃতীয়ো রুদ্রজো বিষ্ণুরন্যপত্নী সমুদ্ভবঃ।
পুণ্যাং গঙ্গাং মনশ্চক্রে সাত্যস্বয়ে বিমাতৃজে॥ (?)
ষট্‌তে গণপতেঃ পুত্রাঃ প্রসিদ্ধা বংশকুদ্বরা।
জাতাঃ সিংহকুলে সিংহো যথা গঙ্গাসরিৎকূলে॥
জ্যেষ্ঠঃ জীবধরঃ শ্রীমান্ মণ্ডলো রাঢ়মণ্ডলে।
শ্রেষ্ঠঃ প্রভাকরঃ জ্ঞেয়ঃ করণোৎকর্ষ হেতুনা॥
নামভ্যামেতয়োঃ খণ্ডে গ্রামস্য দ্বে বভূবতুঃ।
উত্তরস্থং কনিষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠস্য দক্ষিণস্থিতম্॥
দ্বিতীয়স্যাং স্ত্রিয়াং সুতৌ নারদো মধুসূদনঃ।
মাধবী পুরমাশ্রিত্য বিশ্রুতৌ গুণভূষিতৌ॥
কুল্যাংশে মধু অর্দ্ধাংশো নারদঃ শ্রেষ্ঠ ঈরিতঃ।
উদ্ভবশ্চতৃতীয়স্যাং পত্ন্যামঙ্গজয়োর্দ্বয়োঃ।
যয়োনাম্না সমাখ্যাতে নন্দনশ্চ বিকর্ত্তনঃ॥"

বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন শ্রীকরণ বংশোদ্ভূত যশস্বী পাঁচজন কায়স্থ—অনাদিবর সিংহ, সোমেশ্বর ঘোষ, পুরুষোত্তম দাস, সুদর্শন মিত্র ও দেবদত্ত অযোধ্যা, মথুরা ও মায়াপুরী হইতে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই ক্রমিক বাৎস্য-সৌকালিন, মৌদ্‌গল্য বিশ্বামিত্র ও কাশ্যপগোত্রধারী ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচজনের উপাধি ক্রমশঃ সিংহ, ঘোষ, দাস, মিত্র ও দত্ত। সিংহ ও ঘোষ উভয়ে অযোধ্যা হইতে, দাস মথুরা হইতে এবং মিত্র ও দত্ত মায়াপুরী হইতে আগমন করেন। তাঁহারা এপ্রদেশে আসিয়া কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ ও কর কায়স্থের সহিত মিলিত হন। ঐ সকল কায়স্থের বাস পূর্ব্ব হইতে এদেশে ছিল।

অনাদিবর সিংহ সিংহেশ্বর গ্রামে বাস করেন। তিনি কীর্ত্তিমান্ ও অতুলপ্রজ্ঞ ছিলেন। শিবলিঙ্গ স্থাপন ও সরোবর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও অতিথির পূজা করিতেন এবং দেবসেবারত ও স্বজাতির প্রতিপালক ছিলেন। অনাদিবর সিংহের সূর্য্যধর নামে এক পুত্র জন্মে। তিনিও পিতৃমার্গ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র

রাহ; বরাহের দুই পুত্র মদন ও ভৈরব। সুরাপান, অশ্ববিক্রয় প্রভৃতি অবৈধ কার্য্য করা হেতু নিজ বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলেও ভৈরব পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কালিকাদেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া মদন 'রাণা' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। তিনি দেখিতে মদনের তুল্য ছিলেন ও জাজিগ্রামের রাজা হইয়াছিলেন। ভৈরবের পুত্র ডোমন; ডোমনের পুত্র ইমন। ইমনের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীধরের ন্যায় লক্ষ্মীধর নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি অতিশয় গুণবান, ধীর ও সভাস্থলে বিখ্যাত ছিলেন এবং তিনি কায়স্থ সমাজ কর্ত্তৃক "করণ-গুরু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র; গদাধর, ভগীরথ ও ব্যাসসিংহ। গদাধর জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেও সম্মানে খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগীরথ বঙ্গজ শ্রেণীভুক্ত হন ও কনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠতালাভ করেন। করাতী ব্যাস সিংহ শুদ্ধ-কীর্ত্তি স্বজাতিপূজ্য ভক্তিমান্ ও কুলশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সকলপ্রকার দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং তিনিই ব্যাসপুর নামক সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

ব্যাস সিংহের 'করাতিয়া' আখ্যা প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে তিনি বল্লাল সেনের মন্ত্রী ছিলেন। কোন নীচকুলোদ্ভবা রমণীর সহিত সহবাস হেতু অপবাদে বল্লালসেন কলঙ্কিত হওয়ায় ব্যাসসিংহ বল্লালের গৃহে জলপান পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে রাজা তাঁহাকে ভয় দেখান যে যদি তিনি রাজবাটীতে আসিয়া আহারাদি না করেন তবে করাত দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইবে। ইহাতেও ব্যাস সিংহ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না তিনি তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়া রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করিলে উক্ত ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার পিতা করণ গুরু বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

ঢাকুর বা বারেন্দ্র কায়স্থ-তত্ত্বে লিখিত আছে—

"আছয়ে প্রবাদ শুনহে সংবাদ
উত্তর রাঢ়ী সমাজে।
শ্রীঅনাদিবর, তার বংশধর
ব্যাসসিংহ বংশ মাঝে॥
সেন পানাহার, নাকরে স্বীকার,
একদা বল্লাল ঠাঁই।
করাত প্রহারে, ব্যাসসিংহ শিরে
ছেদিতে বলিলা তাই॥

সেই সে কারণে, তারে সর্ব্বজনে
করাতিয়া আখ্যা দিল।
পেয়ে তার নাম, খ্যাত সেই গ্রাম
যথা সে বাস করিল॥"

ব্যাসের দুই পুত্র; বনমালী ও বামদেব। বামদেব গোপকন্যা পরিগ্রহ করা হেতু তিনি নিজ বসতি গ্রাম ত্যাগ করিয়া ও অগ্রজকে ধিক্কার দিয়া পতিত হন। তিনি গোপকন্যার সহিত কান্দী কল্যাণপুরে বাস করেন। কনিষ্ঠ বনমালী বন কাটিয়া ময়ূরাক্ষী তটস্থ কান্দীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি বহুসম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও কুলেশ্বর ছিলেন। তিনটি শিবলিঙ্গ, বিষ্ণুমূর্ত্তি ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেন ও অনেক পুষ্করিণী খনন করেন। বনমালীর দুই পুত্র; কেশব ও শ্রীপতি। কেশব বিবিধ সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন ও বারাণসীতে দেহত্যাগ করা হেতু পরমা গতি লাভ করেন।

কেশবের পুত্র বিখ্যাত রাজা বিনায়ক সিংহ। তিনি প্রতাপে, প্রজাপালনে, দানে, ব্রাহ্মণভক্তিতে, অতিথিশালা স্থাপন ও দীন অদীন পরিপোষণ দ্বারা দেশ-বিখ্যাত যশঃ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র গোপাল পতিরাজ, তিনি সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রাজা লক্ষ্মীধর। রাজা লক্ষ্মীধর প্রসিদ্ধ অস্ত্র ও রাজকর্ম্মপটু ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে তিন বিচক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, রুদ্র, দামোদর ও বিদ্যাধর। জ্যেষ্ঠ রুদ্র কান্দীতে বাস করিয়া রুদ্রদেব-সেবা-পরায়ণ ছিলেন ও রুদ্রদেবের কৃপায় তিনি শীঘ্রই কৃতার্থতা লাভ করেন। উদার-বুদ্ধি দামোদর সাসপাড়া গমন করেন ও রাঢ়মণ্ডলে বিখ্যাত হন। বিদ্যাধর জাত্যান্তরগত ও ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে আষ ও বাস দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আষ ও বাস উভয়েই বঙ্গদেশে গমন করেন। বাসপুত্র বরেন্দ্রভূমি আশ্রয় করেন।

রুদ্রের তিন পুত্র, উদ্ধারণ, গণপতি ও বিষ্ণু। উদ্ধারণের দুই পুত্র বল্লাল ও তারাপতি। রুদ্রের পুত্র গণপতি দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন ও শক্তিউপাসক ছিলেন। তৃতীয় পুত্র বিষ্ণু পুন্যাগ্রামে গিয়া বাস করেন। গণপতির ছয় পুত্র যথা—জীবধর, প্রভাকর, নারদ, মধুসূদন, নন্দন ও বিকর্ত্তন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

সভার প্রচারকার্য্য।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মণ।

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী চৌগাছা মোকামে ১৭ই ভাদ্র রবিবার সভার দিন ধার্য্য থাকায় সমেশপুর গ্রামে প্রচারক মহাশয় উপস্থিত হন। উৎযোগী নেতৃগণ ঐ তারিখে সভা করিতে না পারায় মাধবপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবীণ ব্যক্তিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচারক মহাশয় উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। এইরূপ কএকদিন প্রচারের পর ২৪শে রবিবার চন্দনমুগীর মাননীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সামশুল্ হুদা, এম্ এ, বি এল্, মহোদয়ের কাছারীতে এক সভা করিয়া উপস্থিত কায়স্থ-মহাত্মাদিগকে উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে অনুপবীতিগণ আগামী ২রা ও ৮ই আশ্বিন উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তৎপর সভার ৬জন সভ্য মনোনীত করা হয়।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন।

২৪শে ভাদ্র, ১৩১৮। ২৪ পঃ মহেশতলা পোঃ অধীন মণিখালি গ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মহেশতলার জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক মহাশয় নানা শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি হইতে বঙ্গদেশীয় ৪শ্রেণীর কায়স্থ ক্ষত্রিয় তাহা প্রমাণিত করেন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চারিটী বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। এই সভায় প্রায় ১০০ শত কায়স্থ ও ১৫।২০ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে উপস্থিত কায়স্থগণ আগামী কোন শুভদিনে উপনীত হইবেন প্রতিজ্ঞা করেন।

২৫শে ভাদ্র, ১৩১৮। ২৪পঃ বারাসাত নলকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ৫০।৬০ জন কায়স্থ ও ৮।১০জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক মহাশয় নানা শাস্ত্র দ্বারায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চারিটী উদ্দেশ্য উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন ও সকলেই উপনয়ন লইতে স্বীকৃত হইলেন।

২৬শে ভাদ্র, ১৩১৮। শ্যামনগর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। প্রচারক মহাশয়

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ৪টী উদ্দেশ্য সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সভা অন্তে উপস্থিত কায়স্থগণ শীঘ্রই কোন শুভদিনে উপনীত হইবেন স্বীকার করেন।

৩০শে ভাদ্র, ১৩১৮। বেলা ৫টার সময় রায়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবেহারি দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। বীরভূমের মোক্তার পূজ্যপাদ শ্রীকরালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক মহাশয় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা দ্বারা কায়স্থ জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন ও কায়স্থ সভার চারিটী উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। পরে কাব্যরত্ন মহাশয় উপস্থিত কায়স্থ মহাশয়গণকে উপনয়ন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সকলেই শীঘ্র কোন শুভদিনে উপনয়ন গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

৩১শে ভাদ্র, ১৩১৮। বেলা ২ ঘটিকার সময় জগন্নাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটী কায়স্থ-সভা হয়। সভার প্রচারক মহাশয় বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, সংহিতা দ্বারা কায়স্থ-জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চারিটী উদ্দেশ্য সকলকে প্রতিপালন করিতে এবং শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন গ্রহণ করিতে সমবেত কায়স্থগণকে অনুরোধ করিলেন শীঘ্রই কোন শুভ-দিনে অনেকে উপনীত হইবেন বলিলেন।

২রা আশ্বিন, ১৩১৮। কালীঘাট-নিবাসী ডাক্তার মহাশয়ের বাড়ীতে বেলা ৩টার সময় একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রচারক-মহাশয় নানা শাস্ত্র দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ৪টী উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সমবেত কায়স্থগণ যাহাতে ঘৃণিত শূদ্রত্ব পরিহার করিয়া ক্ষত্রোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হন সেজন্য কাব্যরত্ন মহাশয় সকলকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সভায় ২৫।৩০জন কায়স্থ ও ৫।৭ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কায়স্থগণ সকলেই উপনীত হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

Presented to the R.P.L. by Shiva Prashad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত (এ বৎসর আদায়)	৭৭৷৷০
শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস, সাং গাইবাঁধা, রংপুর জেলা	৫
আদায় মোট	৮২৷৷০

প্রচার-ভাণ্ডার।

(১৩১৮।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	৪৫
শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা ...	১০
মোট	৫৫

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৬ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

(ফরিদপুর জেলা, লক্ষণদীয়া, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং রসোড়া, ফরিদপুর জেলা :—

১। বসু, রামলাল, বয়স ৩৩, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং লক্ষণদীয়া ফরিদপুর জেলা :—

২। মিত্র, মতিলাল, বয়স ৩৫, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

৩। রাহা, শ্রীমন্তকুমার, বয়স ২৯, ঐ

৭ই আশ্বিন, ১৩১৮।

(কলিকাতা কায়স্থোপনয়ন সমিতির কেন্দ্র)।

সাং বাতানল, হুগলী জেলা :—

১। দত্ত, অমরভূষণ, বয়স ১৬, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২। „ জ্যোতীশচন্দ্র, „ ৩২, ঐ

আশ্বিন, ১৩১৮।

(চট্টগ্রাম, সাধনপুর কায়স্থ সভার কেন্দ্র)।

সাং সাধনপুর, চট্টগ্রাম।

রায় চৌধুরী, অতুলচন্দ্র, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

১০ই আশ্বিন, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, রূপিয়াট, শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১।	চাকী, চারুচন্দ্র,	(বারেন্দ্র)।	৮।	দত্ত, লালগোপাল,	(বারেন্দ্র)।
২।	চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ,	ঐ	৯।	„ হৃদয়নাথ,	ঐ
৩।	„ রবীন্দ্রনাথ,	ঐ	১০।	নন্দী, উপেন্দ্রনাথ,	ঐ
৪।	„ সুরেন্দ্রনাথ,	ঐ	১১।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ,	ঐ
৫।	দত্ত, জ্যোতীশচন্দ্র,	ঐ	১২।	„ ভবগোপাল,	ঐ
৬।	„ নগেন্দ্রনাথ,	ঐ	১৩।	„ ভৌমিক, পূর্ণচন্দ্র,	ঐ
৭।	„ প্রফুল্লকুমার,	ঐ	১৪।	রাহা, পূর্ণচন্দ্র,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
			১৫।	সরকার, তারণচন্দ্র,	(বারেন্দ্র)।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

১৫ই আশ্বিন, ১৩১৮।

বরাহনগর, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে।

জাতিভেদ।

গীতা, বেদ, ইতিহাস।

"একই মানব সব, একই শরীর,
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল ;
জন্ম, মৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ শূদ্রজাতি,* আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?"

রৈবতক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন,—"কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাংগতঃ।" মানবের ংপত্তিকালে বর্ণভেদ ছিল না, পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছে।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বসৃষ্টাহি র্মভির্ব্বর্ণতাং গতাঃ॥"

এ জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ংপত্তিকালে বর্ণভেদ ছিল না, পরে গুণকর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ সংগঠিত হইয়াছে।

"এক বর্ণাঃ পুরা সর্ব্বে।" বৈদিক যুগে সকলেই একবর্ণ ছিলেন। পরে গুণ ও র্মবিভাগ হেতু চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণানুসারে াহাদের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" গীতা।

ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান, ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধান, বৈশ্য রজঃ ও তম এই উভয় ংযুক্ত এবং শূদ্র তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহাভারতে ইরূপ লিখিত আছে,—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বংব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রাহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতাম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসাঽনৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।

* "গোপ জাতি" স্থলে "শূদ্র জাতি" লিখিত হইল। লেখক।

কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ ॥"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৬ অঃ।

অর্থাৎ,—পূর্ব্বে বর্ণভেদ ছিল না, প্রজাপতি হইতে সৃষ্ট এই জগৎ প্রথমে ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ হইয়াছে। কাম-ভোগ-প্রিয়, তীব্র, ক্রোধী ও সাহসী, রক্তবর্ণ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়,—গো-পালক ও কৃষিজীবী পীতবর্ণ দ্বিজগণ বৈশ্য এবং হিংসক, মিথ্যাবাদী, লোভী, আচারভ্রষ্ট দ্বিজগণ শূদ্র হইলেন।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈ র্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ" ॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ,—জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই শূদ্র ; সংস্কার বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।

পুরাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান নহে। বিবিধ শ্রেণীর অসভ্য অনার্য্য জাতিই ভারতের আদিম অধিবাসী। অতি প্রাচীন-কালে মধ্যএসিয়ার কোনও স্থলে, আর্য্যনামধারী এক উন্নতিশীল জাতি বাস করিতেন। কালক্রমে বংশ বৃদ্ধি সহকারে ইঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। এই প্রাচীনতম আর্য্য সম্প্রদায়ের একাংশ প্রথমতঃ সিন্ধুনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া, হিন্দুনাম গ্রহণ করতঃ ক্রমশঃ সমস্ত ভারত-ব্যাপী হইয়াছেন।

বৈদিক যুগে হিন্দুর জাতি বা বর্ণ বিভাগ ছিল না। তখন সমস্ত হিন্দু একমাত্র আর্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। সমাজে বংশগত কোন প্রকার বৃত্তি বা ব্যবসায়ও নির্দ্দিষ্ট ছিল না। আর্য্যগণ সহজেই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপনে সমর্থ হন নাই। অনার্য্য কৃষ্ণকায় জাতির সহিত তাঁহাদিগকে ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছে বলিয়া ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত আছে। ইহাই যে রূপক হইয়া পুরাণাদিগ্রন্থে দেবাসুরের যুদ্ধ নামে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনার্য্যগণ আর্য্য-যুদ্ধে কতক হত, কতক পর্ব্বতাদিতে পলায়িত এবং অপর কতকাংশ আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক আধুনিক অন্ত্যজ ও নীচ জাতি সমূহ পরিণত হইয়াছে। নাগা, কোল, ভিল, সন্তাল (সাঁওতাল) ও খন্দ প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিসমূহ এবং জালিক প্রভৃতি গ্রামপ্রান্তবাসী অন্ত্যজ জাতিগণ প্রাচীন অনার্য্য বংশোৎপন্ন।

সেই স্মরণাতীত কালে প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা আপনার ও সন্তানগণের জন্য দেবারাধনা ও প্রার্থনা করিতেন। পরিবারস্থ অপর ব্যক্তিগণ অন্যান্য গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। যুদ্ধের সময় পুরুষেরা অস্ত্রাদি সহ যুদ্ধার্থ গমন করিতেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি জ্ঞানে, গুণে, সাহসিকতা ও শারীরিক শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্দ্দার বা দলপতি হইয়া যুদ্ধে গমন করিতেন। অন্য সকল তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া রণক্ষেত্রে সহায়তা করিত। দেব কৃপা লাভের জন্য দলপতি যুদ্ধকালে প্রার্থনা এবং যুদ্ধাবসানে জয় লাভ হেতু দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন।

আর্য্যগণ ক্রমশঃ যতই উত্তর ভারতে বিস্তৃত হইতে লাগিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন সম্প্রদায়ের নায়কগণ সর্ব্বদা রণে লিপ্ত থাকা হেতু, সময় অভাবে আর নিজেরা দেবতাদিগের স্তুতি-গাথা শিখিতে বা বৈদিক প্রার্থনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং প্রতি পরিবারের কতিপয় ব্যক্তিকে শুধু এই কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখা হইল। কালক্রমে ইহাঁরা অতি পবিত্র ও পূত-চরিত্র বলিয়া সম্মানিত ও স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন।

সম্প্রদায়ের নায়ক এবং যোদ্ধৃগণ সর্ব্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকা হেতু, ভূমিকর্ষণ ও শিল্পাদি কার্য্যে অবসর পাইতেন না, এজন্য প্রত্যেক পরিবারের বলিষ্ঠ লোক-দিগকে লইয়া এক যোদ্ধৃ সম্প্রদায় গঠিত হইল। সম্প্রদায়ের কর্ত্তা রাজা নাম ধারণ করিয়া, তাঁহাদের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সমাজের আর এক শাখা ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব হইল। ক্ষত্রিয়গণ সামাজিক মর্য্যাদায় দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সমাজে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন।

আর্য্য-সমাজের অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে যাঁহারা ভূমিকর্ষণ ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইলেন, তাঁহারা বৈশ্যনাম গ্রহণ করিয়া সমাজে তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম হইল শূদ্র। শূদ্রগণ সংখ্যায় বড় বেশী হইয়া পড়িল। প্রথমাগত যে সকল আর্য্যগণ এ দেশীয় অনার্য্য মহিলাগণের পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ এবং এদেশীয় প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড়, কোল ও অপর জাতীয় লোক সকল, আর্য্যদিগের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ হইয়া, এই নিম্নতর শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত হইল।

যে সকল বন্যজাতি আর্য্যদিগের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিল না, তাহারা আর্য্যগণ-বিজিত এবং সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের 'দাস' নামে অভিহিত হইয়া নিয়তম শ্রেণীভুক্ত হইল। ইহাদের নাম হইল 'চণ্ডাল' অথবা অন্ত্যজ বা পতিত জাতি ইহারা আর্য্যগণাধিষ্ঠিত গ্রামে বাসস্থানটুকু পর্য্যন্তও পাইত না; সুতরাং গ্রামের বাহিরে কুটীরে বাস করিত।

অনন্তর একই রূপ কর্ম্মে লিপ্ত সমব্যবসায়িগণ এক এক স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইতে লাগিল। এইরূপে হিন্দুর শত শত সম্প্রদায় বা জাতি উদ্ভূত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে এক জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ে কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত না। এক সম্প্রদায়ের লোকের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের লোকের একত্র ভোজন ও বিবাহাদিও নিষিদ্ধ ছিল। জাতি-ভেদের এই রীতি ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।* "কর্ম্ম-ভির্ব্বর্ণতাং গতঃ" গীতোক্ত এই ভগবৎবাণী কি এ সকল ঐতিহাসিক কাহিনীরই সমর্থন হইতেছে না?

দুঃখের বিষয় এখন আর কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ প্রথা নাই। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল,—সমাজের শীর্ষ স্থানীয় নেতা—যাঁহারা সুদীর্ঘকাল ভূদেব বলিয়া সমাজে মানিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন,—হিন্দুর সেই আদর্শ পুরুষ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ মধ্যে এখন অনেকেই নীচ-জন-যোগ্য ও হীন-জন-ভোগ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দগ্ধোদর পূর্ণ ও বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিয়া জাতি-ধর্ম্ম নাশ করিয়া যায় পর নাই নীচতার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তবু তাঁহারা বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেছেন না।

অসামাজিক কায়স্থ (বঙ্গাল)

এবং

কায়স্থ দাস বা দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের বিশ্বাস, আচারভ্রষ্ট এবং নিরক্ষর কায়স্থেরাই অসামাজিক কায়স্থ; কারণ, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অধুনা সামাজিক কায়স্থদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। ইহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোনও কায়স্থেরই বড় একটা উচ্চবাচ্য ও দেখিতেছি না। এই

অসামাজিক দলের কায়স্থদের মধ্যে যাহারা কায়স্থদলে মিশিয়াছে, অগত্যা তাহাদিগকে সামাজিক কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান দিলেও, যাহারা আজও কায়স্থ সমাজে মিশিতে পারে নাই, সম্প্রতি তাহাদিগকে কায়স্থের স্বতন্ত্র একটী শাখা শ্রেণীতে রাখাই কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে এবং সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে পরেও, তাহাদিগকে অনায়াসে কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। যতদিন ইহারা কোন জাতীয় এ বিষয়ে জন সাধারণের বোধগম্য না হয়, ততদিন তাহাদিগকে পৃথক ভাবেই রাখিতে হইবে। নচেৎ, কায়স্থ সমাজে একটা বিষম বিপ্লবেরই সূত্রপাত হইবার সম্ভাবনা। অসামাজিক কায়স্থগণ এবং কায়স্থ দাসগণও যদি কায়স্থের ন্যায় ক্ষত্রিয়াচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সমাজের আপামর সাধারণের মনে একটা ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইবে। এবং তাহারা ও কায়স্থদ্বেষীরা একযুক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারের প্রতিকূলতাচরণ জন্মাইয়া দিবে। অসামাজিক কায়স্থ এবং ডেঙ্গরগণ দ্বিজাচার গ্রহণে যদিও সমর্থ হয়, তথাপি তাহারা কোন্ বর্ণানুযায়ী যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবে, ইহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীতেই রাখিতে হইবে। যদি ইহারা শাস্ত্রবিধানে দ্বিজাচার গ্রহণে অনধিকারী হয়, তাহা হইলেই বা তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীতে না রাখিয়া উপায় কি?

ধ্রুবানন্দ কান্যকুব্জাগত মড়ভট্ট গৌড়ীয় কায়স্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় আদিম কায়স্থ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। গৌড় বলিতে বঙ্গদেশ বা বাঙ্গলা বিভাগকে বুঝায় না, বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গকেই বুঝাইয়া থাকে। যথা,—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদাঃ॥

কায়স্থকারিকা।

বোধ হয় প্রাচীন কালে পূর্ব্ববঙ্গকেই বঙ্গদেশ বলা হইত। কারণ, পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানের ন্যায় তৎকালে বঙ্গদেশও পতিত ছিল। তদ্ যথা,—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষুচ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

ধ্রুবানন্দ।

উল্লিখিত স্থান সমূহে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই, এক সময়ে তাহা পতিত থাকিলেও, এখন আর তাহা পতিত নাই। এখন ঐ স্থানবাসী বৌদ্ধগণও হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা ক্রমশঃ বৌদ্ধা-

চার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদাচার গ্রহণ করিতেছে। নানাবিধ ব্রতাচরণ করিতেছে। পুত্রকন্যার অন্নারম্ভে পিতামাতার শ্রাদ্ধে দু দশ টাকা ব্যয় করিতেছে। ৺চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিষ্পাপ হইতেছে। তাহাদিগকে এখন আর হীনাচারী বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

বঙ্গদেশকে 'পতিত' এবং গৌড়কে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বলা হইয়াছে। ইহাতেই বঙ্গ হইতে গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইতেছে। যে স্থানে সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ লোকের বাস ছিল, তাহা পতিত হইতে পারে না। সর্ব্ববিদ্যা বলিলে নিম্নোক্তরূপ বুঝায়; যথা,—

ষড়ঙ্গমিশ্রিতা বেদা ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণকম্।
মীমাংসা তর্কমপি চ এতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥
ব্যবহার অধ্যায়, বৃদ্ধ গৌতম, ২১ অধ্যায়।

ষড়ঙ্গ যথা,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

চারি বেদ, যথা,—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব।

ষড়ঙ্গ ৬ বেদ সমষ্টি ১০, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ মীমাংসা ও তর্কশাস্ত্র, এই মোটে চতুর্দ্দশ বিদ্যা। এই বিদ্যাস্থান পবিত্র ও পবিত্রীকরণার্থক। অতএব শূদ্রকে এই বিদ্যাসমূহ স্পর্শ করিতে দিবে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের গণেশখণ্ডে দেখা যায়, অতি প্রাচীণ কালে বঙ্গদেশে সৌক্ষ্ম ক্ষত্রিয় বা অধ্যাত্ম জ্ঞানী কায়স্থের বাস ছিল; যথা,—

ভৃগুঃ শঙ্কর শূলেন সোমদত্তং জঘান হ।
বৃহদ্বলঞ্চ গদয়া বিদর্ভং মুষ্টিভি স্তথা॥
* * * *
কান্য কুব্জাশ্চ শতশঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শতশস্তথা।
রাঢ়ীয়াঃ শতশশ্চৈব বারেন্দ্রাঃ শতশস্তথা॥
সৌক্ষ্মা বঙ্গাশ্চ শতশো মহারাষ্ট্রাস্তথাদশ।
কথিতা গুর্জ্জরাতীয়াঃ কলিঙ্গাঃ শতশস্তথা॥
কৃত্বা তে শরজালঞ্চ ভৃগুশ্চিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ।
তং ছিত্বাভ্যুত্থিতো রামো নীহারজিত ভাস্করঃ॥

এস্থানেও রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র হইতে বঙ্গদেশকে পৃথক বুঝাইতেছে। অতএব এই বঙ্গদেশ বাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সূক্ষ্ম শব্দ হইতে সৌক্ষ্মা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ অধ্যাত্ম যথা;— 'সূক্ষ্মং অধ্যাত্মনি' ইতি মেদিনী।

অধ্যাত্ম শব্দে "আত্মানং দেহমিন্দ্রিয়াদিকং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্ম বা আধিকৃত্য" ...। পানিনি ৫।৪ যাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্ম বা পরব্রহ্মকে অধিকার করিয়া বর্ত্তে ... অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান)। এই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণই 'ব্রহ্ম-... অর্থাৎ 'কায়স্থ' উপাধিতে পরিচিত।—আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

যদি বঙ্গদেশে সৌক্ষ্মা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিল বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা ...লে আদিশূরের বা বল্লালসেনের সময় সে সমস্ত কায়স্থ কোথায় গিয়াছিল? ...দের অস্তিত্ব কি বঙ্গদেশ হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল?—অবশ্যই তাহারা ... বঙ্গদেশে বা বাঙ্গালাতেই ছিল। বোধ হয় উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থেরা কাল-... ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইয়া ...বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ক্রমশঃ স্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হওয়াতে ম্লেচ্ছাচার ...হীনাচার প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে অসামাজিক কায়স্থ-শ্রেণীতে পরিগণিত ...য়াছিল। হয়ত এই জন্যই বর্ত্তমান অসামাজিক কায়স্থদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে, ...ন কি ইহাদিগের পিতৃ পিতামহদিগকে কৃষিকর্ম্মে ও লবণ তৈল ইত্যাদি ব্রাহ্মণ ...দের নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রয়ে নিযুক্ত দৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহাদিগের বিধবা ...দিগকে ব্রহ্মচর্য্যহীনা দেখা গিয়াছে। আজকাল আবার তাহাদিগের বংশ-... অনেকেই লাঙ্গল ছাড়িয়া লেখনী ধারণ করিতেছে, কাস্তে ছাড়িয়া দোকান ...য়াছে, পাঁচন ছাড়িয়া পাঁচনের পুঁথি আওড়াইতেছে। ম্লেচ্ছাচার ছাড়িয়া ...গুরুদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের বিধবা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও ...শঃ ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিধবা ...লোকদের মধ্যে এখন অনেকেই আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষ ...জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া অসামাজিক কায়স্থেরা দু এক ঘর ...য়া কায়স্থ-সমাজে মিশিবার চেষ্টা পাইতেছে এবং মিশিয়াও যাইতেছে। ...বারী বা পূজারী ব্রাহ্মণগণ যেমন এখন ব্রাহ্মণ-সমাজে মিশিতেছেন, ইহারাও ...নই আস্তে আস্তে কায়স্থ-সমাজে ঢুকিয়া পড়িতেছে। এদিকে পণ-প্রথার দায়ে ... কায়স্থগণও নিরাপত্তিতে তাহাদের সহিত পুত্রকন্যার আদান-প্রদান আরম্ভ ...য়াছেন। কায়স্থগণ এরূপ সম্বন্ধ করাকে 'বঙ্গালে' সম্বন্ধ করা বলিয়া থাকেন। ...প সম্বন্ধের জন্য কায়স্থগণ সমাজে কতকটা হীনতা লাভ করিলেও, তাহাদের ...জচ্যুতি ঘটিতেছে না। সম্মানের কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইতেছে মাত্র। ...বস্থায় অসামাজিক কায়স্থদিগকেই 'কায়স্থ' বলা না যাইবে কেন? বরং ...রা পৃথক শ্রেণীর কায়স্থ' এই বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে থাকিবে। ব্রাহ্মণদের

অধিকারী, পূজারী ইত্যাদি শ্রেণীর ন্যায় ইহারাও কায়স্থ-সমাজে 'বঙ্গাল' বা অন্য কোনও নামে পৃথক শ্রেণীতে থাকিয়া কায়স্থের সঙ্গেই বসবাস করিতে পারিবে।

ডেঙ্গর বা কায়স্থ দাসদিগকেও আর একটি পৃথক শ্রেণীতে রাখিতে হইবে। আশ্রিত ব্রাহ্মণগণ যেমন পুরোহিত ঠাকুরের খোল ডোঙ্গা যোগাইতেছেন, ইহারাও তেমনি কায়স্থের পরিচর্য্যা করিবে। ডেঙ্গরগণ কায়স্থ এবং শূদ্র ভার্য্যার অবৈধ সংযোগে উৎপন্ন বলিয়াই তাহাদের এই ব্যবস্থা হইতে পারে। নচেৎ, ইহারাও অসামাজিক কায়স্থের ন্যায়ই সম্মান পাইবার যোগ্য হইত। কেন না, বলিতে গেলে, ইহারাও এক হিসাবে কায়স্থ জাতিরই অন্তর্গত। মনে করুন, অসামাজিক কায়স্থগণই যেন বল্লালসেনের শূদ্র। আর ঐ শূদ্র ভার্য্যার গর্ভেই কায়স্থের ডেঙ্গর পুত্রগণের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহারা কায়স্থ এবং অসামাজিক কায়স্থের মিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়াছিল। আর যদি অসামাজিক কায়স্থেরা আচারভ্রষ্ট কায়স্থই হইয়া থাকে, বঙ্গাল বা শূদ্র না হয়, এবং ডেঙ্গরদের মাতৃগণ এ জাতির অন্তর্গত না হইয়া, যদি প্রকৃত শূদ্র বা বঙ্গালের বংশজাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ডেঙ্গরের শূদ্র জাতীয়া মাতা হইতে দ্বিজাতীয় পিতার সংযোগে উৎপন্ন বলিয়াও, ইহারা প্রকৃত শূদ্র হইতে উন্নত জাতিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কেন না, কায়স্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সমাজে এখনও ইহাদের জল আচরণীয় রহিয়াছে, সুতরাং ইহারা দ্বিজাচার গ্রহণে অধিকারী হউক আর নাই হউক, আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদিগকে অন্ততঃ 'শূদ্র' বা 'কায়স্থ' না বলিয়া 'ডেঙ্গর' বলিলেই ক্ষতি কি? যদি ইহারা শূদ্রও হয়, তথাপি তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতেই রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কায়স্থও হয় তবু ইহাদিগকে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য। কারণ, বিগত ইং ১৯০১ সালের লোক গণনায়, কায়স্থ, অসামাজিক কায়স্থ ও কায়স্থ দাস এই তিনশ্রেণীর একত্র মিশ্রণেই গণনা হইয়াছিল। তাই বঙ্গীয় কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে নানা কথাও উঠিয়াছিল।

এক্ষণে অসামাজিক কায়স্থ ও কায়স্থদাসদিগকে ভিন্ন শ্রেণীতে না রাখিলে, কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে ঐরূপ কথা চিরকালই উঠিবে। তাহাদিগকে পৃথক রাখিলে, কায়স্থ বিদ্বেষীরাও অধিক আর কিছুই বলিতে পারে না। তবে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যে কায়স্থদের সহিত অসামাজিক কায়স্থ এবং ডেঙ্গর শ্রেণীর কতকটা অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইতে পারে; এবং সম্প্রতি কিছু কালের জন্য তাহাদের সহিত ঐকতাবন্ধনও ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়াই চিরকালই যে তদ্রূপ থাকিবে তাহা নহে। সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে

হইলে এরূপ ২।১টী ঘটনা ত উপস্থিত হইবেই। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাদের প্রচারকার্য্যে সকল শ্রেণীর ঐক্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন কি? রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির দ্বিজাচার প্রবর্ত্তন করার কালেও ব্রাহ্মণ কায়স্থ অনেক জাতিই তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু তা বলিয়া কি তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন? এই যে বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ হইবার কথা চলিয়াছে, ইহাতেই কি অনাচারিদের সহিত প্রকৃত বৈষ্ণবদের ঐক্য থাকিবে? চিরকালই ন্যায় ধর্ম্মেরই জয় হইয়া থাকে। প্রকৃত একতাও ইহাই আনয়ন করে। ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে, জনসাধারণকে আপন আপন কর্ত্তব্যপথে চালাইতে না পারিলে, কখনই আমাদের এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় হইবারই সম্ভাবনা নাই। যদি কালক্রমে ডেঙ্গরদিগকে কায়স্থ সমাজে মিশ্রিত করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যবিধ কারণেও কায়স্থ দাসদিগকে পৃথক্ শ্রেণীতে রাখা উচিত।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখা যায় বৈশ্যকে বিপদ্ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, শূদ্রের ন্যায় দাসত্ব বৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কায়স্থদাসগণ অধিকাংশই কায়স্থের দাসীগর্ভসম্ভূত এমত নহে। জলাচরণীয় অনেক জাতিই বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া দাসত্ব কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং কায়স্থ দাস বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে, ইহাদের মধ্যেই অনেকেই কৃষিবাণিজ্য ইত্যাদি ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। তাই ইহাদিগকে বিপন্ন বৈশ্য শ্রেণীর লোক বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই পর্য্যন্ত ঘটককারিকার বর্ণনা। তাহার পর সরকারী কাগজপত্রে এই বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। জীবধর বংশে হরেকৃষ্ণ সিংহ প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দীতে বাস করেন। তিনি প্রথমতঃ কুসীদজীবীর ব্যবসায় করিতেন, পরে রেশমের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। হরেকৃষ্ণ সিংহ

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমন সময়ে কান্দী হইতে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর বোয়ালিয়া নামক স্থানে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবকে অনেক টাকা নজর দিয়া ঐ গ্রাম প্রাপ্ত হন, এখনও ঐ গ্রাম কান্দী রাজবংশীয়দিগের সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত।

হরেকৃষ্ণ নিজে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও সমুদয় পরিবারবর্গকেও বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র নারায়ণ সিংহ, গৌরাঙ্গসুন্দর ও বেহারী সিংহ। ইঁহাদের মধ্যে গৌরাঙ্গসুন্দরই কার্য্যে পটু ছিলেন ও বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের অধীনে কার্য্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন ও বিস্তর মহাল তালুক ও লাখেরাজ জমী খরিদ করেন। দেবতে প্রভৃতিতে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলমের নিকট হইতে কান্দীতে ৺রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ জন্য চিরস্থায়ী সনদ প্রাপ্ত হন ও 'মজুমদার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। একসময়ে তিনি নবাবের এমতাজ মহলের কার্ণিসের অনুকরণে অট্টালিকা প্রস্তুত করেন ও নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ কার্ণিস ভগ্ন করিতে আদেশ দেন। এখন ঐ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। তাঁহার কোন পুত্রাদি ছিল না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেহারী সিংহের দীনদয়াল, রাধাকান্ত, রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দ নামে চারিপুত্র হয়। গৌরাঙ্গ রাধাকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন।

রাধাকান্তও বঙ্গাধিকারীর অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও নিজ ক্ষমতায় বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব রাধাকান্তের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

"Radhakanta was a high Revenue officer under Ali Verdi Khan and Sirajuddowla, Nawabs of Bengal, and when the British obtained the dewani of the subahs Bengal, Behar and Orissa from the Emperor Shah Alam II of Delhi, he rendered great service, by placing at their disposal the many settlement and collection-papers for which he was rewarded by the grant of sayer mahal and right of collecting "octroi" at Hughli."

রাধাকান্ত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজ-উদ্দৌলার অধীনে একজন উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন। যখন ইংরেজেরা বাদশাহ সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন সেই সময়ে বহুতর বন্দোবস্ত ও আদায়ের কাগজপত্র ইংরেজের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করি

ছিলেন এজন্য পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সায়ের মাহাল দেওয়া হয় ও হুগলীতে শুল্ক আদায় করিবার স্বত্ব অর্পণ করা হয়।

রাধাকান্ত নিজামতে বেশী দিন কার্য্য করিতে পান নাই, কারণ ইংরাজদের সহিত তাঁহার চিঠিপত্র চলায় তিনি সন্দেহের পাত্র হন। সে সময়ে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অদম্য ক্ষমতা ও অপরিসীম প্রভুত্ব। তিনি রাধাকান্তকে সন্দেহ করিয়া প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বে রাজা দুর্ল্লভরাম রাধাকান্তের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্য তিনিই রাধাকান্তকে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টার সংবাদ দেন ও রাজা দুর্ল্লভরামের উপদেশেই তিনি নদীয়ায় পলায়ন করেন। নদীয়ায় সে সময় নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতেছিল। রাধাকান্ত সিরাজ উদ্দৌলার সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় সংবাদ দেন ও তাঁহার দ্বারা ইংরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে অনেক উপকার পাইয়াছিলেন।

নবাব মীরজাফর নবাবীপদ প্রাপ্ত হইলে ক্লাইব তাঁহাকে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা দুর্ল্লভরামের সহিত রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। রাধাকান্ত অতিশয় হিন্দু ছিলেন ও তিনি কান্দীর ঠাকুরবাটীর উন্নতি করেন। ১১৬৮ সালে তিনি অনেকগুলি গ্রাম খরিদ করেন ও ১১৭৮ সালে ঐ সমুদয় গ্রাম ও আরও চারি গ্রাম তিনি ৺রাধাবল্লভ জীর নামে অর্পণ করেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল ও কার্য্যপটুতাও বিলক্ষণ ছিল। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১১৭৯ সালে মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে রাধাকান্ত তাঁহার তৃতীয় চতুর্থও ভ্রাতা রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দকে ৺রাধাবল্লভজীর সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন ও ঠাকুরের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ দেন।

রাধাচরণের দুই পুত্র; রামানন্দ ও বিজয়গোবিন্দ। তিনি ১১৩৪ সাল পর্য্যন্ত বাটীর কাজকর্ম্ম চাঙ্গী হইতে তত্ত্বাবধান করিতেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহই এই বংশের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গঙ্গাগোবিন্দের নাম কাহারও অবিদিত নাই। ভগবান্ তাঁহাকে অপরিমিত বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারিত না ও হয় নাই। তাঁহার সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি তাঁহার হস্তে পরিচালিত।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে তিনজন প্রধান কর্ম্মচারী দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইতেন।

(১) নবাব।

(২) রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

(৩) রায় রায়ান বা ফৌজদারী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

এই তিন কর্ম্মচারীর পদ পুরুষানুক্রমে দেওয়া হইত। রাজস্ব সেরেস্তার কার্য্য বঙ্গাধিকারীদের ছিল ও পুলিসের কার্য্য মহারাজা রাজবল্লভের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গাধিকারীর অধীনে কার্য্য করিতেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার ভ্রাতা অবসর গ্রহণ করার পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা কার্য্যপটুতা, বুদ্ধি ও প্রতিভা ওয়ারেন হেষ্টিংসের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলে তিনি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে দেওয়ান ও কাসিমবাজারের কান্তবাবুকে নিজবাটীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কিছুদিন কার্য্য করার পর ১৭৭৫ খৃঃ মে মাসে হেষ্টিংসের বিপক্ষ পক্ষ অধিক হওয়ায় পদচ্যুত হন, কিন্তু কর্ণেল মনসুনের মৃত্যুতে ১৭৭৬ খৃঃ ৪ঠা নভেম্বরে পুনরায় ঐপদে নিযুক্ত হন।

গঙ্গাগোবিন্দ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি কাজকর্ম্ম পাইবার মানসে মুর্শিদাবাদ আসিয়া কান্তবাবুর পল্লীতে গঙ্গাতীরে বাসা গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। একত্রে একস্থানে বাস হেতু কান্তবাবুর সহিত গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। একদিন কান্তবাবু কথা প্রসঙ্গে হেষ্টিংসের জীবন রক্ষার বিষয় উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে হেষ্টিংস্ প্রদত্ত কাগজখানি দেখাইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তদ্দর্শনে সহজে বুঝিয়াছিলেন যে, কান্তবাবু যে সাহেবের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই সাহেবই তখন কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। তখন গঙ্গাগোবিন্দ প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কান্তবাবু কাগজখণ্ডের উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন ও উভয় বন্ধু পরামর্শ স্থির করিয়া কলিকাতা গমন জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যথাসময়ে বন্ধুদ্বয় কলিকাতা পঁহুছিয়া গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন রাজপ্রাসাদের ফটক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। হেষ্টিংস্ অপরাহ্নে যখন বায়ু সেবনার্থ বাহির হইতেন তখন প্রত্যহ বন্ধুদ্বয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে ও অভিবাদন করিতে দেখিয়া ৫।৭ দিন পর তাঁহাদিগকে ডাকিয়া নিত্য উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গঙ্গাগোবিন্দ কান্তবাবুর নিকট হইতে কাগজখণ্ড লইয়া গবর্ণরের হস্তে দেন। তদ্দর্শনে সকল কথা হেষ্টিংসের মনে পড়ে ও তাঁহাদিগকে পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দেন। পরদিন হেষ্টিংস্ উভয়কে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যোগ্যতানুরূপ

নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ গবর্ণর জেনারেলের দপ্তরে সামান্য মহুরীর প্রাপ্ত হন ও কান্তবাবু লাট সাহেবের ও তৎপত্নীর নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভৃত্যাদির কার্য্য তত্ত্বাবধান করার জন্য সরকারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দশ-শালা বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল।

১১৮৪ সালে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র রাধানাথ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের মধ্যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়। হেষ্টিংস্ গঙ্গাগোবিন্দের পরামর্শে রাধানাথকে জমীদারী দেন ও রাজার বালক অবস্থায় তিনি জমীদারী পর্য্যালোচনা করেন ও অভিভাবক ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের সে সময়ে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভয় করিতেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে হেষ্টিংসের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন "দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য, কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"। এডমণ্ড বার্ক গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে যথাশক্তি গালি দিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু যেসময়ে হেষ্টিংস বঙ্গদেশে ছিলেন সেসময়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মত লোকের সহায়েই ইংরেজেরা ভারতের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ স্বীয় শক্তি সঞ্চালনের কেন্দ্রস্থান বঙ্গদেশে গঙ্গাগোবিন্দের মত লোকের সহায় না পাইলে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না সন্দেহ।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরাট মাতৃশ্রাদ্ধের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। সেশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত-মণ্ডলীর শুভাগমন হইয়াছিল। নবদ্বীপ, নাটোর, বর্দ্ধমান ও দিনাজপুরের রাজা ও বহুতর জমীদার সেউপলক্ষে কান্দী আসিয়াছিলেন। বহুতর খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন হইয়াছিল যেমন দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, অন্ন ও দাইল রাখিবার জন্য পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগকে অপরিমিত সিধা দেওয়া হইত। কথিত আছে যে পুরীধাম হইতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ আনাইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হইয়াছিল। রাজা শিবচন্দ্র অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রকে শ্রাদ্ধ সভায় প্রেরণ করেন। শিবচন্দ্র প্রথমতঃ আসিতে স্বীকার পান নাই কিন্তু পিতার আদেশে আসিতে বাধ্য হন। শিবচন্দ্র দেওয়ানের প্রদত্ত সিধা পাইয়া ভিক্ষুকদিগকে সমুদয় সিধা দান করেন। দ্বিতীয়বার সেই পরিমাণ সিধা দেওয়া হয়, তাহাও ঐরূপ ভাবে শিবচন্দ্র দান করেন। শিবচন্দ্রের নিকট তৃতীয়বার সিধা প্রেরিত হইলে তিনি

বলেন যে "দেওয়ানজী, এ যে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন।" শিবচন্দ্র দেওয়ানজীর উত্তরে—তাঁহার দাম্ভিকতাপূর্ণ কথাতে প্রথমতঃ অসন্তুষ্ট হন কিন্তু, দেওয়ানজীর উত্তরের শেষভাগে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী উত্তর দেন "দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী—কারণ তাহাতে শিব যান নাই, ইহাতে শিবের আগমন হইয়াছে।" গঙ্গাগোবিন্দ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিজ ভূস্বামী জেমুয়ার রাজাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য রাজা মহারাজার ন্যায় আসনের বন্দোবস্ত না করিয়া দানোৎসর্গের সময় নিজের দোশালা খুলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বসিতে দেন। এইরূপ বিরাট শ্রাদ্ধ কেহ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রবাদ আছে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আরও দুইটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাবুর অন্নপ্রাশন, এবং পুরাণের কথা প্রদান। পৌত্রের অন্নপ্রাশনে তিনি স্বর্ণপাত্রে খোদিত লিপি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় সোণামুখীর প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক গদাধর শিরোমণি পুরাণ-কথায় ব্রতী ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি নবদ্বীপের সন্নিকটে রামচন্দ্রপুরে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। গঙ্গাগোবিন্দ ৺রাধাবল্লভের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করেন। রাধাবল্লভের নিত্য ভোগ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে যেরূপ সেবার বন্দোবস্ত আছে, মুর্শিদাবাদের কোনও দেবালয়ে সেরূপ বন্দোবস্ত নাই। রাধাবল্লভের সেবার সম্বন্ধে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"Of all the shrines, the one at Candi is maintained with the greatest liberality. The God here seems to live in the style of the great Mogul, His musnud and pillows are of the best velvet and damask richly embroidered. Before him are placed gold and silver salvers, cups, tumblers, *pandans,* and jugs all of various size and pattern. He is fed every morning with fifty kinds of curries, and ten kinds of pudding. His break-fast over, gold hookas are brought to him to smoke the most aromatic tobacco. He then retires to his noonday *siesta.* In the afternoon he tiffs and lunches, and at night

sups the choicest and richest viands with new names in the vocabulary of Hindoo confectionery. The daily expense at this shrine is said to be 500 Rupees, inclusive of alms and charity to the poor."

(Travels of a Hindoo, vol. I p. 66.)

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

হিন্দু-বিবাহে পণ-প্রথা।

আবার দেখিতে পাওয়া যায় এই বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের সংখ্যা হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ১২ জন। এই ৩ জাতি ভিন্ন নবশাখ ও সৎশূদ্র যেমন বারুই, গন্ধবণিক্, কম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, ময়রা, নাপিত, সদ্গোপ, তাম্বূলী, তিলি ইহাদের সংখ্যা শতকরা ১৬ জন, চাষীকৈবর্ত্ত ও গোয়ালার সংখ্যা শতকরা ১৩ জন, শতকরা ৫৮ জন নীচ জাতীয় হিন্দু। এই সকল জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহে পণ-প্রথা নাই বরং ইহাদের মধ্যে পণ দিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে হয়, এ কারণ অনেকে বিবাহ করিতে না পারায় বংশহানী হইতেছে। কেহ বা বার্দ্ধক্যে বিবাহ করিয়া বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। কেবল সুবর্ণ-বণিক্ ও গন্ধ-বণিকের মধ্যে বাড়ী ও সপ্তগ্রামী এই দুই ভাব থাকায়, ইহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের অনুকরণে ইহাদের মধ্যে পণ-প্রথা প্রচলন হইয়াছে।

এক্ষণে সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে ৮ ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র কুলীন পাত্রে কন্যা দান এবং কুলীন পুত্র শ্রোত্রিয় ও বংশজের কন্যা বিবাহ হেতু কুলীন কন্যার পণ প্রভাব বশতঃ কুলীনের কন্যা বিবাহে পণ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। আর কুলীনগণ শ্রোত্রিয় ও বংশজকন্যা বিবাহ হেতু ঐ সকল শ্রেণীতে পাত্রীর অল্পতা হেতু ঐ সকল শ্রোত্রিয় ও বংশজগণ পণ দিয়া পাত্রী খরিদ করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

এই প্রকার কায়স্থ ৩ ঘর কুলীনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলীন-কন্যা বিবাহ ও অন্যান্য পুত্র যদৃচ্ছা কুলীন ও মৌলিক কন্যা বিবাহ করিতেছেন বাকী ২½ ঘর কুলীনকে (৭২+৮) ৮০ ঘর মৌলিকে কন্যা দিবার চেষ্টা করায় ঐ (৭২+৮) (৮০ ঘর কায়স্থকে পণ দিয়া কুলীনকে কন্যা দান) আর ঐ ২½ ঘরের কন্যা (৭২+৮) ৮০ ঘর মৌলিকে বিবাহের চেষ্টা পাওয়ায় কন্যার অল্পতা হেতু পণ দিয়া কুলীন কন্যা বিবাহের প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তি সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া পুত্রের বিবাহে পণ লন নাই। অবশ্য তাঁহাদের মহদুদ্দেশ্য জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ, কিন্তু ইহাতে পণ-প্রথা রহিত হইবেনা। যদি কৌলীন্য প্রথা রহিত করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা বংশজ শ্রোত্রিয়ে আর কুলীন কায়স্থের বড় পুত্র ও মৌলিকগণ মৌলিকের কন্যা বিবাহ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন তাহা হইলে সমাজের প্রকৃত উপকার করা হয়।

আর যদি কৌলীন্য প্রথা রহিত করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সম ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সহিত কায়স্থের ও বৈদ্যের সহিত বৈদ্যের বিবাহে আদান-প্রদান হয় তাহা হইলে পণ-প্রথা রহিত হইয়া কন্যার বিবাহ সুখ ময় হয়। ইহা হইলেই হইবে, কারণ—যখন স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী আ

কৌলিণ্য প্রথা।

প্রায় সকল পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এবং শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য এবং পুরুষ অনেক স্থলে ২।৩ বার দার পরিগ্রহ করেন, তখন চিরকাল কন্যার অভাব হইবে।

মনুষ্য ও পশু জাতির মধ্যে ২টী প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি

এই প্রথা রহিত না হওয়ার কারণ।

জ্ঞান ও অন্যটি সকলে মিলিত হইয়া এক যোগে কার্য্য করণ। আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষ শ্লাঘা করি। আমাদের শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার সমুদয় সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাই যদি হয় তবে আমাদের এ অধঃপতন কেন? যেমন সামান্য ছিদ্র দিয়া জল আসিয়া বৃহৎ নৌকা জলমগ্ন করে, সেই প্রকার আমাদের জাতীয় চরিত্রে অবশ্য এমন কোনও দোষ আছে যাহাতে আমাদের এই পতন অনিবার্য্য। সেই দোষ কি? উত্তরে স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা পরস্পরের স্বার্থ বুঝিয়া এক মত হইয়া কাজ করিতে পারি না। এই কারণে আমাদের কোনও সমবায় সমিতি বা কোম্পানি নাই। আমাদের রেল, ষ্টীমার

একতার অভাব।

নাই, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য নাই এই প্রকার যে সকল কাজে ৫ জনা এক যোগে কাজ করার দরকার তাহা নাই এবং বিবাহে পণ প্রথার সৃষ্টি ও বিস্তার হইয়াছে। সকলেই বুঝেন যে যিনি অ পুত্রের বিবাহে পণ লইতেছেন, তাঁহাকে বা তাঁহার বংশধরগণকে একদি এই প্রকার টাকা দিতে হইবে। তর্কস্থলে যদি বলা যায় যে তাঁহার বংশে য কন্যা সন্তান অধিক না জন্মায়, কিন্তু তবুও তাঁহার বিবেচনা করা উচি যে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশবাসী এই প্রথার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে দ্বিতীয়, কৌলীন্যপ্রথার গুণে যাঁহারা কাল্পনিক বড় হইয়াছেন, সামাজি প্রাধান্য তাঁহারা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

এদেশে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, বিলাত ফেরৎ দায়, ইহাদের মধ্যে কেউ কেউ একপ্রকার পৃথক সমাজভুক্ত; ২য়, শিক্ষিত নবীন চিন্তাশীল সম্প্রদায়, ইহারা কেউ কেউ ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত, ইহাদের মত পৃথক; ৩য়, সম্পত্তিশালী লোক—ইহাদের ২।১ হাজারে বড় আসে যায় ; ৪র্থ, কুলীন শ্রেণী, ইহারা এই পণ প্রথায় বিশেষ লাভবান!

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই পণ প্রথার জন্য ব্রাহ্মণের মধ্যে মধ্যবিত্ত এবং গরীব শ্রোত্রিয় এবং বংশজ শ্রেণী এবং কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে ঐ প্রকার মধ্য এবং গরীব শ্রেণীর লোক এই কথায় বিবাহে পণপ্রথার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে, এবং এই প্রথা রহিত করার জন্য উপরোক্ত ৪ শ্রেণী নিশ্চেষ্ট। Charity begin at home। যাহারা নিজেদের মধ্যে এই সামান্য উচ্চ নীচ তুলিয়া দিতে না পারেন তাহাদের নিম্ন শ্রেণীকে সামাজিক অধিকার দান কতদূর সম্ভাবনা তাহা একবার সকলের বিবেচ্য।

বিবাহে এই পণপ্রথা যদি রহিত হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ বিষয় আলোচনা করা যাইবেক।

আমাদের দেশের নেতারা বিবাহে পণ লওয়ার বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করিয়া আমরা যে এক যোগে কাজ করিতে পারি না এই কলঙ্ক দূর করিয়া বাস্তবিক আমাদিগকে মনুষ্য পদবাচ্য করিবেন কি? *

করণ-প্রকরণ।

সংস্কৃত অভিধানকার কায়স্থকে 'করণ' বলিয়াছেন; সে জন্য প্রামাণ্য শাস্ত্র চন অনুসারে কায়স্থ করণ কিনা দেখিবার পূর্ব্বে, করণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে যে করণের উল্লেখ আছে তাহা ব্রাত্য অর্থাৎ সাবিত্রী পতিত ক্ষত্রিয়। (১) এই মনুক্ত করণই আমাদের উপস্থিত বিবেচ্য। ভগবান্ মনু বলেন,—

* প্রবন্ধের সহিত আমাদের মতামত প্রকাশ হয় নাই। কাঃ পঃ সঃ।

(১) শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকারের করণ আছে; বৈশ্যজাত করণ ও বৈবৈশ্য জাত করণ; বৈশ্যজাত করণ জাতিতে তৈলী তাম্বুলীর সহিত অভিন্ন; কিন্তু বৈবৈশ্যজাত করণ, জাতিতে ক্ষত্রিয়; যেমন বৈবৈশ্য, বিবৈশ পুত্র, এই 'বিবৈশ' শব্দের 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিকৃত' অর্থাৎ অসংস্কৃত বা ব্রাত্য, এবং 'বৈশ' শব্দের অর্থ (বিশ্ + ক, ঈশ্বরার্থে), বিশাংপতি বা রাজা; সুতরাং 'বিবৈশ' ব্রাত্য রাজা এবং 'বিবৈশ্য' ব্রাত্য রাজন্য। মনুক্ত করণ ব্রাত্য রাজন্য জাত। 'বৈবৈশ্য' শব্দ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ ॥ ১০।২২।

"ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, ও দ্রাবিড় জাতি জন্মে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে ইহারা সকলেই একজাতি, কেবল নাম মাত্র ভেদ, সকলেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। অতএব নিঃশংসয়ে বলা যায় যে করণজাতি খস ও দ্রবিড় জাতির সহিত সর্ব্বাংশেই সমান; কিন্তু উক্ত খস ও দ্রবিড় জাতি আবার বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ মনু, ১০।৪৫

ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপে ও ব্রাহ্মণাদর্শনে এই সকল ক্ষত্রিয় জাতিগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা,—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ ॥ মনু ১০।৪৪।

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, ও খশ।"

এই হেতু আমরা বলিতে বাধ্য যে করণ জাতিও বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়; অর্থাৎ উক্ত করণজাতিও কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ ও পহ্লব প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-গণের সহিত অভিন্ন। কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ ও পহ্লব, রাজা সগর কর্ত্তৃক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়; ইহা আমরা হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিতে পাই। সগরের পূর্ব্বে উহারা পরাক্রান্ত ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল। কিন্তু সগরের পিতা বাহু নরপতিকে ঐ পঞ্চজাতি একত্রিত হইয়া রাজ্য-ভ্রষ্ট করায় সগর উহাদিগকে ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। উহারা বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলে সগর তৎসন্নিধানে নিজ প্রতিজ্ঞার কথা জ্ঞাপন করেন তখন বশিষ্ঠ সগরকে নিবৃত্ত করিয়া উহাদিগকে ধর্ম্মহীন করিতে বলেন; কেননা ধর্ম্ম নষ্ট হইলেই উহাদের আধ্যাত্মিক বিনাশ সাধন হইল। এইরূপে সগরের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রহিল। কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ ও পহ্লব আত্মধর্ম্ম পরি-ত্যাগে ম্লেচ্ছ হইল। "তে চ আত্মধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণম্।

মনু সংহিতায় 'সাগর' শব্দের উল্লেখ আছে (১।২৪)। সগর রাজার নাম হইতে সমুদ্রের 'সাগর' নামের সৃষ্টি. সুতরাং মনুক্ত কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, ও পহ্লব বশিষ্ঠাদেশে সগর কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছীভূত ক্ষত্রিয় ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে। এবং এই হেতুই মনুক্ত,—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥

শ্লোকের "ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ" চরণের ব্যাখ্যা "ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মপুত্রস্য বশিষ্ঠস্য দর্শনেন আজ্ঞাপনেন চ" এইরূপ স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ "ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপে ও ব্রহ্মার পুত্র (বশিষ্ঠের) আদেশে নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" বস্তুতঃ কতক ক্রিয়ালোপে এবং কতক বশিষ্ঠের আদেশে ম্লেচ্ছ হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক ইহা স্থির যে করণ জাতি খশ ও দ্রবিড় জাতির সহিত অভিন্ন এবং খশ ও দ্রবিড় আবার ম্লেচ্ছের সহিত এক, সুতরাং করণ ও ম্লেচ্ছ উভয়েই সমান জাতি। উভয়েরই পিতা মাতা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ম্লেচ্ছ ও করণের ঐক্য হেতু ম্লেচ্ছ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক হইতেছে। ম্লেচ্ছ মিশ্রজাতি নহে। অবশ্য আমরা জাতি ম্লেচ্ছের কথাই বলিতেছি। কর্ম্ম-ম্লেচ্ছ, মিশ্র বা অমিশ্র যে কোন জাতিই হইতে পারে। যেমন চণ্ডাল ও বৃত্তিস্থ হইলে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয় (গৌতম), সেইরূপ যে কোন জাতি গোমাংসভুক্ ও অনাচারাদি রত হইলে ম্লেচ্ছ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে (বৌধায়ন)। কিন্তু এরূপ ম্লেচ্ছ, জাতিম্লেচ্ছ নহে কর্ম্ম-ম্লেচ্ছ। কর্ম্মম্লেচ্ছের জাতির নির্ণয় নাই, কিন্তু জাতিম্লেচ্ছ অবিমিশ্র ক্ষত্রিয়। দুরাত্মা বেণরাজা ব্রহ্ম-শাপে বিনষ্ট হইলে দেশ অরাজক হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা মৃত বেণের শরীর মন্থন করিয়া তাহা হইতে নূতন পুরুষের সৃষ্টি পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজা করিতে মনস্থ করিলেন। সেই মন্থনে প্রথমতঃ বেণের শরীর হইতে ম্লেচ্ছ জাতিগণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা রাজার অযোগ্য বিবেচনা করেন ও পুনরায় উক্ত শরীর মন্থন করিয়া ধার্ম্মিক নৃপতি পৃথুকে লাভ করেন। যাহা হউক পৌরাণিক,—

তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। মাৎস্যে

এই উক্তিতে বেশ বুঝা যায় যে ম্লেচ্ছজাতির শরীরে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন মিশ্রণ নাই। কারণ ক্ষত্রিয় নরপতি বেণের শরীরই এক্ষেত্রে ম্লেচ্ছের একমাত্র উপাদান, মহাভারতেও আছে,—

যদোশ্চ যাদবা জাতা স্তুর্ব্বসোর্য্যবণাঃ স্মৃতাঃ।
দ্রুহ্যোঃ জাতাস্তু বৈভোজা অনোশ্চ ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ ॥

"যেমন যদু হইতে যাদবগণ, তুর্ব্বসু হইতে যবনগণ, দ্রুহ্য হইতে বৈভোজগণ সেইরূপ অনু হইতে ম্লেচ্ছগণ উৎপন্ন হইয়াছে।" ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পুত্র

যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। অতএব প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতে দেখা গেল ম্লেচ্ছগণ অবিমিশ্র ক্ষত্রিয় বংশজাত, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ম্লেচ্ছোৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে আপাততঃ বিরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয়; কেননা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স্থূল দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছকে মিশ্রজাতি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ঐ বিরুদ্ধভাব তিরোহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে,—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং ঋতুদোষেণ পাপতঃ।
বলব্রত্যো দুরন্তাশ্চ বভুবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ (ব্রহ্মখণ্ড ১০।১১৯)

"ক্ষত্রবীর্য্য হইতে শূদ্রাগর্ভে ঋতুদোষ পাপহেতু বলবান্ ও দুরন্ত ম্লেচ্ছ জাতিগণ জন্মে।" এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ম্লেচ্ছোৎপত্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত ম্লেচ্ছোৎপত্তির কতকটা মিল আছে। উভয় মতেই ম্লেচ্ছপিতা ক্ষত্রিয় সম্ভূত; কিন্তু গোলযোগ মাতা লইয়া। পূর্ব্বোক্ত মতে ম্লেচ্ছের মাতাপিতা উভয়েই ব্রাত্যক্ষত্রিয়, কিন্তু পরবর্ত্তী মতে কেবল পিতৃস্থলে 'ক্ষত্রবীর্য্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রাত্যক্ষত্রবীর্য্যও ক্ষত্র বীর্য্য হইতে পারে, সুতরাং পিতৃস্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতেও বিরোধ নাই বলা যায়। তবে পূর্ব্বোক্ত মতে মাতা, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে মাতা, শূদ্রা। ব্রাত্যক্ষত্রিয়াই কি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শূদ্রা বলিয়া অভিহিত হয় নাই? ভগবান্ মনু বলেন,—

ব্রাত্যয়াসহ সংবাসে চাণ্ডাল্যাত্যবদেবতু। ৮।৩৭৩।

"ব্রাত্যাগমন চাণ্ডালী গমনের সমান।" সুতরাং ব্রাত্যা নিতান্ত অপূত সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ব্রাত্য হইবার পূর্ব্বেও স্ত্রীর শূদ্রের সহিত কতকটা সাম্য উপলব্ধ হয়,—

স্ত্রী শূদ্রদ্বীজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভাগ° পু°

স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজের বেদাধিকার ন'ই।' ফলতঃ ব্রাত্যক্ষত্রিয়া দ্বিগুণিত 'শূদ্রা, প্রথমতঃ সে শূদ্রা. কেননা সে স্ত্রী; দ্বিতীয়তঃ সে শূদ্রা, কেননা সে ব্রাত্যা। কিন্তু ব্রাত্যক্ষত্রিয় পক্ষে দ্বিগুণিত শূদ্রত্ব উপলব্ধ হয় না; সে কেবল ব্রাত্য বলিয়াই শূদ্রপদবাচ্য; কেননা মনু বলেন,—

শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে। ২।১৭২।

অর্থাৎ অনুপবীত দ্বিজে শূদ্র বিধিই সাধারণতঃ প্রযোজ্য। তবেই দেখা গেল যে ব্রাত্যক্ষত্রিয়া দ্বিগুণিত শূদ্রা, কিন্তু ব্রাত্যক্ষত্রিয়ে দ্বিগুণিত শূদ্রত্ব উপলব্ধ হয় না। এজন্য পিতৃস্থলে 'ক্ষত্র-বীর্য্য' ও মাতৃস্থলে 'শূদ্রা' শব্দ প্রয়োগ, ব্রহ্ম-

বৈবর্ত্তকারের অপরাধ বিশেষ নহে। ভগবান্ মনুও ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় সংজ্ঞার বিলোপ সাধন করেন নাই। তিনিও তাহাকে 'ব্রাত্য রাজন্য' অর্থাৎ পতিত ক্ষত্রিয়ই বলিয়াছেন। ফলতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের "ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়াং" উক্তিতে "ব্রাত্যক্ষত্রাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ায়াং" বুঝিতে হইবে। কারণ—'একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ কখনই যুক্ত নহে।' এইত গেল শূদ্রা শব্দের কথা, এখন দ্বিতীয় গোলযোগ উপস্থিত; সমন্বয় করণীয় শ্লোকার্দ্ধে ত শুধু "ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়াং" নাই, উহাতে আছে,—

ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়াং ঋতুদোষেণ পাপতঃ।

এই 'ঋতুদোষেণ পাপতঃ' চরণের উপায় কি? উপায় অতি সহজ। ঋতুকাল ষোল দিন। ঋতু ভিন্ন সন্তান জন্মে না। এই ঋতুকালের প্রথম তিন দিন স্ত্রী অপবিত্রা বলিয়া অগম্যা। ঐ তিন দিবস গমনে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহাও অপূত। পরাশর বলেন,—

প্রথমেঽহনি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥ ৭।১৯॥

"স্ত্রী, ঋতুর প্রথম দিনে চণ্ডালীর ন্যায়, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনীর ন্যায়, তৃতীয় দিনে রজকী অর্থাৎ ধোপানীর ন্যায় অপবিত্রা; চতুর্থ দিনে স্ত্রী শুদ্ধ হইয়া থাকেন।" অতএব দেখা যাইতেছে ঋতুর প্রথম দিনে গমন চণ্ডালী গমনের সমান; আবার মনু বলেন,—

ব্রাত্যয়া সহ সংবাসে চাণ্ডাল্যা তাবদেবতু।

'ব্রাত্যাগমন চণ্ডালী গমনের সমান।' সুতরাং ম্লেচ্ছ মাতা ব্রাত্যক্ষত্রিয়ার ঋতুদোষ পাপত' লাগিয়াই আছে। সকল সময়েই সে চণ্ডালী, শুধু ঋতুর প্রথম দিনে নহে। স্থূল কথা, ব্রাত্যা নিতান্ত অপবিত্রা বলিয়া তাহার অপূত শরীর-সম্ভূত ঋতুকে দুষ্ট ঋতুবোধেই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত 'ঋতুদোষেণ পাপতঃ' লিখিয়াছেন। এটুকু তিনি না লিখিলেও অনুমেয়। তবে তাঁহার লেখার সার্থকতা এই যে যদি তিনি 'ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে এই 'শূদ্রা' যে ব্রাত্যক্ষত্রিয়া তাহা এতটা স্পষ্ট হইত না। তিনি যে এস্থলে 'শূদ্রা' বলিয়া চণ্ডালীবৎ অপূত ব্রাত্যক্ষত্রিয়াই মনস্থ করিয়াছেন তাহা এই 'ঋতুদোষেণ পাপতঃ' চরণেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ম্লেচ্ছোৎপত্তির প্রকৃত অর্থ প্রকটিত করিতে কিছু বেশী বলিতে বাধ্য হইয়াছি; কেননা ইহার প্রকৃত মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না থাকায় অনেকে নানাবিধ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

যাহা হউক এক্ষণে আমরা এতাবৎ যে বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ। ১০।২২

ইহার ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন যে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ ও দ্রবিড় ইহারা এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। সুতরাং করণও যাহার নাম খশও সেই জাতিরই নাম। খশ কিন্তু দেখা যায় ম্লেচ্ছেরই নাম,—

বেণস্ত স্বাঙ্গাৎ সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোবরঃ।
পুলিন্দঃ পুক্কশশ্চৈব খশোবৈ যবন স্তথা॥
সুহ্ম-কাম্বোজ-শবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্ত সংবভুবুশ্চ ম্লেচ্ছভেদাস্ত এব হি॥ বৃহদ্ধর্ম্ম উ°খ° ১৩।৫২।৫৪

"বেণরাজার স্বীয় শরীর হইতে ম্লেচ্ছ নামে এক পুত্র জন্মে ; ঐ পুত্রের পুলিন্দ পুক্কশ, খশ, যবন, সুহ্ম, কাম্বোজ, শবর, খর প্রভৃতি পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা সকলেই ম্লেচ্ছ ভেদ মাত্র।" করণ ও খশ যদি এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল, তাহা হইলে খশ ও ম্লেচ্ছ, করণ ও ম্লেচ্ছ। ম্লেচ্ছ জননী ব্রাত্যক্ষত্রিয়া হইলেও ঋষিবাক্যে শূদ্রা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ;—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং ঋতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভুবুর্ম্লেচ্ছ-জাতয়ঃ॥ ব্র°বৈ°পু°।

এজন্য ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণের মাতাও কোন কোন শাস্ত্রবচনে 'শূদ্রা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র বচন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ম্লেচ্ছোৎপত্তি-বিষয়ক বচনটীর অনুসরণকারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক করণ বা ম্লেচ্ছের মাতা 'শূদ্রা' বলিয়া উক্ত হইলেও ম্লেচ্ছ যে মিশ্রজাতি নহে তাহা আমরা দেখাইতেছি ; কারণ ম্লেচ্ছের শরীরে ক্ষত্রিয় শোণিত ভিন্ন অন্য কোনও মিশ্রণ নাই। তবে ম্লেচ্ছ বা করণ বর্ণসঙ্কর বটে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস সঙ্কর বা বর্ণসঙ্কর বলিলে মিশ্রজাতিই বুঝাইয়া থাকে। ইহার কারণ অধিকাংশ বর্ণসঙ্করই মিশ্রজাতি ; তবে ব্রাত্যবিপ্র, ব্রাত্য-ক্ষত্র ও ব্রাত্য বৈশ্য অবিমিশ্র হইলেও, তাহারা যে বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য তাহা অনেকেই খেয়াল রাখেন না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

ব্যাভিচারেণ বর্ণানাং অবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

"বর্ণগণের ব্যাভিচারে, অবেদ্যাবেদনে ও স্বকর্ম্ম ত্যাগেও বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে।" শেষোক্ত স্বকর্ম্মত্যাগী বর্ণসঙ্করই ব্রাত্যদ্বিজাতিত্রয়। অতএব, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় করণ বা ম্লেচ্ছ স্বকর্ম্মত্যাগী বর্ণসঙ্কর, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক করণ কবে উপনয়নাদি সংস্কাররূপ স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর ও ম্লেচ্ছ পদবাচ্য হইয়াছিল তাহা দেখা আবশ্যক। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যায় যে …তঃ বিরুদ্ধাচারী রাজা বেণের সময়েই করণের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকিবে। …র্ম্মের উত্তরখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে লেখা আছে ;—

পুরা বেণো ধর্ম্মপথমুৎসৃজ্যৈশ্বমকারয়ৎ।
তস্যাধিকারকালেতু জাতীনাং সঙ্করোঽভবৎ॥ ২

*　　*　　*　　*　　*

স্বভাবপীড়কো বেণোলব্ধা সিংহাসনং পুনঃ।
ধর্ম্মান্ নিষেধয়ামাস বর্ণাশ্রমকুলোচিতান্। ১৭
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।
ইতিন্যবারয়ৎ ধর্ম্মান্ ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ॥ ১৮

"পুরা কালে রাজা বেণ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে জাতিদিগের বর্ণসঙ্করত্ব ঘটিয়াছিল। স্বভাবপীড়ক বেণ-সিংহাসনারূঢ় হইয়া লোকের বর্ণাশ্রমকুলোচিত ধর্ম্ম রহিত করিয়াছিলেন। কেহ যজ্ঞ দান হোমাদি করিতে পারিবেন না এইরূপ রাজাজ্ঞা ভেরী শব্দে প্রজামধ্যে ঘোষিত করিয়াছিলেন।" সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজা বেণই প্রথমতঃ বর্ণ-ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ও যজ্ঞ বারণ পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত না হইতে দিয়া অনেক অবিমিশ্র জাতিকেও বর্ণসঙ্কর করিয়াছিলেন। সেই বিপ্লবেই করণ সকর্ম্মত্যাগী বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকিবে। এই স্বকর্ম্মত্যাগ জনিত বর্ণসাঙ্কর্য্য প্রথমে ঘটে ; সেজন্য বৃহদ্ধর্ম্মে সঙ্করগণের তালিকায় প্রথমেই, অর্থাৎ মিশ্র সঙ্করগণের উল্লেখের পূর্ব্বে, করণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় ;—

শূদ্রায়াং বৈ সুতো যজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকো বণিক্॥ উ, খ, ১৩।৩৩

"শূদ্রাগর্ভে করণ এবং বৈশ্যায় ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ ও গন্ধবর্ণিক্ জন্মে।" এস্থলে 'শূদ্রাগর্ভে করণ' এই উক্তিতে ব্রাত্যক্ষত্রিয়াগর্ভে করণ বুঝিতে হইবে। যেহেতু করণ ম্লেচ্ছ বলিয়া তন্মাতা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া হইলেও ঋষিবাক্যে 'শূদ্রা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে ;—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং ঋতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবত্যো দুরন্তাশ্চ বভুবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

ফলতঃ এই বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণই যে ব্রাত্যক্ষত্র বা ম্লেচ্ছ করণ তাহা পরে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানা যাইবে। উপস্থিত এই ম্লেচ্ছকরণ কিরূপে বিশুদ্ধ হইয়া পবিত্র লেখকে পরিণত হইল তাহা দেখিবার আবশ্যক হইতেছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায়, বেণ-পুত্র ধার্ম্মিক পৃথুরাজ, বেণ-পাপ সম্ভূত সঙ্করদিগের নিমিত্ত মনে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই; কেননা ঐ সঙ্করগণকে পৃথিবী ধারণ করিতে অক্ষমা হইয়া অন্নদায়িনী হইয়াছিলেন,—

তদ্ধারণাক্ষমা পৃথ্বী প্রজাভ্যো নান্নদায়িনী।

রাজা পৃথু এজন্য সঙ্করগণ বধ্য বা রক্ষনীয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণগণ, সঙ্করদিগকে বধ করা উচিত নয়, এইরূপ উপদেশ দিয়া, উহাদের বৃত্তি ও ধর্ম্ম কল্পনায় চেষ্টিত হয়েন। তখন পৃথু সঙ্করদিগকে ব্রাহ্মণগণ সমীপে একত্রিত করিলেন। ঐ সময়ে সঙ্করদিগের বিকৃতাকার, ছিন্নবাস, জীর্ণ শীর্ণ দেহ ও মলিন বদন, ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা সঙ্করদিগকে নিজ নিজ অবস্থা বর্ণন করিতে বলিলে, প্রথমেই করণ বলিল :—

বয়ং মূর্খা জাতিহীনাঃ প্রজ্ঞাশূন্যা বিশেষতঃ।
ভবদ্বিধাস্তু সর্ব্বজ্ঞাঃ কুরুধ্বংতু যথোচিতম্॥ বৃ. ধ.

"আমরা মূর্খ, জাতিহীন, বিশেষতঃ বুদ্ধিশূন্য, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।" করণের এই উক্তিতে দেখা যায় সে আপনাকে জাতিহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। জাতিহীন শব্দ নিতান্ত অপবিত্র পুরুষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (মনু, ১০।৩৫)। সুতরাং এই বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণই ব্রাত্য বা ম্লেচ্ছ করণ বলিয়া ধরা সঙ্গত। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাউক করণের এই বিনীত বচনের পর ব্রাহ্মণগণ কিরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। বৃহদ্ধর্ম্মে লেখে আছে,—

অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তো বর্ত্ততাং সদা।
বিনয়াচারসম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তবান্।
রাজকার্য্যং করোত্বেব নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্॥
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি ভবত্বপি॥
এস এব হি সৎশূদ্রো ভবতোব ন সংশয়ঃ।

ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্ত্বস্তু দেবতারাধনে মতিঃ।
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্ব মেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবৎসু বিপ্রেষু করণো নামসঙ্করঃ।
প্রণনাম হি বিপ্রাণাং চরণান্ ভক্তিসংযুতঃ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তমূচুর্বৈ বৎস তিষ্ঠেহভূতলে।
রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদ॥
কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণে ভক্তি স্ত্যাজ্যং মাৎসর্য্যমেবচ।
সর্ব্বদাস্বচ্ছচিত্তত্বং কৃত্বা ত্বং কুশলী ভবেঃ॥
ভব ত্বং বংশবান্ যাবৎ ত্বদ্বংশ্যা স্তৎসমা ইহ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তঃ স বৈ বিপ্রৈশ্চারুরূপোঽভবত্তদা।

"এই করণই সর্ব্বদা শ্রীযুক্ত থাকুক। ইনি বিনয় ও আচার সমন্বিত হইয়া যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হওয়ায় ইনি রাজকার্য্যই করুন। এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ইঁহার ভক্তি থাকুক। ইনি সৎশূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণে ভক্তি, দেবতা আরাধনায় মতি মাৎসর্য্যবিহীনত্ব উত্তম স্বভাব ইহাই সৎশূদ্রের লক্ষণ। ব্যাস কহিলেন এই কথা বলিলে পর করণ নামক সঙ্কর, ব্রাহ্মণদিগের চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি এই সংসারে রাজকার্য্য অভিজ্ঞ ও লিপিকর্ম্ম পটু হইয়া অবস্থান কর। ব্রাহ্মণে তোমার ভক্তি থাকুক; মাৎসর্য্য পরিহার কর; সর্ব্বদা স্বচ্ছচিত্ত হইয়া কুশলে দিনাতিপাত কর। তোমার বংশ অবিলুপ্ত হউক। ব্যাস কহিলেন তখন ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ আশীর্ব্বাক্যে করণের রূপ অতি সুন্দর হইল।"

অমোঘ ব্রাহ্মণবাক্যে ও ব্রাহ্মণানুকম্পায় সঙ্কর পদবাচ্য ম্লেচ্ছ করণ সুন্দর কান্তি সৎশূদ্রে পরিণত হইল! সে এক্ষণে শুচি, উৎকৃষ্ট শুশ্রূষু, মৃদুবাক্, অনহংকৃত বং সদা ব্রাহ্মণাশ্রয় হইল। ভগবান্ মনু বলেন এই সকল গুণান্বিত ইতর জাতিও উৎকৃষ্ট জাতিত্ব লাভ করে :—

শুচিরুৎকৃষ্ট শুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহংকৃতঃ।
ব্রাহ্মণাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাংজাতিমশ্নুতে॥ ৯।৩৩৫

পারস্কর গৃহ্যসূত্র ভাষ্যে অনিষিদ্ধকর্ম্মা শূদ্রের উপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

এস্থলে 'শূদ্র' শব্দে অবশ্য সংস্কার অভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত দ্বিজাতি। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা করণকে সৎশূদ্র করায় সে উপনেয় অনিষিদ্ধকর্ম্মা শূদ্র হইয়াছিল বলিতে হইবে। ফলতঃ করণের উপনেয়তার জন্যই ব্রাহ্মণেরা তাহাকে 'সৎ' অর্থাৎ অনিষিদ্ধকর্ম্মা শূদ্র করিয়াছিলেন বলা যায়। কেননা আমরা শাস্ত্রবাক্যে অবগত আছি রাজলেখক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ :—

সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ ॥ মৎস্যপুরাণ।

করণ যদি রাজলেখক হইয়া থাকে, যেমন বৃহদ্ধর্ম্মে দেখা যায় :—

রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ।

তাহা হইলে ত সে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ; সুতরাং সে পরে পুনরায় দ্বিজ হইয়াছিল বলা যায় ; কেননা তাহার ক্ষত্রিয়সম্ভূত শরীরে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সন্নিবেশে যে পুনরায় ক্ষত্রিয় হইবে ইহা অসঙ্গত নহে। তবে এক সময়ে ব্রাত্য থাকায় করণ উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে পরিগণিত না হইলেও সে যে দ্বিজাতি হইয়াছিল ইহা বলিবার হেতু আছে। বৈধ ক্ষত্র বৈশ্যাজ জাতি সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত দ্বিজ। মর্য্যাদায় ইহারা বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চ প্রায় ক্ষত্রিয়ের সমান, অর্থাৎ ঈষৎ ন্যূন ক্ষত্রিয়ই। (২) এই দ্বিজোচিত সংস্কারসম্পন্ন ঈষৎ ন্যূন ক্ষত্রিয়, মহাভারতীয় কালে মর্য্যাদায় করণের সমান দেখিতে পাই। নতুবা ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র পরাক্রান্ত যুযুৎসুকে করণ বলিবে কেন ? (৩) অতএব ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ পরে দ্বিজোচিত সংস্কার সম্পন্ন হইয়া ঈষৎ ন্যূন ক্ষত্রিয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তি যুক্ত।

আমরা এক্ষণে করণের মূল উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া রাখিব। ব্রাত্য করণ অবিমিশ্র ক্ষত্রিয়। পূর্ব্বে করণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল। কেননা মনু বলিয়াছেন 'দ্রাবিড়াদি ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (১০।৪৩-৪৪০)। আবার তিনিই বলিতেছেন দ্রবিড় করণ প্রভৃতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে জন্মে (১০।২২)। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই, 'করণ ও দ্রাবিড় জাতি অতি বিশুদ্ধ ও পৃথক্ দুইটী ক্ষত্রিয় জাতি রূপে বর্ত্তমান ছিল ; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে

(২) মহাভারতে আছে "ত্রিস্রো ভার্য্যাঃ ক্ষত্রিয়স্যদ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।" ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ভার্য্যায় জাত দুই পুত্রই ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে।

(৩) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৫ অধ্যায়ের শেষ দ্রষ্টব্য।

ব্রাত্য হওয়ায়, তদ্বংশ্যগণ ব্রাত্য পিতামাতার সন্তান হেতু, করণ ও দ্রবিড় ব্রাত্য হইতে জাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্থূল কথা, করণ যখন অবিমিশ্র ক্ষত্রিয়, তখন তাহার মূল উৎপত্তি ব্রহ্মবাহু হইতে।

কায়স্থ-দীপিকা।

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া ক্ষত্রিয় করণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনার মূলভিত্তি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ করণ সম্বন্ধে যে প্রথমোক্তি করিয়াছেন তাহা এই,—

শূদ্রায়াংবৈ সুতো জজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ।

অর্থাৎ 'শূদ্রাগর্ভে করণ নামে বর্ণসঙ্কর জন্মে।' আমরা এই শ্লোকার্দ্ধোক্ত 'শূদ্রা' যে ব্রাত্যক্ষত্রিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি ; কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন এ শূদ্রা প্রকৃত শূদ্রা ; ব্রাত্যক্ষত্রিয়া নহে। শাস্ত্রান্তরে যে শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র করণ আছে, তাঁহারা বলেন বৃহদ্ধর্ম্মের করণ সেই করণ। আমরা কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বিবেচনা করি। বৃহদ্ধর্ম্মের করণ নীতিজ্ঞ ও রাজকার্য্যকুশল বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি হারীতের শাসনে রাজা বা ক্ষত্রিয়ই নীতিশাস্ত্রার্থ-কুশল ও সন্ধিবিগ্রহাদি রাজকার্য্য তত্ত্বজ্ঞ হইতেন।

নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্য পরস্তথা ॥২।৪

সুতরাং রাজকার্য্যকুশল নীতিজ্ঞ করণ ক্ষত্রিয়। অপর পক্ষে বৈশ্যশূদ্রাজ করণ একপ্রকার বৈশ্য অর্থাৎ বণিক্ মাত্র। মহাভারতে আছে :—

দ্বে চৈব ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।

"বৈশ্যের বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই ভার্য্যা ; ইহাদের উভয়ের গর্ভেই তাহার যে পুত্রদ্বয় জন্মে তাহারা উভয়েই বৈশ্য।" সুতরাং দেখা গেল বৈশ্যশূদ্রাজকরণ বৃত্তিতে বৈশ্য বা বণিক্ অর্থাৎ তৈলী তাম্বুলীই হইতে পারে। তাহাকে রাজকার্য্যকুশল বা নীতিজ্ঞ করা গায়ের জোর মাত্র। ফলতঃ বৈশ্যশূদ্রাজ জাতি তৈলী তাম্বুলীই। এই বৃহদ্ধর্ম্মেই করণের উল্লেখের পর পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলি তৈলিকৌ। উ, খ, ১৩।৩৮

"বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যায় তাম্বুলী ও তৈলিক জাতি জন্মে।" ইহার পরেও কেহ যদি বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণকে বৈশ্যশূদ্রাজ জাতি বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে আর উপায় নাই। বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ যদি বৈশ্য শূদ্রাজ জাতি হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে বৃহদ্ধর্ম্মকার প্রথমেই বৈশ্যশূদ্রাজ-জাতির কথা পাড়িয়া, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইলেন এবং মধ্যে গোটাকতক অন্য জাতির কথা বলিয়া, আবার বৈশ্যশূদ্রাজ জাতির কথা ধরিলেন। সকল শাস্ত্রেই যে শ্রেণীর কথা ধরা হইয়াছে, তাহা শেষ না করিয়া অন্য শ্রেণীর কথা আরম্ভ হয় নাই; হইলে প্রকরণ ভঙ্গ দোষ হইয়া থাকে। বৃহদ্ধর্ম্ম কখনই প্রকরণ করিয়া স্বীয় প্রণালীর ব্যতিক্রম করেন নাই। তিনি উত্তম মিশ্রসঙ্কগণের উৎপত্তি বর্ণনায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই মূল জাতি চারিটীকে মাত্র অবলম্বন করিয়াছেন। এই মূল জাতি চারিটীর মধ্যে তিনি একটীর পুরুষ ও অপর আর একটীর স্ত্রী লইয়া এক একটী যোড়া বাঁধিয়াছেন। এরূপ যোড়া অবশ্য ঐ মূল জাতি চারিটীর দ্বারা দ্বাদশটী মাত্র হইতে পারে। যাহা হউক এইরূপ যোড়াগুলির তিনি এক একটীকে এক একবার মাত্র উল্লেখ করিয়া, ঐ উল্লেখের স্থলে উক্ত যোড়া হইতে যে জাতিগুলি জন্মিয়াছে, তাহা এক সঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত :—যেমন বৈশ্যা স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ পুরুষ লইয়া একটী যোড়া হইল; এই যোড়াটীকে বৃহদ্ধর্ম্মকার একবার মাত্রই উল্লেখ করিয়া ঐ উল্লেখ স্থলেই উক্ত যোড়ার অপত্য অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিক্‌কে এক সঙ্গেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎজাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকোবণিক্।

কোন যোড়ার উল্লেখ বৃহদ্ধর্ম্মে দুইবার হয় নাই॥ বৈশ্য ও শূদ্রার অপত্য কি পুণ্য করিয়াছে যে তাহাদের উল্লেখ দুই স্থলে হইবে? ফলতঃ বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ যদি বৈশ্যশূদ্রাজ করণ হইত, তাহা হইলে বৈশ্য ও শূদ্রায় সংগঠিত যোড়ার উল্লেখ স্থলে,—তাম্বুলী ও তৈলিকের সঙ্গে,—করণের উল্লেখ অবশ্যই হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই।

বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলি তৈলিকৌ।

যথার্থই যদি বৃহদ্ধর্ম্মকার বৈশ্যশূদ্রাজ করণের কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার লিখন প্রণালী অনুসারে তিনি অবশ্য এইরূপই লিখিতেন,—

বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যাজঃ করণস্তৈলী তাম্বুলী।

অর্থাৎ বৈশ্যশূদ্রাজ করণ, তৈলী ও তাম্বুলীকে তিনি এক সঙ্গেই উল্লেখ করিতেন। তাঁহার লিখনের পদ্ধতিই এইরূপ। তবে যদি কেহ বলেন যে করণ, তৈলি তামুলী প্রভৃতি অন্য বৈশ্যশূদ্রাজগণের অপেক্ষা গুণবান্ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সাধারণ বৈশ্যশূদ্রাজগণের সঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই; এবং শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন পৃথক্ স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। তদুত্তরে আমরা বলিব এরূপ অনুমান নিতান্ত অসার ও মিথ্যা। কারণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অম্বষ্ঠ জাতি কি মশলাটেপা গন্ধবেণে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? অবশ্যই। কিন্তু তাহা হইলেও অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিক্ উভয়েই বিপ্রবৈশ্যাজ জাতি বলিয়া একত্রেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-সমালোচনা।

কায়স্থ-তত্ত্ব-নির্ব্বচন। বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৩১৮। ৮৪ পৃঃ, মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

পুস্তকখানি অতি সুন্দর ও সারবান হইয়াছে। সবে মাত্র ৮৪ পৃষ্ঠা ও মূল্য ॥০ আনা মাত্র, কিন্তু অশেষ জ্ঞাতব্য ও গবেষনাপূর্ণ। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। ব্রাহ্মণদের অনেকেরই যেরূপ অযথা-বিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতেছে এবং অপরদিকে অনেক কায়স্থেরই যেরূপ নিজ জাতিবিষয়ে অজ্ঞতা তাহাতে এরূপ পুস্তকের বৃদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সবই এই পুস্তকে পাওয়া যায়। সমস্তই নূতন প্রমাণে লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিও অখণ্ডনীয়। ছাপাও সুন্দর।

নীতি-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত কালীকিশোর বসু দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ১৮৮৯ খৃঃ অঃ। ২০২ পৃঃ, মূল্য ॥০ আট আনা।

এরূপ সদুপদেশপূর্ণ নীতি কথার সংগ্রহ অতি বিরল। কথা মহাভারতীয়, কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিশু-পালন, বিদ্যা শিক্ষা, আত্ম রক্ষা, রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি সকল বিষয়ের শিক্ষোপযোগী কথা আছে। কথায় বলে "ভারতে যাহা আছে, মহাভারতে তাহা আছে।" ভারতের নীতি-উপদেশের আকর মহাভারত হইতে উদ্ধৃত এরূপ সংগ্রহ দ্বারা বাঙ্গালার বিশেষ হিত-সাধন হইবে। আশা করি, গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে।

প্রকৃতি সত্ত্ব-সংগ্রহ। শ্রীকালীকিশোর বসু দেববর্ম্মা বিরচিত। ১৩১৮। ১২৪ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থখানি ঠিক সংগ্রহ নহে; গ্রন্থকার নিজের অভিমান বর্জ্জন করিয়া ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন। পৃথিবীতে নূতন জিনিষ খুবই কম; কিন্তু কালীকিশোরবাবু কেবল পুরাতন কথা সংগ্রহ করেন নাই; তাহার নিজের কথাই অধিক। অত্যাবশ্যক উপযুক্ত মালাকার হওয়াও সহজ নহে। গ্রন্থ সকলেরই পাঠ্য, বিশেষতঃ কায়স্থগণের। ইহাতে কায়স্থগণের উৎপত্তি, জাতির ইতিহাস ও বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণের সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে। গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ কায়স্থ ও জাতির বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

কায়স্থ-প্রসঙ্গ।

বঙ্গদেশে ৺চিত্রগুপ্ত দেবের পূজার বিস্তৃতি হইতেছে। ইহা পরম আনন্দের বিষয়। আদিপুরুষের ও পূর্ব্বপুরুষদের স্মরণার্থ পূজাদি আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম। শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা ও অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অনেককাল ৺চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিতেছেন। এবার কোন্নগরে চাঁদা করিয়া বিশেষ উৎসাহ ও সমারোহের সহিত পূজা হইয়াছে। (সেখানের কায়স্থ-সভার সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় নিজের সামাজিক পদমর্য্যাদানুযায়ী অনেক চাঁদা দেন।) পূজা ও সমারোহে খাওয়ানের যেরূপ খরচ হইয়াছিল এবং সকলে চাঁদা দিয়া যেপূজা করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে সকলেরই উৎসাহ খুব। কোন্নগরে এখন ২০।২৫ ঘর ছাড়া সকলেই উপনয়নের পক্ষপাতী হইয়াছেন বেশ বুঝা গেল। সেখানের "জনৈক ভক্ত যুবক" পূজার একটী সুন্দর বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু স্থানাভাবে সমস্তটী দেওয়া গেল না। কিন্তু তাঁহারইংরাজী কবি গোল্ড্‌স্মিথ্ (Goldsmith) এর "Village Preacher" পদ্যহইতে উদ্ধৃত এই দুইটী line না দিয়া থাকা যায় না।—

"Truth from his lips prevailed with double sway
And fools who came to scoff remain'd to pray."

এখানেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

Presented to the K. P.L.
by Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

পৌষ, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত (এ বৎসর আদায়)	৮২৷৹
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু, সাং কলিকাতা।	১০৲
" কৈলাশচন্দ্র দত্ত, মোক্তার, সাং মাগুরা পোঃ, যশোহর জেলা ...	৪৲
" কুঞ্জবিহারী বসু, উকীল, রাজবাড়ী পোঃ, ফরিদপুর জেলা ...	১৲
" ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দেববর্ম্মা, সাং ঘোষপাড়া, বজ্রযোগিনী পোঃ	১৲
	৯৮৷৹

পুস্তকাগারভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত (আদায়)	৮৫৸৹
* শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ	১০৲
* " নৃত্যগোপাল বসু, উকীল, নসিংপুর, সেণ্ট্রাল্ প্রভিন্সেস্ ...	১০৲
* " কুমুদরঞ্জন মজুমদার, সাং নরহাট্টা, কাহালু পোঃ	২৲
" কুঞ্জবিহারী বসু, উকীল, রাজবাড়ী পোঃ, ফরিদপুর জেলা	১৲
মোট	১০৮৸৹

* ইহারা 'জনসংখ্যা ভাণ্ডারে' যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ না লইয়া এখন 'পুস্তকাগার ভাণ্ডারে' দিলেন।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৯ই আশ্বিন, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, বাগ্ তুলী, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৌলিক মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বাগ্ তুলী, ফরিদপুর জেলা :—

১। চন্দ, রামচন্দ্র,	বয়স ৪১।	১০। দাস, হৃদয়চন্দ্র,	বয়স ৩৬।
২। দত্ত, অর্জ্জুনচন্দ্র,	,, ৪১।	১১। দে, কানাইলাল,	,, ৪৩।
৩। ,, পঞ্চানন,	,, ২৭।	১২। পাইন, সতীশচন্দ্র,	,, ২৮।
৪। ,, রাধাবল্লভ,	,, ২৮।	১৩। পাল, কৃষ্ণনাথ,	,, ৪২।
৫। ,, শশীভূষণ,	,, ৬০।	১৪। মৌলিক, অভয়াচরণ,	,, ৫৬।
৬। দাস, কালীচরণ,	,, ৪০।	১৫। ,, মনোমোহন,	,, ৩৬।
৭। ,, বিজয়চন্দ্র,	,, ২৭।	১৬। ,, মোহিনীমোহন,	,, ৩৮।
৮। ,, মহিমচন্দ্র,	,, ৪৩।	১৭। রাহা, নিত্যানন্দ,	,, ৩৩।
৯। ,, লালনচন্দ্র,	,, ৪০।	১৮। রায়, কিরণচন্দ্র,	,, ২৩।

উপরিলিখিত সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

১৭ই আশ্বিন, ১৩১৮।

(জেলা ঢাকা, বজ্রযোগিনী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং গুহপাড়া, বজ্রযোগিনী, ঢাকা জেলা :—

১। গুহ, তারকচন্দ্র, (বঙ্গজ)। ২। বসু, সুবোধচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

সাং শঙ্করবন্দ, ঢাকা জেলা :—

৩। চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ, (বঙ্গজ)। ৪। চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর, (বঙ্গজ)।

১৮ই আশ্বিন, ১৩১৮।

(জেলা ঢাকা, বজ্রযোগিনী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বসুপাড়া, বজ্রযোগিনী, ঢাকা জেলা :—

১। বসু, উমেশচন্দ্র, (বঙ্গজ)। ২। বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

সাং শঙ্করবন্দ, ঢাকা জেলা :—

৩। চৌধুরী, চিন্তাহরণ, (বঙ্গজ)। ৪। চৌধুরী, রামকান্ত, (বঙ্গজ)

৫। চৌধুরী, রামগোপাল, (বঙ্গজ)।

২৮এ আশ্বিন, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, লক্ষ্মণদিয়া, শ্রীযুক্ত লোকনাথ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং রহিমপুর, ফরিদপুর জেলা :—

১। সরকার, কালীচরণ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং লক্ষ্মণদিয়া, ফরিদপুর জেলা :—

২। মিত্র, অনাথবন্ধু, (দক্ষিণরাঢ়ী)। ৩। রাহা, রাসবিহারী, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

(জেলা ঢাকা, শিখরনগর, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

২৮এ আশ্বিন, ১৩১৮।

১। গুহ, হেমন্তকুমার, এক্সাইজ্ সব্ ইন্স্পেক্টর্।

২। ঘোষ, পার্ব্বতীচরণ, ডাক্তার।

৩। ,, শশীভূষণ, নায়েব।

৪। দত্ত, অম্বিকাচরণ, সব্ ইন্স্পেক্টর্।

৫। রায়, শ্রীনাথ, মহারাজার ষ্টেটের ম্যানেজার্।

ও অপর ২৬ জন কায়স্থ মহোদয়।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩১৮।

(১)

(জেলা নদীয়া, বসাকুষ্ঠীয়া, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং খুর্দ্দবসা, নদীয়া জেলা :—

১। সেন, যতীন্দ্রনাথ, বয়স ৩০, (দক্ষিণরাঢ়ী)। ২। সেন, শ্রীশচন্দ্র, বয়স ৩৮, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং বসা, নদীয়া জেলা :—

৩। সরকার, পঞ্চানন, বয়স ১৪, (বারেন্দ্র)।

সাং বসা, কুষ্টিয়া, নদীয়া জেলা :—

৪। ঘোষ, প্রমথভূষণ, বয়স ২৪। ৭। দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ, বয়স ২৭।
৫। „ উপেন্দ্রনাথ, „ ২৮। ৮। বসু, অম্বিকাচরণ, „ ২৫।
৬। দত্ত, উপেন্দ্রনাথ, „ ৩৫। ৯। মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ, ডাক্তার, বয়স ২৮।
১০। মিত্র, রুদ্রকান্ত, বয়স ৬১।

৪ হইতে ১০ সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

(২)

(জেলা ফরিদপুর, আবদুল্লাবাদ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি এল্, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ, কুঞ্জবিহারী। ৭। তফাদার, বামাচরণ।
২। „ শ্যামাপ্রসন্ন। ৮। „ শ্যামাচরণ।
৩। চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার। ৯। দত্ত, কামিনীকুমার।
৪। „ কুমুদেশ্বর। ১০। দাস, দীননাথ।
৫। „ দেবেন্দ্রনাথ। ১১। বসুরায়, স্বানন্দচন্দ্র।
৬। „ নগেন্দ্রনাথ, বি এল্। ১২। মজুমদার, অনুকূলচন্দ্র।

(৩)

(জেলা ফরিদপুর, চৌবেড়ে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং সোমেশপুর, নদীয়া জেলা :—

১। বসু, খুদিরাম, বয়স ২৫, (বঙ্গজ)।

সাং চৌবেড়ে, ফরিদপুর জেলা :—

২। চন্দ্র,	জটাধর,	বয়স	৪২,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
৩। ,,	তারকচন্দ্র,	,,	৩৫,	ঐ
৪। ,,	তুষ্টলাল,	,,	৩৫,	ঐ
৫। ,,	পরেশনাথ,	,,	৪৮,	ঐ
৬। দত্ত,	চন্দ্রকান্ত,	,,	২৫,	ঐ
৭। ,,	ললিতমোহন,	,,	৪২,	ঐ

৮। দাস,	গোবিন্দচন্দ্র,	বয়স	৭০,	(দক্ষিণরাঢ়ী)
৯। ,,	বিপিনচন্দ্র,	,,	৪৮,	ঐ
১০। ,,	যাদবচন্দ্র,	,,	৬৫,	ঐ
১১। ,,	রাধানাথ,	,,	৪৮,	ঐ
১২। ,,	সতীশচন্দ্র,	,,	২৯,	ঐ
১৩। দেব,	কেশবচন্দ্র,	,,	৫০,	ঐ
১৪। ,,	গুরুচরণ,	,,	৬৫,	ঐ
১৫। ,,	প্রমথনাথ,	,,	১৭,	ঐ
১৬। ,,	রাইচরণ,	,,	৩৮,	ঐ
১৭। ,,	লালনচন্দ্র,	,,	৪২,	ঐ
১৮। ,,	সুরেন্দ্রনাথ,	„	২৮,	ঐ
১৯। পৈ,	পূর্ণচন্দ্র,	,,	৩০,	ঐ
২০। বসু,	কুঞ্জবিহারী, বিএ, বিএল্,	বয়স	৩১,	ঐ
২১। ,,	নেপালচন্দ্র,	,,	৪৬,	ঐ
২২। ,,	বাণীকুমার,	,,	৬৫,	ঐ
২৩। ,,	বীরেন্দ্রভূষণ, বিএ,*	,,	৩০,	ঐ
২৪। ,,	হৃদয়নাথ,	,,	৪২,	ঐ
২৫। বিশ্বাস,	জিতেন্দ্রনাথ,	,,	২৪,	ঐ
২৬। ,,	শশীভূষণ,	,,	৫০,	ঐ
২৭। সেন,	হরিশ্চন্দ্র,	,,	৫২,	ঐ

(৪)

(জেলা ফরিদপুর রূপিয়াট, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। চাকী, যজ্ঞেশ্বর, বয়স ২৭। ৩। নন্দী, অন্নদাপ্রসাদ, বয়স ৩২।
২। চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ, ,, ২৫। ৪। সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ, „ ৪৪।

এই কেন্দ্রে উপনীত সকলেই বারেন্দ্র কায়স্থ।

(৫)

(জেলা হুগলী, কোন্নগর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং কোন্নগর, হুগলি জেলা :—

১। বসু, শিবচন্দ্র, (মণিবসু), বয়স ৪৭। ২। মিত্র, হারণচন্দ্র, বয়স ১৯,

৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, পাংশা, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সিংহ মহাশয়ের কাছারী বাটীর কেন্দ্র)।

সাং জীবননালা, ফরিদপুর জেলা :—

১। নন্দী, অঘোরচন্দ্র, বয়স ৩২, (বারেন্দ্র)।

সাং পেমটীয়া, ফরিদপুর জেলা :—

২। সরকার, প্রমথনাথ, বয়স ৩২, (বারেন্দ্র)।

৩। সিংহ, মোহিনীমোহন, „ ৩৫, ঐ

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৮।

(জেলা ঢাকা, মাল্‌খানগর, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু ঠাকুর মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং মাল্‌খানগর, ঢাকা জেলা :—

১। বসু ঠাকুর, অনন্তকুমার, বি এল্, উকীল, ঢাকা।

২। „ অশ্বিনীকুমার, বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ্।

৩। „ কার্ত্তিকচন্দ্র, বি এ।

৪। „ ধীরেন্দ্রকুমার, বি এ।

৫। „ পুলিনচন্দ্র, বি এল্।

৬। „ প্রফুল্লচন্দ্র, এম্ এ।

৭। „ বসন্তকুমার, এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা।

৮। „ বীরেন্দ্রনাথ, উকীল, মুন্সীগঞ্জ।

ও অপর ১৬ জন কুলীন কায়স্থ। সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, মালিয়াট কেন্দ্র)।

সাং মালিয়াট, ফরিদপুর জেলা :—

১। ভিষকরত্ন, কালীপদ, কবিরাজ, বয়স ২৬, (বারেন্দ্র)।

২। তৌমিক, আশুতোষ, „ ৩২, ঐ

৩। „ কেদারনাথ, „ ২৮, ঐ

৪। সরকার, প্রিয়নাথ, „ ২৮, ঐ

৫। „ সুশীলকুমার, „ ১৮, ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই :—

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮, কলিকাতা। জেলা হুগলির অন্তর্গত চকেশ্বর-গ্রামনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ননীলালের সহিত কলিকাতা, ৪৭ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮, কলিকাতা। জেলা ঢাকার অন্তর্গত কাসিমপুর গ্রামস্থ বঙ্গজ কায়স্থ। শ্রীযুক্ত অমলাপ্রসাদ গুহ রায় মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅতুলপ্রসাদের সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার

(আন্তর্গণিক)

উপরিলিখিত ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের বিবাহ সংবাদ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

২০এ কার্ত্তিক, ১৩১৮। কোন্নগর, হুগলি জেলা। ৺অঘোরনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে।

১৩১৮। কোন্নগর, হুগলি জেলা। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল মিত্র দেববর্ম্মার মাতার মৃত্যুতে।

বঙ্গীয় কায়স্থ সমীপে নিবেদন।

(১)

শ্রীভিপুল মুশোত্তন,
কায়স্থ রাজন্যগণ,
উজলিত বাঙ্গলার শ্যামল প্রাঙ্গণ।
উপাড়ি অরাতিদল,
বিলোড়িয়া সিন্ধুজল,
দেখায়েছে ক্ষত্রতেজ বীর্য্য অনুপম।

(২)

সে জাতির জাতি কহি,
সে শোণিত শিরায় বহি,
ক্ষত্রাচারে ভীত এবে যত কুলাঙ্গার—
ঘৃণিত চণ্ডাল মত,
শূদ্র নামে অভিহিত,
পরিয়াছে সমাদরে দাসত্বের হার।

(৩)

ভুলিয়া শাস্ত্রীয় নীতি,
ক্ষত্র ধর্ম্ম, ক্ষত্ররীতি,
অনার্য্য শূদ্রের ধর্ম্মে হ'ল বিভূষিত।
তাচ্ছিল্যের ঝটিকায়,
হ'য়ে বিচুর্ণিত কায়,
স্মৃতিমাত্রে হইয়াছে এবে পরিণত।

(৪)

অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কুসংস্কার কদাচারে,
জাতীয় জীবনযাত্রা করে নির্ব্বাপণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্মানেরে,
অর্পি মূঢ় রাহুকরে,
নীচত্ব-নিগড়ে বাঁধে বিষাদ জীবন।

(৫)

অনন্ত অক্ষরে লেখা,
শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য রেখা,
ভুলিয়াছে নীচাশয় মোহের ছলনে।
শূদ্রত্ব ভুজঙ্গ প্রায়,
সদা স্বপনে নিদ্রায়,
বিজড়িত রহে তাই জীবন-প্রসূনে।

(৬)

এ যাতনা হৃদে সহি
অপমান হৃদে বহি,
আশার কুসুম কিহে হ'বে বিকশিত?
মহা নিদ্রা অবসানে,
সঞ্জীবনী সুধাপানে,
ক্ষত্রিয় জীবন কিহে হ'বে উজ্জীবিত?

(৭)

সেই আর্য্য মাদকতা,
সেই চির পবিত্রতা,
আঁকিয়া জাতীয় পটে হও শক্তিমান।
করি সিংহনাদ ধ্বনি,
নব উষা সুহাসিনী,
লভিতে শিখাবে তবে জাতীয় সম্মান।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

কায়স্থের

গৃহদেবপূজাদিতে ভোগ

দেওয়া যাইতে পারে কি না?

অধুনাতন সামাজিকদিগের বিশ্বাস, দেব পূজাদিতে কায়স্থ জাতির গৃহে শকার ভোগ দেওয়া যাইতে পারে না এবং প্রায় সকল স্থলেই ভোগাদি প্রদত্ত হয় না। কিন্তু ইহা যে অযৌক্তিক ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা প্রতিপাদন

করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় কতকগুলি বিধির প্রতি অভিনিবেশ করিতে হইবে। মীমাংসা শাস্ত্রে চারি প্রকার বিধি দৃষ্ট হয়,—উৎপত্তি বা অপূর্ব্ববিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি, প্রয়োগবিধি; এই চতুর্ব্বিধ বিধির মধ্যে অপূর্ব্ববিধি ও বিনিয়োগবিধি এই দুই বিধির পর্য্যালোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথম শ্রুতবিধিকেই উৎপত্তি বা অপূর্ব্ব বিধি কহিয়া থাকে এবং ইহাকেই প্রধান বিধি বলিয়া থাকে। এই প্রধান বিধিকেই অপর বিধিত্রয় পরিপূরণ করিয়া থাকে। অঙ্গবোধক বিধিকে বিনিয়োগবিধি কহিয়া থাকে। যেমন "প্রতিবর্ষং শরদিদুর্গাং পূজয়েৎ" ইহা উৎপত্তি বিধি; এই বিধিকে বিনিয়োগাদিবিধি পরিপূরণ করিতেছে, অর্থাৎ "প্রতিবৎসর শরৎকালে দুর্গাপূজা করিবে" এই বাক্য শ্রবণ করিলে পরই আমাদের মনে স্বতঃই আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, কি প্রকারে অর্থাৎ কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কি ফলোদ্দেশে এই পূজারূপ অপূর্ব্ববিধিকে নির্ব্বাহ (পরিপূরণ সকল) করিবে। তখন শাস্ত্র-দৃষ্ট বিনিয়োগাদি বিধি আমাদের মনে উদিত হইয়া ঐ সকলের মীমাংসা করিয়া দেয়। যেমন দেহীকে হস্তপদাদি অঙ্গ সকল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিনিয়োগাদি বিধিও প্রধানটিকে পরিপুষ্ট করিয়া অপূর্ব্ব জনন যোগ্য করিয়া থাকে। যেমন হস্তপদাদি অঙ্গহানি ঘটিলে মনুষ্য কার্য্যের অনর্হ হয়, তদ্রূপ প্রধান বিধির ও বিনিয়োগবিধ্যাদিরূপ অঙ্গহানি ঘটিলে অপূর্ব্ব জনন যোগ্য ক্ষমতা থাকেনা। এখন "প্রতিবর্ষং শরদি দুর্গাং পূজয়েৎ" অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর "শরৎকালে দুর্গাপূজা করিবে" এই বিধির অঙ্গবোধক বিধি হইতেছে, স্নপন, পূজন, বলিদান ও হোম। ইহা মহামহোপাধ্যায় নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিথিতত্ত্বান্তর্গত দুর্গোৎসবতত্ত্বে ধরিয়াছেন। যথা "শারদীয়া মহাপূজা-চতুঃ কর্ম্মময়ী শুভা। তাং তিথি ত্রয় মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।" "ইতি লিঙ্গপুরাণীয়ে চতুঃকর্ম্মময়ীত্যনেন চতুরবয়বত্বেনাভিধানাৎ স্নপন পূজন বলিদান-হোমরূপা" ইত্যাদি। অর্থাৎ স্নপন, পূজন, বলিদান ও হোম এই চারিপ্রকার কার্য্য ইহার অঙ্গবিধি। এখন এই পূজনরূপ অঙ্গবিধিরও আবার বিনিয়োগবিধি আছে অর্থাৎ এই পূজা কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এই আকাঙ্ক্ষার পূরণ উহার অঙ্গবিধিদ্বারা হইবে। এই পূজা পঞ্চোপচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার ও চতুঃষষ্ঠী উপচারে সমর্থাসামর্থ্য ভেদে করিতে হইবে। তন্মধ্যে যেমন পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা নির্ব্বাহের বিধি আছে তদ্রূপ ভোগাদিও অবশ্য প্রদেয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা "তিথিতত্ত্বধৃত কালিকা পুরাণে"—"পরমান্নং

পিষ্টকঞ্চ যাবকং কৃষরন্তথা। মোদকং পৃথুকাদীনি কন্দুপকানি চোৎসৃজেৎ। রিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং নিবেদনয়ন্ মহাদেব্যৈ সর্ব্বাণি-ন্নানিচ।" অর্থাৎ পরমান্ন, পিষ্টক, খেচরান্ন, মোদক, চিপিটক ও শালি-তণ্ডুলের অন্ন ভৃতি দ্রব্য মহাদেবীকে অর্পণ করিবে। এই সকল বচন দ্বারা ন্ন প্রভৃতির অবশ্য প্রদেয়ত্ব বুঝাইতেছে। যদি ঐ সকল দ্রব্য সমর্থপক্ষে না দেওয়া হয় তাহা হইলে পূজার অঙ্গহানিরূপদোষ ঘটাইয়া পরমাপূর্ব্বের আংশিক ভাবে হানি করিয়া থাকে। "ফলস্য কর্ম্ম ইহা একটু প্রস্ফুটভাবে মীমাংসাদর্শন প্রণেতা জৈমিনি বুঝাইয়াছেন যথা—"নিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি"। অর্থাৎ যেমন লৌকিক কর্ষণ প্রভৃতির বাহুল্য হইলে কৃষিকর্ম্মে প্রচুর ফললাভ হয়, তদ্রূপ বৈদিক কার্য্যাদিও সর্ব্বাঙ্গোপেত হইলে যথোক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে; এবং যেমন লৌকিক কৃষিকর্ম্মে কর্ষণাদির ন্যূনত্ব হয়, তদ্রূপ বৈদিককার্য্যের অঙ্গহানি দোষ সংঘটন হইলে ফলের অল্পত্ব ঘটিয়া থাকে এবং কোনও কোনও স্থলে অর্থাৎ সদ্য ফল জনন যোগ্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ প্রভৃতিতে জন্মান্তরীণরূপ বিলম্বে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই মীমাংসা শাস্ত্রের সার মত। এখন বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ভোগাদি প্রদান না করিলে অঙ্গহানি হয় এবং অঙ্গহানি হইলে পরমা-পূর্ব্বের আংশিক হানি নিবন্ধন ফলের ন্যূনতা জন্মিয়া থাকে। যদিও বিচারে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শারদীয়া পূজাতেই ভোগ প্রদানের অঙ্গত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তথাপি তুল্য যুক্তি নিবন্ধন সর্ব্বদেবদেবী পূজাতেই এই প্রকার যুক্তিই সিদ্ধান্ত। এমত স্থলে ক্ষাত্র কায়স্থবর্গে জ্ঞান পূর্ব্বক দেব পূজাদিতে ভোগ প্রদান না করিয়া কেন অঙ্গহানি দোষ ঘটাইবে। কায়স্থজাতির ভোগপ্রদান নিষেধবিষয়ক কোনও প্রমাণই নাই। পরন্তু মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথি তত্ত্বান্ত-র্গত দুর্গোৎসব তত্ত্বে এবিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি কায়স্থ ত উচ্চ-বর্ণের কথা, শূদ্রাদির গৃহেও ভোগপ্রদানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যথা—তিথি-তত্ত্বধৃত গঙ্গাবাক্যাবলীধৃত বচনং "ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং দেয়ং শূদ্রেণ চ দ্বিজশুশ্রূষারতেন চ। পুনস্তিথিতত্ত্বধৃত বরাহ পুরাণম্। "ত্রিষুবর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজন মেবচ। শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে। এতচ্চতুষ্টয় পাককরণং কলীতরপরং! ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ। ইত্যভিধায় এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ। ইত্যাধিকরণ-

মালাকৃন্মাধবাচার্য্যধৃতাদিত্য পুরাণবচনাৎ। ততশ্চ শূদ্র কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চরুবদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি।" ইতি। অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক ও দ্বিজ শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্র স্বয়ং পাকাদি দ্বারা ভোগাদি দ্রব্য প্রদান করিতে পারিত কিন্তু অধুনা কলিতে ঐ প্রকার পক্কান্ন দান মহত্মারা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; সেইজন্য নব্যস্মৃতিকার বিচার পূর্ব্বক ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন যে, শূদ্রকর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গ ও ব্রত প্রতিষ্ঠাদি স্থলে ব্রাহ্মণ চরুপাক করিয়া হোমাদিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দেবপূজাদিতেও ব্রাহ্মণাদি দ্বারা পাক করাইয়া ঐ পক্কান্ননৈবেদ্য অর্থাৎ ভোগাদি প্রদান করিতে পারে। অতএব মহামহোপাধ্যায় নব্য স্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন স্পষ্টভাবে বিচার পূর্ব্বক শূদ্রগৃহে দেবপূজাদিতে ভোগ প্রদানের বৈধত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা যখন ভোগাদি অপ্রদানে অঙ্গহানি দোষ নিবন্ধন যথোক্ত ফলের অল্পত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন বিনা সংকোচে ক্ষাত্র কায়স্থ জাতির দেবপূজাদিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া ভোগাদি প্রদান করিতে পারে। ইহা পণ্ডিতদিগের মত ইহা সকলেরই জানা উচিত। ইতি।

শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।

কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব
ও
কায়স্থ-ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ।

"সপ্তর্ষিগণ হইতেই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের উৎপত্তি।" এ তত্ত্বে পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি বিশ্বাস করুক বা না করুক, জগতের প্রাচীনতম এই আর্য্যজাতি এতত্ত্বে বিশ্বাসবান্। যাঁহারা একাল পর্য্যন্ত

"ইন্দ্রানিল যমার্কানামগ্নেশ্চ করুণস্য চ।
চন্দ্র বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥

মনু।

চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-দেবতা বংশীয় নৃপতি-কুলের সম্মান করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্যপুত্র মনুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন, আপনাদিগের গোত্র প্রবরে যাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে অঙ্গিরা, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ জ্যোতিষ্কগণের নাম প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া গৌরবান্বিত, তাঁহাদের নিকট গ্রহ-জ্যোতিষ্কগণ হইতে আর্য্যজাতির উদ্ভব।" এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে না; কিন্তু যে সকল অর্ব্বাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব কিছুমাত্রও অবগত নহে তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের শিক্ষা জন্য দিশাহারা কতিপয় ব্যক্তিকে বুঝান আবশ্যক যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের উৎপত্তি বানর হইতে নহে, আর্য্যগণ ঐ চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন।

চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ বাহ্যাংশে মানব দেহের ন্যায় জড় হইলেও প্রকৃতপক্ষে জড় নহেন। মানব দেহে যেমন সর্ব্বপ্রকার জড়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তাহা হইতেই ইচ্ছা শক্তি কার্য্যক্ষম হয়, তদ্রূপ চন্দ্র, সূর্য্যাদির বাহ্যাবয়ব জড় হইলেও তাঁহাদিগের ইচ্ছা শক্তি এবং কার্য্য ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। হিন্দুর জীবন-সম্বল, ধর্ম্মকর্ম্মের পরম সহায় সমুদয় শাস্ত্র ঐ সকল গ্রহ জ্যোতিষ্কগণেরই ইচ্ছা শক্তি বা কার্য্য ক্ষমতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নতুবা যে বেদ বর্ত্তমান কালের প্রাচীন সেই বেদ জ্যোতি-বিজ্ঞান লব্ধ গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার, মাস, ঋতু প্রভৃতির কথায় পূর্ণ! হিন্দুর জ্যোতিষ যে সেই বেদের ন্যায়ই অতি প্রাচীন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং যাহাকে আমরা বৈদিক যুগ বলি, তাহা যদি নিরক্ষর চাষারই যুগ হইত, তবে এ সকল তত্ত্ব আসিল কোথা হইতে?

আত্মা, চৈতন্য ও চেষ্টাশক্তি বিহীন কোনও পদার্থ থাকার অনুমান, যুক্তিও প্রমাণবিরুদ্ধ। বর্ত্তমান কালে আমরা যে কোন কোন পদার্থের স্বাধীন চেষ্টার ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তাহা কতকটা আমাদের অধিকারের বাহিরে বলিয়া এবং কতকটা সেই পদার্থের, তাহা আমাদিগকে জানিতে দিবার সুবিধার অভাব বলিয়া।

নব্যমতে জ্যোতিষ্কগণের উৎপত্তি একই প্রকারে অনুমিত হয়। এরূপ অনুমান শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্যগণ জ্যোতিষ্কের উৎপত্তির সময়, গুণ ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে যে সকল অনুমান করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রান্ত, সৌর জগতের প্রকৃতি বিরুদ্ধ "অলগল" তারার আবিষ্কারেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন্

জ্যোতিষ্ক হইতে কোন্ জ্যোতিষ্ক কিরূপে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা আধুনিক লোকের কিছুতেই জানিবার উপায় নাই। তবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যে অনুমানের অনুকুল তাহাই স্বীকৃত।

উত্তরাকাশে সপ্তর্ষি নামক যে সাতটি নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহারাই ব্রহ্মার অবয়ব-স্খলিত মরীচ্যাদি সপ্ত মহাপুরুষ। যে দিককে দক্ষিণ দিক্ বলিয়া লক্ষ্য করি ঐ দিকেই দক্ষ নামে একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল অবস্থান করিতেছেন। ভৃগু জ্যোতিষ্করূপে উর্দ্ধ আকাশে অবস্থান করিতেছেন। নারদ কখন কোথায় থাকেন তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। মরীচির অঙ্গস্খলিত যে সকল অণু-সুবিস্তৃত আকাশ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা কশ্যপ নামে অভিহিত হয়। কশ্যপ হইতেই ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বহু সংখ্যক জ্যোতিষ্ক। ব্রহ্মার দ্বিতীয় অঙ্গজ অঙ্গিরা, ইহার শরীর হইতে বৃহস্পতি। অঙ্গিরার অপর অংশদ্বয় সম্বর্ত্ত ও উতথ্য নামে খ্যাত। উতথ্যের দীর্ঘতমা নামক অন্ধ পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহারই পুত্র গৌতম ঋষি। ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র ক্রতু পূর্ব্বকালে বহু সংখ্যক পুত্রের জনক হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অন্যতম অংশ ভৃগু, তাঁহার পৌত্র শুক্রগ্রহ পাঠকের নিকট বিশেষ পরিচিত। বর্ত্তমানকালে তিনি পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী। ভৃগু হইতে বহু ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি। দক্ষের অসংখ্য কন্যা ও পুত্রগণের মধ্যে উচ্চ আকাশে সাতাইশটী নক্ষত্রমণ্ডল আমাদের বিশেষ পরিচিত। প্রজাপতি দক্ষের প্রসূতী নাম্নী প্রসব-কারিণী শক্তি হইতেই তাহাদিগের উৎপত্তি। কশ্যপের যে অংশ অদিতি নামক অনুগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাতেই ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের অবয়ব গঠিত হইয়াছে। দিতি নামক অংশ হইতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর উৎপত্তি। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, তৎপুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, বলির পুত্র বাণ। কশ্যপের দনু নামক অংশ হইতে দানবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ যে সুধু আকাশ নহে, কতকগুলি অতি ক্ষমতাপন্ন ও তেজস্বী অণুসমবায়ে পূর্ণ, তাহা ঋক্‌বেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়— যে কালে অতীব তেজস্বী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন সেই কালে তাঁহাকে দৌঃ বলিত। চন্দ্র সপ্তর্ষিমণ্ডলবর্ত্তী অত্রি হইতে শুক্র, ভৃগু হইতে বৃহস্পতি, আঙ্গিরা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। যে সূর্য্যের স্খলিত বীর্য্য-অংশবিশেষ হইতে শনি গ্রহের উৎপত্তি, সেই সূর্য্যের অংশ বিশেষই বৈবস্বত মনু অথবা শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত। মনুর দশটি পুত্র ও ইলা নাম্নী কন্যা। দৈবশক্তির মহিমায় এই ইলাই এক বৎসর অন্তর পুরুষরূপে পরিণত হইতেন। স্ত্রীরূপে

বুধের বীর্য্যে পুরুরবার জন্ম। ইলার প্রদ্যুম্ন নামক পুরুষরূপ হইতে তিন উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুরুরবা হইতে চন্দ্রবংশের রাজকুল প্রবর্ত্তিত। ইক্ষ্বাকুর দুই পুত্র—কুক্ষি ও নিমি। বশিষ্ঠ ঋষির অভিশাপে নিমির মৃত্যু তাঁহার দেহ মন্থন করিয়াই মিথি নামক পুত্র উৎপন্ন। মন্থন করাতে বলিয়া মিথি জন্মদাতার অবর্ত্তমানে জন্ম বলিয়া জনক এবং পিতার বিমুক্ত হইতে উৎপত্তি বলিয়া তাঁহারই অপর নাম বৈদেহ। ঋকবেদে ইনিই বিদেহমাধব নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই বিদেহমাধবের ঋকবেদে একটি উপাখ্যান আছে এবং সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই নব্যগণ অনুমান করিতেছেন যে, আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন। উপাখ্যানটি এই:—বিদেহমাধব মুখে অগ্নিধারণ করিতেন; পুরোহিত সেই অগ্নি-বহিষ্কৃত করার জন্য ঘৃত শব্দ উচ্চারণ করাতে তাহা বহিষ্কৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে ধাবমান হইল। পুরোহিত ও বিদেহ মাধবের মুখ বিনিঃসৃত অগ্নির পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত আইসেন। এই উপাখ্যানে অযোধ্যা হইতে পূর্ব্বদিকে সদানীরার কথা থাকিলেও আর্য্যগণ যে ইরাণ দেশ হইতে পুণ্যভূমি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝায় না। আবার কোন কোন অর্ব্বাচীন বলিতে চাহেন ইরাণ হইতে এরিয়াণ এবং এরিয়াণ হইতেই "আর্য্য।" আমাদেরই দুরদৃষ্ট, যে এমন সব ইরাণ-দেশী কাজী আমাদিগের কোষ্ঠিকর্ত্তা হইতে চাহিবে কেন? যাহা হউক, অনন্ত নীলাম্বুরাশি মধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডের হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর-দেশই জগতের আদিস্থল এবং তাহাই আর্য্য-জাতির একমাত্র প্রসূতি-গৃহ। এই শীতপ্রধান প্রদেশই যে জগতের প্রাচীনতম এই পবিত্র আর্য্য-জাতির প্রসূতি-গৃহ ঋকবেদেই তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং এই ভারতবর্ষই আর্য্য-জাতির আদি বাস-গৃহ!

(ক্রমশঃ)

কায়স্থ-দীপিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতেঽম্বষ্ঠোঽথগান্ধিকো বণিক্।

আর এক কথা তৈলী তাম্বুলীর অপর নাম যে বৈশ্যশূদ্রাজ করণ নহে এ কথা কে বলিল? ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন বৈশ্য হইতে তাহার বিবাহিত শূদ্রা পত্নীতে করণ জন্মে। বৃহদ্ধর্ম্মেও দেখা যাইতেছে বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যায় তৈলী তাম্বুলী। এখানে 'কন্যা' শব্দ গ্রহণে বৈশ্যের বিবাহিত শূদ্রাপত্নী বলিয়াই পরিস্ফুট হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্র বাক্যের ঐক্য রাখিতে হইলে তৈলী তাম্বুলীর অপর নামই যে বৈশ্যশূদ্রাজ করণ তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তৈলী তাম্বুলীই যদি বৈশ্যশূদ্রাজ করণ হইল, তবে দ্বিতীয় স্থলে কেন আবার বৈশ্যশূদ্রাজ করণের কথা থাকিবে? ফলতঃ বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ বৈশ্যশূদ্রাজ করণ নহে ও হইতে পারে না; হইলে, বৃত্তিবিপর্য্যয়, প্রকরণ ভঙ্গ দোষ, পদ্ধতি বিরোধ এবং দ্বিরুক্তিদোষও ঘটিবে। বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় ইহা অখণ্ডনীয় সত্য। উক্ত পুরাণের কায়গত বিষয় সকলই এই সত্যতার নিদর্শন।

আমরা এক্ষণে একটা বিরাট দুষ্কার্য্যের কথা বলিতে উদ্‌যুক্ত হইলাম। চিরকাল আমরা জানিয়া আসিতেছি যে বৃহদ্ধর্ম্মের করণোৎপত্তি বিষয়ক শ্লোকার্দ্ধের পাঠ,—

শূদ্রায়াং বৈ সুতো জজ্ঞে করণোবর্ণসঙ্করঃ।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের কায়স্থ বিপক্ষীয় গ্রন্থ "বৈদ্য-কায়স্থ মোহমুদ্গরেও" ঐ পাঠই পুনঃ পুনঃ ধৃত হইয়াছে; সুতরাং ঐ পাঠই যে বর্ত্তমানেও বৃহদ্ধর্ম্মের প্রকৃত পাঠ বলিয়া সাধারণ্যে স্বীকৃত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ পাঠের একটু অসম্পূর্ণতা দোষ আছে; কারণ ঐ পাঠে করণের মাতার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, পিতার কথা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণতা কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মে করণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। বৃহদ্ধর্ম্মকার মিশ্র সঙ্করগণের উৎপত্তি বর্ণনার দুই এক স্থলে শুদ্ধ মাতার বা শুদ্ধ পিতার কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; যথা,—

কুম্ভকার তন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভুবতুঃ।

অপিচ,

কংসকার শঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণ্যাং সংবভুবতুঃ।

তবেই দেখা গেল যে করণোৎপত্তি বিষয়ক শ্লোকার্দ্ধ অসম্পূর্ণ হইলেও উহা বৃহদ্ধর্ম্মেরই স্বভাব অনুযায়ী বটে। এখন যদি কোন মুদ্রিত বৃহদ্ধর্ম্মে ঐ করণোৎ

পত্তি বিষয়ক শ্লোকার্দ্ধের অসম্পূর্ণ বিবরণকে পাঠান্তর দ্বারা সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায় তাহা হইলে আমরা কি মনে করিব? নিশ্চয়ই কোনও নির্ব্বুদ্ধি ঋষিবাক্যেরও 'রিফু' করিয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ সম্পূর্ণ কাটিয়া কেহ অসম্পূর্ণ করে নাই; তবে অসম্পূর্ণ থাকিলেই সম্পূর্ণ করিবার প্রবৃত্তি নির্ব্বুদ্ধির মনে উদয় হইতে পারে। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ভট্টপল্লীর বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত বৃহদ্ধর্ম্মের মুদ্রিত সংস্করণে উক্ত করণোৎপত্তিবিষয়ক অসম্পূর্ণ বিবরণযুক্ত শ্লোকার্দ্ধের একটী সম্পূর্ণ বিবরণযুক্ত পাঠ বাহির হইয়াছে। কে এ দুষ্কর্ম্মের জন্য দায়ী তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, উক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের ধৃত পাঠ, সম্পূর্ণ হইলেও, অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে বর্ত্তমান বৃহদ্ধর্ম্মে পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং অসম্পূর্ণ মাতৃ উক্তিটাই প্রকৃত ও ঋষিকৃত পাঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঋষিকৃত পাঠ যদি সম্পূর্ণই থাকিত; সম্পূর্ণ কাটিয়া আর অসম্পূর্ণ পাঠের সৃষ্টি হইত না; কিন্তু যখন অসম্পূর্ণ পাঠও রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন এই অসম্পূর্ণটী দেখিয়াই সম্পূর্ণটীর কৃত্রিম সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব সম্পূর্ণ পাঠটী কৃত্রিম বলিয়া অশ্রদ্ধেয়; এবং সেই জন্যই;

শূদ্রায়াং বৈ 'বৈশ্যজাতঃ' করণোবর্ণসঙ্করঃ।

এই পাঠ, তর্করত্নমহাশয়ের ধৃত হইলেও, অশ্রদ্ধেয় ও কৃত্রিম বলিয়া আমরা অম্লানহৃদয়ে পরিত্যাগ করিতে পারি। বিশেষ এই পাঠে বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ বৈশ্যশূদ্রাজ বলিয়া সিদ্ধ হয়! অর্থাৎ তাহা হইলে বৃহদ্ধর্ম্মকারের নিজের উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। নিরীহ বৃহদ্ধর্ম্ম সনাতন সত্য অনুসরণ করিয়া বৈশ্যশূদ্রাজ জাতিকে বৈশ্যের ন্যায় বণিক্ সাজাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধির কুবুদ্ধিতে তাহাকে বলিতে হইতেছে বৈশ্যশূদ্রাজ জাতি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় নীতিজ্ঞ ও রাজকার্য্য-নিপুণ! ঋষির ইহা অপেক্ষা দুর্গতি আর কি হইতে পারে? ঋষি নিজে চাহিয়াছেন বৈশ্যশূদ্রাজ জাতিগণকে একস্থলে উল্লেখ করিয়া প্রকরণ ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিতে, কিন্তু 'হাম্ বড়া' নির্ব্বোধ ঋষিবাক্যেরও 'রিফু' করিয়া একই বৈশ্য-শূদ্রাজ দুই স্থলে করিয়াছে! আমরা বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ বৈশ্য শূদ্রাজ হইলে, কি কি দোষ জন্মে তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি; সুতরাং সে সম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত

পঞ্চকায়স্থের বংশাবলী ও তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ।

ঘোষ বংশ।

বীজপুরুষ হইতে পর্য্যায়।

মকরন্দ

২ সুভাষিত — পুরুষোত্তম

৩ চতুর্ভুজ — ভবনাথ

(এই ভবনাথ ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে বাস করেন। ইঁহার বংশধরগণ দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের কুলীন)

৪ গঙ্গাধর

৫ শুভানন্দ

৬ রাম, কার্ণা, রাঘব, কালসী — দক্ষিণরাঢ়ীয় ধারা।

৭ চাঁদ

৮ অচ্যুতানন্দ (অচু ঘোষ)

৯ ঈশ্বর

১০ দনুজারি, জগন্নাথ, আভ, কায়ু, শম্ভু, নিধিকড়ি, হরি, সদাশিব, সদানন্দ,* পদ্মনাভ*

(সদাশিবের পুত্র) দেবীবর, শ্রীধর, রত্নাকর, মুরারি, পুষ্পকেতন

(ইঁহাদের বংশধরগণ দৌলতপুরে বাস করেন)

* পরপৃষ্ঠায় দেখুন।

১০ সদানন্দ

১১ পরাশর, কংশারি, দশরথ, নরহরি, মৃত্যুঞ্জয়

১২ হলায়ুধ (কংশারির পুত্র) — যজ্ঞেশ্বর (নরহরির পুত্র)

১৩ বাণীনাথ — গঙ্গাদাস, ভগবানচন্দ্র, সুন্দর (যজ্ঞেশ্বরের পুত্র)

ইঁহাদিগের বংশধরগণ গাভা গ্রাম হইতে রাজু টোঙ্গাজানি বাস করেন এবং তথা হইতে নদীভঙ্গ উৎসন্ন হওয়াতে বাথুয়া-জানি চকমীরপুর চাষাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।

১৪ রঘুনাথ

১৫ রামকৃষ্ণ

১৬ রমানাথ, রামেশ্বর, রাঘব, রামচন্দ্র

ইঁহাদের বংশধরগণ গাভা গ্রামে বাস করেন, 'গাভার দস্তিদার' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১০ পদ্মনাভ

১১ শুক্লাম্বর

শঙ্কর, রাঘব, শ্রীহর্ষ, প্রমোদা

(রাঘব) পরপৃষ্ঠায় দেখুন।

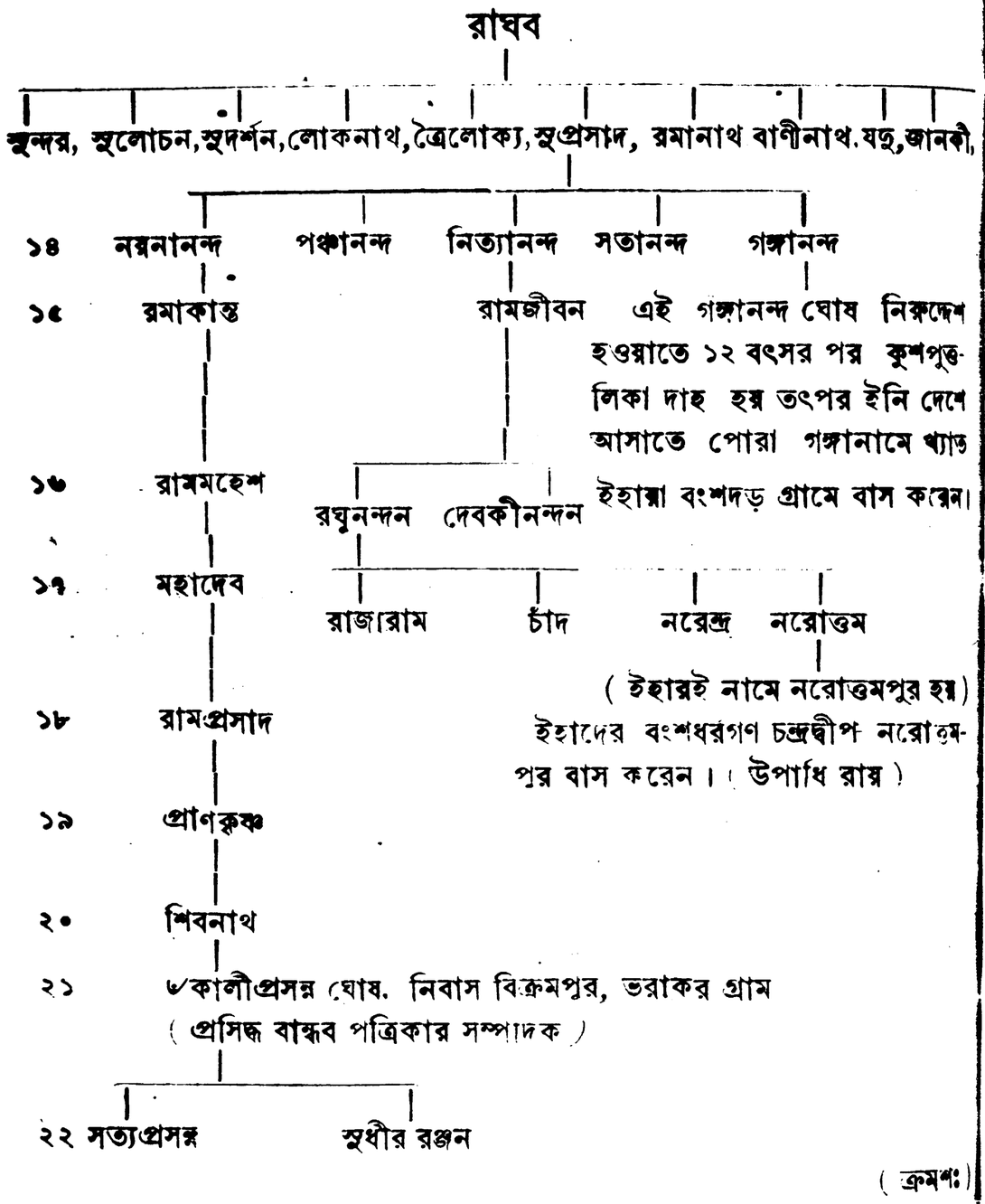

(ক্রমশঃ)

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ।

রাধাবল্লভের রাসযাত্রাও বহু সমারোহে সম্পন্ন হইত ও কান্দীতে উৎসব দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইত।

গঙ্গাগোবিন্দ যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি নিজ নামকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পণ্ডিতের বড় সম্মান করিতেন ও বিদ্যার আদর করিতেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ১১৬২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য রাধাকান্ত অপুত্রক হওয়ায় তিনি প্রাণকৃষ্ণকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। প্রাণকৃষ্ণ পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ধনী হইয়া উঠেন। প্রাণকৃষ্ণ কলিকাতায় পিতার নিকট কার্য্য শিক্ষা করেন ও পরে গাজিমাবাদ বন্দোবস্তের সময় তিনি একজন প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি বীরভূম জেলার লাট শ্রীহাটী ও লাট জোবীর এবং বাগোয়ান পরগণার ৮০ আনা অংশ ও নলদী পরগণার ষোল আনা অংশ বোর্ড অব রেভিনিউএর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের সময়ে তাঁহাদের উন্নতি চরম সীমায় উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার ন্যায় প্রাণকৃষ্ণ দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা ও অতিথিসেবা-পরায়ণ ছিলেন। তিনিও অনেক স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বা লালা বাবুর স্বার্থত্যাগ ও অক্ষয়কীর্ত্তি তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশে তিনি দানানুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যকালে পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন। নিজের অধ্যবসায়ে ও চেষ্টায় তিনি আরবী, পার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কঠিন শ্লোক গুলি সহজে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। ঔদার্য্যতা তাঁহার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। বাল্যকালেই তাঁহার দানশীলতার চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং দানশীলতাই পিতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের কারণ হয়। যখন তাঁহার বয়স কেবল ১৭ বৎসর মাত্র, সে সময়ে একজন দুঃখী

দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১০০০৲ এক হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি খাজাঞ্চীকে প্রার্থিত এক হাজার টাকা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে আদেশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি ঐ কথা প্রাণকৃষ্ণের গোচরে আনেন। পিতা পুত্রের এই কার্য্য ও ব্যবহারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিয়া খাজাঞ্চীকে ঐ টাকা দিতে বলেন ও কৃষ্ণচন্দ্রকে এই কথা জানাইতে বলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কৃষ্ণচন্দ্র দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে দান করিবেন। একথা খাজাঞ্চী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রকাশ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিজ ক্ষমতায় অর্থ উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য দেখাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করতঃ বাটী হইতে বাহির হন ও বর্দ্ধমানে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হয় তখন তিনি উড়িষ্যা বন্দোবস্তের কার্য্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন তিনি রাহুন, সায়ার ও চাব্বিসাকুদ প্রভৃতি পরগণা খরিদ করেন। বর্দ্ধমানে থাকা কালীন তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত লাট বিশালাক্ষীপুর অর্জ্জন করেন। পিতাপুত্রে তাহার পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কলিকাতায় থাকিতেন ও সম্পত্তি দেখাশুনা করিতেন। শোভাবাজারের রাজা ও ষোড়াসাঁকোর সিংহ ভিন্ন আর কোন বড় ঘরের সহিত তিনি মিশিতেন না। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

তিনি মধ্যজীবনে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য বৃন্দাবন গমন করেন। তাঁহার সংসার পরিত্যাগ সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একটী গল্প এখানে উল্লেখ করিতেছি। একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার একজন পরিচারিকা বলিয়া উঠে, "সন্ধ্যা হইল, বাসনায় আগুণ দিতে হইবে।" লালা বাবু বুঝিলেন যে, জীবনেরও সন্ধ্যা উপস্থিত, অতএব বাসনা জ্বালাইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বৃন্দাবনে তাঁহার দান ও অসাধারণ ভক্তিপ্রবণতায় তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষার ও তাঁহার বাটীর সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা চোরবাগানের নীলমণি বসুকে সমুদয় জমীদারী পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। তিনি সঙ্গে ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া

বৃন্দাবনে উপস্থিত হন ও তথায় ভরতপুরের মহারাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক অট্টালিকায় বাসস্থান স্থির করেন। তাঁহার দানের কথা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দস্যুরা তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করিয়া প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লইয়া যায়। দেবসেবা ও অতিথিসেবা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া উক্ত বিগ্রহের একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। রাজপুতানার একজন রাজা তাঁহার সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তর ও মার্ব্বেল বিনা খরচে দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত লালাবাবুর জয় কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পরগণা অনুপসহর ও মথুরার কিয়দংশ খরিদ করেন। মথুরা জেলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃষভানুপুর (বর্ষান), নন্দগ্রাম ও জবাট গ্রাম খরিদ করেন। তিনি বহু টাকা ব্যয় করিয়া রাধাকুণ্ডের চারিধার চুণার প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। লালাবাবু শেষ জীবন বৃন্দাবনে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

লালাবাবুকে একবার বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। রাজপুতানার যে রাজা তাঁহাকে বিনামূল্যে মর্ম্মর প্রস্তর প্রদান করেন, ঐ রাজার সহিত সেই সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল। রাজা সম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ ও বিলম্ব করায় তাঁহার এরূপ মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। সেই সময়ে সার চার্লস মেট্‌কাফ্ দিল্লিতে রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি লালাবাবুর পরামর্শে এইরূপ হইতেছে সন্দেহ করিয়া তাহাকে দিল্লিতে ধৃত করিয়া লইয়া যান। জনসাধারণ এই ব্যাপারে অবাক্ হইয়া পড়িল। প্রায় দশহাজার লোক তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। সার চার্লস মেট্‌কাফ্ এইরূপ জনতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন ও তাঁহার লোক-প্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করেন। শান্তিপুর নিবাসী মেট্‌কাফের ফার্সিনবীস মুহুরী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে লালাবাবুর সংসার ত্যাগের কথা শুনিয়া ও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় মেট্‌কাফ্ সাহেব তাঁহাকে নিজ সমক্ষে ডাকাইয়া আনেন। লালাবাবু এরূপ তেজস্বিতার সহিত নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন যে সাহেব মুগ্ধ হন। মহারাণার দেওয়ানী করার কথাতে তিনি বলেন "আমি বহুদিন মানবের দাসত্ব করিয়া আসিতেছি, এখন ভগবানের দাসত্ব কার্য্যেই আমার মনপ্রাণ অনুরক্ত"। পরদিন সার চার্লস মেট্‌কাফ্ তাঁহাকে দিল্লীর বাদসাহের একজন বিশ্বাসী ও উপকারী ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন।

বাদসাহ তাঁহাকে 'মহারাজা' খ্যাতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে চাহেন, কিন্তু লালাবাবু স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তেজস্বিতার সহিত ঐ খ্যাতি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এক মাস পরে তিনি দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে মথুরা জেলার আপামর সাধারণের আহ্লাদের সীমা ছিল না।

মথুরা জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বৈষ্ণবেরা গোবর্দ্ধনকে অধিকতর ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। লালাবাবু কৃষ্ণদাস বাবাজীর নাম ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী একজন ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছিলেন। গোবর্দ্ধনে সে সময়ে যে সকল যোগী বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজীকে লালাবাবু গুরু নির্ব্বাচন করেন। লালাবাবু প্রকৃতই যোগী হইয়াছিলেন। শুনা যায় যে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করার পর কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সহিত তিনি বাক্যালাপ করেন নাই। প্রবাদ আছে যে সিন্ধিয়ার সেনাপতি পরেকজী লালাবাবুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। লালাবাবু সেনাপতিকে বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি সন্ন্যাসীর বেশে আসেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবেন নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না। পরেকজী কায কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু লালাবাবুর এইরূপ কথায় তিনি নিরস্ত হন। এইরূপে লালাবাবু গোয়ালিয়রের মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিয়া ছিলেন। মহারাণী সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করেন। লালাবাবু নিরুপায় ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া যাইবার সময় তাঁহার অশ্বের পদাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ঐ আঘাতেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। মহারাণী যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃক এই দুর্ঘটনার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার লালাবাবু নাম রাখিয়াছিলেন এবং ঐ নামেই তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিখ্যাত ও সমগ্র কায়স্থমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্মানিত। লালাবাবুর সংসার-বৈরাগ্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় কেবল বাঙ্গালায় নহে, বৃন্দাবন মথুরায় সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহাতীর্থ ভাবিয়া বহুদূর দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ লালাবাবুর কুঞ্জ দেখিতে গিয়া থাকেন।

প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবু বিনয়ের অবতার ছিলেন। বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব জীবনী 'ভক্তমালগ্রন্থে'র অনুবাদক উপরোক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা, তাঁহার বৈরাগ্য, দয়া ও বিনয়াদি গুণগ্রাম কৃষ্ণদাস বাবাজীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনিও লালা-

বাবুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক দিবস লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে স্নান করিয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করেন। এইবার গুরুশিষ্যের পরীক্ষা। উভয়েই উভয়ের বিষয় এক প্রকার অবগত আছেন, অথচ এই প্রথম আলাপ। কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়া অতি দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষা-গ্রহণের এখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আরও কিছুদিন বিলম্ব কর।" লালাবাবু বাবাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, "আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছি। নিজের ঠাকুর বাটীতে একমুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে, আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" অনন্তর নিবিষ্টমনে চিন্তা ও চরিত্রানুশীলন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন "বুঝিয়াছি, যথার্থই আমার দীক্ষা-গ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্-ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমুদয় হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমার ব্যয়-সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, ইত্যাদি--'আমার' 'আমার' এই জ্ঞান তো যায় নাই, আমাকে ধিক্।" লালাবাবু সেই মুহূর্ত্তে নিজের ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ ভোজন ত্যাগ করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া দিনান্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে যখন অহংজ্ঞান একবারে চলিয়া গেল, 'আমার বিষয়', 'আমার বাড়ী' ইত্যাদি মনোভাব যখন আর উদয় হইল না দেখিলেন, তখন এক দিবস ধীরে ধীরে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে দীন-নয়ন অর্পণ করিয়া অধোবদনে আপনার অভিপ্রায় তাঁহার জ্ঞাত করিলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন বাবাজী তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। বাবাজী তাঁহার অধিক সমাদর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরভাবে মৃদুবচনে কহিলেন, 'বাবা তোমার দীক্ষা-গ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে।' লালাবাবু স্তম্ভিত হইলেন। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় বাবাজীর কুটীর প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি দোষে মন্ত্র গ্রহণে এখনও তিনি অযোগ্য কোনরূপে স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একটি একটি করিয়া স্বীয় অপরাধ স্মরণ করিতে করিতে ভাবিলেন, "আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পদ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি: মাধুকরী-ব্রত ধারণ করিয়া দিনপাত করিতেছি, হরিপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অষ্টপ্রহর ভগবানের নাম লইতেছি

বটে কিন্তু আমার মনের মলিনতা এখনও দূর হয় নাই। কৈ, শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে ত, যাইতে পারি নাই। এখনও ত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি বেশ প্রবল রহিয়াছে, তবে আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, ভেদজ্ঞান এত প্রবল থাকিতে অহঙ্কার বুদ্ধি কি প্রকারে যাইবে? এই গুণে আমি বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী হইতে গিয়াছিলাম! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস, ধন্য তোমার মহিমা! তোমার মহিমার অন্ত নাই, তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"

যে শেঠ বাবুদের নাম ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইল, তাঁহারা জয়পুরের একজন মহাধনী জমীদার এবং মহাভক্ত; বৃন্দাবনে তাঁহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী ও সেবা আছে। ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। মথুরা এবং সন্নিহিত স্থানে কয়েকখানি জমিদারী আছে; তাহা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হয়। এই জমিদারী লইয়া শেঠ বাবুদের সহিত তাঁহার বহুকাল হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। পরস্পর পরস্পরের মুখ দর্শন করিতেন না। এই সূত্রে এরূপ ঘোর শত্রুতা জন্মে যে উভয়ের জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

লালাবাবু সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু শেঠ বাবুদের বাড়ীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না, মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে—কি ভয়ানক কথা! লালাবাবু যখনই তাঁহার ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তাঁহার মান, অভিমান, শত্রুতা, অহঙ্কার পলায়ন করিল। তিনি পরদিন মধ্যাহ্নকালে যমুনায় স্নান করিয়া অতি হীনবেশে শেঠ বাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে প্রভুগণ বিরক্ত হন এই ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না। বিনা অনুমতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিতেছিল না। দৈবক্রমে শেঠ বাবুদিগের কর্ত্তা ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, সত্য সত্যই লালাবাবু উপস্থিত! তাঁহার হীনবেশ এবং বৈরাগ্য দেখিয়া লালাবাবুর প্রতি যে শত্রুভাব ছিল তাহা এককালে বিদূরিত হইল। তাঁহার মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইলেন। শেঠজী তাঁহাকে প্রসাদ ভোজন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার

মাধুকরী ব্রত পণ্ড করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না এবং অতীব বিনীত ভাবে মুষ্টি ভিক্ষাই প্রার্থনা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-সমালোচনা।

শৈব্যা। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ১৩১৮। ৬৪ পৃঃ। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি গল্পাংশে অতিশয় চিত্তস্পর্শী হইয়াছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের অমানুষিক আচরণ, হরিশ্চন্দ্রের অসাধারণ সহিষ্ণুতা এবং পতিপরায়ণা শৈব্যার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মাতৃস্নেহকাতরা হৃদয় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা এতই করুণ যে অশ্রুজল সংবরণ করা দুঃসাধ্য। ভাষাও সরল ও প্রাঞ্জল, তবে স্থানে স্থানে সামান্য দোষ আছে। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। চিত্রগুলিও অতি মনোরম।

'শৈব্যা' প্রতি গৃহে পরম আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

সভার প্রচারকার্য্য।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা।

৭ই আশ্বিন, ১৩১৮। বাগহুলা ফরিদপুর জেলা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কায়স্থদিগের একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সরকার ও সভার প্রচারক মহাশয় এই উভয়ে উপনয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন. তাহার ফলে কয়েকজন উপনীত হইয়াছেন।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩১৮। সুন্দলপুর। এখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক কায়স্থসভা হয়। প্রচারক মহাশয় এই সভার উদ্দেশ্যগুলি সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন। উপস্থিত সভ্যগণ স্থির করেন যে উপনয়ন গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৮। চোরা, মুর্শিদাবাদ জেলা। স্থানীয় বিদ্যা মন্দিরে অপরাহ্ণ ৪টায় এক কায়স্থ-সভা হয়। প্রচারক মহাশয় সভাস্থ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে সেই স্থলেই দুই জন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য হন এবং শীঘ্রই আবার এক সভা করিয়া উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন সভাস্থ সকলে এরূপ মত করিলে রাত্রি ৮টায় সভা ভঙ্গ হয়।

প্রচারক—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন।

১০ই আশ্বিন, ১৩১৮। রূপিয়াট, জেলা ফরিদপুর। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুত জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ সভা হয়। প্রচারক মহাশয় কায়স্থ জাতির অতীত কীর্ত্তি ও গৌরব এবং তাঁহারা যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় তাহা বিবিধ শাস্ত্র ও লৌকিক এবং সামাজিক ব্যবহার দ্বারায় বুঝাইয়া দেন।

১৮ই আশ্বিন, ১৩১৮। খালকুলা যশোহর জেলা। যশোহরের খ্যাতনামা সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, বি, এল্, বাহাদুর মহাশয়ের চণ্ডীদালানে অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ সভার একটী সাধারণ অধিবেশন হয়। প্রচারক মহাশয় সভায় মঙ্গলাচরণ করিয়া নানাশাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা কায়স্থজাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন। সকলেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৯শে আশ্বিন, ১৩১৮। কীর্ত্তিনগর, যশোহর জেলা। কীর্ত্তিনগর-নিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দাস মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। প্রচারক মহাশয় বিবিধ শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন। সমবেত কায়স্থ মহাশয়গণ বলেন 'উপনয়ন গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি নাই কেবল আমাদের পুরোহিত মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি যদি তিনি আমাদের উপনয়ন দিতে কোন আপত্তি করেন তবে আমরা যত শীঘ্র অন্য পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট করিয়া উপনীত হইব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন; পরে সভাভঙ্গ হয়।

প্রচারকদ্বয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা,

ও

শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন।

২৫শে আশ্বিন, ১৩১৮। মাটিয়ারী, নদীয়া জেলা। সন্ধ্যা ৬টায় স্থানীয় মাটীয়ারী স্কুল গৃহে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থসভা হয়। প্রায় ১০।১২ জন ব্রাহ্মণ ও শতাধিক কায়স্থ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকদ্বয় কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কুমারনাথ কাব্যতীর্থ নামক একজন অধ্যাপক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি উহাদের বক্তৃতা নীরবে শ্রবণ করিয়াছিলেন কোন বাদ প্রতিবাদ করেন নাই। সভাস্থগণ শীঘ্রই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন।

৩০শে আশ্বিন, ১৩১৮। কলীমোহর, নদীয়া জেলা। এস্থলে বসাকুষ্ঠিয়া এবং দুধসর গ্রামের ১০।১৫জন কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকদ্বয় ২ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। বসাকুষ্ঠিয়ার কায়স্থগণও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন উপনয়ন গ্রহণে অঙ্গীকৃত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

প্রচারকদ্বয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা,

ও

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ জেলা। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মোক্তার মহাশয়ের বাসায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এল্, মহাশয়ের সভাপতিত্বে তথাকার সমগ্র কায়স্থ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, পূর্ত্তকার ও দপ্তরাপর কায়স্থ লইয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয় সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে সভাস্থ সকলেই অগৌণে উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। টাঙ্গাইলের অন্তঃপাতী সন্তোষ।৵০ আনার রাজধানীতে আলোয়ার অন্ততম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বেও কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন (।৵০ আনির দ্বারপণ্ডিত), কাশীকান্ত বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ (।৵০ সভাপণ্ডিত), ভারতচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ছোট ।/০ আনির দ্বারপণ্ডিত) নকুলেশ্বর বিদ্যাবিনোদ, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন (।/০ বড় আনির দ্বার পণ্ডিত), নিশিকান্ত কবিরত্ন ও শরৎকুমার গোস্বামী (রাণীর গুরুদেব , শিবনাথ স্মৃতিচঞ্চু প্রভৃতি অধ্যাপক ও দুর্গাদাস গুহ রায়, বি এ,হরিদাস মিত্র,প্রমোদকুমার বসু, দ্বারিকানাথ মিত্র মজুমদার ,প্রভৃতি প্রায় তিন শতাধিক কায়স্থ লইয়া এক সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বৈকণ্ঠনাথ ত্রিবেদী কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়া উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতায় মাননীয় রাণী মহোদয়া সন্তুষ্টা হন, কিন্তু অধ্যাপক মণ্ডলী এক এক করিয়া সরিয়া পড়েন। অতঃপর রাত্রি ১১টায় সভাভঙ্গ হইলে সভাপতি মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়া অধ্যাপকবৃন্দকে পরদিন তিনটার সময় পুনরায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা অনেক বাদ প্রতিবাদের পর উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত হইলে রাত্রি ১১॥০ টার সময় বক্তা ও পণ্ডিতগণ বাসস্থানে গমন করেন।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। সন্তোষ ।৵০ আনির বৈঠকখানা। এদিনও পূর্ব্বদিনের সভাপতি তৎপদ গ্রহণ করেন। এই সভায় তিনজন অধ্যাপক, তিনটী প্রশ্ন উত্থাপন করেন (১) অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন বলেন জাতি এই শব্দ নিত্য, অতএব 'কায়স্থ, এই অপূর্ব্ব সংজ্ঞায় কায়স্থেরা নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয়জাতিত্ব কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারে ? উহা অসম্ভব সুতরাং কায়স্থ অনিত্য অমৌল জাতি।" উত্তরে প্রচারক শাস্ত্রী মহাশয় একটী মাত্র বেদের প্রমাণে কায়স্থ জাতির মৌলিকত্ব, নিত্যত্ব এবং ক্ষত্রিয়ের সহিত অভেদত্ব প্রমাণ করেন। (২) কাশীকান্ত বেদান্তশাস্ত্রি কাব্যতীর্থ বলেন " কায়স্থ-নামে পরিচিত সকলকেই যে 'ক্ষত্রিয়' বলিতে হইবে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই, বস্বাদি পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে পারে মাত্র।" উত্তরে প্রচারক শাস্ত্রী মহাশয় বেদান্ত হইতেই প্রমাণ করিয়াদেন যে এক অন্বয় এক পাঙক্তেয় ও এক পৌরোহিত্য দ্বারাই সমগ্র কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (৩) নিশিকান্ত কবিরত্ন বলেন "পূর্ব্বদিনের বক্তা গিরীশ বাবু পৌরাণিক বচনে প্রমাণ করিয়া বলেন 'ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ' ইত্যাদি বচন দ্বারা যে লিপিজীবী জাতির উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জাতির মধ্যে যাহারা লিপিজীবী ছিল

[...]দের পরস্পর সম্মিশ্রণে সমুৎপন্ন জাতিই কায়স্থ জাতি প্রতিপন্ন হইতেছে।" [...]রে প্রচারক শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক প্রমাণে কায়স্থ জাতির উক্ত সাঙ্কর্য্য দোষ খণ্ডন [...]লে সভাপতি মহাশয় রাণী মহোদয়াকে এ সংবাদ প্রদান করেন। তাহাতে [...] মহোদয়া প্রচারক শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার গ্রন্থাবলীসহ পরদিন সাক্ষাৎ [...]তে অনুমতি করিলে, রাত্রি ১২টায় সভাভঙ্গ হয়। পরদিনও রাণী মহোদয়ার [...] ও বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়, এবং কায়স্থ সভার প্রতিনিধি শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ [...]রকগণ যথাসময়ে উপস্থিত হন কিন্তু জানা গেল না ; কি অজ্ঞাত কারণে [...] গিরীশবাবুই রাণী মহোদয়ার নিকট নীত হইলেন এবং কি মত করিলেন [...] অজ্ঞাত।

২১ শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। রঘুনাথপুর নদীয়া জেলা কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ [...]বেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রায় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ লইয়া এক [...] করা হয়। সভায় ত্রিবেদী মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সময় [...]পয় ব্যক্তি গোত্র কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে শাস্ত্রী মহাশয় তাহা [...]ভাবে বুঝাইয়া দিলে কুষ্টিয়ার মোক্তার শ্রীযুক্ত রসিলাল নাগ প্রভৃতি কতিপয় [...]কে পর দিন উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে,সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হয়।

কায়স্থ-প্রসঙ্গ।

গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে (২৫এ অগ্রহায়ণ), অর্থাৎ ভারতবর্ষে পঞ্চম-[জ]র্জের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বদিন, আমাদের সভার এ বৎসরের সভাপতি, শ্রীযুক্ত [...]দাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, মহাশয় ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত [টে]লিগ্রাম ভারত-সম্রাটকে করেন :—

"The Kayastha Community, consisting of more than [...] millions of His Majesty's Indian subjects, humbly offer [th]eir most respectful congratulation and loyal devotion to [th]eir Imperial Majesties on the auspicious occasion of the [C]oronation Durbar on Indian soil."

ঐ টেলিগ্রামের উত্তরে সম্রাটের Private Secretary নিম্নলিখিত telegram [ক]রেন :—

"I am commanded to thank you for your kind message."

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় চিত্রগুপ্ত পূজায় * বিবৃতির কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডি গ্রাম নিবাসী ৺রায় বাহাদুর দুর্গাদাস ধর মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে ৺চিত্রগুপ্ত দেবের পূজার কথা লিখিতে ভুল হইয়াছিল। জেলা হুগলীর অন্তর্গত নাত্মনল গ্রামেও মহাসমারোহে সেখানকার 'কায়স্থ-সমিতি'র উদ্যোগে পূজা হয়।

ভ্রম সংশোধন।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

কোন্নগরে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ ও দুজনের উপবীত সংবাদ বিতরিত পত্র অবশ্য পাইয়াছেন। কিন্তু আপনার কায়স্থ-পত্রিকা এইমাত্র পাইলাম, ইহাতে 'কায়স্থ-প্রসঙ্গ' যাহা দিয়াছেন তাহাতে একটী মস্ত ভুল হইয়াছে; মুদ্রিত বিষয়ে "এবার কোন্নগরে—সেখানের কায়স্থ সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়" —ইত্যাদি; প্রথম ভুল আমি সভাপতি নহি, দ্বিতীয় আমি অনেক চাঁদা একলা দিই নাই। সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা এবং তিনিই অনেক চাঁদা দিয়াছেন। আমি সম্পাদক ইহা আপনি অবশ্য জানেন। পৌষ মাসের পত্রিকায় ভুলটা সংশোধন করিতে অনুমতি করিবেন।

কোন্নগর,
২রা অগ্রহায়ণ।

বশম্বদ
শ্রীসুরেশচন্দ্র দেববর্ম্মা।

…sented to the R.P.L.
By Shiv Prashad [illegible]

কায়স্থ-পত্রিকা।

মাঘ, ১৩১৮। নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বেপ্রকাশিত (এ বৎসরের আদায়)	৯৮॥০
রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	৫০৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, (প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে)	৫০৲
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, (প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে)	২০৲
" দশরথি রায় চৌধুরী, সাং চোঁয়া পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা	১৲
" যাদবচন্দ্র ভৌমিক, সাং কৈজুড়ী-শ্রীপুর, পাবনা জেলা ...	১৲
মোট—	২২০॥০

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

যাঁহারা গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্যের পরিমাণ—

পূর্ব্বেপ্রকাশিত	১২৭৵০
শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রনাথ রায়	১॥০
" কালীকিশোর বসু, সাং বজ্রযোগিনী ...	।৵০
" রামরাম চন্দ্র	।০
মোট—	১২৯৵০

প্রচার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বেপ্রকাশিত	...	...	...	৫৫৲
রংপুরে সংগৃহীত	...	...	...	২৫৲
প্রচারক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী কর্তৃক সন্তোষে সংগৃহীত				২৭√০
			মোট—	১০৭√০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

(ফরিদপুর, শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং সুচক্রদন্তী, চট্টগ্রাম :—

১। বিশ্বাস, বিপিনচন্দ্র।

সাং আব্দুলাবাদ, ফরিদপুর :—

২। তপাদার, যাগেশচন্দ্র।

সাং উলুকবান্দা, ফরিদপুর জেলা :—

৩। বসু, বিজয়শঙ্কর। ৪। বসু, বিপিনচন্দ্র। ৫। বসু, মাখনলাল।

সাং ঘোয়ালঘাট, ফরিদপুর জেলা :—

৬। বসু, শ্যামাপ্রসন্ন।

সাং বঙ্গেশ্বরদী, ফরিদপুর জেলা :—

৭। সরকার, যতীন্দ্রমোহন।

সাং ভাবুকন্দিয়া, ফরিদপুর জেলা :—

৮। রাহুত, রসিকলাল। ৯। রাহুত, সুধন্যকুমার।

সাং মালাঙ্গ, ফরিদপুর জেলা :—

১০। ঘোষ, রসিকলাল।

সাং হবিবপুর, বরিশাল জেলা :—

১১। সরকার, সুকুমার।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, বঙ্গেশ্বরদী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। গুহ মজুমদার, তারকেশ্বর।	১৪। নাগ, রমেশচন্দ্র।
২। ঘোষ, অমূল্যচরণ।	১৫। „ রসিকলাল।
৩। „ গোপালচন্দ্র।	১৬। বসু, অবিনাশচন্দ্র।
৪। „ বিমলকুমার।	১৭। „ যতীন্দ্রমোহন।
৫। „ ক্ষেত্রমোহন।	১৮। „ বিধুভূষণ।
৬। দাস, অশ্বিনীকুমার।	১৯। „ সুধন্যকুমার।
৭। „ অক্ষয়কুমার।	২০। „ সুরেন্দ্রগোপাল।
৮। „ গোপালচন্দ্র।	২১। মৌলিক, রজনীকান্ত।
৯। দেব, তারানাথ।	২২। সরকার, উপেন্দ্রনাথ।
১০। „ তারিণীচরণ।	২৩। „ চারুচন্দ্র।
১১। নন্দী, বসন্তকুমার।	২৪। „ মোহিনীমোহন।
১২। „ শরৎচন্দ্র।	২৫। „ শ্যামাচরণ।
১৩। নাগ, অমৃতলাল।	২৬। „ হরিচরণ।

২২এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

(প্রয়াগ, চিত্রগুপ্ত-মন্দির কেন্দ্র)।

সাং খড়দহ, হাং সাং প্রতাপগড়, উত্তরপশ্চিম :—

১। বসু, গোপেন্দ্রনাথ, বয়স ২৩। ৩। বসু, নৃপেন্দ্রনাথ, বয়স ২৫।

২। „ নলীন্দ্রনাথ, „ ১৭। ৪। „ পুলিনচন্দ্র, „ ১৯।

৫। বসু, গোপীনাথ, বয়স ১৪।

সাং জগদিল হাং সাং প্রতাপগড়, উত্তর পশ্চিম :—

সেন, গোঁসাইদাস, বয়স ৬৫।

এই কেন্দ্রে উপনীত সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

(ঐঃ এঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং রাজানগর, বিক্রমপুর :—

১। বসু, ধীরেন্দ্রকুমার, বয়স ২৫ (বঙ্গজ)।

২। „ বীরেন্দ্রকুমার, „ ২৮ „

২০শে পৌষ, ১৩১৮।

(কলিকাতা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু, এম্ ডি, মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র)।

সাং রাজানগর, বিক্রমপুর :—

১। বসু, খগেন্দ্রমোহন, বয়স ২৮ (বঙ্গজ)।
„ যতীন্দ্রমোহন, এম্ ডি, „ ৩০ „
„ সুরেন্দ্রমোহন, পুলিশ্ সব্ ইনেস্পেক্টার্ „ ৩২ „

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। লক্ষ্ণৌ, উত্তরপশ্চিম। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের সহিত লক্ষ্ণৌনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৬এ অগ্রহায়ণ, ১২১৮। কলিকাতা। কলিকাতার দক্ষিণ বেহালা-বাঁড়ির নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ৺নিমচাঁদ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের সহিত চট্টগ্রাম (অধুনা কলিকাতা) নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ৺যাত্রামোহন বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

(মৌলিকে-মৌলিকে)

উপরি লিখিত ১৪ই অগ্রহায়ণের বিবাহ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। মাদ্‌লা, বগুড়া জেলা। মাদ্‌লানিবাসী ৺কৈলাশ চন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে আদ্যশ্রাদ্ধ।

৬ই পৌষ, ১৩১৮ কলিকাতা। ১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসুর পত্নীর মৃত্যুতে আদ্যশ্রাদ্ধ।

১৭ই পৌষ, ১৩১৮। কোন্নগর, হুগলী। শ্রীযুক্ত বলরাম মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুতে আদ্যশ্রাদ্ধ।

১৮ই পৌষ, ১৩১৮। কোন্নগর হুগলী। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতির মৃত্যুতে আদ্যশ্রাদ্ধ।

কায়স্থজাতিকর্ত্তৃক

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আবাহন।

১

এস ওহে নৃপমণি, করি আবাহন,
নবীন নৃপতি তুমি নয়ন মোহন।
তোমার (ই) পতাকাতলে,
দিনমণি সদা জ্বলে ;
প্রভুত্ব প্রতিভা বলে,
সিন্ধু তব করতলে ;
অই শুন জয় ডঙ্কা বাজিছে সঘনে,
গৃহে দ্বারে পথে ঘাটে মরু গিরিবনে।

২

রাজ পিতৃকুল-যশে পূরিত এ ধরা,
সার্থক জনম তব ধন্য বসুন্ধরা।
সুধন্য ব্রিটিশজাতি,
তুমি যার অধিপতি ;
ধন্য এ ভারতভূমি,
তুমি যার অধিস্বামী ;
লভিবে প্রকৃতিপুঞ্জ শান্তি, সাম্য ন্যায়,
জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পাবে তব করুণায়।

৩

সার্থক রাজন্যশব্দ তব মহিমায়,
বিশ্বের আদর্শ তুমি স্নেহ মমতায়।
সে যে বঙ্গ-ভঙ্গ-কথা,
বাঙ্গালীর মর্ম্ম ব্যথা ;
আরো কত অবিচার
করিয়াছ প্রতিকার ;
তুলিয়াছে তাই সবে দৈন্য হাহাকার,
সজল নয়ন এবে ভক্তি-পুষ্পহার।

৪

কি দিব তোমারে দেব কি আছে মোদের,
কায়স্থ জীবন ব্রত বড় বিষাদের।
গণক লেখক ব'লে,
রাজকার্য্য রাজবলে ;
ভারতের চক্ষু ছিল,
কত রশ্মি ছড়াইল ;
নিবেছে দেউটী তার আঁধার রজনী,
রাহুগ্রাসে শশধর নিস্তেজ যেমনি।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয়-প্রতিভা। (৩)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-কুমারের সাধারণ শিক্ষার বি সংক্ষেপে বলিয়াছি। ব্রাহ্মণযুবক গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সাঙ্গোপাঙ্গসরহস্যচতু শিক্ষা করতঃ গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতি তাঁহার জীবিকা, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর অধিক কিছু শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। ক্ষত্রিয়-কুমারের পক্ষে কিন্তু আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করা আবশ্য ক্ষত্রিয়-কুমার গুরুগৃহে তাঁহার ব্রাহ্মণসতীর্থদিগের সহিত যে পরা এবং অপ বিদ্যা শিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মন উন্নত, চরিত্র সুগঠিত এবং আত্ম অধিকার জন্মিয়াছে। তথাপি তাঁহার পক্ষে এই শিক্ষা প্রচুর নহে। প্রজাপা ও রাজ্যরক্ষা তাঁহার কার্য্য, সুতরাং কেবল জ্ঞানের অনুশীলন-মূলক শি (intellectual culture) তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ সহায়তা করি পারিবে না। এই নিমিত্ত শাস্ত্র-জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ কলা বিদ্যা আয়ত্ত ক তাঁহার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। প্রাচীন শাস্ত্রে চতুঃষষ্টী কলাবিদ্যার প পাওয়া যায়। সমুদয় কলা বিদ্যায় দক্ষতা থাকিলে ক্ষত্রিয়-যুবকের সংসার-সং কি প্রকার সাহায্য হয়, তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। সেই চতুঃষষ্টী ক এই—

(১) গীতম্ (গান), (২) বাদ্যম্ (বাজ্‌না), (৩) নৃত্যম্ (নাচ), (৪) আলে (চিত্রবিদ্যা), (৫) বিশেষকচ্ছেদ্যম্ (তিলক টিপ প্রভৃতি কাটা), (৬) তণ্ড কুসুমবলিবিকারাঃ, (নানা বর্ণের তণ্ডুল অথবা কুসুম দ্বারা মাল্য অথবা চিত্র প্র ক্রিয়া), (৭) পুষ্পাস্তরণম্ (পুষ্পশয্যা প্রস্তুতকরণ), (৮) দশনবসনাঙ্গরা (দন্ত, পরিচ্ছদ ও অঙ্গে নানাবিধ রঙ্ করণ), (৯) মণিভূমিকাকর্ম্ম (মণি মাণি দ্বারা হর্ম্ম্যতল প্রস্তুত করা), (১০) শয়নরচনম্ (বিবিধপ্রকার শয্যা প্রস্তুত ক (১১) উদকবাদ্যম্ (জলে কৌশল পূর্ব্বক বাদ্য করা), (১২) উদকাঘা (হস্ত এবং পিচকারী প্রভৃতি দ্বারা জলক্ষেপ), (১৩) চিত্রাশ্চযোগাঃ (না প্রকার বিচিত্র যোগ বা উপায়, যাহাতে পলিত কেশ কৃষ্ণ করা যায়, গলিত কঠিন করা যায় ইত্যাদি), (১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ (নানাবিধ মাল্যগ্র কৌশল), (১৫) শেখরকাপীড় যোজনম্ (শিরোভূষণ প্রস্তুত), (১৬) নেপ প্রয়োগঃ (অভিনয়ের জন্য পাত্র পাত্রী-সাজান এবং দৃশ্যপট নির্ম্মাণ), (১ কর্ণপত্রভঙ্গাঃ (রমণীদিগের কপোলে চন্দন কস্তুরী কুসুমাদি দ্বারা চিত্র ক

) গন্ধযুক্তিঃ (নানাবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করণ), (১৯) ভূষণযোজনম্ লার পরিবার ও পরাইবার কৌশল), (২০) ঐন্দ্রজালাঃ কৌচুমারাশ্চ যোগাঃ ল 'magic' এবং কুচুমার প্রচারিত বিবিধ যোগ বা উপায় যাহাতে াকে অন্যের প্রিয় করা যায়), (২১) হস্তলাঘবম্, (হস্তের লঘুতা, যেমন icএ দেখা যায়), (২২) বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া (পাক-বিদ্যা),) পানকরসরাগাসবযোজনম্ (ভাল ভাল সুরা, সরবৎ করা), (২৪) সূচীবান- (সূচীশিল্প), (২৫) সূত্রক্রীড়া (সূত্র বা দড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার), (২৬) বীণাডমরুকবাদ্যানি, (২৭) প্রহেলিকা, (২৮) প্রতিমালা কাব্য বিশেষ), যথা—

"প্রতিশ্লোকং ক্রমাদ্‌যত্র সংধায়াক্ষরমণ্ডিতম্।
পঠেতাং তোকমন্যোন্যং প্রতিমালেতি সোচ্যতে॥"

যে শ্লোকের অন্তিমভাগ হইতে পাঠ করিলেও অর্থযুক্ত কবিতা হয়, যেমন কৃষ্ণবিলোমকাব্যম্), (২৯) দুর্ব্বাচকযোগাঃ (এরূপ শব্দ প্রয়োগযুক্ত রচনা অতি ক্লেশে পাঠ করা বা বুঝিতে পারা যায়), (৩০) পুস্তকবাচনম্ (ভাল পুস্তক পাঠ), (৩১) নাটকাখ্যায়িকাদর্শনম্ (অভিনয় ক্রিয়া), (৩২) সমস্যাপুরণম (সমস্যা পূর্ত্তি), (৩৩) পট্টিকাবেত্রবানবিকল্পাঃ (বেত্রাদি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত), (৩৪) তক্ষকর্মাণি (শয়নাসনাদি নির্ম্মাণ, সূত্রধরের), (৩৫) তক্ষণম্ (wood-carving কাষ্ঠে খোদাই, ইত্যাদি), (৩৬) বাস্তুবিদ্যা (প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ), (৩৭) রৌপ্যরত্ন পরীক্ষা (সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু), (৩৮) ধাতুবাদঃ (সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতুকে তাহাদের প্রস্তরাদি হইতে বিভিন্ন করা এবং তাহাদিগের পাতন, শোধন, পরস্পর নানাবিধ মিশ্র ধাতু উৎপন্ন করা), (৩৯) মনিরাগাকারজ্ঞানম্ (বিবিধ মানিক্য চেনা), (৪০) বৃক্ষায়ুর্বেদযোগাঃ (বৃক্ষের অর্থাৎ—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও বর্গের পীড়ার চিকিৎসা), ৪১) মেষকুক্কুটলাধকযুদ্ধবিধিঃ (cock fighting), শুকসারিকাপ্রলাপনম্ (পাখীপড়ানর কৌশল), (৪৩) উৎসদ্দনে সংবাহণে মর্দ্দনে চ কৌশলম্ (মর্দ্দন দুই প্রকার পা দিয়া ও হাত দিয়া। পা দিয়া বা 'মাড়ান'কে উৎসাদন বলে, হাত দিয়া মাথায় তেল মাখান প্রভৃতি কেশ- এবং হাত দিয়া অবশিষ্ট অঙ্গ মর্দ্দনকে সংবাহন বলে), (৪৪) অক্ষরমুষ্টিকা- (cypher লিখিবার ও পড়িবার কৌশল), (৪৫) ম্লেচ্ছিতবিকল্পাঃ সাধু শব্দোপনিবন্ধমপ্যক্ষরবিন্যাসাদস্পষ্টার্থং তন্ম্লেচ্ছিতম্। গূঢ়বস্তুমন্ত্রার্থ-

মেতৎ একরূপ cypher), (৪৬) দেশভাষাবিজ্ঞানম, (দেশে প্রচলিত ভাষ সমূহের জ্ঞান), (৪৭) পুষ্পশকটিকা (ফুল দিয়া নানাবিধ ক্রীড়ায় দ্রব্য প্রস্তুত করা), (৪৮) নিমিত্তজ্ঞানম্ (শাকুনবিদ্যা, পশুপক্ষী ইত্যাদির গমন, চীৎকারাদি হইতে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জ্ঞান), (৪৯) যন্ত্রমাতৃকা (নানাবিধ যন্ত্র প্রস্তুত বিদ্যা), (৫০) ধারণমাতৃকা (স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত করার কৌশল), (৫১) সংপাঠ্যম্ (?), (৫২) মানসী (দৃশ্যাদৃশ্য বিবিধ বিষয়িনী চিন্তা), (৫৩) কাব্যক্রিয়া (কাব্যলেখন), (৫৪) অভিধানকোষঃ (শব্দার্থ বিদ্যা), (৫৫) ছন্দোজ্ঞানম্, (৫৬) ক্রিয়াকলাপঃ, (৫৭) ছলিতকযোগাঃ, (৫৮) বস্ত্রগোপনানি, (৫৯) দ্যুতবিশেষাঃ, (৬০) আকর্ষক্রীড়া, (৬১) বালক্রীড়ানকানি, (৬২) বৈনয়িকীনাং, (৬৩) বৈজয়িকীনাং, (৬৪) ব্যায়ামিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্।

ক্ষত্রিয়-রাজকুমারগণ হিন্দুরাজ্য সময়ে কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার নিদর্শন রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, মহাকবি বাণভট্টের সময়েও ক্ষত্রিয়-কুমারদিগকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা তদীয় মহাকাব্য কাদম্বরীতে কুমার চন্দ্রাপীড়ের শিক্ষা বর্ণন ব্যপদেশে প্রদত্ত হইয়াছে।* পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই কাদম্বরী রসাস্বাদ করিয়া ধন্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই, তথাচ, সেকালের শিক্ষা বিধি কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার অভিপ্রায়, তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া সেই "স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা" কাদম্বরী-কথা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তারাপীড়ঃ ক্রীড়াব্যাসঙ্গবিধানার্থং বহির্নগরাদনুশিপ্রমর্দ্ধক্রোশমাত্রায়াম অতিমহতাতুহিনগিরিশিখরানুকারিণা সুধাধবলেন প্রকারমণ্ডলেন পরিবৃতম্ অনুপ্রাকার মাহিতেন মহতা পরিখাবলয়েন পরিবেষ্টিতম্, অতিদৃঢ়কপাট সম্পুটম্, উদ্‌ঘাটিতৈক দ্বার প্রবেশম্, একান্তোপরিচিত তুরগবাহ্যালী বিভাগম্ অধঃকল্পিত ব্যায়ামশালম্, অমরাগারাকারং বিদ্যামন্দির মকারয়ৎ। সধবিদ্যাবার্নানাং সংগ্রহে যত্নমতি মহাগুমন্বাতিষ্ঠৎ।" * * * *

"চন্দ্রোপীড়োঽপ্যনন্যহৃদয়তয়া যথা নিয়ন্ত্রিতো রাজ্ঞা অচিরেণৈবকালেন যথা স্বমাত্মকৌশলং প্রকটয়ন্তিঃ পাত্রবশাদুপজতোৎসাহৈরাচার্য্যৈরুপাদশ্যমানঃ সর্ব্বা বিদ্যা জগ্রাহ। মণিদর্পণ ইবাতিনির্মলে তস্মিন সঞ্চক্রাম সকলঃ কলাকলাপঃ

* ঐতিহাসিকগণের মতে হর্ষ নরপতির আশ্রিত মহাকবি বাণভট্ট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তাহি পদে, বাক্যে, প্রমাণে ধর্ম্মশাস্ত্ররাজনীতিষু, ব্যায়ামবিদ্যাসু, চাপচক্রচর্ম-কৃপাণ শক্তি তোমর পরশুগদা প্রভৃতিষু সর্ব্বেষায়ুধবিশেষেষু, রথচর্য্যাসু, গজপৃষ্ঠেষু, তুরঙ্গমেষু, বীণাবেণুমুরজকাংস্যতালদর্দ্দুরপুট প্রভৃতেষু গন্ধর্ব্ববেদবিশেষেষু, চিত্র-কর্ম্মণি, যন্ত্রচ্ছেদ্যে, পুস্তকব্যাপারে লেখ্যকর্ম্মণি, সর্ব্বাসু দ্যূতকলাসু, গন্ধশাস্ত্রেষু, শকুনিরুতজ্ঞানে, গ্রহগণিতে, রত্নপরীক্ষাসু, দারুকর্ম্মণি, দন্তব্যাপারে, বাস্তুবিদ্যাসু, আয়ুর্ব্বেদে, মন্ত্রপ্রয়োগে, বিষাপহরণে, সুরঙ্গোপভেদে, তরণে, লঙ্ঘনে, প্লুতিষু, আরোহণে, রতিতন্ত্রেষু, ইন্দ্রজালে, কথাসু, নাটকেষু, আখ্যায়িকাসু, কাব্যেষু, মহাভারতপুরাণেতিহাস রামায়ণেষু, সর্ব্বলিপিষু, সর্ব্বদেশভাষাসু, সর্ব্বসংজ্ঞাসু, শিল্পেষু, ছন্দঃস্বন্যেষ্বপি কলাবিশেষেষু পরং কৌশলমবাপ।"

উপরিধৃত বাক্যাংশের মর্ম্মানুবাদ :—

যাহাতে কুমারের কেবল ক্রীড়াকৌতুকে কালক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য মহারাজ তারাপীড় নগরের বহির্দ্দেশে শিপ্রাতটিনীতটে গিরিরাজ হিমালয়ের শিখরানুরূপ সুধাধবলিত অত্যুচ্চ প্রকটীর বেষ্টিত, প্রাচীরের বাহিরে জলপূর্ণ প্রহতী পরিখা পরিবেষ্টিত, অতিদৃঢ় কপাটযুক্ত, একমাত্র প্রবেশদ্বার সংযুক্ত অমরনগরাকার এক রমণীয় বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিদ্যামন্দিরের ভিতর অশ্বসঞ্চালনোপযোগী বীথ্যাসমূহ প্রস্তুত হইল এবং ঐ প্রাসাদোপম আলয়ের নিম্নতলে সমস্ত উপকরণ সমেত ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইল। নরপতি পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহামোহপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে সযত্নে সংগ্রহ করতঃ তথায় নিযুক্ত করিলেন। * *

চন্দ্রপীড় পিতৃনিদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক অনন্য হৃদয়ে বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন এবং অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহার বুদ্ধি কৌশল দর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই কুমার সর্ব্ববিদ্যা ও সকল কলায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। মণিদর্পণের ন্যায় তাঁহার অতি নির্ম্মল বুদ্ধিতে অখিল কলা প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় বৈশেষিক, ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়াম বিদ্যা, ধনু চক্র খড়্গচর্ম্মশক্তি তোমর গদা পরশু প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা, রথচালন, গজারোহণ, অশ্বারোহণ, বীণাবেণুমুরজ-কাংস্যতালদর্দ্দুরাদি বাদ্যশাস্ত্র, ভরতাদি ঋষি প্রণীত নৃত্যশাস্ত্র, নারদাদি ঋষি প্রণীত গান্ধর্ব্ববেদ, হস্ত্যশ্বজ্ঞান, সামুদ্রিক, চিত্রকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, পুস্তকপ্রণয়ন, লেখন, দ্যূতকলা, গন্ধশাস্ত্র, পশুপক্ষ্যাদির চেষ্টাদির দ্বারা ভাবী শুভাশুভ পরিজ্ঞান, গ্রহগণিত, রত্নপরীক্ষা, দারুকর্ম্ম, গজদন্তের শিল্প, প্রাসাদ সেতুরথ্যাদি প্রস্তুত বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, মন্ত্রপ্রয়োগ, বিষচিকিৎসা, সুরঙ্গ ভেদ (tunnel-making), সন্তরণ,

মেতৎ একরূপ cypher), (৪৬) দেশভাষাবিজ্ঞানম, (দেশে প্রচলিত ভাষা সমূহের জ্ঞান), (৪৭) পুষ্পশকটিকা (ফুল দিয়া নানাবিধ ক্রীড়ার দ্রব্য প্রস্তুত করা), (৪৮) নিমিত্তজ্ঞানম্ (শাকুনবিদ্যা, পশুপক্ষী ইত্যাদির গমন, চীৎকারাদি হইতে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জ্ঞান), (৪৯) যন্ত্রমাতৃকা (নানাবিধ যন্ত্র প্রস্তুত বিদ্যা), (৫০) ধারণমাতৃকা (স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত করার কৌশল), (৫১) সংপাঠ্যম্ (?), (৫২) মানসী (দৃশ্যাদৃশ্য বিবিধ বিষয়িনী চিন্তা), (৫৩) কাব্যক্রিয়া (কাব্যলেখন), (৫৪) অভিধানকোষঃ (শব্দার্থ বিদ্যা), (৫৫) ছন্দোজ্ঞানম্, (৫৬) ক্রিয়াকলাপঃ, (৫৭) ছলিতকযোগাঃ, (৫৮) বস্ত্রগোপনানি, (৫৯) দ্যুতবিশেষাঃ, (৬০) আকর্ষক্রীড়া, (৬১) বালক্রীড়ানকানি, (৬২) বৈনয়িকীনাং, (৬৩) বৈজয়িকীনাং, (৬৪) ব্যায়ামিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্।

ক্ষত্রিয়-রাজকুমারগণ হিন্দুরাজ্য সময়ে কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার নিদর্শন রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, মহাকবি বাণভট্টের সময়েও ক্ষত্রিয়-কুমারদিগকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা তদীয় মহাকাব্য কাদম্বরীতে কুমার চন্দ্রাপীড়ের শিক্ষা বর্ণন ব্যপদেশে প্রদত্ত হইয়াছে।* পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই কাদম্বরী রসাস্বাদ করিয়া ধন্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই, তথাচ, সেকালের শিক্ষা বিধি কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার অভিপ্রায়, তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া সেই "স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা" কাদম্বরী-কথা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তারাপীড়ঃ ক্রীড়াব্যাসঙ্গবিধানার্থং বহির্নগরাদনুশিপ্রমর্দ্ধক্রোশমাত্রায়াম অতিমহতাতুহিনগিরিশিখরানুকারিণা সুধাধবলেন প্রকারমণ্ডলেন পরিবৃতম্ অনুপ্রাকার মাহিতেন মহতা পরিখাবলয়েন পরিবেষ্টিতম্, অতিদৃঢ়কপাটসম্পুটম্, উদ্ঘাটিতৈক দ্বার প্রবেশম্, একান্তোপরিচিত তুরগবাহ্যালী বিভাগম্ অধঃকল্পিত ব্যায়ামশালম্, অমরাগারাকারং বিদ্যামন্দির মকারয়ৎ। সর্ববিদ্যাবিনাম্ সংগ্রহে যত্নমতি মহাগুমন্বতিষ্ঠৎ।" * * * *

"চন্দ্রোপীড়োঽপ্যনন্যহৃদয়তয়া যথা নিয়ন্ত্রিতো রাজ্ঞা অচিরেনৈবকালেন যথা স্বমাত্মকৌশলং প্রকটয়দ্ভিঃ পাত্রবশাদুপজতোৎসাহৈরাচার্য্যৈরুপাদশ্যমানঃ সর্ব্বা বিদ্যা জগ্রাহ। মণিদর্পণ ইবাতিনির্ম্মলে তস্মিন সঞ্চক্রাম সকলঃ কলাকলাপঃ

* ঐতিহাসিকগণের মতে হর্ষ নরপতির আশ্রিত মহাকবি বাণভট্ট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

...াহি পদে, বাক্যে, প্রমাণে ধর্ম্মশাস্ত্ররাজনীতিষু, ব্যায়ামবিদ্যাসু, চাপচক্রচর্ম্ম-...পাণ শক্তি তোমর পরশুগদা প্রভৃতিষু সর্ব্বেষায়ুধবিশেষেষু, রথচর্য্যাসু, গজপৃষ্ঠেষু, ...রঙ্গমেষু, বীণাবেণুমুরজকাংস্যতালদর্দ্দুরপুট প্রভৃতেষু গন্ধর্ব্ববেদবিশেষেষু, চিত্র-...র্ম্মণি, যন্ত্রচ্ছেদ্যে, পুস্তকব্যাপারে লেখ্যকর্ম্মণি, সর্ব্বাসু দ্যুতকলাসু, গন্ধশাস্ত্রেষু, ...কুনিরুক্তজ্ঞানে, গ্রহগণিতে, রত্নপরীক্ষাসু, দারুকর্ম্মণি, দণ্ডব্যাপারে, বাস্তুবিদ্যাসু, ...য়ুর্ব্বেদে, মন্ত্রপ্রয়োগে, বিষাপহরণে, সুরঙ্গোপভেদে, তরণে, লঙ্ঘনে, প্লুতিষু, ...রোহণে, রতিতন্ত্রেষু, ইন্দ্রজালে, কথাসু, নাটকেষু, আখ্যায়িকাসু, কাব্যেষু, ...ভারতপুরাণেতিহাস রামায়ণেষু, সর্ব্বলিপিষু, সর্ব্বদেশভাষাসু, সর্ব্বসংজ্ঞাসু, ...ন্ত্রেষু, ছন্দঃস্বন্যেষ্বপি কলাবিশেষেষু পরং কৌশলমবাপ।"

উপরিধৃত বাক্যাংশের মর্ম্মানুবাদ :—

যাহাতে কুমারের কেবল ক্রীড়াকৌতুকে কালক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য মহারাজ ...রাপীড় নগরের বহির্দ্দেশে শিপ্রাতটিনীতটে গিরিরাজ হিমালয়ের শিখরানুরূপ ...ধবলিত অত্যুচ্চ প্রকটীর বেষ্টিত, প্রাচীরের বাহিরে জলপূর্ণ প্রহতী পরিখা ...রিবেষ্টিত, অতিদৃঢ় কপাটযুক্ত, একমাত্র প্রবেশদ্বার সংযুক্ত অমরনগরাকার এক ...ণীয় বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিদ্যামন্দিরের ভিতর অশ্বসঞ্চালনোপযোগী ...্যাসমূহ প্রস্তুত হইল এবং ঐ প্রাসাদোপম আলয়ের নিম্নতলে সমস্ত উপকরণ ...েত ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইল। নরপতি পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ...মোহপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে সযত্নে সংগ্রহ করতঃ তথায় নিযুক্ত করিলেন। * *

চন্দ্রপীড় পিতৃনিদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক অনন্য হৃদয়ে বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন ...ং অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহার বুদ্ধি কৌশল দর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া শিক্ষা ...প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই কুমার সর্ব্ববিদ্যা ও সকল ...লায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। মণিদর্পণের ন্যায় তাঁহার অতি নির্ম্মল বুদ্ধিতে ...নিখিল কলা প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় ...বৈশেষিক, ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়াম বিদ্যা, ধনু চক্র খড়্গচর্ম্মশক্তি তোমর গদা ...পরশু প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা, রথচালন, গজারোহণ, অশ্বারোহণ, বীণাবেণুমুরজ-...কাংস্যতালদর্দ্দুরাদি বাদ্যশাস্ত্র, ভরতাদি ঋষি প্রণীত নৃত্যশাস্ত্র, নারদাদি ঋষি প্রণীত ...গন্ধর্ব্ববেদ, হস্ত্যশ্বজ্ঞান, সামুদ্রিক, চিত্রকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, পুস্তকপ্রণয়ন, লেখন, ...দ্যুতকলা, গন্ধশাস্ত্র, পশুপক্ষ্যাদির চেষ্টাদির দ্বারা ভাবী শুভাশুভ পরিজ্ঞান, ...গ্রহগণিত, রত্নপরীক্ষা, দারুকর্ম্ম, গজদন্তের শিল্প, প্রাসাদ সেতুরথ্যাদি প্রস্তুত বিদ্যা, ...আয়ুর্ব্বেদ, মন্ত্রপ্রয়োগ, বিষচিকিৎসা, সুরঙ্গ ভেদ (tunnel-making), সন্তরণ,

লঙ্ঘন, ধাবন, আরোহণ, রতিশাস্ত্র, ইন্দ্রজাল, কথা, নাটক, আখ্যায়িকা কাব্য, মহাভারত রামায়ণাদি পুরাণেতিহাস, সর্ব্বদেশীয় লিপিবিদ্যা, সর্ব্বদেশভাষা, সর্ব্বশিল্প, প্রভৃতি সর্ব্ববেদবিদ্যা ও কলায় পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন।*"

প্রাচীন আর্য্য সভ্যতানুমোদিত ক্ষত্রিয়কুমারের শিক্ষার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আত্মতত্ত্ব বিষয়িণী শিক্ষালাভ ক্ষত্রিয়-কুমার ব্রাহ্মণপুত্রের অপেক্ষা কম অধিকারী ছিলেন না। ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় যজন এবং অধ্যয়নে তুল্যাধিকারী। মানসিক এবং নৈতিক শিক্ষায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ সমকক্ষ কিন্তু শারীরিক, সামাজিক এবং কলাবিদ্যায় ব্রাহ্মণ অধিকারী না থাকিলেও কার্য্যতঃ তিনি সে দিকে মন দিতেন না। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অতি উচ্চ শিক্ষিত ক্ষত্রিয় রাজার নাম প্রাচীন শাস্ত্রে শত শত পাওয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় বিদ্বান্, রাজনীতি নিপুণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা নগন্য বলিলেও হয়। মহাভারতীয় যুদ্ধে কুরুপক্ষীয় সেনাপতিত্রয়কে (দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থমা) পরিত্যাগ করিলে ধনুর্ব্বেদপারগ ব্রাহ্মণের নাম পাওয়াই কঠিন। রাজনীতিনিপুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে চাণক্যের নামই প্রসিদ্ধ; তবে বিষ্ণুশর্ম্মা নামক নীতিবিদ্ ব্রাহ্মণ 'পঞ্চতন্ত্র' নামক বালকপাঠ্য পুস্তকবিশেষের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া জনশ্রুতি আছে, কিন্তু তিনি ও কৌটিল্য চাণক্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ জীবিকা অবলম্বন করায় তাঁহাকে বাহুবলের অনুশীলন করিতে হয় নাই এবং পুরোহিতের পক্ষে শিল্প, কলা বা আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রই বা কি প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে? আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারি উপবেদ এবং চতুঃষষ্ঠী কলা বিদ্যাকে ব্রাহ্মণগণ একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছিলেন।

আমরা যেরূপ দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে ক্ষত্রিয়-কুমারের শিক্ষা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোর নিয়মাবলী পালনে দেহ বলবান, কষ্টসহিষ্ণু এবং নীরোগ হইত। কাম, ক্রোধাদি রিপু দীর্ঘকালের শাসনে নিয়ভিপ্রায় সংযত হইত। সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য বেদাধ্যয়নে চিন্তাশক্তি মার্জ্জিত, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ, উন্নত এবং ব্রহ্মাভিমুখিনী হইত। ধনুর্ব্বেদ ব্যায়ামাভ্যাসে একদিকে দেহ কঠিন, কর্ম্মঠ, এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত

* ৺পণ্ডিত তারাশঙ্কর কবিরত্ন কৃত কাদম্বরীর অনুবাদে কাদম্বরী গ্রন্থের অনেক অংশের অনুবাদ পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ত এবং অন্যদিকে ভয়, দীনতা, ঔদাস্য প্রভৃতি মানসিক গ্লানি দূরীভূত হইয়া ত্তের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সম্পাদিত হইত। তদুপরি নানাবিধ শিল্প ও ললিত কলায় ভ্যাসে রুচি-মার্জ্জিত এবং উন্নত, প্রতিভা প্রখর হইয়া উঠিত এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষায় শিক্ষিত যুবক সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিবার সর্ব্বপ্রকার উপযুক্ত করণ সংগ্রহ করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন। সারের সহস্র প্রলোভনেও তাঁহার প্রলুব্ধ হইবার যেমন সম্ভাবনা থাকিত না, রূপ তাহার প্রতি ভ্রূকুটীতেও ভীত হইবারও কোন কারণ থাকিত না। ত্য মনুষ্যোচিত যে সকল জীবিকা তাঁহার পক্ষে উন্মুক্ত। কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি ামশালায়, কি বিচারালয়ে, কি রোগীগৃহে সর্ব্বত্র তিনি সমান ভাবে নির্ভয় ং অটল। রাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালন ব্যপদেশে যতপ্রকার কূট সমস্যা স্থিত হইতে পারে, তাঁহার শিক্ষা সে সকলেরই সমাধানের নিমিত্ত, তাঁহাকে র্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখিয়াছে। রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি ও মনুষ্য, পশু, ক্ষা, বৃক্ষাদির মড়ক প্রভৃতি দৈব আপৎ আপতিত হউক, অথবা বিদেশীয় রাজ্য- দিগ্‌বিজয়ী বীর, অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ্য আক্রমণ করুক সুশিক্ষিত ত্রিয়-কুমার কিছুতেই ভীত হইবার নহেন। যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-কুমার ইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সংসার-সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইতেন, ততদিন াহার জয়লাভ অপরিহার্য্য ছিল, ততদিন জীবন-সংগ্রামে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বীর তীয় কেহ ছিল না, থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

কিন্তু পুনশ্চ প্রশ্নকারিগণ প্রশ্ন করিলেন, ক্ষত্রিয়-কুমার যতই সুশিক্ষিত হউন, সার-সংগ্রামে তিনি অপ্রতিহত বীর্য্য হউন, রাজ্য-রক্ষা এবং প্রজা পালনে তিনি শরথি রাম তুল্য হউন, ধর্ম্মজগতে তাঁহার স্থান কোথায়? ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণই র্ম্মজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্তই আর্য্য- গের শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা করিয়া আসিলাম। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ধর্ম্ম র্থে ঐন্দ্রজালিক কোন অত্যাশ্চর্য্য বা অবান্তর দ্রব্য নহে। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতার র্ম্ম বলিলে আমরা কি বুঝি? যাহা না থাকিলে জন্তু বিশেষকে আমরা "পশু" ই আখ্যা দিতে পারি না, এবং যাহা তাহার আছে বলিয়াই আমরা তাহাকে ন্যান্য সহস্র পদার্থ হইতে "পশু" বলিয়া জানিতে পারি, তাহাই পশুর ধর্ম্ম বা "পশুত্ব"। পক্ষীর, বৃক্ষের ধর্ম্ম ও তাহাদের সেই বিশেষত্ব "পক্ষিত্ব" বা "বৃক্ষত্ব"। নুষ্যের ধর্ম্ম বলিলেও আমরা সেই বিশেষত্ব বা "মনুষ্যত্ব" বুঝি। দেহ ও মন ইয়া মানুষ। দেহ ও মনের সম্যক এবং সুসমঞ্জস স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যের

মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম। যে সমাজে অধিক সংখ্যক নরনারী এইরূপ শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সেই সমাজই ধার্ম্মিক সমাজ। প্রকৃত সভ্যতা এবং ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয়। সবল ও নীরোগ দেহ এবং নৈতিক ও সামাজিক বৃত্তিগুলির যথোচিত পরিস্ফূর্ত্তিযুক্ত মন—এই উভয় লাভ করাই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য। যে শিক্ষায় তাহা লাভ হয়, সেই শিক্ষা দ্বারাই ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং যে সমাজে তদ্রূপ ভাবে শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অধিক সেই সমাজই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উন্নত। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়-জাতি এবম্প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে ধার্ম্মিক নর-নারীর সংখ্যা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিক ছিল। অধিক কি প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় প্রতিভাই ধর্ম্মজগতের নেত্রী স্বরূপিণী হইয়া আর্য্য-সম্প্রদায়কে চালিত করিতেন বলিলে কিছুমাত্রও অত্যুক্তি হইবে না। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় লিখিত গ্রন্থাবলী হইতেই আমরা তাহা সপ্রমাণ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

অসামাজিক কায়স্থ (বঙ্গাল)

এবং

কায়স্থদাস বা দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আর একটী কথা এই। এখন যেমন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমস্তই 'শূদ্র' এই বলিয়া একটা গুজব রটনা হইতেছে, যে সময়ে ডেঙ্গরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখনও যদি বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকেও শূদ্র বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডেঙ্গরদের মাতৃগণ শূদ্রভার্য্যা না হইয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ভার্য্যাও হইতে পারে। যদি ডেঙ্গরদের মাতা ক্ষত্রিয় বা শূদ্রভার্য্যা না হইয়া, বৈশ্য-ভার্য্যাই হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কায়স্থের ঔরসে বৈশ্যভার্য্যার গর্ভে সমুৎপন্ন বলিয়া, 'বৈশ্য'ই বলা না হইবে কেন? তবে এই হইতে পারে যে, ইহারা বিশুদ্ধ বৈশ্য নয়, বৈশ্যেরই কোন বিশেষ শাখার বা বিপন্ন বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত। বিপন্ন বলিলে কুলগত, গুণগত বা অবস্থাগত যে কোন প্রকারের বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে। কুলগত বিপন্ন রক্ষা, বিধবার জারজাত পুত্র,

পুত্র আজীবন সমাজে বিপন্নাবস্থায় নিপতিত থাকে এবং লোকহিতকর যে ন নিন্দনীয় কার্য্য, করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এইরূপ বিপন্ন ব্যক্তি পরম্পরা বিপন্নজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; মূর্খ, অলস, ভীরু ইত্যাদি ক্তিরাই গুণগত বিপন্ন; যাহারা দরিদ্র, সর্ব্বপ্রকারে নিঃসহায় অধিকাংশ বা ন্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, তাহারাই অবস্থাগত বিপন্নের উদাহরণ স্থল। গুণগত অবস্থাগত বিপন্নব্যক্তিরা মাত্র নিজ জীবনকাল কিংবা তদপেক্ষা অল্পকালই দগ্রস্ত থাকে; পুত্র পৌত্রাদিকে প্রায়শঃই তাহাদের ফলভোগ করিতে হয় । কিন্তু কুলগত বিপন্ন ব্যক্তিদের (কানীন, গোলক, কুণ্ড ইত্যাদির) চির-নই নিজেদের পিতামাতার দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। ক্বচিৎ ইহার থা হইয়া থাকে। এই ডেঙ্গরগণকে যে অবস্থায়ই ধরা যাউক না কেন, মাদের বিশ্বাস ইহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে রাখিলেই যেন ভাল হয়।

কেহ কেহ বলিতেছেন, গেট্ সাহেব আমাদের হিন্দু জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড য়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছেন; এতদবস্থায় আমরা চারিশ্রেণী কায়স্থের য় করিতে যাইয়া আবার যদি কায়স্থ হইতে অসামাজিক কায়স্থ কায়স্থদাস কে বর্জ্জন করি, অথবা তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া বসি, তাহা হইলে মাদের উদ্দেশ্যই বা সুসিদ্ধ হইল কৈ? তাহা হইলে পরিণামেই আমাদের ল ফলিবে কি? আমরা বলি তাহাদের সহিত আমরা বিচ্ছেদ ঘটাইতে ইতেছি না তাহারা আমাদেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহাদিগকে আমরা যথোপযুক্ত াসনেই উপবেশন করাইতে সচেষ্ট হইয়াছি। যদি আমার একটী কনিষ্ঠ ভাই, মার সঙ্গে একখানা চেয়ারে বসে, তাহা হইলে কি তাহাকে অন্য আসনে তে আদেশ করিব না? আর আমি চেয়ারে বসিয়াছি, এমন সময় যদি মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথায় উপস্থিত হন, তবে তাহাকে কি আমি চেয়ারখানা ড়িয়া দিব না? আমার কনিষ্ঠভ্রাতা বা পুত্রগণ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে হাদিগকে কি সদুপদেশ দিব না? শাসন করিব না? শিষ্টাচার পালনে তাহাদিগকে বিরত করাইব? ছেলে উদ্ধত হইয়া পিতার স্কন্ধে চড়িতেছে, হাকে বাধা দিতে যদি দোষ হয়, তাহা হইলে সমাজের উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে. শন করিতেও দোষ হইবে। পৃথিবীর সমস্ত মানবই একজাতি; তবে চোর, কাত শাস্তিভোগ করিতেছে, এবং সাধুসজ্জন পুরস্কৃত হইতেছেন কেন? যদি ইতর বিশেষের জন্যই দোষ না হয়, তবে জাতিভেদের জন্যই বা দোষ হইবে ন? দুষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণই ত সমাজে হীনজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। চোর

সাধু হউক, শূদ্র সদাচার পালন করুক, অবশ্যই পুরস্কৃত হইবে। উন্নত হইয়াও উচ্চপদের অভিলাষী হইলে, এ দুরাশা পূর্ণ হইবে কেন? ধর্ম্মই জাতীয় উন্নতির মূল। ধর্ম্মকর্ম্মের উন্নতি সাধন কর, অবশ্যই উন্নত জাতিরূপে গণ্য হইবে। ইহাই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের চিরন্তন প্রথা।

যদি সমাজ সংস্কার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সমাজের প্রকৃত তথ্য গ্রহণ না করিব কেন? সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া সমাজবিপ্লব ঘটাইব কি? রক্তের বিশুদ্ধতা হারাইতে যাইব কি? সমাজ দেহকে নিরাময় রাখিতে হইলে, প্রথমতঃ রাসায়নিক চিকিৎসা দ্বারা দূষিত রক্তের শোধন করিয়া লইতে হইবে। হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা আবদ্ধ রসের গতি উৎপাদন করিতে হইবে। এবং শরীরস্থ যাবদীয় জড়তাবস্থার বিলোপ সাধন করিতে হইবে। পদদ্বারা নাসিকা কণ্ডূয়ন এবং হস্তদ্বারা গমনক্রিয়া এইরূপ বিপরীত কার্য্য সম্পাদন করিলে চলিবে না। অর্থাৎ একের কার্য্যে অপরকে নিয়োজিত করিতে হইবে না। যে অঙ্গ যে কার্য্যের উপযোগী তাহাকে সেই কর্ম্মেই নিযুক্ত করিতে হইবে। মূর্খকে জ্ঞানীর সহিত, হীনাচারীকে সদাচারীর সহিত, একাসনে বসাইতে হইবে না। শিশুকে বৃদ্ধ বা যুবক বলিয়া গ্রহণ করিব, এ বিচারই আমাদের ন্যায়বিচার বলিয়া গণ্য হইবে! আমাদের এ অন্যায় আব্দার সমাজ কতক্ষণ তিষ্ঠিবে? উহা কি জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে না?

যদি জাতিভেদ রাখিতে হয়, শিষ্ট বা ধার্ম্মিকের পুরস্কার করিতে হয়, দুষ্ট বা পাপীর শাস্তিপ্রদান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে গুণকর্ম্মভেদে এবং দেশ কাল পাত্রের অবস্থাভেদেই সমাজ গঠন করিয়া লইতে হইবে। আবার মন্দার পর্ব্বত দ্বারা ক্ষীরোদ মন্থন করিতে হইবে। সমাজকে বিশেষরূপে আলোড়িত করিতে হইবে। আমাদের কায়স্থ জাতিতে অনর্থক কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক ভর্ত্তি করিয়া লইবার প্রয়োজন কি? যদি তাহারা ভবিষ্যতে গুণগরিমায় আমাদের সমকক্ষ হইতে পারে, তবে তখন তাহাদিগকে অবশ্যই আমাদের জাতি বা দলে গ্রহণ করা যাইবে। তখন গ্রহণ করিতেও কাহারই আপত্তি থাকিবে না। এই ত আমাদের হিন্দু সমাজে কতকগুলি ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক আছে; বলুন ত, ইহাদিগের সংখ্যাধিক্যে আমাদের কি লাভ হইতেছে? যদি আমরা এই অলসপ্রকৃতি পাপনিরত ভিক্ষুকদিগকে আমাদের হিন্দুর দল হইতে তাড়াইয়া দিই, অথবা আমাদের শ্রেণী হইতে তাহাদের নাম কাটিয়া দিই, তাহা হইলে ইহাতে আমাদের ক্ষতি কি হইবে? ইহারা অন্যদলে প্রবেশ করিলেই বা সেই দলের কাহার কি উপকারে আসিবে?

এই ভিক্ষুকদিগকে ভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়, যদি চোণা-রূপ দুগ্ধ হইতে ছানা বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের অনেক কাজে লাগিবে॥ এই অবস্থায় তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে, আমাদের কোনই লোকসানের কারণ নাই। নচেৎ ইহাদিগকে লওয়াতে আমাদিগের লাভ নাই। অসামাজিক কায়স্থ এবং কায়স্থ দাসদিগকে যদি আমাদের কায়স্থ জাতির লোকদের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমাদের দলে লইতে কোনও প্রতিবন্ধকতার কারণই বিদ্যমান থাকিবে না। এখন কিছুকাল ইহাদিগকে পৃথক রাখিয়াই দেখা যাউক না কেন। দেখি ইহার ফল কিরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

অসামাজিক কায়স্থগণ সদ্‌গৃহী নামে পরিচিত।* ইহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে এখন আর কায়স্থের বাধা নাই। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মিশ্রণে, কাহাকেও সুখী হইতে দেখা যায় না। দুই বিভিন্ন প্রকৃতির একত্র সন্নিবেশ হওয়াতে, তাহাদের উভয়েরই সাংসারিক এবং মানসিক ইত্যাদি নানারূপ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। এসব অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও যদি কায়স্থগণ কায়স্থ-সমাজের লোকসংখ্যা বা লোকবল বৃদ্ধি করিতে চান, তাহা হইলে একবার পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিবেন। অন্ততঃ অসামাজিক কায়স্থদিগকে দলে লাইলেও কায়স্থ-দাসদিগকে পৃথক রাখিতে চেষ্টা পাইবেন। আমরা পল্লীবাসী ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত হইলেও আমাদের কথাগুলি একেবারে উড়াইয়া দিবেন না। আর উক্ত উভয়শ্রেণীকেই পৃথক রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে চেষ্টা পাইবেন; নতুবা বিশুদ্ধভাবে জাতি নির্ণয় হইবে না।

বিগত লোকগণনায় গবর্ণমেণ্ট কায়স্থদাসদিগকে শূদ্রের ঘরে লিখিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এবং লোকগণনার নিয়মাবলীতে উদাহরণ স্বরূপে কায়স্থ-দাসদের ব্যবসায়ের ঘরে বাসার চাকরি অর্থাৎ দাসত্ব কর্ম্ম, এবং জাতির ঘরে শূদ্রশব্দ সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। দেখা যাউক, কায়স্থ দাসগণ আপনাদের জাতি সম্বন্ধে কি বলে?

* সাধারণ লোকে সদ্‌-গৃহীকে সদ্‌-গৃহস্থ বলে। কারণ তাহারা কৃষিকর্ম্মকে গৃহস্থি এবং কৃষককে গৃহস্থ বলিয়া জানে। সদ্‌-গৃহস্থ শব্দের অর্থ সচ্চাষী ধরা যাইতে পারে। অসামাজিক কায়স্থের কেহ পরিচয় জানিতে চাহিলে উত্তরে ইহাই জানিতে পারে যে, তাহাদের অস্থি শুদ্ধ আছে, গোলাম নহে, গোলামে ইহাদের সম্বন্ধ নাই। ইহারা সদ্‌-গৃহস্থ।

উপসংহারে ইহাই বলিতেছি যে, অসামাজিকে কায়স্থ এবং কায়স্থ দাসগ[ণ] কায়স্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। কায়স্থজাতীয়া স্ত্রীলোকদের ন্যায় ইহাদের স্ত্রীলোকদের পাতিব্রত্যধর্ম্ম একেবারে নাই বলিলেই হয়। স্বামীসে[বা] কি, বোধ হয় তাহারা তাহাই অবগত নহে। ইহাদের দাম্পত্যপ্রণয়ও তথৈবচ। গুরুজনের সেবাশুশ্রূষা করাও ইহাদের অনভ্যাস। এজাতীয় স্ত্রীলোকদের লজ্জাশীলতাও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কতক[গু]লি অসামাজিক কায়স্থ এমনই নীচ প্রকৃতির যে, তাহারা নানাবিধ অন্যায় কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না এইরূপ শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ লোকে ছৈয়ালিমজুরি করিয়া খায়। আইন আদালতে পিয়নের কার্য্য ও প্রতিহারীর কার্য্য করে, রাজমিস্ত্রী ও সামান্য চিকিৎসকের কার্য্য ইত্যাদিও করিয়া থাকে। দোকানে লবণ তৈল ইত্যাদি বিক্রয় করে। ইহারা এমনই জঘন্য প্রকৃতির লোক যে, মূল্য লইয়াও বিভিন্ন জাতির নিকট আপন আপন কন্যাগুলি বিক্রয় করিয়া থাকে। বিধবা পুত্রবধূ ইত্যাদিকে হয় অপরের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া দেয় এ সুযোগে কিঞ্চিৎ আদায়ও করিয়া থাকে, নয় ইহাদিগকে ভিক্ষার্থিনী বৈষ্ণবী করিয়া দেয়। ইহারা এই প্রকারের নানাবিধ কুকর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কি অসামাজিক কায়স্থ, কি কায়স্থ দাস, ইহাদের কাহারই গৃহে কায়স্থের ন্যায় বিগ্রহ স্থাপিত নাই। কায়স্থদিগকে সাধারণ লোকে ভদ্রলোক বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদিগকে কেহই তদ্রূপ বলেনা। শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, সত্যবাদিত্ব, দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সর্ব্বগুণেই ইহারা কায়স্থ হইতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। কায়স্থদাসগণ অসামাজিক কায়স্থ হইতে আরও এক কাঠি উপরে উঠিয়াছে, ইহারা এতদিন মাত্র কায়স্থেরই দাসত্ব করিয়া আসিতেছিল; এখন ইহারা সর্ব্বভুক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন ইহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ ইত্যাদি সমস্ত জাতিরই দাসত্বে প্রবৃত্ত হইতেছে। গুণে বড় না হইলে, কাহাকেও মুখে বলিয়া বড় করা যায় না। সহস্র মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করা অপেক্ষা পাঁচজন সুপণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করাও শ্রেয়ঃ। অশিক্ষিতের দল বাড়াইয়া লইয়া যে জাতিরই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, সে জাতিরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জ্ঞানী এবং সদাচারসম্পন্ন কায়স্থ নির্ব্বাচন করিয়াই কায়স্থের জাতীয়দল গঠন করা বিধেয়। এবং অনাচারী কায়স্থদের গুণের উৎকর্ষে উন্নীত এবং যতদিন সমস্ত কায়স্থের উপবীত না হয়, ততদিন সদাচারী কায়স্থদের গুণের অপকর্ষে অবনমিত করিয়া লইবার বিধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থাৎ

[উপ]বীত কায়স্থের মধ্যেও যাহারা ধার্ম্মিক, তাহাদিগকে ঐ কায়স্থদলভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। আর যাহারা উপবীতী কায়স্থ হইয়াও সদাচার পালন না করে থাকে, তাহাদিগকে এই কায়স্থদল হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই মাত্র-সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে।

কায়স্থদাসদের বিশেষ লক্ষণ এই, ইহারা বাসায় চাকুরী করে, জমিদারের বাড়ীতে পাহারার কাজ করে, বিবাহে পাটধরে, ব্রাহ্মণকায়স্থাদি জাতির ভাতের পাত্র মার্জ্জন করে, এবং তাঁহাদের সঙ্গীরূপে পথ চলে। কেহ কেহ মুটিক মজুরী ছৈয়ালি ইত্যাদি করিয়া থাকে। অন্যান্য নিকৃষ্ট কাজও করে। সহজেই ইহাদিগকে সমাজ হইতে বাছিয়া বাহির করা যায়। সামাজিক কায়স্থদের বা অসামাজিক সদ্গৃহীদের সহিত ইহাদের মিশিয়া যাইবার উপায় নাই।

ডেঙ্গরগণ কায়স্থদের ন্যায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অধিকারী নহে। কায়স্থের ঔরসে জন্মিলেই কায়স্থ হইতে পারে না। অনুলোমজ জাতি বীজের উৎকর্ষে অর্থাৎ উচ্চ জাতীয় পিতার ঔরসে উৎপন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইলেও ক্ষেত্রের অপকর্ষে অর্থাৎ নিম্ন জাতীয়া মাতা হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়াতে মাতার জাতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কায়স্থের ঔরসজাত বলিয়া কায়স্থের দাসী পুত্রগণও কায়স্থ হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত নবশায়কগণও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈদ্যগণও ব্রাহ্মণাচার গ্রহণে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু অবশ্যই তাহারা মাতার জাতি অনুসারে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতেন না।

সদ্গৃহীরা বাঙ্গাল স্বীকার করুক আর নাই করুক আমাদের তাহাতে লাভ লোকসান নাই। আমরা অসামাজিক কায়স্থ বলিয়াই তাহাদের নাম করণ করিয়াছি। পূর্ব্বদেশী কায়স্থকে 'পুর কায়স্থ' বলে, ইহারা তাহাও হইতে পারে। কায়স্থ দাসগণও হয়ত ডেঙ্গর স্বীকার করিবে না। না করুক তাহারাত, সামাজিক কায়স্থ নহে? যাহার যে জাতি, তাহাদিগকে তাহা বলিতে আমাদের অপরাধ হইবে কেন? যদি কোনও এক কায়স্থ পরিবারে একটী দাসীর পুত্র জন্মে কে না জানিতে পারে, যে ছেলেটী কায়স্থ হইলে উৎপন্ন হয় নাই? এতদবস্থায় ঐ ছেলেটীকে 'ডেঙ্গর' বলিলে কেন আমাদের অনুচিত অপরাধ হইবে? গবর্ণমেণ্ট দাসত্ব প্রথা রহিত করিয়াছিলেন বটে, তা, বলিয়া কি ভূমণ্ডল হইতেও দাস জাতি লুপ্ত হইয়াছে? পোষা পাখীর শৃঙ্খল খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কৈ তাহারাত উড়িয়া ফিরিয়া স্বাধীন হইতে

পারিতেছে না? গৃহার পিঞ্জরে বসিয়া দুগ্ধ পান করিয়াই সুখী হইতেছে। অভ্যাস বশতঃ যাহার যে স্বভাব জন্মিয়াছে, তাহা আর ভুলিবে কিসে?

এমন কত জাতি আছে যে, তাহারা মৌলিক ব্রাহ্মণাদি জাতি নহে। পরস্পর দুই বর্ণের মিশ্রণে জন্মিয়াছে, আমরা কি তাহাদিগকে সেই মিশ্র বর্ণ বা তজ্জাতীয় বলিব না? আদর্শ স্থলে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকেই ধরুন না কেন? বৈদ্য ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যানীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে কি বলিব? বৈদ্য বলিলে আমাদের আইনত দোষ কেন হইবে?

ডেঙ্গরগণ ডেঙ্গর জাতি স্বীকার না করুক। তাহারা তাহাদের স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিতে যখন বিরত হয় নাই, তখন তাহাদিগকে 'ডেঙ্গর' বলিতে দোষ কি? ইহাদের ব্যবসায় বা বৃত্তি ত এখনও স্বতন্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে? উহারা ঐ ব্যবসায় এখনও করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া কি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? না, এ জাতিকে স্বতন্ত্রই রাখিতে হইবে? কায়স্থের শাখাতে ভুক্ত করিয়া লইতে হইলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে রাখা উচিত নয় কি?

কোন হিন্দু স্বাধীন রাজা না থাকিলেও হিন্দুসমাজ ত' চিরকালই বিদ্যমান আছে। সমাজ কি ইহার মীমাংসা করিতে পারে না? যদি না পারে, তবে বৃথা আর 'সমাজ' 'সমাজ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে এত চীৎকারের প্রয়োজন কি? সমাজ না পারে গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইয়া প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দিলেই ত' সমাজের জাতীয়-শৃঙ্খল অনায়াসেই স্থাপিত হয়।

আমরা উপবীত গ্রহণ না করিলেও আমাদের চাঁদপুরে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিবে আমরাই যে আবার ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ না করিব? যদি ধর্ম্মের উন্নতি সাধনই এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য না হয়, যদি কেবল গলদেশে একটা পৈতা ঝুলানই সার হয়, তাহা হইলে এরূপ পৈতা লইয়াই বা আমাদের লাভ কি? আমরা চাই ধর্ম্ম-নৈতিকই সমাজ-সংস্কারের মূল ভিত্তি হউক, আমরা চাই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হউক, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট হউক। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হউক, খাদ্যাখাদ্যের বিচার সাধিত হউক, ধর্ম্মের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হউক, শৌচাচার প্রবর্ত্তিত হউক, দাসের দাসত্ব বজায় থাকুক, আর আমরা দ্বিজাচার গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হই এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করি। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

আর্য্য সমাজে ক্ষত্রিয় সম্মান।

আর্য্য সমাজ, গুণকর্ম্মবিচারে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। 'বর্ণ' ও 'জাতি' সম্পূর্ণ ভিন্ন বাক্য। জাতি'সংজ্ঞা জন্মের সহিত আইসে কিন্তু বর্ণ যাহা সংস্কার দ্বারা লাভ ও সংস্কার নাশে নষ্ট হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতিই 'জাতি'পদবাচ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ, তন্মধ্যে শূদ্রবর্ণই অন্যান্য বর্ণের মাতৃ-স্থানীয়, কারণ জন্মকালীন সকলেরই শূদ্রাবস্থা। শাস্ত্র বলেন ;—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ॥

মহাত্মা কবির বলিয়াছেন ;—

যো তুম্ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণী জায়ে।
আউর্ রাহো তুম্ কাহে ন আয়ে॥
যো তুম্ তুরক্ তুরকিণী জায়া।
পেটে কাহেন সুনতি কর্ আয়া॥

কবির জীউর বাণী বড় সামান্য নহে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যদি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণ, তবে অধীতবেদ হইয়া আসেন না কেন? নাড়ীর ছেদনে, কৃমির দংশনে, হেটমুণ্ডে, ঊর্দ্ধপদে পবিত্র ব্রাহ্মণ কেন অবস্থান করেন? আর যদি মুসলমানকুলে জন্ম জন্য মুসলমান, তবে কৃতসুন্নৎ হইয়াই জন্মায় না কেন? সে অবস্থায় ব্যবস্থা কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র? তাহা নহে।

এমন বহুসংখ্যক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে জন্মকালীন সকলেই এক, পরে যিনি যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন ও যেরূপ গুণবান হয়েন, তিনি সেইরূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিজাতগণের সুবিধামত, শাস্ত্রানুমোদিত গুণগত বর্ণ বিভাগপ্রথা রহিত হইয়া বংশগত বর্ণাধিকার অবধারিত হওয়ায় আর্য্য সমাজ ধ্বংসমুখী হইয়াছে। পুনরায় বৈদিকধর্ম্মপ্রচলনে ও গুণকর্ম্মে বর্ণবিভাগ পুনর প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজ রক্ষা করা এখন প্রত্যেক সামাজিকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সমাজনেতা কে? তাঁহার স্বভাব কিরূপ হওয়া চাই? ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বলিতেই হইবে যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আদর্শ গুণসম্পন্ন হওয়া চাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা নেতৃহীন হইয়াছি। কোন নির্দ্দিষ্ট বংশ পরম্পরায় নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন, এরূপ বিধান নিতান্ত অযুক্তিকর ও

অপারই্য। জজসাহেবের নিরেট্‌মূর্খ ও চরিত্রহীন পুত্রটীও কি জজ্‌ হইবার উপযুক্ত? যদি তাহাকে জোর করিয়া জজীয়তী দেওয়া যায় তবে কতলোকের সর্ব্বনাশ হয় বলুন দেখি? অস্ত্র সজ্জিত যুদ্ধার্থী দ্রোণগুরুকে বধ করিয়া অর্জুন ব্রহ্মবধ পাপে কলুষিত হন্‌ নাই, কিন্তু স্বাধ্যায়শীল সুত গোস্বামী, বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ব্রহ্মহত্যাপাপ বিমোচনের জন্য বলরামকে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

গুণগত বর্ণবিভাগ যে শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্‌ বর্ণ সমাজ-নেতা। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন— ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের কোন প্রকার উন্নতি হয় না; অতএব উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। বঙ্গীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, ক্ষত্রিয়ের নাস্তিত্ব প্রচার করায়, পূর্ব্বঋষিগণের বাক্যের অমর্য্যাদা করেন নাই কি? ক্ষত্রিয়বিহীন সমাজে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাওয়ায়, রঘুনন্দন মহাশয় নিরপেক্ষ ঋষিগণের মত সর্ব্বজনপূজিত হইয়াছেন কি? তাঁহার মতামত বঙ্গসমাজের একাংশে, আর প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের মতামত সমগ্র ভারতে প্রচলিত।

মহামুনি অত্রি বলিয়াছেন—"শবঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ।" ইত্যাদি সমুদায় ন্যায় শাসনে, গুণের সমাদর ও দোষের অনাদর স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষপাত পূর্ণ নব্যমত ছাড়িয়া দিয়া নিরপেক্ষ শাস্ত্রমত অন্বেষণ করিলে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়বর্ণই শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, স্থলবিশেষে উভয়েই স্বাধীন। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ শুধু অন্তর্জগতের চিন্তায় নিমগ্ন ও বিষয়ে নির্লিপ্ত, তাই তাঁহারা জনপদে বাস করিতে চাহিতেন না। জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি-গুণে তাঁহারা দেবতাজয়ী হইয়াও লৌকিককর্ম্মে তাঁহারা অপারদর্শী। সত্ত্বরজো-গুণমিশ্রিত ক্ষত্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কার্য্যেই পটু; তাঁহারাই ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক; সমাজের শাসন ও বিচার বিভাগ তাঁহাদেরই হস্তে; যুগাবতার ও ধর্ম্মপ্রচারকরূপে স্বয়ং ভগবান্‌ এই কুলেই জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, আর্ত্তের ত্রাণ আর কে করিতে পারে? ক্ষত্রিয়া-ভাবে যাগ, যোগ, জপ, তপ, ধর্ম্মকর্ম্মাদি কোন কার্য্যই ব্রাহ্মণ একাকী করিতে পারেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি" ও গীতায় "নরাণাঞ্চ নরাধীপ" ইত্যাদি বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণে এবং জগদ্‌গুরু রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ হেতু, ক্ষত্রিয়াসন সর্ব্বোচ্চে নির্দিষ্ট

আছে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে,—পারত্রিক কার্য্যে ব্রাহ্মণ গুরু, কিন্তু লৌকিক কার্য্যে ক্ষত্রিয় নেতা।

জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী পর্ণকুটীরবাসী নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণগণের জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি গুণের প্রভাব ও নানাবিধ দৈবীসম্পদ সন্দর্শনে, রাজন্যবর্গ তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুট হইতেন সত্য, কিন্তু যেস্থলে ব্রাহ্মণকে স্বার্থরত ও রিপুবশবর্ত্তী হইতে দেখিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তিবিধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভার্গবগণের অর্থলোভ বুঝিতে পারিয়া, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদি রাজন্যগণ তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; তখন কৃতাঞ্জলিপুট না হইয়া বরং অস্ত্রপানি হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করিলেন।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসদৃশ নির্ম্মল। তাঁহারা আজীবন পর্ণকুটীরে থাকিয়া, জগতের হিতাকাঙ্ক্ষা করিতেন। তাঁহারা মনুষ্যবাচ্য নহেন, তাঁহারা আদর্শ দেবতা। ব্রাহ্মণে কখনও ভোগবিলাসরত হইয়া, আত্মোন্নতির পথ অপ্রশস্ত করিতেন না। বহির্জগতে অবস্থিত সমাজের বিষম বিষময়ভার গ্রহণ করিতে, ব্রাহ্মণ কখনও সাহসী হইতেন না। অধুনা অনেক নামে-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মনে করেন, সমাজের উপর তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে আধিপত্য ছিল, তাঁহারা কেন তাহা পাইবেন না; কিন্তু যদি ভ্রমেও একবার প্রাচীন ঋষির ইতিহাস স্মরণ ও তাহাদের স্বভাব পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে এ ভ্রান্তি ঘুচিবে। বিষয়ে নির্লিপ্ত প্রাচীন ঋষিগণ কখনও মদের দোকান, জুতার দোকান, পাউণ্ডরক্ষা, শবদাহঘাট জমা, ... ব্যবসা ও মৎস্য ব্যবসাদি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন না। তখনকার ব্রাহ্মণ ...কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা ত্রিলোক পূজ্য হইয়াও অরণ্যবাসী ও ফলমূলাহারী। তখন এতাদৃশ গুণবান্‌ ব্রাহ্মণ বিদ্যমানেও ক্ষত্রিয় ছিলেন সমাজ নেতা। আজি কিনা জটাশ্মশ্রু-মৃগচর্ম্ম-কোশাকুশী-পরিত্যাগী, এলবার্টতেড়ী-সার্টকোর্ট পরিহিত, ...ানী-চামচপানি নামে ব্রাহ্মণগণ নরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের নাস্তিত্ব প্রচার করিয়া সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা সাজিতে চাহেন। এ চেষ্টা পাগ্‌লামির পরিচয়মাত্র।

যাহা সত্য তাহা চিরকাল সমভাবে থাকিবে, যুগযুগান্তেও নষ্ট হইবে না। "ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ" এই সত্যবাক্য চিরকাল সমভাবে থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া নকল বস্তু আসলের মত জ্যোতির্ম্ময় হইবে না। গুণবানের গুণ আপনিই প্রকাশ পাইবে, সমাজ তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পূজা করিবে। নেতৃত্বভার চাহিয়া লইতে হয় না বা ঝগড়া করিয়া পাওয়া যায় না। "যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ হয় না।" উপযুক্ত নেতার অভাবে, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা চলিতেছে। আজকাল লোকের

পাপ করিবার বেশ সুবিধা, কারণ বিনা ক্লেশে নগদ কোং ৫।৯/০ দিলেই মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যদি বঙ্গ-সমাজের ক্ষত্রিয়শক্তি কর্ত্তব্যহীন না হইত তবে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম, হাট বাজারে কেনাবেচা চলিত?

সামাজিক সকল বিভাগীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই। এইবার সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলা সহকারে নিষ্পন্ন হইবে। একেত্রে উন্নতির অন্তরায় বিপ্লবকারিগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সংযত হউন। বড় বড় অধ্যাপকগণের নিকট হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আপন আপন কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য কর্ম্মচারীগণ আসিতেছে; তাহাদের নম্বরী আসন ছাড়িয়া দেন, নতুবা বিপ্লবকারিগণ নিজেরাই সত্বর পদচ্যুত হইবেন। ওঁ শান্তি।

অনুরোধ পত্র।

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় "কায়স্থের অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে জনৈক উপনীত কায়স্থের বাড়ীতে ষষ্ঠীপূজা বন্ধ হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এইরূপ মানসিক দুর্ব্বলতা যেন আর কায়স্থের হৃদয়কেন্দ্রে উদিত না হয়।

ষষ্ঠীপূজা-পতিত কায়স্থ বন্ধুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি নির্ভীকচিত্তে স্বয়ং যজনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যজ্ঞসূত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। দ্বিজের পক্ষে এরূপ ভীরুতা নিতান্ত লজ্জাজনক। যদি তিনি তাঁহার সামাজিক অবস্থা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া আমাকে একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব ও যথাসাধ্য সদুপায় নির্দ্দেশ করিব, কারণ এ বিষয়ে আমি ভুক্তভোগী। তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমি যখন উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমাদের বহুদূরবর্ত্তী রায়না গ্রাম ব্যতীত বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার কুত্রাপি কায়স্থান্দোলন স্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই; তখন আমার গলায় পৈতা দেখিয়াইত, ব্রাহ্মণগণ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ঐ সঙ্গে অন্যান্য জাতীয় বহু লোকই আমার বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। পুরোহিত পৌরোহিত্য ছাড়িয়া দিলেন। আমি তখন অন্য কোন ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক দেবপূজা ও অন্নপ্রাশনাদি যাবতীয় কর্ম্মই স্বয়ং নির্ব্বাহ করাতে, বিদ্বেষীদল কতকটা স্তম্ভিত হইল। ব্রাহ্মণানুগত অন্যান্য জাতীয় ভীরু ব্যক্তিগণ তখন আমার শীঘ্র মরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছু দিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, উপনীত কায়স্থ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া আসিল। আজিকালি অধিকাংশ ব্রাহ্মণে আমাদের স্বপক্ষে যোগদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ দানে প্রণাম অর্জ্জন করিতেছেন। স্থানীয় উপনীত কায়স্থ-সম্প্রদায়ের এখন আর কোন অসুবিধাই নাই, পুরোহিত সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। নিত্য হোম, প্রণবাদি বেদমন্ত্রোচ্চারণ ও দেবপূজা প্রভৃতি দ্বিজোচিত কার্য্য করিতে দেখিয়া যাহারা আমার আশু বিপদ কামনা করিতেছিল তাহারা এখন তাহাদের ভ্রান্তিধারণা বুঝিতে পারিয়াছে।

সিংহ কি ভয়ে শিবার মত দৌড় দেয়? না, সে বিপদকে তুচ্ছ মনে করে। তাই বলি বন্ধুবর! নির্ভীক চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন, কিছু দিন পরে সকল অভাব দূর হইবে। কিন্তু এখন ভীরুতা প্রদর্শন করিলে বিদ্বেষীগণ অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি, অনেক সময় স্ত্রীলোকেরাই স্বয়ং ষষ্ঠীপূজাদি করিয়া থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে বিষ্ণুপূজাধিকারী পবিত্রদ্বিজ কর্ত্তৃক সেই পূজা সম্পন্ন না হওয়ার সংবাদটা কেমন হাস্যজনক বলুন দেখি? ঈশ্বরোপাসনায় মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মন্ত্রহীন পূজাতেও দেবতারা এত তুষ্ট হন যে ঐ সকল দেবালয়ের পূজকের যখন "ভর" হয়, তখন তাহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। বোধ হয় সকলেই জানেন, অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থও ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, ঐ সকল দেবালয়ের "মানসিক" করতঃ, অনেক সময় ফললাভ করিয়া থাকেন। মূলকথা বিশ্বাস ও ভক্তিই দেবপূজার প্রধান উপকরণ। আশা করি, আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতঃ বন্ধুবর এখন কিছুদিন যজনাদি কার্য্যে আলস্য ত্যাগ করিয়া, আর্য্যাচিত ব্যবহার করিবেন। ইতি নিবেদনম্।

অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা।
পোঃ দাঁইহাট (বর্দ্ধমান)।

কায়স্থ-ভ্রাতাদের ইদানীন্তন কর্ত্তব্য।

সমাজ যেমনই থাকুক, আমি যখন আমার ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, সমাজ বাধাই দিন বা বাহবাই দিন নিজ বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকা আমাদের সমুচিত কর্ত্তব্য। সমাজ আমাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে অনিচ্ছুক হউক তাহা আমাদের মঙ্গলের তরে বলিয়াই আমি ঠাওরাইয়া লইব; সমাজের আমাদের প্রতি 'আব্দার' বেশী, ইহাই আমরা বুঝিয়া লইব এবং ততোধিক উৎসাহে মনকে আপন কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করিব। দেখা যায় পিতা যে পুত্রকে বেশী স্নেহ করেন তাহাকেই আরও ভাল হইবার জন্য নিজ স্নেহের অনুরূপ করিবার জন্য আশা ভরসার প্রতিরূপ করিবার নিমিত্ত বেশী তাড়া করিয়া থাকেন; সমাজ যদি আমাদিগকে ক্ষত্রিয়াধিকার দিতে রাজী না হয়, আমরা মনে করিব সমাজ আমাদের নিকট কেবল ইহা পাইয়াই সন্তুষ্ট নহে, আমাদের যে ইহা হইতে অনেক বেশী ক্ষমতা আছে তাহা সমাজ সাধারণ চক্ষে দেখাইতে চাহেন, সুতরাং সমাজের ঐ ব্যবহার বুদ্ধিমানের পক্ষে ক্ষোভজনক না হইয়া বরং আনন্দজনক হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে দেখা যায় ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব কেবল ঐ অমল ধবল যজ্ঞসূত্রে নয় বা বেশ-ভূষায় অন্তর্নিহিত নয় যজ্ঞসূত্র বা বেশ-ভূষা কর্ত্তব্যের উত্তেজক মাত্র; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব ক্ষত্রত্বের অন্তর্গত। ক্ষত্র (ক্ষত+ত্রা+ড=ক্ষত্র) যিনি বিপন্নকে ত্রাণ করেন। কবি বলেন "স ক্ষত্রিয় ত্রাণ-সহঃ সতাং যঃ," অর্থাৎ যিনি সাধুগণকে ত্রাণ করিতে পারেন তিনিই ক্ষত্রিয়। "ক্ষত্রাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ," অর্থাৎ— ক্ষত=(বিপদ) হইতে বিপন্নকে ত্রাণ করে এজন্য ক্ষত্র শব্দটী পৃথিবীতে এত সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃই তাই, কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না। ক্ষত্রিয় নামানুযায়ী কর্ত্তব্য না করিলে প্রাচীনকালেও উহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে লোকে নাসা আকুঞ্চিত করিত। এমন কি স্বয়ং দ্রৌপদী ও রাজসূয়যাজী পতি যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য বলিয়া অপবাদ করিতে ছাড়েন নাই। তাই সমাজ আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ আত্ম-সর্ব্বস্ব স্বার্থ সাধন নিপুণ দেখিয়া আমাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বে আস্থা স্থাপন করেন না। এখন আমরা যে ক্ষত্রিয় নামের বস্তুতঃই অধিকারী তাহা আমাদের দেখাইতে হইবে। আমাদের জাতিই যে পরার্থে নিজপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ করিতে পারিত, আশ্রিত রক্ষার্থে যে ক্ষত্রিয় জাতি অষ্টদিক্ পালের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা ও আমরা যে জাতিতে অভিন্ন, ইহা কার্য্যে দেখাইয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া

টিকেট এর জন্য আবেদন করিলে কে অগ্রাহ্য করিবে? আমরা স্বকীয় লালসায় অধীর নই কেবল সাধারণের মঙ্গল চাই, জন্মভূমির উন্নতি চাই, ভাব যেদিন মনে প্রকৃতভাবে জাগিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যখন লে দেখিবে, তখন এমন 'বোকা' কে আছে ঐ মহাপুরুষকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের মঙ্গলের সুবিধার উন্নতির পথ কণ্টকিত য়া রাখিবে? বিশেষতঃ যাহাদের ভ্রুভঙ্গির উপর সমাজের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব র করে, সেই মহাপুরুষগণ 'হু'যোগের অধীন নন। তাঁহারা ফলদর্শী, কার্য্যে ফল ভাল, তাহাই তাঁহারা সমাজের উপাদেয় ও যাহার ফল মন্দ তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; যদি এ কার্য্যের ফল আমরা ভাল দেখাইতে পারি, আমার এই কার্য্যে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়, যদি ইহাতে ধর্ম্মের বন্যা ড়িয়া উঠে, নিশ্চয়ই একাজ ঐ ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষদের অনুমোদিত হইবে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও প্রতিপাদন করিতে পারি কাজে দেখাইতে রি, যে এ কার্য্যের ফল ভাল বই মন্দ হইবার নয়, আমরা যে অমল-ধবল সূত্র ধারণ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনটীও ঠিক অমল হইয়া উঠিয়াছে, সাদি মলা এখন আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, মৈত্রী প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মে মি ব্রতী হইয়াছি, আমি এই উপনয়নের বলে যথার্থই ধর্ম্মের নিকট উপনীত য়াছি, যথার্থই স্বার্থ ভুলিয়া নিজ জাতিকর্ত্তব্য পরার্থ-পরতায় গা' ঢালিয়া য়াছি, যাহা প্রকৃতই ধর্ম্মানুমোদিত পাপ-সংসর্গ রহিত, আমি তাহারই পক্ষপাতী য়াছি, যদি পরীক্ষায় ঐ মহাপুরুষদের সমক্ষে এ সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে রি, নিশ্চয়ই তাঁহারা উহাতে আমার অধিকার আছে এই প্রশংসা-পত্রে স্বাক্ষর রিবেন। সমাজ ধর্ম্ম রক্ষণের জন্য, ধর্ম্মনাশের জন্য নয়। যদি ৵৫ সের বোঝা হিবার ক্ষমতা লইয়া ১৵ মণ বহিতে প্রবৃত্ত হই এবং উহাতেই আমার পূর্ব্বতন মতাটুকুও হারাই, তবে সমাজের পক্ষে ওটুকুও হানিকর, তাই প্রথমতঃ সমাজ- তি কার্য্যেই একটা আপত্তি করিয়া থাকে। আমি উপনীত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা রি, সন্ধ্যাদি আহ্নিক কৃত্য না করিয়া জলস্পর্শও করিতে ঘৃণা বোধ করি, ক্ষত্রিয় র্ত্তব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হইতে পারি, সমাজ আমাকে নিশ্চয়ই ঐ ধিকার দিতে রাজী হইবেন; সন্তুষ্টচিত্তে প্রফুল্লমুখে আমার ন্যায্য অধিকার টাই প্রদান করিবেন; কিন্তু পরীক্ষাটা প্রথম চাই হইতে পারে আমি চারকের উপযুক্ত গুণাবলী ভূষিত কিন্তু যতদিন আমি বিচারাসনে সমাসীন হইয়া জের ক্ষমতার পরিচয় না দিতে পারিব ততদিন লোক আমার চেয়ে বিচারকের

সম্মান বেশী করিবেই; কেননা তখনও আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নই; সুতরাং প্রথম পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। সমাজ যাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বসূচক উপাধি নিজেই দিতে চাহেন তাহা করিতে হইবে। ছিলাম আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়, কিন্তু এ কালে ক্ষত্রিয় বলিয়া একেবারে অপরিচিত। এখন কি করা উচিত? কার্য্যে দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস জন্মানো নয় কি! সুতরাং ভাই? উদ্যুক্ত হও, তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ কর, তুমি যে ক্ষত্রিয় নামের যথার্থ অধিকারী, তোমরা দেশের জন্য অকাতরে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পার দশের জন্য দেশের জন্য নিজ ভোগ বাসনা ভুলিতে, হিংসা অসূয়া পরিহার করিতে, ধর্ম্ম রক্ষার্থ বিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিতে, উপনয়ন সংস্কারের ফল দেখাইতে পার পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া নিজকে প্রমাণিত করিতে পার, এস ভাই তজ্জন্য প্রাণ মনে চেষ্টা কর। আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকিব পরন্তু অন্যকে উঠিতে দিব না, এ প্রবৃত্তি বড়ই নীচ প্রবৃত্তি, পরের পায়ে ঘা দিয়া আগে যাওয়ায় আর বাহাদুরী কি? কিন্তু অন্য ও চলিতে থাকুক, আমি চলিতে বাধা দিব না অথচ আমি এরূপ ভাবে অগ্রসর হইব যে প্রতিযোগী আমার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারে ইহাতে বাহাদুরী আছে বটে, অন্য কোন জাতির দোষ থাকুক বা না থাকুক তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজন কি? আমি উঠিব এ প্রবৃত্তি অবশ্য স্বাভাবিক, এবং ঐ প্রবৃত্তির নামই উৎসাহ, আমি উন্নত হইব না অথচ অন্যকে উন্নত হইতে দেখিলে মনে ব্যথা পাইব ইহাকে বলে ঈর্ষা। আশা করি কায়স্থ-ভায়ারা ঐ ঈর্ষায় ভুলিবেন না, ঈর্ষা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, শূদ্রের ধর্ম্ম; শূদ্রের ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তিবে কেন? বৈশ্যজাতিকে সংক্ষত্রিয়েরা বক্রনয়নে দেখিবেন কেন? তাহারা যদি ন্যায্য ভাবে উঠিতে পারে মন্দ কি? তাহাদিগকে আমি অন্যায়মত জয় করিতে চাহিলে লোকে যে আমাকে একেবারে কৌশলপরায়ণ ম্লেচ্ছের মধ্যে স্থান দিবে! ক্ষত্রিয় অন্যায়-যুদ্ধ করিতে শিখিবে কেন? যদি অন্যায়ভাবে আক্রমণের প্রবৃত্তিই আমার অন্তরে জাগরুক রহিল তবে আর আমার ক্ষত্রিয়ত্ব কোথায়? প্রথম অভ্যুদয়ের সময় মহৎ আদর্শ সম্মুখে না ধরিলে ফল কোথায় দাঁড়াইবে, ক্ষত্রিয়-ভ্রাতৃবৃন্দ চিন্তা করেন কি? এখনই যদি চাণক্য-নীতিকে উদারনীতি বলিয়া ধরি কার্য্যকালে কোন্ নীতি দাঁড়াইবে আমি তাহা খুজিয়াই পাই না। এখন যদি সন্ধ্যাদি কার্য্যে কুলীন ব্রাহ্মণকে আদর্শ মনে করি, পরিণামে যে আরও অনেক নামিবে তাহা কি দুর্ব্বোধ্য? চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া তীর ছাড়িলে যে বৃক্ষাগ্রের উপরে উঠে না তাহা কে না জানে? আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে অনেক

উপনীত কায়স্থ-সন্তানই দৈনিক একবারও গায়ত্রী পাঠ করিতে কষ্ট বোধ করেন, কালাকাল না বাছিয়া অনেকেই স্নাত বা অস্নাতভাবে আহার করেন, জিজ্ঞাসা করিলে কুলীন ব্রাহ্মণ বা কাশীর ছোত্রী ব্রাহ্মণের উপমা দিয়া থাকেন। বিবাহের পরই যদি পুত্রবধূ শ্বশুরের সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করে তবে পরে কি হইবে তাহা অনেকেই অনুমান করিতে পারেন। ভাই! যাহাতে সমাজ, এসব দেখিয়া শুনিয়া উত্যক্ত না হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত ত তোমরাই করিতে পার, একটু কষ্ট সহ্য করিতে নারাজ হইলে ঐ এতবড় দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া ভাল কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

পুস্তক সমালোচনা।

১। উচ্ছ্বাস। বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুন্সী কর্ত্তৃক প্রণীত। ১৩১৮। পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—২০ নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা। (২)+৵০+৫৪ পৃঃ। বিনামূল্যে বিতরিত।

প্রসিদ্ধ কাকিনার রাণী শ্রীমতী মনোমোহিনী চৌধুরাণী মহোদয়ার সাহায্যে এই সচিত্র পদ্যগ্রন্থখানি মুদ্রিত। ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর এখানে শুভাগমন উপলক্ষে পুস্তকখানি লিখিত। সম্রাট-দম্পতীর ভারতবর্ষে পদার্পণ অবধি দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, তাঁহাদের আগমনে দেশে আনন্দস্রোত, তাঁহাদের প্রজাবাৎসল্য, ভারতবাসীদের রাজভক্তি ও ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সুললিত ও সুন্দর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ও চিত্রগুলি সুন্দর।

২। মুচিরাম দাসের উপাখ্যান। ১ম ভাগ। শ্রীরাম শ্যামচন্দ্র বিরচিত।

বৈষ্ণব সমাজে এই ক্ষুদ্র পুস্তক আদরের যোগ্য বটে। কবিতা সমূহও মাধুর্য্যপূর্ণ ও ভাবাবেশ মিশ্রিত।

৩। শরশয্যা। বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বি এল্, মহাশয় কর্তৃক প্রণীত। ১৩১৫। দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মোক্তার বঙ্গজ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ খাসনবীশ মহাশয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত। (২)+।৶০+জ+২+৫৬ পৃঃ। প্রাপ্তিস্থান—টাঙ্গাইল। মূল্য ১৸০ একটাকা বার আনা মাত্র।

এই সুবৃহৎ মহাকাব্যের সমালোচনা করা কঠিন। আমাদের সাধ্যাতীত। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা মন্দ নয়। এই সংখ্যায় পুস্তকখানির কতক অংশের সমালোচনা করা গেল।

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত ভগবানের নিকট প্রার্থনার ফল স্বরূপ (অবতরণিকায় কল্পনার বীণাধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া লেখক কাল-সমুদ্রের তীরস্থিত স্মৃতিমন্দিরে কল্পনা ও স্মৃতির দর্শনলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অগ্রগামী হওয়ায় কৌশলে বহুজন্ম অতিক্রম করিয়া কুরুপাণ্ডবগণের ৮ দিনের যুদ্ধের পর ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন এবং স্মৃতি কল্পনার সম্মিলন দ্বারায় এই গ্রন্থ যে মহাভারত অবলম্বনে কল্পনার সহায়তায় রচিত হইবে, ইহাই সূচনা করিয়াছেন। এইরূপ প্রথম সর্গে প্রবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের বধার্থ ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞার সংবাদ দান এবং পরিত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ উপলক্ষে বিপক্ষের মুখে ভীষ্মের বীরত্বের কীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাগরগর্ভে জাহ্নবীর মুখে ইন্দ্রাদি অমরগণ ভীষ্মদেবের বাল্যলীলা শ্রবণ করা কল্পনা করিয়াছেন।

তৃতীয় সর্গে—নীরব নিশীথে, অর্জ্জুনের (সত্বর ফললাভের জন্য, শ্মশানে তপস্যা), স্তব, মহাদেবীর আবির্ভাব এবং (চণ্ডী অনুসারে বিষ্ণুতেজে দেবীর ভুজ গঠিত হইয়াছিল বলিয়া),বাহু হইতে মায়ার আবির্ভাব এবং পরম পুরুষের সান্নিধ্যে বিনা মায়ার কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া) মায়ার নিকট ভগবানের অবস্থান; (অপ্রমত্তবীর ভীষ্মদেবকে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে বঞ্চনা করা সাধ্যাতীত বলিয়া) মহাহ্রদে অবগাহন করিয়া অর্জ্জুন ও ভগবানের আকার ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন অস্ত্রগ্রহণ, ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা, ভগবানের চরণে মায়ার কোন বিশ্রাম প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে।

4. Criticisms on Mr. Risley's Article on Brahmins, Kayasthas and Vaidyas as Published in his "Tribes and Castes of Bengal" by Chaitanya Krishna

Nag Varma on behalf of The Arya Kayastha Samiti, Faridpur, Part I, 1893. ২)+৶০+৭৬ পৃঃ।

এই ইংরাজী পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। রিজলি সাহেবের ভুলগুলি প্রমাণসহ দেখাইয়া দেওয়াই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মে রক্তের বিশুদ্ধতার আদর এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্যের অন্য সকল বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লেখক দেখিয়াছেন। বৈদ্যদের সমাজে ও বর্ণগণের মধ্যে স্থান কোথায় তাহাও লেখক প্রমাণ করিয়াছেন।

পুস্তকখানির সমালোচনা অনেক দিনই করা উচিত ছিল, কিন্তু লোকের হাতে হাতে থাকায় এতদিন পাওয়া যায় নাই।

5. Their Imperial Majesties' Coronation Durbar at Delhi. English Holy Song in Indian Tune by the students of The Edward Practical Business School, 1911.

১২ই ডিসেম্বর তারিখের সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে এই ইংরাজী গানটী দেশী সুরে এডওয়ার্ড প্র্যাক্‌টিক্যাল বিজ্‌নেস্ স্কুলের ছাত্রেরা গাহিয়াছিল। গানটী মন্দ নয় এবং ভক্তিপূর্ণ।

—

কায়স্থ প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলন।

গত ১৫ই পৌষ (২৯এ ডিসেম্বর) শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭॥০ টা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রদেশীয় কায়স্থগণের একটী সম্মিলন হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার এই বৎসরের সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে সভার আজীবন সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সুবৃহৎ প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন উদ্যানে এই সম্মিলনের সমাবেশ হয়।

বিজ্ঞাপিত সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই বহুলোকের সমাবেশ হইতে আরম্ভ হয়। কতলোক আসিয়াছিল স্থির করা কঠিন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহাদের যে কয়েকজনের নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছিল দেওয়া গেল :—

সভ্য :—

(দ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, সাং কলিকাতা।
(দ) কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব দেববর্ম্মা, শোভাবাজার রাজবাড়ী।
(ব) রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, উকীল, ঢাকা।
(দ) শ্রীযুক্ত কৈবল্যনাথ বিশ্বাস, সাং কলিকাতা।
(ব) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, উকীল, হাইকোর্ট।
(ব) স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(উ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, উকীল, ভগলপুর।
(দ) „ চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, সাং পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
(দ) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং নাওপাড়া, খুলনা।
(দ) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, উকীল, হাইকোর্ট।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সাং কাঁটাপুকুর কলিকাতা।
(দ) রায় সাহেব নন্দকুমার বসু, পুলিস্ ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, হাং সাং কলিকাতা।
(উ) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, উকীল, হাইকোর্ট।
(দ) রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসু দেববর্ম্মা, উকীল, কৃষ্ণনগর।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র, সাং যশড়া, চাকদহ।
(দ) মেজর বামনদাস বসু দেববর্ম্মা, ডাক্তার, এলাহাবাদ।
(দ) শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(দ) স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু, জুডিস্যাল কমিশনার, নাগপুর।
(বা) রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় দেববর্ম্মা, উকীল, গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর।
(ব) শ্রীযুক্ত বেহারীলাল রায় দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(বা) „ ভবানীনাথ রায়, সাং মীরপুর, নদীয়া জেলা।
(দ) মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সাং কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার, কলিকাতা।
(দ) „ মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা, অধ্যাপক, সাং কলিকাতা।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

(দ) „ মহেন্দ্রলাল বসু, জমিদার, চুঁচুড়া।
(দ) „ যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
(ব) রা যতীন্দ্রনাথ রায় মুন্সী, সাং টাকী, ২৪ পরগণা।
(ব) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
(দ) „ রমানাথ দত্ত, উকীল, হাওড়া।
(দ) „ রসিকলাল রায়, বেলেঘাটা, কলিকাতা।
(দ) „ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী জেলা।
(দ) „ রামশঙ্কর রায়, উকীল, কটক।
(দ) „ শরৎচন্দ্র ঘোষ, উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
(ব) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
(দ) „ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা, সাং চোঁয়া, মুর্শিদাবাদ জেলা, হাল সাং কলিকাতা।
(দ) „ সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(বা) „ রায় বাহাদুর হরিমোহন চন্দ্র, (কেইসার ই-হিন্দ্ সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত) সাং দার্জ্জিলিং।

অপরে :—

(দ) কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব, শোভাবাজার রাজবাটী।
(দ) শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, সাং রাঁচী।
(দ) „ জ্যোতিপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, উকীল, হাইকোর্ট।
(দ) „ নরেশচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার, রাঁচী।
(ব) রায় বাহাদুর বেহারীলাল মিত্র, হাল সাং পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।
(দ) মাননীয় শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সাহায়, উকীল, রাঁচী।
রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
„ সচ্চিদানন্দ সিং, ব্যারিষ্টার, বাঁকিপুর।
(দ) „ শশীশেখর বসু, উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা।
„ শ্যামকৃষ্ণ সাহায়, ব্যারিষ্টার, হাইকোর্ট, কলিকাতা।

অপর জাতি ঃ

(ব্রাহ্মণ)

এন্ কৃষ্ণাচার্য্য, বি এ, ভেলোর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

সি বিজয়রাঘবাচার্য্য, স্যালেম্, মান্দ্রাজ।

(বৈশ্য)

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস, সি আই ই।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অসুস্থা-নিবন্ধন সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন :—

তারযোগে ঃ—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং খোক্সা, নদীয়া জেলা।

,, পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং কানপুর।

,, মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা সাং বাগেরহাট, খুল্না জেলা।

পত্রদ্বারা ঃ—

মাননীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায়, সাং দিনাজপুর।

রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, সাং শোভাবাজার রাজবাটী।

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়, উকীল, কটক।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মজুমদার, সাং কাঞ্চন, দিনাজপুর।

,, পরমানন্দ সেন, সাং কাহুলা বগুড়া জেলা।

,, যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক, সাং পীরগঞ্জ, রংপুর।

রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সোম, সাং চুঁচুড়া।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ নাথক, সাং রূপসী, ধুব্ড়ী।

,, শ্রীনারায়ণ সরকার, সাং পিরোজপুর, বাগডাঙ্গা পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

,, হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা সাং দাঁইহাট, বর্দ্ধমান জেলা।

,, হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, অধ্যাপক, কটক।

উপরিলিখিত সভ্যগণ ভিন্ন কাশীপুর নিবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সময়াভাবে সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি সূচক পত্র লেখেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাননীয় ... সহায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় ভারতবর্ষীয় ... ায়স্থের মিলন ও অনুপনীত বঙ্গদেশীয় কায়স্থের অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ ... ন্দিভাষায় তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন। তৎপরে মুন্সী রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ...যুক্ত ... কৃষ্ণ সহায় হিন্দিতে এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ... ও ...পর ২।১ জন বাঙ্গালায় এই বিষয়েই এবং কায়স্থ-মহোদয়েরা যাঁহারা ...প্রতি ... রীতে রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করতঃ ...নন্দ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সভাপতি মহাশয়কে ও মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ ... মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।

পরিশেষে একটী ৮ বৎসর বয়স্ক কায়স্থ-বালকের রচিত নিম্নলিখিত গীতটী ...স্বরে আবৃত্তি করিল :—

স্বাগতঃ হে রাজ, রাজ,
তব ভারত-সাম্রাজ্য মাঝ।
এস এস মহারাজ,
প্রিয় মহারাণী সহ আজ॥

তুমি মহামহিম বৃটনেশ্বর,
সসাগরা অর্দ্ধ-ধরা তোমার আয়ত্ব।
সর্ব্বভূলোকে বিস্তৃত তব রাজ্য ;
যথা দাসত্ব না রহে, সূর্য্য না যায় অস্ত॥

কত মত জাতি, বহু মত ভাষা,
করে তব রাজ-ছত্র তলে বাসা।
ন্যায়, শান্তি লভিয়া ; স্বধর্ম্ম পালিয়া ;
সুখে থাকিয়া, করে তব কৃপালাভ আশা।

ঈশ্বর কৃপায় হইয়া তুমি,
প্রবল প্রতাপ ভারত-সম্রাজ।
নৌসেনা বীর্য্যে, শাসন সৌকর্য্যে,
জগতে শান্তি রাখিছ বিরাজ॥

রাজ্যাভিষেক প্রচারছলে, বরাভয় দিতে,
দিল্লীতে রাজসূয় করিলে খিরাজ।
তব কৃপাবলে, বহু পুণ্যফলে,
দীন ভারত-প্রজা তব, দরশন লভিল আজ।

অবশেষে উপস্থিত মহোদয়গণ চা, ফলাদি ও মিষ্টান্নাদি জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়।

সংবাদ।

বিক্রমপুর হাসাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ বিদ্যালঙ্কার উপনীত কায়স্থসমাজের হিতৈষী অধ্যাপক। ইনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের পত্নীর ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং আঢ্য কায়স্থগণ ভবিষ্যতে ইঁহাকে যাহাতে বিস্মরণ না হন তৎপক্ষে আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত:—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, সভাপতি, সভাপতির আসনে।
(উ) „ রাধাকান্ত রায়।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
(দ) „ বিজয়লাল দত্ত।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। } সম্পাদকদ্বয়।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ। }

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা (সাং ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী জেলা) ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা (সাং পাবনা) সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী ও শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। শোক প্রকাশ। সভার পরম হিতৈষী সভ্য এবং ১৩১৫-৬ সালের বঙ্গজ সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে উপস্থিত সভ্যগণ সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভার শোক জানান হউক এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে সভার আজীবন সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ ও শাখা সভা।

সভ্যগণ :—

(ব) শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ মৌলিক, সাং ঝাওয়াল পোঃ, মৈমনসিংহ জেলা।
(ব) „ অম্বিকাচরণ বসু, সাং ঘীকমলা, ফরিদপুর জেলা।
(ব) „ কুঞ্জবিহারী বসু, উকীল, রাজবাড়ী পোং, ফরিদপুর জেলা।
(ব) „ কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, সাং মতিয়ারী, বাসপুর পোঃ, নদীয়া জেলা।
(দ) „ গোকুলচন্দ্র সরকার, সাং জাম্‌সেরপুর পোঃ, নদীয়া জেলা।
(ব) „ চন্দ্রকুমার গুহ, রেভিনিউ আসিষ্টাণ্ট, লখীপুর, ফরিদপুর জেলা।
(দ) „ জানকীনাথ দত্ত, বি এ, অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া কলেজ, লস্কর, গোয়ালিয়র।
(বা) „ জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, জমীদার, রূপিয়াট পোঃ, ফরিদপুর জেলা।
(বা) „ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র দেববর্ম্মা, জমীদার, রংপুর।
(দ) „ প্রফুল্লকুমার দত্ত, ফৌজদারী আদালতের মোক্তার, কিশন্‌গঞ্জ পোঃ, পূর্ণিয়া জেলা।
(ব) „ মথুরানাথ দেব, সাং নবাবগঞ্জ পোঃ, রংপুর জেলা।
(দ) „ শ্রীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ অফিসার্‌, চুঁচুড়া পোঃ।
(ব) „ সুরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন, নায়েব, চন্দনমৃগী কাছারী, ঘীকমলা পোঃ, ফরিদপুর জেলা।
(দ) „ সুরেশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ অফিসার্‌, কৈকালা পোঃ, হুগলি জেলা।
(দ) „ হৃদয়নাথদত্ত দেববর্ম্মা, সাং খালকুলা, শৈলকুপা পোঃ, যশোহর জেলা।

শাখা সভাদ্বয় :—

কোন্নগর কায়স্থ সভা, কোন্নগর, হুগলি জেলা।
পাঁজিয়া কায়স্থ সভা, পাঁজিয়া পোঃ, যশোহর জেলা।

তৃতীয় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশনের দিন স্থির।

বিস্তৃত আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শিবরাত্রির ছুটীর সময়, অর্থাৎ ইংরাজী ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা, রাজবাড়ী (ফরিদপুর জেলা) কিম্বা গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের মধ্যে যে স্থানের কায়স্থেরা এই সভাকে আহ্বান করিবেন সেই স্থানেই দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে এবং উক্ত তিন নগর, বিশেষতঃ ঢাকার, প্রধান কায়স্থ মহোদয়দের এই প্রস্তাবের কথা জানান হউক। আরও স্থির হইল যে উক্ত স্থানত্রয়ের কায়স্থ নেতাদের উত্তর আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে বিবেচিত হইয়া স্থান ঠিক হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। বড়দিনের ছুটীর সময় কায়স্থ-সম্মিলনী।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে এবৎসর বড়দিনের ছুটীর সময় সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর শুভাগমন, কংগ্রেস্‌, সামাজিক সম্মিলনী, শুদ্ধি সভা ইত্যাদি নানা কারণে কলিকাতায় অনেক বিশিষ্ট মহোদয়ের আগমনের সুযোগে এই সভা হইতে কংগ্রেসের পরই ২৯এ ডিসেম্বর একটী কায়স্থ সম্মিলনী করা হউক এবং কংগ্রেসের তাঁবুতেই এই সম্মিলনীর বন্দোবস্তের চেষ্টা হউক।

আরও স্থির হইল যে স্থান ও সময় নির্ণয় ও সম্মিলনের সবিশেষ সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত হউক এবং এই সমিতির সদস্যগণকে অপর সমিতির সদস্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক :—

সভাপতি।	সম্পাদকগণ।
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।	শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।	

পঞ্চম প্রস্তাব। একত্রে ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থজাতির সম্রাট্‌ ও সাম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দন পত্র দিবার ব্যবস্থা।

উত্তর-পশ্চিমস্থ জৌনপুরের সবজজ্‌ মুন্সী প্রেমবিহারী মাথুরের এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগও চেষ্টা ও সভাপতি মহাশয়ের সহিত যে সমস্ত পত্র লেখালেখি হয় ও এই সভার নেতাগণের সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি ও সহানুভূতিসূচক পত্র ও পরিশেষে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ের উত্তরের বিষয় উপস্থিত সভ্যগণকে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় জানাইলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট সম্রাট সাম্রাজ্ঞীর কোনরূপ আবেদন পত্র কোন constituted association ভিন্ন অপর কাহাকেও দিতে দিবেন না। সভাপতি মহাশয় বলিলেন এই সভা constituted association এবং ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থের জন্য অভিনন্দন দিতে পারেন, কিন্তু এখন বন্দোবস্ত করিবার সময় নাই।

এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহাই বিবেচিত হয়।

অনেক আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে এই সভার গত অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রস্তাবানুযায়ী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারতবর্ষে ঠিক পদার্পণের সময় এই সভা হইতে ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থদের হইয়া টেলিগ্রাম করা হইবে এবং এই টেলিগ্রাম মুন্সী প্রেমবেহারী মাথুর ও উত্তরপশ্চিমস্থ অপর সকলে যে খস্‌ড়া আবেদন পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুযায়ী হইবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) হুগলি জেলার, শ্রীপুর গ্রামস্থ "শ্রীপুর বেনেভলেন্ট-এসোসিয়েসন" নামক সমিতির বিনামূল্যে "কায়স্থ পত্রিকা" পাইবার প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল ও উক্ত সভার সদস্যের মহদুদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া ও ঐ প্রদেশে সভার উদ্দেশ্য অনেকে না জানায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

(খ) হুগলী জেলাস্থ বাতানল গ্রামস্থ "বাতানল কায়স্থ সমিতি"র অর্দ্ধেক চাঁদা দিয়া এই সভার শাখা-সভা শ্রেণীভুক্ত হইবার প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল এবং সভার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ঐ প্রদেশে সভার উদ্দেশ্যের প্রচারার্থ সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

(গ) কোটালদহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিশ্বাস মহাশয়ের বিনামূল্যে এক বৎসরের জন্য কায়স্থ পত্রিকা পাইবার প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভাসমিতি ও আমাদের পক্ষের ব্রাহ্মণগণ ও প্রচারক ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি বিশেষকে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া যাইতে পারে না।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র। (স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।
(সম্পাদক) সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা।

ফাল্গুন, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত (এ বৎসরের আদায়)	২২০৷৷০
রায় নন্দকুমার বসু সাহেব, হাং সাং কলিকাতা।	১০৲
মোট	২৩৭৷৷০

গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডার।

শ্রীযুক্ত দাশরথি রায় চৌধুরী ... ... ১৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৫ই পৌষ, ১৩১৮।

(জেলা নদীয়া, হরিহরপুর, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, বিএ, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

বসু, সুকুমার, বয়স ২১।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়:—

২০এ অগ্রহায়রণ, ১৩১৮। কান্দী, মুর্শিদাবাদ জেলা। হুগলি জেলার অন্তর্গত শিবপুর-নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ৺নবীনমোহন সিংহের পুত্র ৺শ্রীযুক্ত

অনেক আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে এই সভার গত অধি-বেশনের দ্বিতীয় প্রস্তাবানুযায়ী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারতবর্ষে ঠিক পদার্পণের সময় এই সভা হইতে ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থদের হইয়া টেলিগ্রাম করা হইবে এবং এই টেলিগ্রাম মুন্সী প্রেমবেহারী মাথুর ও উত্তরপশ্চিমস্থ অপর সকলে যে খসড়া আবেদন পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুযায়ী হইবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) হুগলি জেলার, শ্রীপুর গ্রামস্থ "শ্রীপুর বেনেভলেন্ট-এসোসিয়েসন" নামক সমিতির বিনামূল্যে "কায়স্থ পত্রিকা" পাইবার প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল ও উক্ত সভার সদস্যের মহদুদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া ও ঐ প্রদেশে সভার উদ্দেশ্য অনেকে না জানায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

(খ) হুগলী জেলাস্থ শাতানল গ্রামস্থ "বাতানল কায়স্থ সমিতি"র অর্দ্ধেক চাঁদা দিয়া এই সভার শাখা-সভা শ্রেণীভুক্ত হইবার প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল এবং সভার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ঐ প্রদেশে সভার উদ্দেশ্যের প্রচারার্থ সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

(গ) কোটালদহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিশ্বাস মহাশয়ের বিনামূল্যে এক বৎসরের জন্য কায়স্থ পত্রিকা পাইবার প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভাসমিতি ও আমাদের পক্ষের ব্রাহ্মণগণ ও প্রচারক ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি বিশেষকে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া যাইতে পারে না।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র। (স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।
(সম্পাদক) সভাপতি।

---

presented to the M.R.L. by Shiva Prashad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

ফাল্গুন, ১৩১৮। নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত (এ বৎসরের আদায়)	...	...	...	২২০।৵০
রায় নন্দকুমার বসু সাহেব, হাং সাং কলিকাতা।	...		...	১০৲
			মোট	২৩৭।৵০

গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডার।

শ্রীযুক্ত দাশরথি রায় চৌধুরী	...	...	...	১৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৫ই পৌষ, ১৩১৮।

(জেলা নদীয়া, হরিহরপুর, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, বিএ, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

বসু, সুকুমার, বয়স ২১।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়:—

২০এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। কান্দী, মুর্শিদাবাদ জেলা। হুগলি জেলার অন্তর্গত শিবপুর-নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ৺নবীনমোহন সিংহের পুত্র ৺শ্রীযুক্ত

শ্রীমোহন সিংহ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহনের সহিত জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী-নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রাসমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার।

২৬এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। কলিকাতা। যশোহর, দুর্ব্বাডাঙ্গা-নিবাসী দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র মহাশয়ের মধ্যমপুত্র দেব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা, (৬।২ নং ডালিমতলা লেন) নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিজয়বসন্ত মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যার।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

উপরিলিখিত ২৬এ অগ্রহায়ণের বিবাহ সংবাদ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

১৩ই পৌষ, ১৩১৮। দিনাজপুর। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত ননীমোহন ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতার মৃত্যুতে।

৬ই মাঘ, ১৩১৮। কলিকাতা। বরদিয়া (চাঁদপুর, ত্রিপুরা) নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যুতে।

৮ই মাঘ, ১৩১৮। কলিকাতা। বজ্রযোগিনী-নিবাসী ৺বসন্তকুমার গু… দেববর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে।

বোধন-সঙ্গীত।

(১)

অতি পুরাকালে ক্ষত্র-সমাজ-সাগর-মথন হ'ল—
ব্রহ্মজ্ঞান-অমৃত লভিল কতেক ক্ষত্রদল;
'কায়স্থ'-নাম ধরিল তাহারা 'কায়'স্থ-পুরুষে জানি'—
তা'দের বংশধর যেই, তারে ব্রহ্মক্ষত্র মানি।*
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবক্ষে, ব্রহ্ম-ক্ষত্র-কুলে
জন্ম তোমার—এ ভাগ্য, ধীমান্, হারায়ো না অবহেলে।

* এই তত্ত্ব—১৩১৭ সালের আশ্বিন-সংখ্যা "কায়স্থ পত্রিকা"য়—"কায়স্থসমাজ ও আত্মজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

(২)

তোমাদের পিতৃগণের মাঝারে কত মহামতি ছিল—
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে যা'রা বেদমন্ত্র প্রকাশিল;
সেই সব রাজ-ঋষিসকলের বংশজাত যা'রা—
বেদে, প্রণবে অধিকারহীন আজি কি রহিবে তা'রা?
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবক্ষে, ব্রহ্মক্ষত্র-কুলে
জন্ম তোমার—এ ভাগ্য, ধীমান্, হারায়ো না অবহেলে॥

(৩)

তোমার স্বজাতি বিশ্বামিত্র ত্রিপদা গায়ত্রী দিল—
দ্বিজাতি সকলে মহা কুতূহলে যাহা শিরে করি' নিল;
আজি সোৎসাহে সেই গায়ত্রী সেবিবে অন্য সবে—
সে মহামন্ত্রে তুমি কি আপনি বঞ্চিত হ'য়ে র'বে?
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবক্ষে ব্রহ্মক্ষত্র-কুলে
জন্ম তোমার—এ ভাগ্য, ধীমান্, হারায়ো না অবহেলে॥

(৪)

ভিখারীর বেশে যেই দেশে আজি বিচরণ কর তুমি,
পিতৃগণ তব শাসন, পালন করেছিল সেই ভূমি;
স্বধর্ম্মের তরে হাসিমুখে তা'রা করেছিল প্রাণ দান—
তুমি কি নারিবে উন্নতির পথে হইবারে আগুয়ান?
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবক্ষে ব্রহ্মক্ষত্র-কুলে
জন্ম তোমার—এ ভাগ্য, ধীমান্, হারায়ো না অবহেলে॥

(৫)

দেখ চেয়ে আজি সমাজ ব্যাপিয়া জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
যজ্ঞসূত্রশোভিত কণ্ঠে উঠিছে বিজয়-গান।
শূদ্র ভাবের মোহে যেইজন আজি নীচে পড়ি' র'বে—
পর-পুরুষেরা পরে আর তা'রে কায়স্থ কেহ না ক'বে।
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবক্ষে ব্রহ্মক্ষত্র-কুলে
জন্ম তোমার—এ ভাগ্য, ধীমান্, হারায়ো না অবহেলে॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার।

পাইকপাড়া ও কান্দি রাজবংশ।

(গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

শেঠজী অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে আদেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুলচিত্তে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবুর এই দৈন্য এবং বিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঘোর শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া ভিক্ষা লইয়া শেঠজীর ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে আসিলেন. অমনি দেখিলেন সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী! লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম যত্নে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ বচনে কহিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।"

লালাবাবুর আশ্চর্য্য বৈরাগ্য, অসাধারণ বিনয় ও দৈন্য এবং অসীম দানশীলতা তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দীনহীনের ন্যায় পরমার্থ চিন্তায় দিন যাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত দীনদুঃখী অনাথগণকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছেন, বৃন্দাবনে অন্নসত্র বসাইয়াছেন। সংসারের ধন-সম্পদ পরোপকার-ব্রতে নিয়োগ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ মহাপুরুষ কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন! স্ত্রীপুত্র পরিবার পরিবৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, নিজ ক্ষমতায় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যখন অতুল সম্পদের অধিকারী, তখন সেই ভোগের সময় তিনি সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সংসারের মায়া মমতা কাটাইয়া স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। লালাবাবুর কীর্ত্তির গুণে এখনও তাঁহার বংশাবলী সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিচিত ও সমাদৃত।

লালাবাবুর মৃত্যুর সময় তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহ অত্যন্ত অল্প-বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাতা কাত্যায়নী তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন ও তিনিই সমুদয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। রেভিনিউ বোর্ড্ এই বিপুল সম্পত্তি একজন স্ত্রীলোকের হস্তে থাকা সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া বাবু ভগবানচন্দ্র বসুকে ম্যানেজার্ নিযুক্ত করেন। রাণী কাত্যায়নীও অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরোপকারের জন্য তাঁহার ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কাশীপুরের গোপালজীর ঠাকুরবাটী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। রাণী কাত্যায়নী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বেলুড়ের বাটীতে এক অন্নমেরু ব্রত স্থাপন করেন ও তুলাদান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তুলাদানে নিজ ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করেন। শ্রীনারায়ণ

সিংহ মহাশয় স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন ও নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি সঙ্গীতবাদ্যে পটু ছিলেন। অনেক মূল্যবান সম্পত্তি তাঁহার সময়ে ক্রয় করা হয়। শ্রীনারায়ণ মৃত্যুকালে তাঁহার দুইপত্নী তারাসুন্দরী ও করুণাময়ীকে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া যান। জ্যেষ্ঠাপত্নী প্রতাপচন্দ্র ও কনিষ্ঠা ঈশ্বরচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বদান্য ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল্ কলেজে ৫০ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে ২৫০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্দী স্কুল স্থাপন করেন। প্রতাপচন্দ্র অনেক সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট্ হইতে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরচন্দ্রের গানবাজনায় অনুরাগ ছিল। তাঁহারই যত্নে বেলগাছিয়ার বাগানে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া মাইকেল মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনয় করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পত্নী রাণী পদ্মমুখী, ও চারিপুত্র গিরীশচন্দ্র, ও পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট্কে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র ও এক কন্যা কৃষ্ণকামিনীকে রাখিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া ষ্টেট্ ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত কোর্ট্-অব্-ওয়ার্ডস্এর তত্ত্বাবধানে ছিল। হার্ভি সাহেব ম্যানেজার্ ছিলেন। কুমার গিরীশচন্দ্র বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে ১৮৭৭ সালে পরলোক গমন করেন। কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করিয়া যান।

রাজা পূর্ণচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর খ্যাতি লাভ করেন।

কুমার ইন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সে ১৮৯৪ সালে ১৪ই মে তারিখে পরলোক গমন করেন। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্রের দত্তক পুত্র। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তাঁহার কন্যা সরস্বতীকে দিয়া যান। মুরশিদাবাদ গাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিকের সহিত সরস্বতীর বিবাহ হয়। সরস্বতী একপুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয় তাঁহার পত্নীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে নিজগ্রাম গাঁচথুপীতে এক দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী টোল স্থাপন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন কুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ ও অন্যান্য কায়স্থ মহোদয়গণ মিলিয়া উত্তর-রাঢ়ীয়-কায়স্থ-হিতকরী সভা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভার শিক্ষা সমিতিকর্ত্তৃক বহুতর দরিদ্র বালকের শিক্ষার জন্য বৎসর বৎসর বহু টাকা দেওয়া হয়। কুমার অরুণচন্দ্র একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, তিনিও শিক্ষার জন্য বাৎসরিক ১২০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া সমগ্র কায়স্থজাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন।

কুমার গিরীশচন্দ্রের দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীমান্ মণীন্দ্রচন্দ্র বর্ত্তমান।

রাজা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রও অপুত্রক অবস্থায় অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন।

কুমার শরচ্চন্দ্র ও তাঁহার পুত্র কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ত্তমান।

কান্দীর রাজাগণ কলিকাতায় ও পাইকপাড়ায় বাস করেন, মধ্যে মধ্যে কান্দী আসিয়া থাকেন। এই রাজবংশ পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় দেবসেবা ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা ও সাধারণের উপকার করিয়া দীর্ঘজীবি হউন ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

অনাদিবর সিংহ।

- সূর্য্যধর
  - বিশ্বরূপ
    - বরাহ
      - ভৈরব
        - ভোমন (ভৈরব)
          - এমন
            - লক্ষ্মীধর (করণ গুরু)
              - গদাধর
              - ভগীরথ
              - ব্যাসদেব (করাতিয়া)
                - বামদেব
                - বনমালী
                  - শ্রীপতি (কেশব)
                    - রাজা বিনায়ক
                      - গোপাল (পতিরাজ)
                      - লক্ষ্মীধর
                        - (পর পৃষ্ঠায় দেখ)
      - রাণা মদন

লক্ষ্মীধর।

- রুদ্র
  - উদ্ধারণ
    - মালী
    - তারাপতি
  - গণপতি
    - জীবধর
      - লোহাগড়
        - রামচন্দ্র
          - উদয়
            - গৌরীবর
              - যুনাথ
              - কাশীনাথ
              - শ্রীকৃষ্ণ
              - বিষ্ণুদাস
                - (পর পৃষ্ঠায় দেখ)
    - প্রভাকর
    - নারদ
    - মধুসূদন
    - নন্দন
    - বিকর্ত্তন
- দামোদর
- বিদ্যাধর
- আষ
- বাস
- বিষ্ণু

বিষ্ণুদাস

- বিষ্ণুদাস
  - হরিবংশ
  - মধুসূদন
  - রত্নেশ্বর
  - কুশল
  - পরশুরাম
  - হরেকৃষ্ণ ১০৭৫-১১?২
    - নারায়ণ
    - গৌরাঙ্গ
      - দীনদয়াল ১১২৯-১১৬২
      - রাধাকান্ত ১১৩৫-১১৭৯
      - রাধাচরণ ১১৪৩-১১৮৪
        - রামানন্দ
        - বিজয়গোবিন্দ
          - গোপীমোহন
          - কৃষ্ণমোহন
          - রামমোহন
            - গৌরগোপাল
              - শরচ্চন্দ্র
              - জগদীশচন্দ্র
            - নিতাইসুন্দর
              - হেমচন্দ্র
              - নরেশচন্দ্র
          - লাড়লীমোহন
      - গঙ্গাগোবিন্দ ১১৪৫-১২০৬
        - প্রাণকৃষ্ণ ১২৬২-১২১৫
          - কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮২-১২২৮
            - শ্রীনারায়ণ* ১২১৫-১২৪৩
    - বেহারী
  - জগন্নাথ

* শ্রীনারায়ণ।

- শ্রীনারায়ণ
  - প্রতাপচন্দ্র ১২৩৪-১২৭৩
    - গিরীশচন্দ্র ১২৫৫-১২৮৪
      - শ্রীশচন্দ্র
        - মণীন্দ্রচন্দ্র ১৩০৫ সালে জন্ম
    - পূর্ণচন্দ্র ১২৫৯-১২৯৭
      - সতীশচন্দ্র
      - শ্রীশচন্দ্র দত্তক ১২৮৭ সালে জন্ম
    - কান্তিচন্দ্র ১২৬২-১২
    - শরচ্চন্দ্র ১২৬৭ সালে জন্ম
      - বীরেন্দ্রচন্দ্র ১২৮৮ সালে জন্ম
      - জিতেন্দ্রচন্দ্র (মৃত) ১২৯৩ সালে জন্ম।
  - ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৮-১২৬৭
    - ইন্দ্রচন্দ্র
      - অরুণচন্দ্র (দত্তক)

ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকীল, ভাগলপুর।

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত

পঞ্চ কায়স্থের বংশাবলী।

...রাজা রঘুনাথ ঘোষ (৩৪৭ পৃঃ) অতিশয় বিদ্বান্ ও কৃতী বলিয়া তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট্ জাহা-...র কর্ত্তৃক প্রধান পদে বরিত হয়েন। কিয়ৎকাল পরে রঘুনাথ ও তদীয় পত্নী বাণীনাথ ও জগন্নাথ ...ক দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি জয়-...পিতি মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায় যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে যশোহর নগরে ...বিপ্লব উপস্থিত হয়। তখন বাণীনাথ ও জগন্নাথ ঘোষ পিতৃ-মাতৃ হীন অতি নিরাশ্রয় বালকা-...য় থাকায় এবং রাজ-বিপ্লব হেতু দেশ ছিন্নভিন্ন হওয়ায় তথা হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন। ...ই বংশের প্রাচীনবংশপত্রিকায় তৎসম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"যশোর নগরে বাস ভাই দুইজন।
পিতা-মাতা হীন হ'য়ে উৎকণ্ঠিত মন॥
রাজ-বিপ্লবনে ছিন্ন ভিন্ন হ'লো দেশ।
বাণীনাথ জগন্নাথ চিন্তিয়া অশেষ॥
যশোর ত্যজিয়া দোঁহে চলে বাজু দেশ।
আমডালা নগরেতে করিল প্রবেশ॥
তথাকার অধিকারী ছিল কর বংশ।
ধর্ম্ম লেশ নাহি তার বড়ই নৃশংস॥
পরিচয় দোঁহাকার পেয়ে সেই কর।
যতনে রাখিল নিয়ে আপনার ঘর॥
মনে মনে বিচারিয়া বলে সেই কর।
ভ্রাতৃদ্বয়ে অগ্রভাগে জুড়ি দুই কর॥
মোর ঘরে দুই কন্যা আছে সুলক্ষণা।
তা'দিগের পরিণয় কর দুই জন॥

হ'লো দোঁহে অস্বীকার, ক্রোধজ্বলে দুরাচার,
বলে কর শোন মোর বাণী।
যদি বিয়া না করিবে, তার প্রতিফল পাবে,
পদ্মা-নদী মধ্যে যাবে প্রাণী॥
দুই ভাই হ'য়ে ব্যাস্ত, পলায়ন করে ত্রস্ত,
ধৃত হইল বাণীনাথ ঘোষ।
কহে কর ধীবরেরে, ছালাতে ভরিয়ে এরে,
পদ্মাতে ডুবালে নাহি দোষ॥
নাবিকেরা অতঃপরে, বাণীনাথে ধরি করে,
ত্বরা ভরি ছালার ভিতর।
ত্বরিতে তাঁহাকে নিয়ে, চলে পদ্মানদী বেয়ে,

মধ্যে মিল হইয়ে সত্বর ॥
বলে শুন মহাশয়, বিয়ে কর্‌লে প্রাণ রয়,
নহেত পদ্মায় ডুবাইব।
ভাবে বাণী মনে মন, করিয়াছি এই পণ,
মরি তবু বিয়ে না করিব ॥
"মেরি ভাই জগন্নাথ, না মিল গেই কার কি সাৎ,
বেটা বেটাকো না দিবেগা বিয়ে।
যতকক্ রহে ওস্কি বংশ, না করে ইয়া কোল ধ্বংশ,
বাণীনাথ পদ্মায় রহে গিয়ে ॥"
ধীবরেরা এত শুনি, পাপ তাপ নাহি গণি,
ডুবাইল নদীর মাঝার।
জগন্নাথ শুনি মুগ্ধ, হলো শোকানলে দগ্ধ,
প্রেত-কার্য্য করিল তাঁহার ॥"

অতঃপর জগন্নাথ ঘোষ (৩৪৭ পৃ) উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া, কাগমারী পরগণার অন্তর্গত বাঙ্গালা গ্রামে তথাকার ভূম্যধিকারী যাদবেন্দ্র গুহ রায়ের ভবনে উপনীত হয়েন। যাদবেন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া কিছুদিন যত্নের সহিত আপন ভবনে রাখেন, পরে ইন্দুমতি (প্রকাশ নাম 'হীরা') নাম্নী কন্যাকে জগন্নাথ ঘোষের সহিত বিবাহ দেন এবং তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত বাক্‌লাদিগর ২২খানা গ্রাম জগন্নাথ ঘোষকে যৌতুক প্রদান করেন, জগন্নাথ ঘোষ এইরূপ যৌতুক পাইয়াও যাদবেন্দ্রের নিকট হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া আদাজান গ্রামে হরা বৈরাগীর আখ্‌ড়াতে যাইয়া বাস করেন। যাদবেন্দ্র রায় তাঁহার উদ্দেশ করিয়া ঐ গ্রামের মধ্যগত একখণ্ড ভূমি ঘোষপুর নাম করণে তথায় জগন্নাথ ঘোষের বাটী নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহাকে স্থাপিত করেন, তৎপরে যাদবেন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় (যিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া 'ইনায়াৎ উল্লা চৌধুরী' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন) মুর্শিদাবাদ হইতে দেশে প্রত্যাগমণ করার পর জগন্নাথ ঘোষের নিকট বাক্‌লা দিসয়ের অনেক খাজনা বাকী আছে বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনেন এবং নিকটে ডাকিয়া বলেন "তোম্‌হি হেমাইত হুয়া, কভি মিল্‌কিয়ৎকো খাজানা নাহি দেতে হো, আভি খাজানা দেও বহুত আচ্ছা, নাহি দেও ত' ছব গাঁও ছোড় দেও, না হয় খানা আওর থুক্ খেলাকে তেরি জাত লেঙ্গে।"

জগন্নাথ ঘোষ এই দুর্ব্বাক্য শুনিয়া 'রাম রাম' শব্দ করিয়া গাঁওসকল ছাড়িয়া দিলেন এবং নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিলেন।

যবনো দুর্নিবারশ্চ রিক্তং মে হরতে বলাৎ।
বৃদ্ধোঽহংক্ষমশ্চৈব পুত্রা অপিচবালকাঃ ॥

যাদবেন্দ্র বিহীনেঽহং বাক্‌লা নিষ্ফলা গতা।
অতএব কগচ্ছামি সহায়ো নাস্তি কুত্রচিৎ ॥"

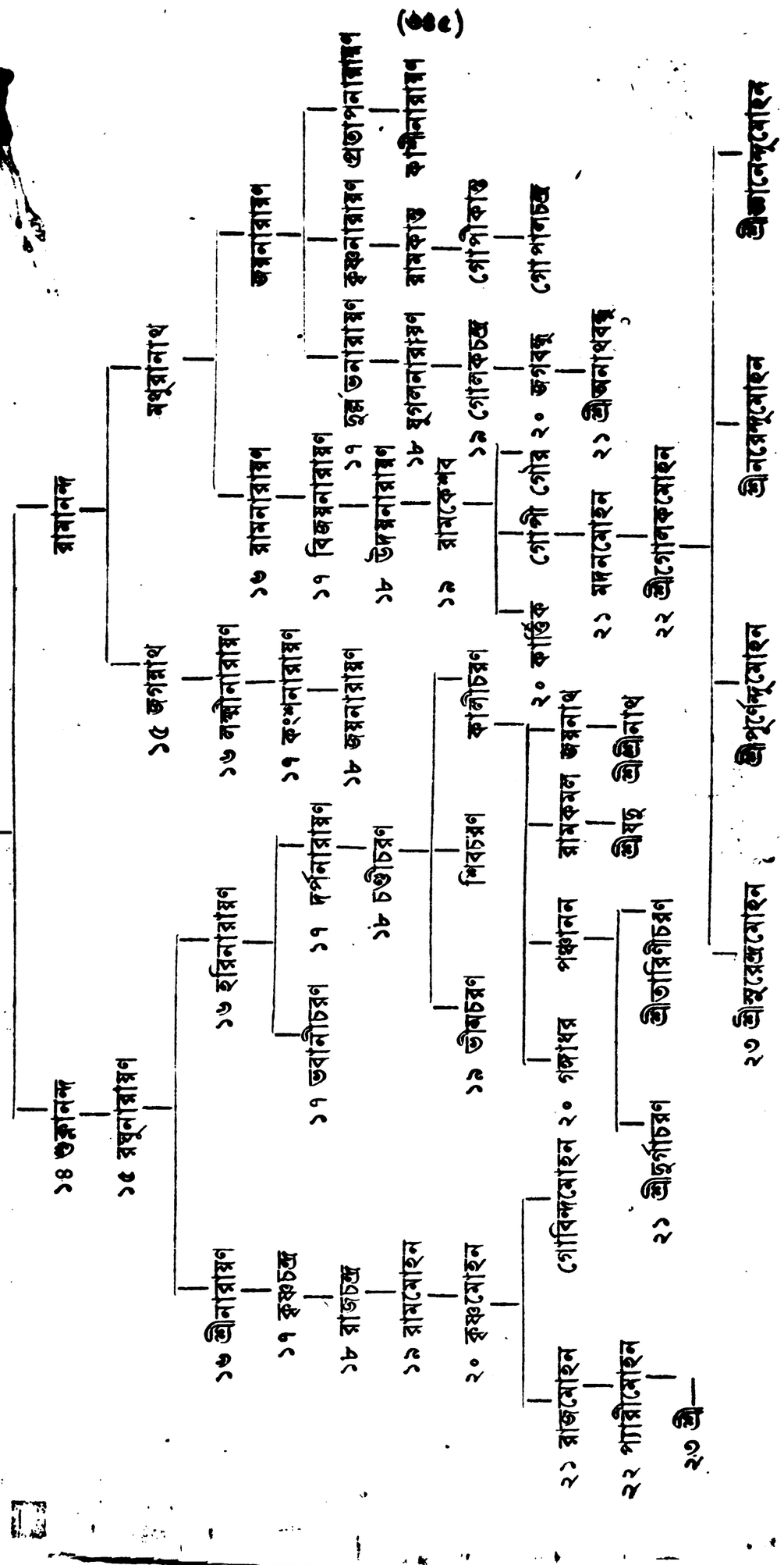

কার্ণ্যঘোষ

ইহার বংশে ছয়কড়ি ঘোষের বংশধরগণ ভিন্ন আর কাহারই কুল নাই। শ্রীকণ্ঠ ও দিগম্বর কেবল কুলজ বলিয়া ঘটককারিকার উল্লেখ আছে।

৭ পুষ্প, ভাস্কর, স্মৃতি, মতিঘোষ

মতিঘোষ — (এই মতিঘোষ নিস্কুল, ইহার ধার মাণিকগঞ্জ, চারিপাড়া, এবং হুকুরা গ্রা মে নিয়োগী ও রায় উপাধিতে প্রসিদ্ধ ।)

৮ সূর্য্য, শিবানন্দ, আদিত্য, মধু, বিভাকর, কৌরন্তপ্রকাশ (পুষ্পের পুত্র); অনন্ত, মুক্তি, অলঙ্কার (মতিঘোষের পুত্র)

অনন্ত — (এই অনন্তঘোষের বংশধরগণ মাণিকগঞ্জের অধীন বিষমপুর, বাণিয়াজুরি, দশচিড়া এবং ইড়তাগ্রামে বাস করেন ; ইহারা কুলজ ।)

৯ ভগীরথ, মাধা (বিভাকরের পুত্র)

১০ মুক্তি, রঘুনাথ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ছয়কড়ি, শ্রীকণ্ঠ, দিগম্বর, গণঘোষ, [illegible] (ভগীরথের পুত্র)

ছয়কড়ি — পরপৃষ্ঠায় দেখুন ।

ছয়কড়ি

(এই দিগম্বর ঘোষের ধারা মাণিকগঞ্জের [illegible] বয়রা গ্রামে আছেন ।)

১১ মধুঘোষ, হরিঘোষ, কামদেবঘোষ

মধুঘোষ — (এই মধুঘোষের বংশাবলী বিক্রমপুরের অধীন পাউনদিয়া গ্রামে বাস করেন ; ইহারা তত্রস্থ ৩॥০ ঘরের মধ্যে একঘর ।)

কামদেবঘোষ — (ইহার বংশধরগণ যশোহরাধিপতি বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহর সমাজে আনীত হয়েন।)

১২ রত্নাকর, গোপাল, বনমালী, জনার্দ্দন, মন

১৩ রঘুনাথ * (রত্নাকরের পুত্র)

১৪ বাণীনাথ, জগন্নাথ

১৫ রমানাথ (বাণীনাথের পুত্র); প্রকাশনাথ, রতিনাথ, যদুনাথ, বংশনাথ (জগন্নাথের পুত্র)

রমানাথ — শ্যামবল্লভ — পরপৃষ্ঠায় দেখুন ।

রতিনাথ — নিঃসন্তান

* ৩৪১ পৃষ্ঠা দেখুন ।

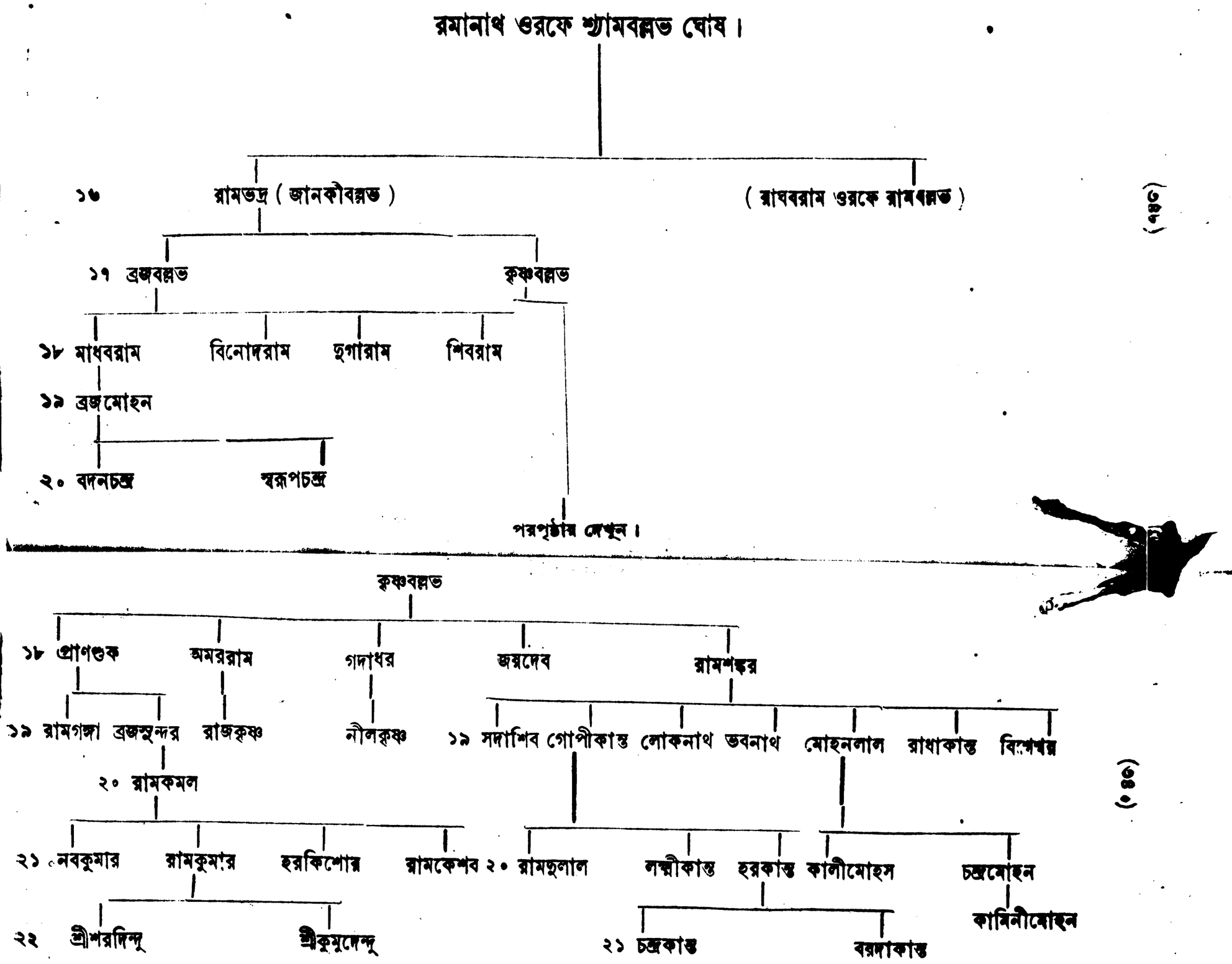

রমানাথ ওরফে শ্যামবল্লভ ঘোষ।

- ১৬ রামভদ্র (জানকীবল্লভ)
  - ১৭ ব্রজবল্লভ
    - ১৮ মাধবরাম
      - ১৯ ব্রজমোহন
        - ২০ বদনচন্দ্র
        - স্বরূপচন্দ্র
    - বিনোদরাম
    - দুর্গারাম
    - শিবরাম
  - কৃষ্ণবল্লভ — পরপৃষ্ঠায় দেখুন।
- (রাঘবরাম ওরফে রামবল্লভ)

কৃষ্ণবল্লভ

- ১৮ প্রাণশুক
  - ১৯ রামগঙ্গা
  - ব্রজসুন্দর
    - ২০ রামকমল
      - ২১ নবকুমার
      - রামকুমার
        - ২২ শ্রীশরদিন্দু
        - শ্রীকুমুদেন্দু
      - হরকিশোর
      - রামকেশব
- অমররাম
  - রাজকৃষ্ণ
- গদাধর
  - নীলকৃষ্ণ
- জয়দেব
- রামশঙ্কর
  - ১৯ সদাশিব
  - গোপীকান্ত
    - ২০ রামদুলাল
    - লক্ষ্মীকান্ত
    - হরকান্ত
      - ২১ চন্দ্রকান্ত
      - বরদাকান্ত
  - লোকনাথ
  - ভবনাথ
  - মোহনলাল
    - কালীমোহন
    - চন্দ্রমোহন
      - কামিনীমোহন
  - রাধাকান্ত
  - বিশ্বেশ্বর

(ইঁহারা মুর্শিদাবাদের অধীন দেওনাপুর বাস করেন।)

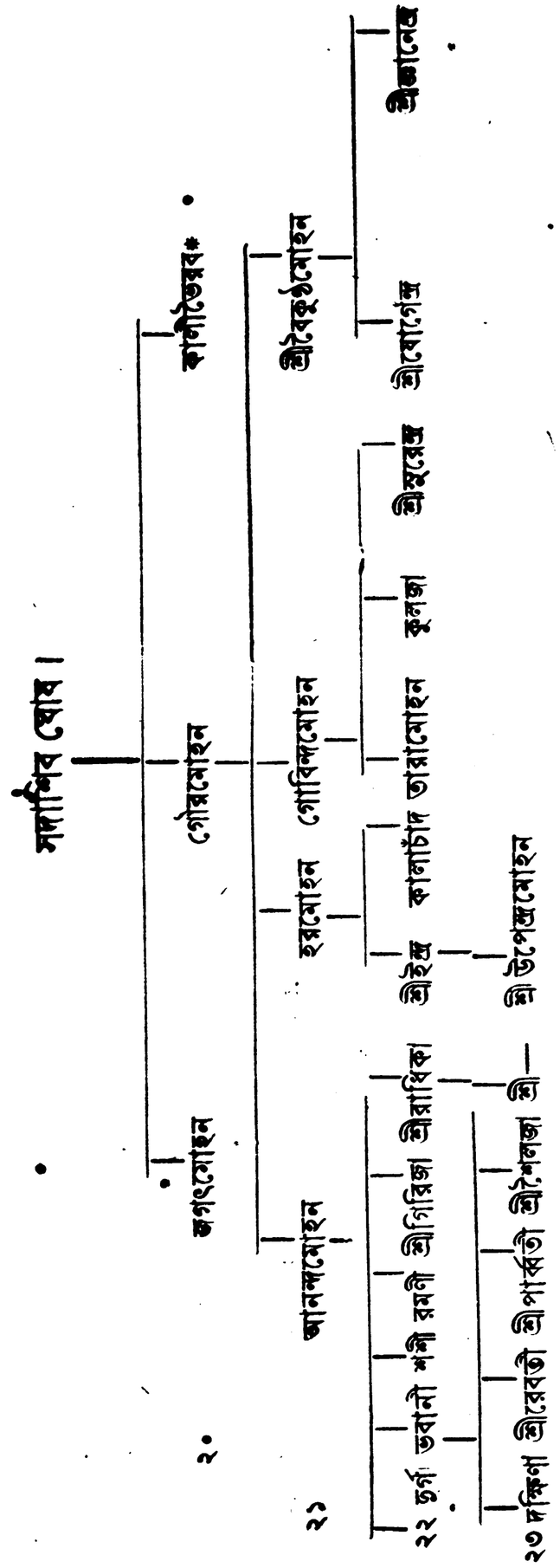

আমার কৈফিয়ৎ।

বিগত আশ্বিন মাসের কায়স্থ পত্রিকায় "প্রতিবাদ" শীর্ষক দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়দ্বয়। উক্ত প্রতিবাদী মহাশয়দ্বয় আমার "বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনার" প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বঙ্গজ সমাজে অত্রি-গোত্রধারী দাস বংশ বিদ্যমান আছেন এবং সমাজে তাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। বঙ্গজ সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকায় আমি ঢাকুর সমালোচনা কালে লিখিয়াছিলাম যে বঙ্গজ সমাজে অত্রিগোত্রধারী দাস বিদ্যমান নাই। যাহা হউক আমার এই ভ্রমের জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত।

বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের প্রথমে যদুনন্দন কৃত ঢাকুর গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। উহা পাঠ কালে কোন কোন বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মে ও ঐ পুস্তকের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বারেন্দ্র সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকায়, আমার বারেন্দ্র বন্ধুগণের মধ্যে ২।৪ জনকে আমার সন্দেহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা দ্বারা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি এবং বারেন্দ্র কায়স্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় কৃত "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" ও অগ্রজ প্রতিম বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় প্রণীত "কায়স্থতত্ত্ব" হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই প্রবন্ধাকারে "বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনা" প্রকাশিত করিয়াছি। উক্ত পুস্তকদ্বয় মধ্যে বঙ্গাগত কায়স্থগণের পদবী ও গোত্রমধ্যে অত্রিগোত্রধারী কোন দাস বংশের উল্লেখ না থাকায় এবং "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" মধ্যে "বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ কুলীন দাস বংশীয়গণ অত্রিগোত্র এবং অত্রি, অসিত এবং বিশ্বাবসু প্রবর বিশিষ্ট। যখন এই গোত্র ও প্রবর বিশিষ্ট আর কোনও উপনিবেশী কায়স্থ নাই তখন উক্ত দাস বংশকে কুলীন স্বীকার বোধ হয় সকলেই করিতে পারেন।" এবং "অধিকন্তু অত্রিগোত্রীয় দাস অন্য কোন শ্রেণী মধ্যে নাই।" এই উক্তি থাকায় আমরা বলিয়াছি যে "বঙ্গজ বা রাঢ়ীয় শ্রেণী মধ্যে অত্রিগোত্রধারী কোন দাস বংশ নাই।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষে বারেন্দ্র কায়স্থ শব্দের মধ্যে ঐ শ্রেণীস্থ কায়স্থগণকে গৌড়ীয় কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহাদের উপনিবেশিত্ব স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বে বঙ্গীয় শ্রেণীস্থ অনেকেই বারেন্দ্র কায়স্থের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না;

বারেন্দ্র কায়স্থের সংখ্যাও রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণের তুলনায় অতি অল্প। অন্যান্য জেলায় এই শ্রেণীর বাস থাকিলেও প্রধানতঃ রাজসাহী ডিভিসনে অধিক। রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থের নাম খুব কম শুনা যায়। এই কারণে তদ্দেশবাসী রাঢ়ী ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণ ইঁহাদের নাম বেশী শুনিতে পান না ও তাঁহাদের এই সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই।

বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঢাকুরোক্ত সিদ্ধঘর অর্থাৎ দাষ, নন্দী, চাকী বঙ্গজ বা রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না, পরন্তু পৃথকভাবে পশ্চিম হইতে আসিয়া সমাজ স্থাপন করেন এবং ঢাকুরোক্ত সাধ্যঘর অর্থাৎ দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণী হইতে সংগৃহীত এবং ৭২ ঘর অর্থাৎ কর, সেন, পালিত প্রভৃতি উপাধিযুক্ত যাঁহারা, তাঁহারা বারেন্দ্র সমাজে সুপরিচিত নহেন বা বারেন্দ্র সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে" এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল কারণে বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণ বারেন্দ্র সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। আমাদের বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য এই যে যতুনন্দন-কৃত ঢাকুর অল্পদিন পূর্ব্বে লিখিত হইলেও, বর্ত্তমান কায়স্থ আন্দোলনের সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যে সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকল মতের পোষকতা করেনা। সেই জন্যই আমি ঢাকুরের বিবরণ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের কি সিদ্ধ, কি সাধ্য, কি ৭২ ঘর সকলেই বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয় বা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ হইতে সংগৃহীত এবং ঐ সমাজত্রয়ের কায়স্থ লইয়া বারেন্দ্র সমাজ সৃষ্ট এবং উত্তর কালে পু উক্ত সমাজত্রয়ের সহিত বারেন্দ্র সমাজের সংস্রব অতি অল্পদিন পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবং বারেন্দ্র সমাজ উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজ হইতে পৃথক্ নহে। সুতরাং ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের প্রতিবাদ আমার ঈপ্সিত বিষয়ে বিশে সাহায্য করিয়াছে। এজন্য প্রতিবাদী মহাশয়দ্বয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বাদ প্রতিবাদে বিষয় সকল মার্জ্জিত ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য হয়, বিশেষতঃ সামাজিক ইতিহা বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে—যাহা আছে তাহাতে সকল বিষয় অবগত হও যায় না। এমত স্থলে বাদ প্রতিবাদই এই সকল বিষয় পরিস্ফুট করিবার একমা উপায়। এই বিবেচনায় আমি এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; এজ সকলের সাহায্যের প্রয়োজন। আশা করি পাঠকমহোদয়গণ "ঢাকুর সমালোচনা ভ্রম প্রদর্শনও দোষগুণ বিচার করিয়া বাধিত করিবেন।

আমি আরও স্বীকার করিতেছি যে, 'ঢাকুর সমালোচনায়' দাস বংশের নি কালে কংশ ও গোপালের নাম ভ্রমক্রমে বাদ দিয়া বাণীরায়, রামভদ্র ও নাথের বংশ শ্রেষ্ঠ ও অষ্টমুনিষা সমাজে আবদ্ধ বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইয়া বাণীরায়, রামভদ্র, রামনাথ, কংশ ও গোপাল এই পাঁচজনের বংশধর-যতুনন্দনমতে শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন ও অষ্টমুনিষা সমাজ মধ্যে আবদ্ধ এইরূপ হইবে। ই পরিবর্ত্তনানুসারে সমালোচনার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা আমি াসময় করিতে চেষ্টা করিব।

আমার প্রবন্ধের বাদ প্রতিবাদ পরিসমাপ্ত হইলেই বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় গেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আকর্ষিত করিবার ইচ্ছা করিতেছি। *

চিত্রগুপ্ত।

ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের প্রকৃতরূপ, ধ্যান, মন্ত্র ও বীজমন্ত্র জানিবার জন্য আমার নিকট কয়েকখানি পত্র আসিয়াছে; শারীরিক অসুস্থতা ও নানা কার্য্য-নিবন্ধন যথাসময়ে তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। কায়স্থ পত্রিকার পাঠক মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য মনে করিয়া কায়স্থ-পত্রিকাতেই তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছি।

---

* "বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনা" প্রকাশিত হইলেই বারেন্দ্র কায়স্থ মহোদয়গণের অপ্রীতি-ভাজন হইতে হইবে ইহা জানিয়াও প্রবল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া উহা প্রকাশিত করিবার জন্য কায়স্থ পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাই; কিন্তু নামটী অপ্রকাশিত রাখিতে এতদিন কারণবিশেষের দ্বারা বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন ইহার ভ্রম প্রদর্শিত হইতেছে তখন দোষের ভাগ অবনত মস্তকে গ্রহণ করা উচিত এই বিবেচনায় নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রবন্ধটা কাহারও কাহারও নিকট অপ্রিয় হইয়াছে ইহা প্রবন্ধ প্রকাশের অযথা বিলম্বেই সকলে বুঝিতে পারিবেন; প্রবন্ধটী যে সম্পূর্ণ কলেবরে পাঠকগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাও সহজে নহে—কারণ উহার প্রকাশে অযথা বিলম্ব দেখিয়া অনেকগুলি পোষ্টকার্ড খরচ করিতে এবং উহা প্রকাশ করিতে 'কায়স্থ-পত্রিকা' সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিবার জন্য কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, এম্ এ, মহাশয়কেও অন্যের দ্বারা অনুরোধ করাইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হেমবাবু উপরোধ অনুরোধ না করিলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। যাঁহারা সমগ্র "ঢাকুর সমালোচনা" পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ১৩১৪ সালের বৈশাখ হইতে আষাঢ় সংখ্যা (একত্রে), ১৩১৬ সালের ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক সংখ্যা (একত্রে) ১৩১৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা ও ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকা পাঠ করিবেন। আশা করি সম্পাদক মহাশয় এই অপ্রিয় সত্যের অবতারণার জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না।

আদিকায়স্থ ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ-পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হয় নাই, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

১ম প্রশ্ন। চিত্রগুপ্ত দেবের কিরূপ আকৃতি?

উঃ। সুপ্রসিদ্ধ মহীধররচিত 'মন্ত্রমহোদধি' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"কিরীটোজ্জ্বলং বস্ত্রভূষাভিরামং বিচিত্রাসনাসীনমিন্দুপ্রভাস্যং।
নৃণাং পাপপুণ্যানি পত্রে লিখন্তং ভজে চিত্রগুপ্তং সখায়ং যমস্য॥"(২০।১২২)

মন্ত্রমহোদধিধৃত চিত্রগুপ্তদেবের উক্ত ধ্যানমন্ত্র হইতে বুঝিতেছি যে তাঁহাকে এইরূপে ভাবিতে হইবে।

তিনি উজ্জ্বল কিরীটধারী, অতি মনোরম বসন ও ভূষণে সজ্জিত, বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট, তাঁহার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত, তিনি পত্রে নরগণের পাপপুণ্য লিখিতেছেন—যমের সখা (এইরূপ মনে করিয়া) চিত্রগুপ্তদেবকে ভজনা করিবে। কমলাকর ভট্ট ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বেশ্বর ভট্ট পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ড হইতে এইরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥"

ব্রহ্মা ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হইলে তাঁহার সর্ব্বকায় হইতে এক দিব্যরূপ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে মসীপাত্র (দোয়াত) ও লেখনী। তিনিই চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত। ধর্ম্মরাজের নিকট তিনি প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্ম লিখনে নিযুক্ত।

বাচস্পত্য অভিধান ও শব্দকল্পদ্রুমের ২য় সংস্করণে উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় বচনে এবং চিত্রগুপ্ত ব্রতকথায় এইরূপ লিখিত আছে—

"স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে।
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ভূতং তদ্বদামি তে॥
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥"

কমলাসনে সমাধিতে অবস্থিত হইলে সেই সমাধির অবস্থায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। তাঁহার শরীর হইতে শ্যামবর্ণ কমললোচন এক মহাবাহু আবির্ভূত হইলেন, তিনি কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনবিশিষ্ট, তাঁহার একহস্তে লেখনী, অপর হস্তে ছেদনী, এছাড়া এক হস্তে মসিপাত্র।

উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় চিত্রগুপ্ত ব্রতকথার বচন হইতে চিত্রগুপ্তদেবের স্পষ্ট দুইটী হস্তের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু অপর বচন দ্বারা তিনি দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু যখন স্পষ্ট তাঁহার তিনটী ভুজের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তখন চতুর্ভুজ বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। মন্ত্রমহোদধিতে চিত্রগুপ্ত যমের সখা বলিয়া অভিহিত। এদিকে তর্পণ মন্ত্রে চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে চিত্রগুপ্তও একজন। এখন কথা হইতেছে—চিত্রগুপ্তদেবের আকৃতি, বর্ণ ও বসনভূষণ যেন বুঝা গেল, তাঁহার চতুর্ভুজের মধ্যে একহস্তে লেখনী,* একহস্তে ছেদনী এবং একহস্তে মস্যাধার; কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট চতুর্থ হস্তে কি তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ স্থলে আমাদিগকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী শিল্পশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া চতুর্থ হস্তের ধৃত বস্তুটী ঠিক করিতে হইবে। বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি রচিত শিল্পশাস্ত্রে লিখিত আছে যেখানে যে দেবের পার্ষদগণের বিশেষ কোনরূপ বর্ণনা নাই, সেখানে তৎসদৃশ রূপই কল্পনা করিতে হইবে। শাস্ত্রে পাইতেছি—চিত্রগুপ্তদেব যমের সখা বা স্বয়ং একতম যম। এরূপস্থলে চিত্রগুপ্তদেবের অপর হস্তের ধার্য্য বস্তুটী যমমূর্ত্তি পরিচয় হইতেই স্থির করিতে হইবে। বিশ্বকর্ম্মশিল্পশাস্ত্রে যমমূর্ত্তির এইরূপ পরিচয় আছে—

"দণ্ডপাণি পাশহস্তো দীপ্তাগ্নিসমলোচনঃ।
মহামহিষমারূঢ়ো নীলাঞ্জনচয়োপমম্॥"

যমদেব হস্তে দণ্ড ও পাশযুক্ত, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় লোচনসম্পন্ন এবং নীলাঞ্জন সদৃশ মহামহিষে আরূঢ়। বাস্তবিক আমরা যে চতুর্ভুজ যমমূর্ত্তি পাইয়াছি, তাহার বাম নিম্ন হস্তে দণ্ড দৃষ্ট হয়*। এরূপ স্থলেও চিত্রগুপ্ত দেবেরও বামদিকের নিম্ন হস্তে দণ্ড থাকিবে।

যম দণ্ডধারী বলিয়া পরিচিত, সুতরাং যমের সখা বা একতম যমরূপী চিত্রগুপ্তেরও একহস্তে দণ্ড রাখিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ চিত্রগুপ্তদেব

* লেখনী অর্থে আজকালকার কলম নহে, তালপত্রে লিখিবার জন্য উৎকলে যেরূপ লৌহ সূচাগ্র কলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই লেখনী এবং তালপত্র কাটিয়া ছাটিয়া যদ্দ্বারা উপযোগী করিয়া লওয়া হয়, তাহাই ছেদনী।

* Mayaurabhanja Archaeological Survey Report, Vol. V. Plate. দ্রষ্টব্য।

কেবল মানবের পাপপুণ্যের লেখনাধিকারী নহেন, তিনি পাপপুণ্যের বিচারক ও বটে ; যথা গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে

"চিত্রগুপ্তপুরং রম্যং যোজনানাং বিংশতি।
কায়স্থা তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥"

মন্ত্রমহোদধিতে চিত্রগুপ্তের জপমন্ত্র এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—

"ওঁ নমো বিচিত্রায় ধর্ম্মলেখকায় যমবাহিকাধিকারিণে যম ব্লূং জন্মসম্পৎ প্রলয়ং কথয় কথয় স্বাহা"। মন্ত্রোমহোদধির মতে প্রসন্নমনে এই মন্ত্র জপ করিলে পুণ্যই হয়, কখন পাপ থাকে না।

"সিদ্ধমন্ত্রমিমং পুংসাং জপতাং চিত্রগুপ্তকঃ।
প্রসন্নো গণয়েৎ পুণ্যং নৈব পাপং কদাচন॥" (২০।১২৩)।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মণঃ।*

একটী নিবেদন।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কায়স্থজাতীর মধ্যে যেরূপ প্রবল জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই নিজ নিজ প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ঘটকের কার্য্য বহুদিন হইতে লুপ্ত হওয়ায় পরবর্ত্তীকালের অনেক কথাই কোন কারিকাতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বে ঘটকদের হস্তেই সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার ভার অর্পিত ছিল, ক্রমে ক্রমে ঘটকগণ সমাজে অনাদৃত হওয়া বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঘটকের কার্য্য উঠিয়া গেলেও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের মধ্যে অনেকেই পাছে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ স্বীয় স্বীয় বংশের পরিচয় দিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় নিজেদের বংশাবলী নিজেরাই রক্ষা করিতেছিলেন। কতকগুলি বংশের ধারাবাহিক কুর্শিনামা সেইজন্য আজ পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মধ্য ভাগে কতদিন জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা একরূপ ক্ষান্ত হইয়াছিল। অধুনা উহার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

* এক প্রসিদ্ধ চিত্রকরকে চিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তি আঁকিতে দেওয়া হইয়াছে, সেই চিত্রের প্রতিলিপি আগামী সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় ছাপান হইবে। যাঁহারা চাহেন মণিঅর্ডার করিয়া।০ আনা পাঠাইবেন, কিম্বা।০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন। ইতি সঃ কাঃ পঃ।

কায়স্থ কারিকা বা মিশ্র কারিকা প্রভৃতি দৃষ্টে লিখিত কায়স্থ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পুস্তক আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় সকল গুলিতেই বঙ্গজ কায়স্থদের কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা সহ মোট ৯৯ ঘর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত ৯৯ ঘর ব্যতীত যে বঙ্গে আরও অনেক উপাধিধারী কায়স্থ আছেন, তাহা হয়ত অনেকেই অবগত নহেন। বাবু অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত কায়স্থ দর্পণের প্রথম ভাগে উনায়া কায়স্থের এবং বাবু কৃষ্ণনাথ ঘোষ প্রণীত কুল-প্রতিভা ২য় খণ্ডের ফতেয়াবাদ সমাজ বিবরণে জঙ্গি নিশিন্দারামের বংশধর উজানীর রায় মহাশয়দের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উঁহারা বল্লাল সেনের শ্রেণী বিভাগের বহু পরে এ দেশে আসিয়াছিলেন বলিয়াই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে লিখিত আছে। ঐরূপ হয়ত আরও অনেকেই পর পর এদেশে আসিয়াছিলেন। নানা কারণে তাঁহাদের কোন প্রাচীন ইতিহাস প্রথম পাওয়া যাইতেছেনা। আমি আজ এই সম্বন্ধেই দুই একটী কথা "কায়স্থ-পত্রিকায়" গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়-গণের সমীপে নিবেদন করিব। আশা করি এই সম্বন্ধে কেহ কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত থাকিলে, তৎসম্বন্ধে "কায়স্থ পত্রিকায়" আলোচনা করিলে কতক-গুলি নূতন বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতে পারে। আমি যে কয়েকটী উপাধির বিষয় অবগত আছি নিম্নে একাদিক্রমে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। বালো (Balo) এই উপাধির ব্যক্তিগণ বাৎস্য গোত্রীয়। জনশ্রুতি এই যে অতিপূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর নামক স্থানে ইহাদের বাস-স্থান ছিল। তথা হইতে এক ব্যক্তি প্রথমে ঢাকা জেলার অধীন নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বালো ঘাটালিয়া প্রকাশ বালো কুণ্ড নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বালো বংশীয়দের বাসস্থান ছিল বলিয়া ঐ স্থানের উক্তরূপ নাম হইয়াছিল। তৎপরে কয়েক পুরুষ পরে দস্যু ভয় ইত্যাদি কারণে উক্ত বংশের দুই ব্যক্তি ঐ গ্রাম ত্যাগ করতঃ একজন মাণিকগঞ্জ থানার অধীন ধলেশ্বরী০ নদীর তীরবর্ত্তী "পালোড়া" গ্রামে উঠিয়া আসেন তাঁহার বংশধরগণ বাজু সমাজে পালোড়ার বালো বলিয়া খ্যাত। অপর ব্যক্তি নবাবগঞ্জ থানার অধীন পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী কুসুমহাটী নামক গ্রামে উঠিয়া যান। তাঁহার বংশধর "কুসুমহাটীর মজুমদার" নামে বিখ্যাত। কুসুমহাটী মজুমদার বংশীয় নৃসিংহচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মুর্শিদা-বাদ বঙ্গাধিকারীর বাড়ীর দেওয়ান থাকা সময়ে বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করতঃ মজুমদার উপাধি লাভ করেন ; তাঁহার সময় হইতেই এই বংশ মজুমদার উপাধিতে

পরিচিত। উপরের উল্লিখিত সমস্তই জনশ্রুতির উপরেই নির্ভর করিয়া লেখা হইল। এই বংশের এক ধারা নবাবগঞ্জ থানার অধীন চুড়ামণি প্রকাশ চুড়াইল গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা বালো মজুমদার এই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে এই বালো বংশীয় ব্যক্তিগণ মাণিকগঞ্জ, সাভার, হরিরামপুর ও নবাবগঞ্জ থানায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গের আর কোন স্থানে এই উপাধিধারী কায়স্থ আছেন কিনা তাহা আমি অবগত নহি।

নাহা—(Naha) ইঁহারা মৌদ্গল্য গোত্রীয়। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় প্রণীত "চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাস ও বঙ্গজ কায়স্থ বিবরণ" নামক পুস্তকে ৬৪ ঘর অচলা কায়স্থ মধ্যে নাহাও এক ঘর বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য পুস্তকে "নাহা"র কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই অঞ্চলে কেবল মাণিকগঞ্জ থানার অধীন বালিয়ারা গ্রামেই এই উপাধিধারী কায়স্থ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা বাজু সমাজে বালিয়ারার মজুমদার নামে খ্যাত। মাণিকগঞ্জের অধিন পালোড়া গ্রামেও ইঁহাদের জ্ঞাতি এক ঘর বর্ত্তমান আছেন। এতদ্ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ৩ এক ঘর "নাহা" উপাধিধারী কায়স্থ আছেন বলিয়া শুনা যায়।

কিরণ—(Kiran) এই উপাধিধারী কায়স্থগণ সাধারণতঃ "বিশ্বাস" হওয়া উচিত। মাণিকগঞ্জ, হরিরামপুর ও সাভার থানার অন্তর্গত কতিপয় গ্রামে ইহারা বাস করেন। ভিন্ন ভিন্ন থানার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিলেও সকলেই এক বংশসম্ভূত; ইঁহারা আলম্বায়ন গোত্রীয়। ইঁহাদের কুর্শি নামা আছে বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই বংশীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস মহাশয় বগুড়ার একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার।

হার—(Har) এই উপাধিধারী ব্যক্তিগণ "হার" উপাধিতেই পরিচিত। ইহাদের অন্য কোন উপাধি আছে কিনা এবং ইহারা কোন গোত্রীয় তাহা অবগত নহি। ঢাকা জিলার অন্তর্গত হরিরামপুর থানার অধিন বজ্রাভাঙ্গা নামক গ্রামে ইঁহারা কয়েক ঘর আছেন। অন্য কোন স্থানে থাকিলেও তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এই বংশীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম এ বি এল মহাশয় বগুড়া জিলা স্কুলে কতকদিন শিক্ষকতা করিয়াছেন। এখন কোথায় আছেন অবগত নহি। ঢাকা হইতে প্রকাশিত "শান্তিকণা" নামক মাসিক পত্রিকায় ইনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

পর্ব্বত—(Parbat) এই উপাধিধারী বরদাকান্ত পর্ব্বত নামক এক ভদ্র লোককে ময়মনসিংহ জিলার অধীন সেরপুরে কার্য্য করায় সময় দেখিয়াছিলাম। শুনা তিনি পরলোকগত। শুনিয়াছিলাম ফরিদপুর জিলার অধীন কোন গ্রামে ইহা বাবুর বাসস্থান ছিল। "পর্ব্বত" ভিন্ন অন্য কোন উপাধি ইঁহাদের আছে তাহা প্রকাশ নাই। অনেক দিন যাবত সেরপুর পরিত্যাগ করিয়াছি বিধায় ইহা বাবুর গোত্র প্রভৃতি বিশেষ বিবরণ জানিতে পারি নাই।

ভোজ—(Bhoj) ঢাকা জেলার অধীন হরিরামপুর থানার অন্তর্গত "খড়িয়া" গ্রামে এই উপাধি ব্যক্তিগণ বাস করেন। শুনা যায় ইহারা ফরিদপুর হইতে এদেশে আসিয়াছেন। ইঁহারা "জন ঋষি" গোত্রীয়। ইঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বালো।

কায়স্থ-দীপিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

করণের মাতা পিতা উভয়েরই উল্লেখ করা উচিত; কিন্তু 'বৈশ্যজাতঃ' কাটিয়া 'সুতো যজ্ঞে' করিলে ত' পিতার কথা বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং 'বৈশ্যজাতঃ' কাটিয়া 'সুতো যজ্ঞে' কেহ করে নাই, 'সুতো যজ্ঞে' কাটিয়াই 'বৈশ্যজাতঃ' করিয়াছে কোন্ 'হাম্ বড়া' নির্ব্বোধ। তবে এক কথা হইতে পারে; মূল হইতে হয়ত 'বৈশ্যজাতঃ' বা 'সুতোযজ্ঞের' জায়গাটা পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে, তাই কেহ বা 'বৈশ্যজাতঃ' কেহ বা 'সুতোযজ্ঞে' দিয়া পূরণ করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ দুষ্কর্ম্মকারীর মধ্যে যে 'সুতোযজ্ঞে' করিয়াছে সে তাহা নির্ব্বোধ নহে। কারণ সে দেখিয়াছে বৃহদ্ধর্ম্মে বৈশ্যশূদ্রাজ জাতির কথা উল্লেখ দেওয়া রহিয়াছে, আর বৈশ্যশূদ্রাজ জাতি বেণে, সুতরাং এ করণকে বৈশ্যশূদ্রাজ করা অসঙ্গত; তবে, সে ভাবিয়াছে, যখন শুদ্ধ মাতার কথাও থাকিলে ধর্ম্মে চলে, তখন কল্পিত পিতা বসাইয়া কাজ নাই, বৈশ্য পিতা কি ক্ষত্র পিতা, যা হয় একটা আছেই, আমার আন্দাজে কাজ নাই, আন্দাজ মিথ্যা হইলে, ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম রূপ মহাপাপে অনন্তকাল নরকে পচিতে হইবে। বাস্তবিক 'সুতোযজ্ঞে'কারী নির্ব্বোধ নহে। তাহার পাপও সম্ভবতঃ মার্জ্জনীয়। কিন্তু 'বৈশ্যজাতঃ' যাহার মস্তকের উপর হয়ত ঋষির অভিসম্পাত দোদুল্যমান! তুমি যে বাপু, 'বৈশ্যজাতঃ' বসাইয়া দিয়াছ তা'তেই কি বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণ বৈশ্যশূদ্রাজ হইবে?

কখনই নহে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই করণ কখনই বৈশ্যশূদ্রাজ নহে, উহা ক্ষত্রিয়ই। মহাভারতের ;—

যদোশ্চ যাদবা জাতা স্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।

দ্রুহ্যোঃ জাতাস্ত রৈভোজাঃ অনোশ্চ ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

এই শ্লোকের 'দ্রুহ্যোঃ জাতাস্ত বৈভোজাঃ' চরণের অনুবাদে বর্দ্ধমান রাজবাটীর ভারত অনুবাদক পণ্ডিতগণ, 'ভোজরাজ' 'ভোজবংশ' প্রভৃতি শব্দে 'ভোজ' নামের প্রসিদ্ধি দেখিয়া, লিখিলেন 'দ্রুহ্য হইতে ভোজগণ জন্মিয়াছে'। কিন্তু মহাত্মা কালীসিংহের ভারত অনুবাদে পণ্ডিতেরা, দ্রুহ্য হইতে ভোজগণের উৎপত্তির কথা অসমীচীন দেখিয়া, উক্ত চরণের প্রসিদ্ধ 'ভোজ' শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'বৈ'টী ঐ ভোজের সহিত জুড়িয়া দিলেন ; এবং অর্থ করিলেন 'দ্রুহ্য হইতে বৈভোজগণ জন্মিয়াছে।' আমরাও বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণের উৎপত্তি বৈশ্য হইতে হওয়া মিথ্যা বোধে ঐ বিকৃত পাঠের প্রসিদ্ধ 'বৈশ্য' শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'বৈ'টী ঐ বৈশ্যের সহিত জুড়িয়া দিলাম। কেননা 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' যাহা হউক এইরূপ জুড়িয়া দেওয়ায় 'শূদ্রায় বৈশ্যজাত' স্থলে 'শূদ্রায় বৈবৈশ্যজাত' হইল।

শূদ্রায়াং বৈবৈশ্য-জাতঃ করণোবর্ণসঙ্করঃ।

'বৈ' যদি প্রসিদ্ধ 'ভোজ' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 'বৈভোজ' হইতে পারে, তাহা হইলে 'বৈ' কেননা 'বৈশ্য' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 'বৈবৈশ্য' হইবে? আর 'বৈবৈশ্য' যে 'বিবৈশ'-পুত্র (১) তাহা কি আবার কথায় বলিয়া দিতে হইবে?

আমরা করণ-প্রকরণের প্রারম্ভেই ফুটনোটে বলিয়াছি করণ-জাতি প্রধাণতঃ দুই প্রকারের, বৈশ্যজাত করণ ও বৈবৈশ্য-জাত করণ, অবশ্য এরূপ বলিবার হেতু আছে। দুইটী 'করণ' নামে এক হইলেও বস্তুতঃ এক নহে ; দুইটীর মাতাই 'শূদ্রা' হইলেও একটী শূদ্রা অপরটী ব্রাত্যা। এজন্য বোধ হয় উহাদের পিতৃদ্বয়ের নামও একপ্রকারের করিবার জন্যই 'বৈশ্য' নামের সহিত মিল রাখিয়া 'বৈবৈশ্য'

(১) এখানে কেহ হয়ত বলিবেন, "রাজা বিশাংপতি বলিয়া যেন 'বিশ্' শব্দের উত্তর ঈশ্বরার্থে 'ষ্ণ' করিয়া 'বৈশ' হইল ; কিন্তু আবার এই 'বৈশ' শব্দের পূর্ব্বে 'বি' উপসর্গ লাগাইয়া 'বিবৈশ' হইলে তদুত্তরেও 'ষ্ণ্য' করিয়া 'বৈবৈশ্য' করা সমীচীন নহে। আমরা বলি ইহা ভারি সমীচীন। দেখুন 'শুচি' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' করিয়া 'শৌচ' হইল ; আবার 'অ' উপসর্গ যোগে উহা 'অশৌচ' হইলে, তদুত্তরেও 'ষ্ণ' করিয়া আশৌচ হইয়াছে। যেমন 'দশাহং শাবমাশৌচং ব্রাহ্মণস্য বিধিয়তে।' (মনু)। দ্বিতিয়তঃ 'বীর' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' করিয়া 'বীর্য্য' হয় ; কিন্তু আবার 'কৃতবীর্য্য' শব্দের উত্তরেও 'ষ্ণ' করিয়া 'কার্ত্তবীর্য্য' হইয়াছে। বিশেষতঃ 'দ্রুপদ' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' ও স্ত্রীয়ামীপ্ করিয়া 'দ্রৌপদী' হইলে, যখন তদুত্তরেও অপত্যার্থে 'ষ্ণেয়' করিয়া 'দ্রৌপদেয়াঃ' সিদ্ধ হইয়াছে ; তখন আর ত' কথাই নাই। (গীতা ১ম অঃ দেখ।)

...নামের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে !!!! যাহা হউক 'বৈবৈশ্য' বলিলেই উহাকে 'বিবৈশ'-সন্তান বলিয়া বুঝা যায়। বিকৃতই হউক আর যাহাই হউক 'বিবৈশ' একপ্রকারের 'বৈশ' অর্থাৎ 'বিশাংপতি' বা 'রাজা।' সুতরাং বৈবৈশ্য জাত করণ ক্ষত্রিয়, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সহজ বোধগম্য। আমরা 'বৈশম্পায়ণের ব্যাখ্যায়' পরে 'বৈশ' শব্দের সত্তা ও তাহার ক্ষত্রিয় রাজা অর্থে প্রয়োগ ও দেখাইব। বিশেষ, 'বৈশ' শব্দে যে শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় রাজাই বুঝায় তাহাও সপ্রমাণ করিব। উপস্থিত 'বৈশ' শব্দের রাজা অর্থের সমীচীনতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক।

... 'বিশাংপতি' রাজাদিগের বহু প্রাচীন ও বিখ্যাত নাম। এই 'বিশাংপতি' শব্দের 'বিশ' শব্দে সম্বন্ধ বাচক ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ আছে। সুতরাং বিশাংপতি ... বিশ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তি অর্থাৎ 'বৈশ' ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ রাজা পৃথিবীপতি এজন্য তাঁহার 'পার্থিব' সংজ্ঞা। এস্থলে 'পৃথিবী' শব্দের উত্তর ঈশ্বরার্থে 'ষ্ণ' করিয়া 'পার্থিব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইরূপ রাজা 'বিশাংপতি' অর্থাৎ 'বিশ' বা প্রজাগণের ঈশ্বর ; সুতরাং 'বিশ' শব্দের উত্তর ঈশ্বরার্থে 'ষ্ণ' করিয়া যে 'বৈশ' শব্দ নিষ্পন্ন হইল, তাহারও অর্থ যে রাজা ইহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। ফলতঃ যদি পৃথিবীপতি 'পার্থিব' হয় এবং সর্ব্বভুমিপতি যদি 'সার্ব্বভৌম' হইয়া থাকে তাহা হইলে 'বিশাংপতি' কেননা 'বৈশ' হইবে? অতএব 'বৈশ' শব্দের শ্রুতার্থই যে 'রাজা' ইহা স্থির। এখন 'বিবৈশ' শব্দের কথা।

আমরা খস জাতিকে ম্লেচ্ছ-সন্তান জানিয়া করণকেও ম্লেচ্ছ-সন্তান বলিয়া অবগত আছি। আদি ম্লেচ্ছগণ বিরুদ্ধাচারী ও নিন্দিত রাজা বেণের সন্তান কিন্তু সকল ম্লেচ্ছ বেণের সন্তান না হইলেও স্বজাতি ও সমধর্ম্মী বলিয়া বেণ-পুত্রের আখ্যাই প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য ম্লেচ্ছ বলিলে প্রথমতঃ বেণরাজই বিবেচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। বেণরাজা সর্ব্বপ্রকারে বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। রাজার প্রজাপালক হওয়া ধর্ম্ম ; কিন্তু বেণ স্বভাব-পীড়ক ছিলেন। অপিচ, ধর্ম্মকে রাজাই রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু বেণ সর্ব্বধর্ম্মের নিষেধ সাধন করিয়াছিলেন।

স্বভাব-পীড়কো বেণোলব্ধা সিংহাসনং পুনঃ।

ধর্ম্মান্ নিষেধয়ামাস বর্ণাশ্রম কুলোচিতান্॥ বৃঃ ধঃ পুঃ।

এজন্য বেণ বিপরীত রাজা বা বিরুদ্ধ রাজা বলিয়া 'বিবৈশ' পদবাচ্য সন্দেহ নাই। কারণ 'বি' উপসর্গের 'বিরুদ্ধ' বা 'নিন্দিত' অর্থ 'বিকর্ম্ম, বিবুদ্ধি' প্রভৃতি শব্দে প্রসিদ্ধ আছে।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ। গীতা।

শশ্বদ্ বিবুদ্ধিজননীং সদ্ বুদ্ধিচ্ছেদকারিণীম্॥ ব্রহ্ম বৈ পু, ব্রহ্মখণ্ড।

লোকে 'মাতা' বলিলে 'যাহা হইতে জাত' বুঝিয়া থাকে, কিন্তু 'বিমাত্র' বলিলে 'যাহা হইতে জাত নয়' বুঝিতে হয়। ফলতঃ 'বিমাতা' যেমন উল্টা মাত্র, সেইরূপ বিবৈশও উল্টা রাজা। উল্টা রাজা বেণ 'বিবৈশ' এবং তৎপুত্র ম্লেচ্ছ, 'বৈবৈশ্য'।

বেণস্য স্বাঙ্গাৎ সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোবরঃ।
পুলিন্দঃপুক্কসশ্চৈব খসো বৈ যবনস্তথা॥
সুহ্ম-কাম্বোজ-শবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্য সম্বভূবুশ্চ ম্লেচ্ছভেদাস্ত এব হি॥

তবে যেমন 'ম্লেচ্ছ' শব্দ বেণ-বংশীয় না হইলেও অন্য ব্রাত্য রাজন্যে পর্য্যন্তও প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ 'বৈবৈশ্য' শব্দও সকল ব্রাত্য রাজন্যেই প্রয়োজ্য। ক্ষত্রিয়জাতি রাজার সন্তান; এজন্য 'রাজন্' শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ষ্ণ' করিয়া যে 'রাজন্য' শব্দ সিদ্ধ হয় তাহাতে ক্ষত্রিয় বুঝায়। ভগবান মনু বলিয়াছেন ব্রাত্য রাজার অপত্য ব্রাত্য রাজন্য হইতে করণ; সুতরাং বিবৈশের অপত্য বৈবৈশ্য হইতে করণ বলা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সঙ্গত। কারণ 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিকৃত' অর্থাৎ 'অসংস্কৃত' বা ব্রাত্য বলা যায়; এবং 'বৈশ' শব্দেও রাজা বুঝায়, সুতরাং বিবৈশ ব্রাত্য রাজা, এবং বৈবৈশ্য ব্রাত্যরাজন্য বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত। আমরা মন্বর্থের অনুকূলে বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণের উৎপত্তি প্রকটিত করিলাম, সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যাই সর্ব্বথা সুধীগণের গ্রাহ্য ও ধ্রুব সত্য। অতএব,

শূদ্রায়াং বৈবৈশ্যজাতঃ করণোবর্ণসঙ্করঃ।

পাঠও ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণের কথাই বলিতেছে। অন্যথায় ইহা অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়। বস্তুতঃ আমরা এই পাঠে বৈশ্যজাতির সত্ত্ব স্বীকার করিতে পারি না। যেমন 'নক্ষত্র' শব্দের ক্ষত্রাংশ ক্ষত্রিয়জাতি নহে, সেইরূপ বৈবৈশ্য শব্দের বৈশ্যাংশও বৈশ্যজাতি নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি 'বৈশম্পায়নের ব্যাখ্যায়' বৈশ শব্দের সত্তা ও তাহার ক্ষত্রিয় রাজা অর্থে প্রযোগও দেখাইব। যদি কাহারও কৌতূহল থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পড়িয়া দেখুন।

বৈশম্পায়নের ব্যাখ্যা।

'বৈশ' শব্দের বৈয়াকরণিক ব্যুৎপত্তি পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র হইতেও বৈশ শব্দে ক্ষত্রিয়রাজা বলিয়া বুঝা যায়। 'অব' শব্দের অর্থ

রক্ষক(১) বা ত্রাতা, যাহা ক্ষত্রিয়ের উপাধি। (২) এজন্য 'অব' ক্ষত্রিয়ত্বের নিদর্শন; এবং 'ঐশ' শব্দের অর্থ ঈশাংশ নির্ম্মিত অর্থাৎ রাজা(৩); এজন্য 'অবৈশ'(অব+ঐশ) শব্দে 'ক্ষত্রিয় রাজা' বলিয়া বুঝা যায়। এই 'অবৈশ' শব্দের 'অ' বাদ দিলেও অর্থের কোন হানি হয় না; এজন্য 'বৈশ' শব্দেও ক্ষত্রিয় রাজা বুঝিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দের আদ্য অকারের লোপ অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না; যেমন অরবিন্দ ও পদ্ম, আবার রবিন্দ অর্থেও পদ্ম। বৈয়াকরণেরা বলেন' 'বশিষ্ট' নাকি 'অবশিষ্ট', 'বগাহন' নাকি 'অবগাহন' 'পিধান' কি না 'অপিধান'। যাই হোক 'অবৈশ' শব্দের 'অ' বাদ দিলে ত 'অব' অংশের শুদ্ধ 'ব' অক্ষরটী পড়িয়া থাকে। এই 'ব' অক্ষরের অর্থ যদি 'ত্রাতা' হয়, তাহা হইলে 'বৈশ' শব্দের এই দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটীও সত্য, অর্থাৎ 'বৈশ' শব্দের ক্ষত্রিয় রাজা অর্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'শিব' শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে,

পাপঘ্নে বর্ত্ততে শিশ্চ বশ্চ মুক্তিপ্রদে তথা।
পাপঘ্নো মোক্ষদো নৃণাং শিবস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ।৫২॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় 'ব' অক্ষরের অর্থ মুক্তিপ্রদ। এখানে 'মুক্তি' অর্থে অবশ্য মোক্ষ বা ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি (সাংখ্যসূত্র)। সুতরাং 'ব' অক্ষরের সামান্য অর্থ 'দুঃখহর' অর্থাৎ 'ত্রাণকারক', কেননা 'আর্ত্তত্রাণ' শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ।

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণ। (ব্রহ্ম বৈ° পু°, ব্রহ্ম, খ° ১৩।৭১)।

আর 'আর্ত্তত্রাণ' অর্থে দুঃখীর দুঃখমোচন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব 'ব' অক্ষরের অর্থ 'দুঃখহর' বা 'ত্রাতা' আমরা চির প্রসিদ্ধ 'ব' বা 'অব' শব্দে 'ত্রাতা' বলিয়া জানিয়া আসিতেছি এজন্য 'বৈশ' বলিলেই ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া বুঝিতে পারি। স্থূল কথা 'বিশ্' শব্দের উত্তর ঈশ্বরার্থে 'ষ্ণ' করিয়াই বৈশ হউক বা এই দ্বিতীয় প্রকারেই হউক, 'বৈশ' শব্দের অর্থ যে রাজা তাহা স্থির।

(১) যেমন 'শরাব' শব্দে দেখা যায় 'শর' শব্দে জল বা দধিদুগ্ধাদির অগ্রভাগ, এবং 'অব' শব্দের অর্থ 'রক্ষক'। শরের রক্ষক শরাব (শর+অব); বাঙ্গালায় শরা। "জুহ্বাঃ শরাববৎ খাতং নির্ব্বাহং ষড়াঙ্গুলম্'। ৮।১৩, কাত্যায়ন।

(২) ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি ত্রানের নিমিত্ত, এজন্য ক্ষত্রিয়ের উপাধি ত্রাতা।
তৎত্রাণায়াসৃজজ্জাস্মদ্দোঃসহস্রাৎ সহস্রপাৎ। ভাগ পু কর্দ্দমেয়প্রতিমনুক্তি, শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য ত্রাতা চ ভূভুজঃ কুল্লুক ধৃত যম।

(৩) 'ঈশ' পদবাচ্য লোকপালগনের অংশ নির্ম্মিত বলিয়া রাজা, স্বয়ং মনু কর্ত্তৃক, 'লোকেশাধিষ্ঠিত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।
'লোকেশাধিষ্ঠিতো' রাজ' নাস্যাশৌচং বিধিয়তে। ৫।৯৭।

সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের বিদায়োপহার।

তবগুণে হে রাজন্ হ'ল উন্মোচন,
ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গী আর তর্জ্জন গর্জ্জন।
কি মধুর মাদকতা, স্নেহ দয়া পবিত্রতা,
প্রেমের অনন্ত সিন্ধু তব হৃদিতলে।
সহস্র হৃদয়ে পশি, সে পবিত্র সুধারাশি,
ছোটায় আবেগ-স্রোত যেন কোন ছলে।
ভক্তিপূর্ণ শতদলে মনের হরষে,
বঙ্গবাসী তাই যেন পূজিছে মহেশে,
ফুটেছে সুষমা হেথা তব আগমনে,
চন্দ্রমা উছলে যেন আঁধার গগনে।

(২)

কিন্তু বৃথা আশা হায়! বৃথা আকিঞ্চন,
ঐ শুন বিদায়ের বিষাদ নিক্কণ।
বিয়োগ-দুঃখ-মলিনা, বাজিতে চাহেনা বীণা,
চাহে না গাইতে কেহ এ নীরস গান।
বসন্তের আগমনে, না ফুটিতে ফুল বনে,
মল্লিকা ঝরিলে কার নাহি কাঁদে প্রাণ?
তোমা হেন নৃপবরে বিদায়ি সঙ্গীতে,
বিরহ-বিধুরা স্মৃতি পারে কি ভুলিতে?
পারে কি ভুলিতে তারে জীবনে মরণে
দাসত্ব ঘুচিয়ে যায় যার পরশনে?

(৩)

আজি এ তমিস্রভাব কাহারে দেখাব?
এ জাতির দুরবস্থা কাহাকে শুনাব?
যমুনার নীল জলে, ধুত যারা তরবারে,
সে সাহস তেজ বীর্য্য দম্ভ হায়! হায়!
কুসংস্কার কদাচারে, অত্যাচার অবিচারে.
চিরতরে আহা এবে ধরণী লুটায়।

আত্ম-অভিমান তারা ডুবায়ে সলিলে,
ধর্ম্মকর্ম্ম সঁপিয়াছে শত্রু-করতলে।
রাজপদে মন্ত্রীপদে পূজিত যাঁহারা,
সে কায়স্থজাতি হায় আজি কি ইঁহারা?

(৪)

কি কহিব দেব এবে বিদায়-প্রাঙ্গণে,
বলিতে কতই কথা ছিল সাধ মনে।
কিন্তু এ উদাস-প্রাণে উঠে হাহাকার,
অর্পিতে তোমারে এই বিদায়ের হার।
অশ্রুমালা গাঁথিলাম বড়ই সাদরে,
মধুর "আশ্বাস" যেন ফুটে ও অধরে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

পুস্তক সমালোচনা।

শরশয্যা। বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বিএ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। (সমালোচনার পূর্ব্বাংশ মাঘ সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ বহু রসাত্মক। নবম সর্গ হইতে ষোড়শ সর্গ পর্য্যন্ত ৮ সর্গে কল্পনার দেহে দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্ব সকল এবং কৌশলে মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সর্গে এই জগন্ময়ী প্রকৃতি যে পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিতেছেন, জড়জগৎ যে সূক্ষ্ম চিন্ময় চৈতন্যে, মূর্ত্ত সংসার যে অমূর্ত্ত অনন্ত ব্যাপ্ত চৈতন্যে আত্মস্থ হইতে চলিয়াছে, পরমাত্মাতেই যে সকলের গতি, পরমাত্মা ভিন্ন যে আর কিছুই নাই, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দশম সর্গে, ভগবানের বিরাট দেহে কোটী ব্রহ্মাণ্ড সহ কোটী কোটী বিরাটরূপ; স্বর্গ নরকাদি সহ অসংখ্য ভুবন এবং (একাদশ হইতে পঞ্চদশ সর্গে) মহাভারতের ঘটনা বৈচিত্র সকল অবস্থিত কবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ষোড়শসর্গে;—বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশ হইলে কিরূপে সেই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডময় বিরাট দেহ অবলম্বন যোগে চিদাকাশে পরিণত হইয়া নিরালম্বভাবে আত্মারাম হইয়া যায়। পরাজ্ঞানে পরাভক্তি স্থিতিলাভ করে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কাব্যে কবির কবিত্বশক্তি, কল্পনার সৃষ্টি,

উপমাদি অলঙ্কারের ব্যবহার উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ভীষ্মদেবের ও মহাভারতীয় অন্যান্য প্রসিদ্ধ বীরগণের চরিত্র যেরূপ সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাতে কবিবর ভূয়োদর্শনের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতাদৃশ মহাকাব্যের বিশদভাবে সমালোচনার প্রয়োজন, বারান্তরে আমরা তাহার চেষ্টা করিব।

প্রচার-কার্য্যের বিবরণ ঃ—

প্রচারক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।

৫ই মাঘ ১৩১৮। রংপুর-ধর্ম্ম-সভা। শাস্ত্রীমহাশয় রংপুর হইতে আহূত হইয়া তথাকার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে শতাধিক কায়স্থ লইয়া এক সভা করেন। সভায় স্থির হয় যে আগামী ২৪শে ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র (ইং ৬ই ৭ই ও ৮ই এপ্রিল), শনি, রবি ও সোম, এই তিনদিন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। অতঃপর টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় তথায় একটী কায়স্থ-সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন, তাহাতে শাস্ত্রীমহাশয় সভার উপকারিতা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া অনুমোদন করেন এবং সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় এদ্দেশীয় কায়স্থদিগের প্রতি অন্য সমাজ কি ভাবে দেখেন তাহা বুঝাইয়া দিয়া সভা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখারূপে গ্রহণ করিতে বলিয়া সমর্থন করিলেন। তদনন্তর সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

প্রচারকমহাশয়, ধাপের অন্যতম ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ ও গাইবান্ধার মোক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে সহায় করিয়া ২৪জন সভ্য ও ৪জন পত্রিকার গ্রাহক করিতে পারিয়াছেন।

সংবাদ।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাইথি গ্রাম নিবাসী কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ স্মৃতিতীর্থ গত ভাদ্রমাসে ৬০জন কায়স্থকে উপনয়ন প্রদান করায়, স্থানীয় আগুরী প্রভৃতি ধনশালী হিন্দুগণ তাঁহার টোলের মাসিক বৃত্তি বন্ধ করায় নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছেন। সুতরাং আঢ্য কায়স্থগণ ভবিষ্যতে ইহাঁকে যাহাতে বিস্মরণ না হন তৎপক্ষে আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

কায়স্থ-পত্রিকা।

চৈত্র, ১৩১৮। | নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত (এ বৎসরের আদায়)	২৩৭৷৷০
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, ষ্টেশন্ মাষ্টার্, মির্জাচৌকী, ই আই আর্, লুপ্ লাইন্, সাং চক্কেশ্বর, হুগলী জেলা	১০৲
মোট—	২৪৭৷৷০

প্রচার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	১০৯৵০
শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং কাশীপুর	২৲
মোট—	১০৯৵০

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত	১০৮৸০
রায় নন্দকুমার বসু, সাহেব সাং কলিকাতা	৫৲
মোট—	১১৩৸০

যাঁহারা গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্যের পরিমাণ-

পূর্ব্ব প্রকাশিত	১২৯৵০
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, সাং কলিকাতা	৷৷০
" ব্রজনাথ মুন্সী, সাং কলিকাতা	।০
" রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী, সাং রাজসাহী ...	৵১০
" হেমচন্দ্র ঘোষ, বি এল্, সাং টাঙ্গাইল	১৸০
মোট—	১৩১৸৵১০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৭ই মাঘ, ১৩১৮।

(কলিকার সন্নিকটস্থ কালীঘাট কেন্দ্র)।

সাং বুড়িচং, ত্রিপুরা :—

১। পাল, জগৎচন্দ্র, বয়স ৩ , (পুর কায়স্থ)।

সাং হাসারা পোঃ, ঢাকা জেলা :—

২। রায় চৌধুরী, রেবতীমোহন, বয়স ৫০, (পুর কায়স্থ)।

সাং মোহনাবাদ, সায়েস্তাগঞ্জ পোঃ, শ্রীহট্ট :—

৩। আয়ান, রেবতীমোহন, বয়স ৩২, (পুর কায়স্থ)।

১৫ই মাঘ, ১৩১৮।

(জেলা মুর্শিদাবাদ, আরঙ্গাবাদ কেন্দ্র)।

১। মজুমদার, কেদারনাথ, বয়স ৬০। ৪। রায়, হরেন্দ্রনারায়ণ, বয়স ৩২।
২। „ নন্দলাল, „ ৫৮। ৫। সরকার, নলিনীকান্ত, „ ২৩।
৩। „ পূর্ণচন্দ্র, „ ৫২। ৬। „ নিকুঞ্জবিহারী, „ ৬০।

২৪এ মাঘ, ১৩১৮।

(কলিকাতা, বৌবাজার কেন্দ্র)।

সাং গৈরালা, চট্টগ্রাম :—

১। বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রলাল, বয়স ২৪, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২৯এ মাঘ, ১৩১৮।

(অনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কেন্দ্র)।

সাং দেবগ্রাম, নদীয়া জেলা :—

১। সেন, অনুকূলচন্দ্র, বয়স ২০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২৩এ মাঘ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-নেবুবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলকুমারের সহিত কলিকাতা, ১০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট নিবাসী ৺আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৫ই মাঘ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতার রেজিষ্ট্রার কলিকাতা-কাশীপুর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃপানাথ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথের সহিত ছাপরার উকীল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত।

শ্রাদ্ধ।

১২দিন অশৌচ।

২০এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। এলাহাবাদ। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ৺বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে।

২৭ ঐ মাঘ, ১৩১৮। ওসমানপুর, নদীয়া জেলা। বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত ঈশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতার মৃত্যুতে।

কায়স্থ।

এত নয় মেকী মুদ্রা, এ নহে অচল,
এত নহে নীচ, শূদ্র, অধম, দুর্ব্বল।
এ যে গো রতন সম জগত উজ্জ্বল,
আর্য্যের পরশমণি চরম সম্বল।
চিত্রগুপ্ত-সুত এ যে ক্ষত্রিয়-তনয়,
আচার-বিনয়-বিদ্যা-গুণে শোভাময়।
দান-ধ্যান-পূজা-যজ্ঞ দেব-আরাধনা,
ইহাঁদের বংশ গত পরম সাধনা।

শৌর্য্য-বীর্য্যে রাজ কার্য্যে সর্ব্বত্র সমান,
যোগ্য বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বলি এ জাতির মান।
ব্রহ্মা-কায় জাত এঁরা দ্বিজের কুমার,
বিপ্র-ভক্ত, নহে ভীত ভ্রূ-ভঙ্গে কাহার।
কায়স্থ-ক্ষত্রিয় জাতি জগতে অতুল,
ঈর্ষা বশে হীন বলি কেন কর ভুল ?
ভারতের নানা স্থানে কোটী পরিমাণ,
সগৌরবে এঁরা সব আছে বিদ্যমান।
আছে শিখা, আছে সূত্র আর্য্য-আচরণ,
হের অই কত শত কায়স্থ সুজন।
বঙ্গদেশী বঙ্গভাষী শুধু এ ধরায়,
কর্ম্মবশে শিখা-সূত্র বর্জ্জিত হেলায়।
বৌদ্ধ-বিপ্লবেতে এঁরা যে অমূল্য ধন,
স্বইচ্ছায় অযতনে দিলা বিসর্জ্জন,—
অভাবে বুঝিছে এবে সে রতন মূল,
পুনঃ তাই খুঁজি নিছে, ভাঙ্গিয়াছে ভুল।
হারাণ রতন কণ্ঠে করিলে ধারণ,
হয় কিহে ধনী কভু নিন্দার ভাজন ?
হিংসুকের স্বার্থ-পদে রজত-কাঞ্চন,
শিখা-সূত্র তরে এঁরা না দিবে কখন।
বৃথা দর্প, রক্ত আঁখি তাণ্ডব-নর্ত্তন
এ সবে কি ভীত কভু ক্ষত্রিয় নন্দন ?
মসীজীবিক্ষত্র এঁরা জগত-বিখ্যাত,
অসি বল কভু নহে কায়স্থ-বাঞ্ছিত।
ধন্য যত্ন, নিদ্রা অন্তে নব জাগরণ,
সগৌরবে শিখা-সূত্র করিছে ধারণ !
সাধিও কর্ত্তব্য সবে করি দৃঢ় পণ,
নিন্দা শ্লেষে ভুলিওনা কর্ত্তব্য আপন।

বিজ্ঞ-বিপ্র-শাস্ত্র আর রাজ দরবার, *
কায়স্থে ক্ষত্রিয় বলি করিছে প্রচার।
এস হে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়-সন্তান !
কর্ত্তব্য সাধিতে ত্বরা হও আগুয়ান।
জয় জগদীশ দেব ! পুরাও বাসনা,
সিদ্ধ হ'ক কায়স্থের সংস্কার-সাধনা।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

বঙ্গের মিত্রবংশ।

(অবতরণিকা)

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে ঘোষ, বসু ও গুহগণের কতকাংশ কুলীন। মিত্রবংশ কুলীনের মধ্যে গণ্য নয়। এমন কি বসু ঘোষাদির কুলজ বা বংশজগণ সমাজে যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন বর্ত্তমান মিত্রবংশ তাহা অপেক্ষা অনেক কম সম্মান পাইয়া থাকেন। মিত্রবংশ কোন্ সময় কি কারণে কুলচ্যুত হইয়াছেন এবং প্রকৃত সামাজিক আসন কোনস্থানে অবস্থিত তাহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞ কায়স্থমহোদয়গণ আলোচনা করিয়া সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিলে ভাল হয়।

শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং গুহ্যতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য আমিই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদী স্বরূপে দাঁড়াইয়াছিলাম। বাদ প্রতিবাদে অনেক বিষয় জানিতে পারা গেলেও তদ্দ্বারা প্রকৃততত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সমাজে যে কয়েকখানি কুলগ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে তাহার কোন খানিই অভ্রান্ত নহে। কুলাচার্য্য ও স্বর্ণামাত্যরক্ষিত গ্রন্থেও পরস্পর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। মিত্রবংশ সম্বন্ধে প্রচলিত পুস্তকে ২টী মত দেখা যায়।

বিক্রমপুর ঝাউটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকুমার ঘোষ মহাশয় 'কায়স্থ-কুল-নির্ণয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "সৌরী মিত্রের দুই পুত্র,—জয়ী ও পাই। পাই মিত্র

---

* মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও বাঁকিপুর সবজজ আদালত কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। লেখক।

উলাইলবাসী হওয়ায় নিষ্কুল হইয়াছেন এবং জয়ী মিত্র পোষ্য পুত্র রাখায় তদ্বংশ কুলহীন হইয়াছে। 'কায়স্থ-সূত্র'কারশাস্ত্রী মহাশয় সৌরী মিত্রের দুই পুত্র জয়ন্ত ও জীয়ন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার স্থানান্তরে থাক মিত্রকে পাই মিত্রের বংশজাত বলিয়াছেন। যাহাই হউক 'কায়স্থ-কুল-নির্ণয়'কারের পাই এবং 'কায়স্থ-সূত্র'কারের জীয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি। তবে 'কায়স্থকুল-নির্ণয়'কার পাই বা জীয়ন্ত মিত্রকে এবং 'কায়স্থসূত্র'কার থাক মিত্রকে উলাইল পাঠাইয়াছেন* শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু জীয়ন্ত মিত্রের পৌত্র তপন মিত্র সমীকরণে কুলীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

শঙ্করো বনমালীশ্চ পুরশ্চ রামঘোষকঃ।
গুহে রুদ্রশ্চ শাণ্ডিশ্চ কার্ণ্যঃ পীতাম্বরস্তথা ॥
শূলপাণিস্তমিত্রেষু নবৈতে সমতাং গতাঃ ॥
চণ্ডেশ্বরশ্চ ভাণ্ডুশ্চ বীমশ্চৈব তথা পরঃ।
চাণ্ডি ঘোষেষু বিজ্ঞেয়ঃ অর্হপতি বসুস্তথা
তপনতিলমিত্রশ্চ সপ্তৈতে সমতাং গতাঃ ॥

থাক মিত্রের পর কেহই কুলীন বলিয়া বর্ণিত হয় নাই।

জয়ী মিত্রের নিষ্কুলতা সম্বন্ধে ৺শশীভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকা', ৺জাহ্নবী চৌধুরাণী প্রণীত 'কায়স্থবংশাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় যে জয়ী মিত্র নিঃসন্তান, তজ্জন্য পোষ্য রাখেন; সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে তদ্বংশধরগণ কুলচ্যুত হইয়াছেন; এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া "পোষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি" † বচনটী হাতগড়া বলিয়াছেন, ‡ বাস্তবিক উহা হাতগড়া নহে। বল্লাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কুলবিধিতে উহা আছে তবে উহার অর্থ পোষ্য পুত্রের সহিত কাজ করিলে কুল নষ্ট হয় (কায়স্থ পত্রিকা ১।৬ সং ও ৯।৩ সং)। পোষ্য পুত্রের কুল থাকে না, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। যাহা হউক শূলপাণি মিত্র পোষ্য পুত্র হইলে নিশ্চয়ই বনমালী বসুর কন্যা বিবাহ দিতেন না। পোষ্যপুত্রের কুল থাকে না ইহা তখন প্রচলিত হইলে শূলপাণি এবং তৎপুত্র তিল মিত্র কুলীন বলিয়া গৃহীত হইতেন না। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে দনোজমাধবের সময় মিত্রবংশ কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। কখন মিত্রবংশ অকুলীন

(*) উলাইলবাসী হওয়ায় কুলভঙ্গ হইয়াছে উভয় গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে।

(†) দত্তক পুত্রকেই সাধারণতঃ পোষ্যপুত্র বলিয়া থাকে।

(‡) কায়স্থসূত্রকার।

[হই]য়াছেন তাহা দেখিতে হইলে 'কায়স্থসূত্র'ধৃত সমীকরণে দেখা যায় গোবিন্দ, [র]বি, বীর ও রঘু মিত্র কুলীন।

ইঁহারা সকলেই রাজা পরমানন্দের বহুপূর্ব্বের লোক। রঘুমিত্রের পর কেহই [স]মীকরণে গৃহীত হয় নাই। তজ্জন্য অনুমান করা যায় যে ৯ম সমীকরণে মিত্র [বং]শ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তখন মিত্রবংশ কুলীন হইলে রাজা বসন্তরায় [ম]হারাজ প্রতাপাদিত্যের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে মিত্রবংশ সমাদরে স্থান পাইতেন। [এ]মন কি মিত্রবংশ যে মান্য এবং বসু ঘোষাদির সমকক্ষ তাহা অনেকেই জানেনা।

যদিও 'কায়স্থসূত্র'ধৃত কারিকায় দেখা যায় যে—

কাশীনাথো বেদগর্ভঃ শ্রীমন্তকুলনায়কঃ।
শ্রীমন্তাদগঙ্গাদাসশ্চ জাতঃ সর্ব্বকুলাগ্রণীঃ ॥

কিন্তু এই কারিকা চন্দ্রদ্বীপের মিত্র রাজবংশের সমসাময়িক এবং কোন কোন [স্থা]ন অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহার প্রমাণিকতা বিষয় অনেকেই সন্দিহান; সুতরাং তজ্জন্য গ্রন্থকার দায়ী।

'কায়স্থ-সূত্র'ধৃত 'কুলদীপিকা'য় দেখা যায় যে—

শশীব্যাসগঙ্গাদাস মিত্রবংশোদ্ভবস্ত্রয়াঃ ॥
কুলধর্ম্ম বিদাম্বরাঃ তথৈব কুলনায়কঃ ॥

এই বচন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শশী মিত্র গঙ্গাদাস মিত্রের ৮ম [পু]রুষ ঊর্দ্ধতন; এক্ষেত্রে উভয়ের নাম একত্র সন্নিবিষ্ট হওয়া সন্দেহের কারণ হইয়া [দাঁ]ড়ায়; গোবিন্দ মিত্রের বংশধর ১২শ পর্য্যায় গঙ্গাধরই গঙ্গাদাসরূপে পরিণত [হ]ওয়া সম্ভব।

'কায়স্থসূত্রে'র ৮ম সূত্রধৃত 'ঘটককারিকা'র কার্ণ্য মিত্রকে উচিত ভাবাপন্ন [কু]লীন বলিলেও ১৩শ পর্য্যায়ের কার্ণ্যমিত্র ১২শ পর্য্যায়ের গঙ্গাধর মিত্র* পরমানন্দ [রা]য়ের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হওয়া অসম্ভব না। শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ পত্রিকা নব [প]র্য্যায় ২য় খণ্ড ১সংখ্যায় ঘটক ও স্বর্ণামাতাদের রূপ বর্ণনা গ্রন্থের প্রমাণ দিয়াছেন। [কি]ন্তু তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ যেহেতু তাহাতে যে পর্য্যায়ে যে লোকের কথা বলিয়াছেন [সে]স পর্য্যায়ে সে লোকের নামনাই। আবার পিতার পর্য্যায় ১৪শ পৌত্রের পর্য্যায় [১৫]শে বলিয়াছেন এই সব নানা কারণে তাহার প্রমাণিকতা গ্রহণ করা যায় না। [যা]হা হউক সমাজপতি বা কুলাচার্য্যের বিষদৃষ্টিতে বা ভ্রষ্টস্থানে (১) বাসাদি যে

* তারাপতি মিত্র হইতে পর্য্যায় ধরা হইয়াছে; বাস্তবিক অশ্বপতি মিত্র হইতে ধরিতে হইবে [না হই]লে বেপর্য্যায় দোষে দৃষ্ট হয়।

(১) স্থানত্যাগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন কারণে মিত্রবংশ অকুলীন হইলেও কুলজ বা বংশজ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী মিত্রবংশকে সম্মান করা উচিত যেহেতু সজ্জনের আদর না থাকিলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় না আশা করি সমাজের শিরোমণি সমাজ তত্ত্বজ্ঞ মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাইব।

উপসংহারে নিবেদন আমার লিখিত বিষয় আমি নিজেই নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই সুতরাং কতদূর ন্যায়ের পথে চালিত হইয়াছে জানিনা।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু।

কায়স্থ-দীপিকা।

যাঁহারা মহাভারত পড়িয়াছেন, তাঁহাদের 'বৈশ' শব্দের সত্ত্বা ও তাহার ক্ষত্রিয় রাজা অর্থে প্রয়োগ অবিদিত নাই। মহাভারত পদার্থটা কি? যাহাতে ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের মহৎ কীর্ত্তি চিত্রিত আছে তাহাই মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। আর 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'; সুতরাং মহাভারত আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে বলা যায়। এজন্য মহাভারতই 'বৈশং নৃপং পাতি রক্ষতীতি বৈশংপম্' পদবাচ্য (বৈশ+পা, ঘে খ)। এই 'বৈশংপ' বা মহাভারতের অয়ন বা আধার যে ঋষি তিনিই বৈশংপায়ন। মহাভারত যে তাঁহার মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা বৈশংপ শব্দে যে ভারত গ্রন্থ বুঝিয়াছি তাহা ধ্রুব সত্য ও এমন কি 'বৈশংপ' ও ভারত পরস্পরের প্রতিশব্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতে কীর্ত্তি সম্বলিত বহু নৃপতির নামই রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত নামের সঙ্গে তৎ তৎ নামের আধারভূত নৃপতিগণের ধারণাও যে সংরক্ষিত তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। এজন্য ভারতগ্রন্থ যে নৃপরক্ষক বা 'বৈশংপ' তাহা কে না স্বীকার করিবেন? বিশেষতঃ 'ভৃ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্য 'অতচ্' করিয়া 'ভরত' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ভরত শব্দের অর্থ পালক বা রাজা। অভিধান-কারেরাও ভরত শব্দের অর্থে দুষ্মন্ত-পুত্র বা শ্রীরাম-ভ্রাতা লিখিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; তাঁহারাও বলিয়াছেন ভরত শব্দে শুদ্ধ রাজাও বুঝায়; এজন্য ভারত শব্দে রাজকীয় বুঝাইয়া থাকে। ভারত শব্দে রাজকীয়; বৈশংপ শব্দেও রাজ-রক্ষক। রাজ-রক্ষক কি রাজকীয় নহে? অবশ্যই। সুতরাং বৈশংপ বলিলেই ভারত গ্রন্থ বুঝাইয়া থাকে। বৈশংপায়ন যে ভারতায়ন তাহাও ধ্রুব সত্য। 'বৈশ' শব্দের ক্ষত্রিয় রাজা অর্থে প্রয়োগ এই ধ্রুব সত্যকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করে; এজন্য 'বৈশ' শব্দের রাজার্থে প্রয়োগপ সুসিদ্ধ বলা যায়।

করণ-প্রকরণের উপসংহার।

আমরা বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত 'করণ' সম্বন্ধে যথা-ন্যায় আলোচনা করিয়াছি। কুটতর্ক বা চাণক্যবুদ্ধির আশ্রয় লই নাই। কিন্তু কায়স্থবিদ্বেষী মহাত্মারা, বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া কুটবুদ্ধির আশ্রয়ে এই বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত 'করণ'কে বৈশ্যশূদ্রাজ জ্ঞানে কায়স্থ সাজাইয়াছেন এবং কায়স্থ বৈশ্যশূদ্রাজ জাতি বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিরাপদ নহে এবং তাঁহারা যে চক্ষুষ্মানের পরিবর্ত্তে চক্ষুর্হীন, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত 'করণে'র প্রসঙ্গ করিয়াছি। ফলতঃ তাঁহারা বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত 'করণ'কে 'কায়স্থ' বলিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে কবুল ডীক্রী দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কথায় যদি ঠিক্ থাকে তাহা হইলে তাঁহারা 'কায়স্থ'কে আর 'ক্ষত্রিয় নয়' বলিতে পারিবেন না। কায়স্থ বৈশ্যশূদ্রাজ করণ নহে ও হইতে পারে না; ইহা আমরা এই ক্ষুদ্র 'কায়স্থ-দীপিকা'র,'কায়স্থ প্রকরণে' দেখাইব। উপস্থিত, 'করণ'শব্দের অর্থ সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া আমরা এই 'করণ-প্রকরণে'র উপসংহার করিতেছি। বৃহদ্ধর্ম্মের উত্তর খণ্ডে করণাদি সঙ্করদিগের,—'ধর্ম্মাত্মন্ কল্পয়াস্মাকং বর্ণংবৃত্তিঞ্চ নামচ।' (১৪।২৩) প্রার্থনায় ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন,—'কর্ম্মানুরূপ নামানোষুয়ং সর্ব্বে ভবিষ্যথ।' (১৪।২৬) অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের কর্ম্মানুরূপ নাম প্রাপ্ত হইবে।' অতএব 'করণের' কর্ম্ম যখন লেখকতা, তখন 'করণ' শব্দের অর্থ 'লেখক।' মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রে লিখিত পত্রাদি 'করণ' বলিয়া উক্ত (৮।১৫৪)। কিন্তু ঐ 'করণ' ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ করণ 'লেখক' আর ক্লীবলিঙ্গ করণ 'লিখিত পত্র।' লেখক যাহা লিখিয়া প্রকাশ করেন, লিখিত পত্রও তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই প্রকাশকারিত্বের সাম্য হেতু, উভয়েই করণ; তবে লেখক পুরুষ বলিয়া এবং লিখিত পত্রাদির ক্লীবতা হেতু, লিঙ্গভেদ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, 'করণ' শব্দের অর্থ যখন লেখক, তখন লেখকতা ক্ষত্রিয় বৃত্তি ইহা মনুসম্মত বলা যায়, কেননা মনু করণ বা লেখককে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন (১০।২২)।

কায়স্থ-প্রকরণ।

লেখক ও বিচারকের সমন্বয়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় একাদশ অধ্যায়ে সূর্য্যদেবের নামের তালিকায় লেখা আছে;—

পুষাবিবস্বানাদিত্যো দ্বাদশাত্মাদিবাকরঃ।
অহস্করঃপ্রভারাশী রোগহারুরুচিকিৎসকঃ ॥৮

সূর্য্য রোগহর দেবতা। সুতরাং তাঁহার পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেববৈদ্য ব্রহ্মা বিশ্বরূপ কারুকার্য্যের শিল্পী; এজন্য তৎপুত্র বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী। যদি দেবলোকে দুইজন বৈদ্য, একজন শিল্পকরের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে চিত্রগুপ্ত-পুত্র ও চিত্রগুপ্তকর্ম্মা তিন জন কায়স্থের তথায় প্রয়োজন না হইবে কেন?

চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাং তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ ॥ গরুড় পুঃ।

যেমন দেবলোকের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার হইতে নরলোকের বৈদ্যবিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে (ব্রহ্ম বৈঃপুঃ), যেমন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা হইতে নরলোকের শিল্পী জাতিগণ জন্মিয়াছে, (ব্রহ্ম বৈ পু), সেইরূপ দেবলোকের কায়স্থ হইতে নরলোকের কায়স্থগণ জন্মিয়া থাকবে ইহা অসম্ভব কথা নহে। তবে এক কথা, দেববৈদ্যের কাজ চিকিৎসা, সুতরাং নর-বৈদ্যের বৃত্তিও চিকিৎসা; পুনশ্চ দেবশিল্পীর কাজও গড়াপেটা, কাজেকাজেই তৎপুত্র কর্ম্মকার কুম্ভকারাদিরও কাজ তাই। অতএব দেবলোকের কায়স্থ-কর্ম্ম যাহা হইবে; নরলোকের কায়স্থেরও অবশ্য তাহাই হইবে। কিন্তু তাই কি? দেবলোকের কায়স্থ ত পাপ-পুণ্য বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে। নরলোকের কায়স্থ কি তাই করিয়া থাকে? শাস্ত্রে বলে,—

অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।
রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থ-কৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং
রাজসাক্ষিকম্। বিষ্ণু।

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
কায়স্থানপি লেখকান্ লেখ্যকৃতো হিতৈষিণঃ ॥ বৃহৎপরাশর।

গ্রামপোব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থোলেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী চ বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ ॥ শুক্রনীতি।

কায়স্থ লেখক। বিচারক আর লেখক কি একই নাকি? প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় বটে, কায়স্থ বিচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। এজন্য কায়স্থকে তথায় একপ্রকার বিচারক বলা যাইতে পারে; কিন্তু নাটক ত ঋষি-বাক্য নহে, তবে দেশাচারের কতকটা সাক্ষী হইতে পারে মাত্র। শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় কি? যায়,—

গণকেনগণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায্য ঞ্চলেখকঃ। শুক্রনীতি।

"গণকের কার্য্য অর্থ গণনা এবং লেখকের কার্য্য ন্যায্যলিখন।' লেখকের কাজ যখন 'ন্যায্য লিখন' হইল, তখন সে বিচারক বৈ কি। কেননা ন্যায্য লিখিতে হইলে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিয়া যেটা ন্যায় বা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে সেইটীই ত লিখিতে হইবে? ন্যায় অন্যায় পরস্পরের বিপরীত,—

"ঈহন্তে কামভোগার্থং অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।" গীতা।

"শরীরবাক্মনোভির্যৎ কর্ম্ম-প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥" গীতা।

কোন বিষয় জানিতে হইলে তাহার বিপরীতটীর জ্ঞান অপরিহার্য্য। ন্যায্যটী জানিতে হইলে অন্যায্যটীর জ্ঞান থাকা চাই, এই ন্যায় অন্যায় বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার শাস্ত্রজ্ঞান সাপেক্ষ। লেখক শাস্ত্রজ্ঞ ছিল কি? ছিল।

সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদঃ।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ ॥ মৎস্য পুঃ।

লেখক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ছিল। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে সে ন্যায্য নির্ণয় করিতে সক্ষমও ছিল। লেখককে কেন বিচারক না বলা যাইবে? লেখক বিচারক বটে, তবে বড় জজ আর সহকারী জজে ভেদ থাকিতে পারে। যাহা হউক কায়স্থ যখন লেখক, তখন সে তাহার বৃত্তিহেতুই বিচারক। অতএব দেবলোকের কায়স্থ কর্ম্মে ও নরলোকের কায়স্থ-বৃত্তিতে কোনও বিরোধ নাই। আর এক কথা যদি সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় প্রভৃতি লোকদের সত্ত্বা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্রগুপ্ত-বংশীয় কায়স্থদের কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ যদি রূপক বা রহস্য পূর্ণ হয়, তাহা হইলে চিত্রগুপ্তবংশও তাই বুঝিতে হইবে। যাহা হউক আমরা এখন দেখিব কায়স্থ চিত্রগুপ্তবংশজাত কি না।

চিত্রগুপ্ত ও কায়স্থ।

ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে শরীর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সন্তান পরম্পরায় আজিও সেই শরীরই চলিয়া আসিতেছে। ঐ যে নারিকেল বৃক্ষটীর মস্তকদেশে একটী শুকপক্ষী আসিয়া উপবেশন করিল, উহার বংশের আদি শুক যে শরীর পাইয়াছিল, আজি আপনার প্রাসাদ-চূড়ের কোটরস্থ শুকডিম্ব ভেদ করিয়া যে শাবকটী নিষ্ক্রান্ত হইল, সেও অবিকল সেই আদি শুকের শরীরই প্রাপ্ত হইবে। আর ঐ যে নারিকেল বৃক্ষ, উহারও আদি

জনকের যে শরীর ছিল, আজ যদি আমি একটী নারিকেল ফল মাটিতে পুতিয়া দেই, তাহা হইলে যে চারাটী জন্মিবে, সেও অবিকল সেই আদি নারিকেলবৃক্ষের শরীরই প্রাপ্ত হইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই 'আত্মা বৈ পুত্র নামাসি,' যেন জাতঃ স এব সঃ, ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ মহাবাক্য সকলের অখণ্ডনীয়তা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাহা হউক শাস্ত্রবাক্যে ইহা স্থির যে আদিপুরুষের শরীরই অধস্তন পুরুষের শরীর। মহাভারতে আছে,—

জায়া জনয়তে পুত্রমাত্মনোঽঙ্গং দ্বিধাকৃতম্। আদি।

পিতার শরীরাংশই পুত্রের শরীর। শুনিয়াছি ফজ্‌লী নাম্নী কোনও এক মুসলমান মহিলার বাটীতে নাকি অতি সুস্বাদু ও বড় আমের একটী গাছ জন্মে। ঐ গাছটীই নাকি মূল ফজ্‌লী গাছ। প্রথমতঃ অবশ্য ঐ গাছটির ডাল কাটিয়া কতকগুলি কলমগাছের সৃষ্টি হয়; অবশেষে কলমের কলম তস্য কলম হইয়া এখন দেশ ফজ্‌লী গাছে ছাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দেশপ্লাবিত সকল ফজ্‌লীগাছই সেই আদি ফজ্‌লীগাছের ডাল ভিন্ন কিছুই নহে।(গ) সেইরূপ আদিপুরুষের শরীরই যে অধস্তন পুরুষগণের শরীর তাহা ধ্রুব সত্য। যদি কায়স্থ, চিত্রগুপ্ত-সন্তান হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কায়স্থের শরীর সেই চিত্রগুপ্তেরই শরীর, অথবা কায়স্থ চিত্রগুপ্ত-শরীরস্থ। যে চিত্রগুপ্ত-শরীরস্থ তাহাকে চিত্রগুপ্তস্থ বলা যায়। এই স্থলে একটী দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাপারটী বিশদ করা মন্দ নহে। মনে করুন 'যদু মরিয়াছে'; কেহ বলিতেছে যদু এতক্ষণ যমপুরে হাজির এই উক্তিতে 'যদু' শব্দ যদুর 'আত্মায়' প্রযুক্ত হইল। কেহ বলিতেছে যদুকে দাহ করিতে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল; এই উক্তিতে 'যদু' শব্দ যদুর 'শরীরেই' প্রযুক্ত হইল। বস্তুতঃ 'শরীর যদু' ও 'আত্মা যদু' যথাক্রমে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষার এবচ।
ক্ষরঃসর্ব্বানি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। গীতা।

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী মাত্র পুরুষ বর্ত্তমা। বিনাশি দেহ ক্ষর পুরুষ এবং অবিনাশি আত্মা অক্ষর পুরুষ। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষর ও অক্ষর

(গ) বীজজাত ও কলমজাত দ্বিবিধ চারাই মূল বৃক্ষদেহের অংশ ভিন্ন কিছুই নহে; কারণ বীজও বৃক্ষশরীরের অংশ মাত্র। বিজ্ঞান বলেন;—"The living plant, after it has grown up, detaches part of its substance, which has the power of developing into a similar plant, as a seed. Huxley.

পুরুষে গঠিত। এজন্য ব্যক্তির নাম উভয় পুরুষেই প্রযুক্ত হয়। যাহা হউক ক্ষর পুরুষ বা দেহের উপাদান,—পঞ্চকৃত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; একুনে এই কুড়িটী লইয়া শরীর বা ক্ষরপুরুষ। এজন্য ক্ষরপুরুষ বা দেহকে জনানাং বিংশতিঃ বলা যায়। চিত্রগুপ্তের আত্মাও 'চিত্রগুপ্ত' এবং তাঁহার শরীরও 'চিত্রগুপ্ত' পদবাচ্য। এই শরীর চিত্রগুপ্ত ক্ষরপুরুষ বলিয়া 'জনানাং বিংশতিঃ' বলিয়া উক্ত হইতে পারে; এজন্য,—

চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যো জনানাং তু বিংশতিঃ।
কায়স্থোঽত্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥ গরুড় পুঃ। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেশ্বর হালদার।

ভূমিক ও ভৌমিক।

কায়স্থ-কুল-গ্রন্থে 'ভূমিকে'র নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত ভূমিক অন্যান্য সমাজে যে ভাবেই থাকুন, বঙ্গজ সমাজে অচলা বায়াত্তুরে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ভূমিক ছাড়া ভৌমিকও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমিক আর ভৌমিক যে এক ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কেন না রাঢ়, বঙ্গ বা বারেন্দ্রভূমে কোথাও ভৌমিক পদ্ধতির কায়স্থ নাই। তবে একপ্রকার ভৌমিক উপাধির কায়স্থ আছেন, তাহাদের কুলপদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাহারা কেহ দত্ত, কেহ দেব, কেহ বসু ইত্যাদি।

ভূমিক এবং ভৌমিক শব্দ একার্থ বোধক নহে। ভূমি+কণ এবং ভূমি+ষ্ণিক্ করিলে যথাক্রমে ভূমিক ও ভৌমিক শব্দ সাধিত হয়। ভৌমিক একটি গৌরবাত্মক উপাধি। সাধারণতঃ ইহাকে ভুঁইয়া বলা হয়। মুসলমান রাজত্বের দ্বাদশ ভৌমিকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উক্ত ভৌমিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিক্রমপুরের দেব-বংশীয় কায়স্থ জমিদার চাঁদ রায় কেদার রায় একতম ভৌমিক ছিলেন। ভৌমিক অর্থে ভূমির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহাকে অর্থাৎ রাজা বা জমিদারকে বুঝাইয়া থাকে। আজকাল যে ভৌমিক উপাধির কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারাই ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত হইবেন। বোধ হয় 'রায়' শব্দ যেমন 'রাজা' শব্দের অপভ্রংশ,

'ভৌমিক' শব্দও তদ্রূপ 'ভূমিক' শব্দের রূপান্তর মাত্র। রায়-চৌধুরী, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি যেমন এক একটী বিশেষ উপাধি, ইঁহাদের ভৌমিক উপাধিটিও তদ্রূপ। অচলা ভূমিকগণ ইহা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা যদিও কেহ কেহ ভূমিকস্থলে ভৌমিক করিয়া লইয়া থাকেন, এই ভৌমিকই তাঁহাদের কুলোপাধিরূপে গণ্য হইতেছে। ইঁহাদের আর স্বতন্ত্র কুলপদ্ধতি নাই। অতএব ভৌমিক মনে করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। কারণ কুলীন, মৌলিক, সকলের মধ্যেই ভৌমিক আছেন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

ক্ষত্রিয়ের অধিকার।

বঙ্গদেশীয় কতকগুলি অপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনে করেন যে যজ্ঞোপবীত, বেদ-প্রণব, গায়ত্রী, স্বাহা ও স্বধা ও শালগ্রামশিলা পূজা ও দুর্গাপূজা চণ্ডী ও গীতা পাঠ প্রভৃতি কেবল মাত্র তাঁহাদের এক চেটিয়া বা নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাদি হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। মনু বলেন "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ো বৈশ্যোস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই যজ্ঞোপবীত অধিকার। তিনজনই দ্বিজ পদবাচ্য। বঙ্গের কায়স্থগণ শূদ্র নহেন, ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত তাহা শাস্ত্র-সম্মত এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের অনুমোদিত। সুতরাং তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণের জন্য ব্রাহ্মণদিগের আপত্তি করিবার কোন কারণই নাই। কোন কোন ব্রাহ্মণ আমার যজ্ঞোপবীত দেখিয়া আমাকে বলেন—"আপনারও উপবীত আছে? আমি যদি ব্রাহ্মণ হইয়া আপনাকে নমস্কার করি বা ব্রাহ্মণ ভাবিয়া আপনার চরণোদক গ্রহণ করি তবে কি বিষম উৎপাত হইবে।" আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"ঠাকুর! আপনি বঙ্গদেশের কূপের ভিতর আছেন, বোধ হয় কখন বঙ্গদেশের বাহির হন নাই। বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্য তিনটি উপবীত ধারী দ্বিজ-জাতি আছেন, কৈ তাঁহাদের ত' পরস্পর দেখা সাক্ষাত হইলে কখন কোন বিবাদ হয় না। কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে নমস্কার করেন না বা চরণোদক প্রার্থী হন না। অপরদিকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন, কোনরূপ

অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ করেন না। এখনও ভারতবর্ষে অনেক প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয় আছেন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তথাকার বৈশ্যগণের ও ব্রাহ্মণভক্তি সমধিক, তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হয় না কেন? ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্র—বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পুণ্ড্র, অর্থাৎ ফোঁটা আছে। পরিচ্ছদেও বিশেষত্ব দেখা যায়। তথাকার ব্রাহ্মণগণের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা অগ্রেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে আশীর্ব্বাদ করেন। 'জয়স্তু যজমান!' 'জয়স্তু অন্নদাতা!' 'জয়স্তু গরীব-পরওয়ার!' এইরূপ সম্ভাষণ ক্ষত্রিয়দিগকে তাঁহারা করিয়া থাকেন। বৈশ্যদিগকে 'জয়স্তু মহাজন' বলিয়া সম্ভাষণ করেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ 'পায় লাগি বিপ্র' বলিয়া করযোড়ে অভিবাদন করেন।" আমি প্রচার উপলক্ষে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী রায়না গ্রামে গিয়াছিলাম, তথায় একটি ব্রাহ্মণযুবক দুইকড়া কাণা কড়ি তাঁহার উপবীতে বাঁধিয়া আমাকে দেখান এবং বলেন "যখন কায়স্থগণ পৈতা লইতেছে তখন আমাদের অবশ্য কড়ি বাঁধা কর্ত্তব্য।" পৈতাটি ব্রাহ্মণের একচেটিয়া নহে ইহা দ্বিজজাতির চিহ্ন। শাস্ত্র বলেন "জন্মনাজায়তেশূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজঃ উচ্যতে।" সুতরাং উপবীতে কেবল ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার নাই—আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে বৈদ্য ও যুগী উগ্রক্ষত্রের ও এক শ্রেণীর বৈষ্ণবের পইতা আছে এবং অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বঙ্গদেশে আগত বঙ্গের পশ্চিম প্রদেশের ও উড়িষ্যা প্রদেশের দ্বারবান, গাড়ওয়ান, রাঁধুনি, মালী, ভারবাহী অনেক উপবীতধারী আছেন, কোন ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত ভুলিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছেন বা চরণোদক প্রার্থী হইয়াছেন দেখি নাই। সুতরাং কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিলে সে ভয় কেন থাকিবে?

১। "বেদ"—মানবমাত্রের মুক্তির নিদান। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী দ্বিজবন্ধু—সকলেরই মুক্তির আবশ্যক, সুতরাং বেদে তাহাদের সমান অধিকার। "স্ত্রী, শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরা" ইহার অর্থ যে স্ত্রীলোক মাত্রেই বেদ পাঠ করিতে পারিবে না তাহা নহে। স্ত্রীলোকের মধ্যে যাঁহারা বিদুষী—যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী তাঁহারা কেনই বা বেদ পাঠ করিবেন না। গার্গী ও মৈত্রেয়ী আত্রেয়ী প্রভৃতির বেদ পাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা অনেকেই জানেন। যে সকল স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখেন নাই তাঁহাদের পক্ষে বেদ পাঠ নিষেধ না থাকিলেও তাঁহারা বেদ পাঠ করিতে পারেন না ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই কথার কথা মাত্র। একটির অর্থ জ্ঞান, অপরটির অর্থ অজ্ঞান। অজ্ঞান বা শূদ্র কেমন

করিয়া বেদ পাঠ করিবে? শূদ্র যদি লেখাপড়া শিখে ও জ্ঞানী হয় তবেই সে বেদ পাঠ করিবে। শূদ্র বেদ পাঠ করিতে অক্ষম। তাহার কোন নিষেধ নাই। ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে লেখা আছে—

"বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়োদধি মেখলাম্।
বৈশ্যোধনপতশ্চৈব শূদ্রঃ শুদ্ধেত পাতকাৎ॥"

অর্থ,—ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানবান হয়েন। ক্ষত্রিয়েরা সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েন, বৈশ্যেরা ধনবান হয়েন এবং শূদ্রেরা পাতক হইতে মুক্ত হন; অতএব বেদে অনধিকারী কেহই নহে।

বেদ স্বয়ং বলিতেছেন "যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায় চারণায়চ॥" যজু ২৬।

অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন "আমি কল্যাণী অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকর পবিত্র বেদবাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ তোমরা ঐ উপদেশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পরিচর্য্যাকারীভৃত্য ও স্ত্রীগণকে উপদেশ দিবে।"

২। প্রণব অর্থাৎ ওঁকার বলা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য ভাবে অধিকার আছে তদ্বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারেন না। মনুষ্য মাত্রেরই এই পবিত্র প্রণবে অধিকার আছে। যোগোপনিষদ বলেন—

ওঁকার মূলং পরমপদান্তরং গায়ত্রী সাবিত্রী সুভাষিতান্তরং বেদান্তর যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং।

অর্থাৎ যাঁহার উপাসনা করিলে পরম পদ পাওয়া যায় এবং যাঁহাকে সাবিত্রী রূপা গায়ত্রী প্রভৃতি সুভাষিত লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই প্রণবমূল বেদ যে পুরুষ সেবা না করেন তাঁহার জন্ম বৃথা।

৩। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীং তং ততঃ স্মৃতাং। যাহা গীত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহার নাম গায়ত্রী। পরিত্রাণ সকলেরই আবশ্যক সুতরাং গায়ত্রী দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণগণ পরিত্রাণ পাইবেন এমন নহে। মনুষ্য মাত্রেই পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন।

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন,

ব্রহ্মণা বেদজননী পূজিতা প্রথমে মনৌ।
দ্বিতীয়ে চ দেবগণৈঃ তৎপশ্চাৎ বিদুষাং গণৈঃ॥
ততশ্চাশ্বপতিঃ পূর্ব্বং পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসুর্বর্ণাশ্চত্বার এব চ॥

অর্থাৎ সাবিত্রীরূপা গায়ত্রী প্রথম মনুতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়ে দেবগণ, তাহার পর মহর্ষিগণ, তাহার পর ক্ষত্রিয় অশ্বপতি রাজা ভারতে পূজা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই উপাসনা করেন।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম স্বাত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

অর্থাৎ—প্রণব ব্যাহৃতি সাবিত্রী এই তিন পৃথক বা সমুদয়ের অর্থজ্ঞান পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট দেহধারী মাত্রেই উচ্চারণ করিতে পারেন।

গীতা বলেন,

ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্॥

অর্থাৎ যে মনুষ্য ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন তিনি শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়েন।

কঠশ্রুতিতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব বলেন,

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরংপরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

অর্থাৎ এই প্রণব হিরণ্যগর্ভ এবং পরব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। ইহার সম্যক জ্ঞান দ্বারা যিনি যাহা বাসনা করেন তাঁহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে ব্যাসবচন লিখিয়াছেন,

লপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণাসহ।
সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ॥

অর্থাৎ গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যে ঈশ্বর তিনি মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা আত্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, ইত্যাকার জ্ঞানে যে কেহ হউন উপাসনা করিতে পারেন।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে তিনিই লিখিয়াছেন,

চতুর্থী শান্তিঞ্চ কৃত্বা বিপ্রো জলং স্পৃষ্ট্বা,
ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধং স্পৃষ্ট্বা বৈশ্যঃ প্রত্যোদং।
রশ্মীবান স্পৃষ্ট্বা শূদ্রো যষ্টিং স্পৃষ্ট্বা
শুদ্ধঃসন্ গায়ত্রীং সংস্মৃত্য বৈধস্নানং কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাদি দেবপূজনং।

অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধে চতুর্থী শান্তির পর ব্রাহ্মণ জলস্পর্শ করিবেন, ক্ষত্রিয় বাহনায়ুধ স্পর্শ করিবেন, বৈশ্য প্রগ্রহবা চাবুক স্পর্প করিবেন, শূদ্র যষ্ঠি স্পর্শ করিবেন। তৎপরে গায়ত্রী করিয়া দেবপূজা ও সন্ধ্যাদি করিবেন।

৪। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন,

স্বাহা স্বধা দেবদানে পিতৃদানে স্বধা পরা।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য হবির্দদতি নিত্যশঃ॥
স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যোজুহুয়াত্ প্রশস্তকং।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ব্রহ্মগ্রহণমাত্রতঃ॥
বিষহীনো যথা সর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ।
ফলশাখা বিহীনশ্চ যথা বৃক্ষোহি নিন্দিতঃ।
স্বাহাহীনস্তথা মন্ত্রো ন দ্রুতং ফলদায়কঃ॥

অর্থাৎ দেবতাদিগকে দান করিতে হইলে স্বাহা শব্দ, পিতৃলোককে দান করিতে হইলে স্বধা শব্দ প্রশস্ত। স্বাহাযুক্ত মন্ত্রই প্রশস্ত যিনি গ্রহণ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করেন। যেমন বিষহীন সর্প, বেদহীন দ্বিজ, পতিসেবা বিহীন স্ত্রী, বিদ্যাহীন মানব,ফলশাখাবিহীন বৃক্ষ লোকসমাজে নিন্দিত হন সেইরূপ স্বাহাহীন মন্ত্র শীঘ্র ফলদায়ী নহেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন,

স্বাহাত্মিকা সর্ব্ব সুরেশ তৃপ্তি হেতুঃ স্বধেতি পিতৃতৃপ্তিহেতুঃ।
নাকস্থিতা নাকপ্রদানরূপা সমস্ত যজ্ঞাদি ফলপ্রদাতা।

অর্থাৎ স্বাহা শব্দ দেবগণের তৃপ্তিহেতু স্বধাশব্দ পিতৃলোক তৃপ্তিহেতু ইহারা স্বর্গস্থিতা ও স্বর্গপ্রদাতা এবং যজ্ঞফলদাতা হয়েন।

৫। গরুড়পুরাণ বলেন,

স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৄন্।
ভোজ্যান্ন দানেন ভূতস্নান তিথী নপি॥

শ্রাদ্ধস্য ফলমাপ্নোতি বলস্য তর্পণস্য চ।
স্বধোচ্চারণ মাত্রেণ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বাজপেয়ফলং লভেৎ॥

চণ্ডী বলেন,

স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্যচ তৃপ্তিহেতুঃ
উচ্চার্য্যসে ত্ব মতএব জনৈঃ স্বধা চ॥

অর্থাৎ যেহেতু স্বাহা শব্দদ্বারা দেবগণ তৃপ্ত হন সেইজন্য তুমি স্বাহারূপিণী সেইরূপ স্বধা শব্দদ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হন এজন্য তুমি স্বধারূপিণী।

শ্রাদ্ধে ষোড়শমাতৃকা পূজায় স্বধা দেবীর পূজা। চারি বর্ণেই করিয়া থাকেন।

একজন ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি পৈতা লইয়াছেন শালগ্রাম ছুঁতে পারেন? আমি উত্তর করিলাম, মহাত্মন্ আপনার কথিত শালগ্রাম যদি ডিনামাইট নানরূপ দাহক পদার্থ হয়, যে তাহা বোমার মত ফাটিয়া আমার প্রাণনাশ করিবে তাহা হইলে আমি তাহা স্পর্শ করা দূরে থাক নিকটেও যাইতে পারি না এবং যদি নানরূপ নিন্দিত বস্তু হইলেও আমি তাহা স্পর্শ করিতে অনিচ্ছুক; অতএব তাহা কি বস্তু আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। তিনি বলিলেন ওটি গণ্ডকী নদীর গণ্ডশিলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি। আমি বলিলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মূর্ত্তি আছে শুনিয়াছি ঐ বিরাট মূর্ত্তি তিনি এ জগতে কোন ব্রাহ্মণকে দেখান নাই। দুইবারই ক্ষত্রিয়কে দেখাইয়াছিলেন। ভাল ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনার কি সম্পর্ক। তিনি বলিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিতামাতা ও স্রষ্টা। আমি বলিলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহার পিতা মাতা ও স্রষ্টা হন তবে আমি একজন তাঁহারই সৃষ্ট জীব সুতরাং তিনি আমারও পিতামাতা স্রষ্টা। আমার ভাসুর বা ভাদ্র বৌ নহেন যে, আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিব না।

তন্ত্রসার বলেন,

তন্ত্রোক্ত প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াঞ্চ সুন্দরীম্।
প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত প্রণব শূদ্র কোনরূপ বিচার না করিয়া সতত জপ করিবেন।

নির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন,

অবধূতো গৃহস্থোবা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপিবা।
তন্ত্রোক্তেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বেষ্বধিকারিণঃ॥

অর্থাৎ কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ কি ব্রাহ্মণ ক শূদ্র সকলেই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সমান অধিকারী।

৫। শালগ্রাম শিলা পূজা যে ব্রাহ্মণ গণ্ডকীস্থ ঐ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিতে পারেন তিনি শালগ্রাম শিলার পূজা লইয়া বৃথা গণ্ডগোল করিয়া থাকেন। তিনি বলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষমাত্রেরই পিতামাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার অনুরূপ ক্ষুদ্রমূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা পূজার অধিকার মনুষ্যমাত্রেরই আছে। তাঁহার নিকট কোন পুত্রই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই।*

পদ্মপুরাণ বলেন,

ব্রাহ্মণ ক্ষাত্র বৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রাণামথা পি বা।
শালগ্রামে হধিকারোহস্তি ন বাল্যেষু কদাচন॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং সচ্ছূদ্র অর্থাৎ যে সকল শূদ্র ব্রাহ্মণগণের অন্ন পাক ও সেবাদি করিয়া ব্রাহ্মণের অনুগত থাকেন তাঁহারা শালগ্রাম পূজা করিতে পারেন। যে সকল শূদ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করে কদাচারী ও বনে বাস করে ও ভগবানের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে না তাঁহারাই নীচ শূদ্র সুতরাং ভগবানের পূজায় তাহারা অপারগ। কোন ক্রমে অনধিকারী নহে। যদি কোন কালে তাঁহারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জ্ঞানলাভ করেন এবং ভগবানের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারেন তবে তাঁহারাই বা কেন ভগবানের পূজায় বিরত থাকিবেন।

গীতা পাঠ।

গীতা শাস্ত্র এক ক্ষত্রিয় বলিতেছেন আর ক্ষত্রিয় শুনিতেছেন। ক্ষত্রিয়াবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বক্তা ক্ষত্রিয় পাণ্ডব অর্জ্জুন শ্রোতা সুতরাং গীতা ক্ষত্রিয় কায়স্থের নিজস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং গীতা পাঠে ক্ষত্রিয়দের সম্পূর্ণ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডী পাঠ। ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুইজনে অবস্থা বৈগুণ্যে বনভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অন্য পুত্রকলত্রাদিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। "বনমধ্যে সমান শীলেষু সখ্যং" উভয়ে বন্ধুত্ব হয়। কি করিয়া উভয়ের তদবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় উভয়ে এই চিন্তা করিতে করিতে শুনিলেন অদূরে পবিত্রচেতা ভগবান মেধস ঋষির আশ্রম। উভয়েই আনন্দিত মনে ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আপনাদিগের দুর্দ্দশার কথা বলাতে ঋষি এই পরামর্শ দিলেন তোমরা আদ্যাশক্তি ভগবতী

চণ্ডীর আরাধনা কর। জীবগণের দুর্গতিহারিণী মহামায়া চণ্ডী অবশ্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। মহর্ষির তাদৃশ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন "ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাংভবান্। ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥" অর্থাৎ ভগবন্ আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিয়া বর্ণনা করিলেন তিনি কে? তিনি কেমন করিয়া উৎপন্না হইলেন। মেধস ঋষি বলিলেন "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ ঋষি বলিলেন সা দেবী নিত্যা জগন্মূর্ত্তি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ। যদিও তাঁহার আমাদের ন্যায় উৎপত্তি ও আদি নাই তথাপি লোকে তাঁহার স্বরূপ এক প্রকার উৎপত্তি ও আদি কীর্ত্তন করে তাহা তুমি আমার নিকট বহুপ্রকারে শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি একে একে মধুকৈটভ বধ মহিষাসুর বধ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। রাজা ও বৈশ্য সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। ঋষি বলিলেন "তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥" মহারাজ! তোমরা এই দেবীকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর কারণ ইঁহাকে আরাধনা করিতে পারিলে স্বর্গভোগ এবং মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধঃ শ্রুতেঃ স্মৃতেঃ।
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে
যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ প্রবৃত্তঃ সার্ব্বকালিকঃ।
শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেন দেশাচারঃ স উচ্যতে॥
অজ্ঞানাদ্ যদিবা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতাব্যাপ্যজানতা
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতম্॥
নির্ব্বিণ্ণোহতি মমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন রাজ্যাপহরণ বশতঃ দুঃখী নরাধিপ সুরথ এবং অতি মমতা নিবন্ধন নির্ব্বিণ্ণ বৈশ্য মেধস ঋষির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরতিশয়

প্রভাব সম্পন্ন তীব্র ব্রতধারী সেই ঋষিকে প্রণিপাত করতঃ তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন।

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
সূচ বৈশ্য স্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥

এবং এই সমাধিবৈশ্য জগন্মাতার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নদীপুলিনে দেবীসূক্ত জপ করিতে করিতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই সেই নদীতীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প ধূপ হোম দ্বারা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥

তাঁহারা কখন নিরাহার কখন ফল মূল আহারী হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্ব্বক এক মনে তাঁহাতে নিবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং নিজের গাত্র হইতে রক্ত উপহার দান করিলেন।

এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥

এইরূপে তিনবৎসর পর্য্যন্ত সংযতাত্মা হইয়া আরাধনা করিলে তখন জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা পরিতুষ্টা হইয়া প্রত্যক্ষে বলিলেন—

যৎ প্রার্থ্যতেত্বয়া ভূপ! ত্বয়াচ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥

ভগবতী বলিলেন—

হে ভূপ! হে কুলনন্দন বৈশ্য! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে আমি পরিতুষ্টা হইয়া তাহাই প্রদান করিতেছি

অতএব প্রমাণ হইল যে চণ্ডী পাঠে ও দুর্গোৎসবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার আছে যদি না থাকিত তাহা হইলে সেই তেজঃপুঞ্জ মহাব্রত মেধস ঋষি রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে তপস্যা ও দেবীপূজা করিতে আদেশ দিলেন কেন? তিনি পূজক তন্ত্রধার দুর্গার কাপড় লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশের কাপড় ইঁদুরের কাপড়, ময়ূরের কাপড়, সর্পের কাপড়, মরা মহিষাসুরের কাপড় চালচিত্রের মহাদেবের কাপড়, ঘি ময়দা পাঁটা হাড়কাট ঢাক ঢোল ইত্যাদি ত কিছুই

বন্দোবস্ত করেন নাই। বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা আনিতে বলেন নাই। আরাধনা মানসিক ক্রিয়া নিজে না তাহাতে লিপ্ত হইলে কেবলমাত্র ওকালত নামা দিলে সুসিদ্ধ হয় না। সুরথ ক্ষত্রিয় এবং সমাধি বৈশ্য নিজেরা দুর্গোৎসব করিয়া প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ক্ষত্রিয়াবতার রাজা রামচন্দ্র নিজেই দুর্গোৎসব করিয়া সমর পণ্ডিত দুর্দ্দান্ত রাক্ষস শ্রেষ্ঠ মহারাজা রাবণকে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যাঁহার যাহাতে যে অধিকার আছে তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা মহর্ষিগণের অনুমোদিত নহে। এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর হইয়া নিজেরাই ঐ সকল কার্য্য তাঁহাদের একচেটিয়া মনে করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবামাপদ পাল রায়চৌধুরী।

কায়স্থ-সমাজের প্রতি নিবেদন।

বিংশতি বর্ষ পূর্ব্ব হইতে কায়স্থ-সমাজের একখানি সুবিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশ করিবার বাসনা রহিয়াছে। বিশেষতঃ দশবর্ষ হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে,—অনেকেই এই বিরাট কায়স্থ-সমাজের আদিপরিচয় ও প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। বঙ্গাগত কায়স্থ-বীজপুরুষগণের সামাজিক মর্য্যাদা, আদি বাসস্থান, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে। বিশেষতঃ কুলাচার্য্য ও কুলগ্রন্থসমূহ ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এ সময় আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। বহুদিন হইতে সঙ্কল্প থাকিলেও বিশ্বকোষ-সঙ্কলনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদিন এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই শুভ অবসরে আর কালবিলম্ব না করিয়া বঙ্গের বিরাট কায়স্থসমাজের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলনে অগ্রসর হইয়াছি। ইহাতে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণিস্থ কায়স্থগণের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং এই বঙ্গে সকল সম্ভ্রান্ত বংশের আদ্যোপান্ত বংশাবলী থাকিবে, চারিশ্রেণিস্থ সম্ভ্রান্ত কুলীন ও মৌলিকগণের কাহারও কুলেতি-

হাস ও বংশাবলী বাদ দেওয়া হইবে না। এই অতিগুরুতর ও মহাদায়িত্বপূর্ণ **কায়স্থসমাজের ইতিহাস** সঙ্কলনকল্পে এপর্য্যন্ত তিনশতাধিক প্রাচীন কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও নানাস্থান হইতে শতাধিক কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ সংগ্রহার্থ ৫ হাজারের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কুলপরিচায়ক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া কুলবিবরণ, সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস, বংশকীর্ত্তি পরিচয় ও বংশলতা-সংগ্রহ, এবং বহু লোক নিযুক্ত করিয়া প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ ও গৌড়-বঙ্গাগত প্রথম ব্যক্তি হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বংশলতা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে এবং অন্যূন **দশসহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী এই জাতীয় ইতিহাস** প্রকাশকল্পে প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ হইবার সম্ভবনা। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশ্বকোষ-প্রকাশকালে যেরূপ বঙ্গের সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের নিকট সাহায্য পাইয়াছি, আমাদের এই জাতীয় ইতিহাস প্রকাশ ব্যাপারে সেরূপ সর্ব্বসাধারণের নিকট কোনপ্রকার আনুকূল্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ স্বজাতির শরণাপন্ন হইতেছি। আশা করি, কায়স্থ মাত্রেই উপযুক্ত অর্থসাহায্য ও স্ব স্ব বংশ পরিচয় পাঠাইয়া স্ব স্ব সমাজ ও জাতীয় গৌরব রক্ষায় অগ্রসর হইবেন। আমার শারীরিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া অগোণে এই বিরাট ব্যাপার সংসাধনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি এবং দীর্ঘকাল কুলশাস্ত্র আলোচনা ও স্বজাতির সেবা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি,এখন সে সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, কিছুদিন পরে আর তাহা পাইব না—এ কারণ সানু-নয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তান মাত্রেই স্ব স্ব বংশেতিহাস রক্ষায় অবিলম্বে অগ্রসর হউন। মনে রাখিবেন যে, পূর্ব্বতম কায়স্থ-সমাজের সহিত শূর, পাল ও সেন রাজবংশের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সেই সকল রাজবংশধরগণ অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন ;—সুতরাং কায়স্থসমাজের ইতিহাসই বাঙ্গলার ইতি-হাসের সর্ব্ব প্রধান অংশ। আমাদের গৌরবজনক ইতিহাস প্রকাশের এখনও অনেক সুযোগ পাইতেছি। এ সময়ে মনোযোগী না হইলে ভবিষ্যতে অনেকেই স্ব স্ব বংশেতিহাসের অভাব লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। পুস্তকের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহার যাহা পাঠা বার, অবিলম্বে আমার বা কায়স্থ-সভার সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া উৎসাহিত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

দুই তিন শত বর্ষের হস্তলিখিত তিনশতাধিক প্রাচীন কুলগ্রন্থ পুথির মধ্যে ...গ্রন্থ সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কয়েকখানি সুপ্রাচীন ও প্রধান পুথির ...নামোল্লেখ মাত্র করিতেছি—

উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহ।

১। শ্যামদাসের বৃহৎ সিংহবংশাবলিকারিকা। ২। ঘনশ্যামের ঘোষবংশ ...কুরী। ৩। জনমেজয়ের ঢাকুরী। ৪। অভিরাম মিত্রের ঢাকুরী। ৫। ...কদেব সিংহের ঢাকুরী। ৬। দ্বিজ সদানন্দের ঢাকুরী। ৭। নিরাবিলের ...কুরী। ৮। শুকদেব সিংহের কক্ষানির্ণয়। ৯। ঘনশ্যামের কক্ষোল্লাস। ...০। ধনঞ্জয়ের কক্ষোল্লাস। ১১। জয়হরি সিংহের কক্ষোল্লাস। ১২। বল্লভ-...টকের গ্রামভাব ও কক্ষানির্ণয়। ১৩। শুকদেবী ১৬৭ গ্রামভাববর্ণন। ১৪। ...জ ঘটকসিংহের উত্তররাঢ়ীয় বৃহৎ কারিকা। ১৫। বংশীবদনের কুলকারিকা। ...৬। সদানন্দের বঙ্গাধিকারীকারিকা। ১৭। শ্যামদাসী বৃহৎ কুলপঞ্জিকা। ...৮। ঘটককেশরীর উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা। ১৯। ...র সাড়ার ঘোষবংশাবলী। ...০। মৌদ্গল্যসিংহবংশাবলী। ২১। মৌদ্গল্য বৃহৎ কারিকা। ২২। বৃহৎ ...ল্লিকবংশাবলী। ২৩। ঐ মল্লিকবংশকারিকা। ২৪। ...মুয়ার সিংহবংশাবলী ...৫। রাজার কারিকা, সভা নির্ণয়। ২৬। সমীকরণ ও রসভাবনির্ণয়। ...৭। মৌদ্গল ডাক। ২৮। ঘনশ্যামী মিত্রবংশাবলী। ২৯। ঘোষবংশের ...ন ও ভাবনির্ণয়। ৩০। দাসবংশাবলী। ৩১। দাসবংশের কারিকা। ...২। সিংহ ও ঘোষবংশের সমীকরণ কারিকা। ৩৩। কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও ...রদ্বাজবংশকারিকা। ৩৪। কুলানন্দের পূর্ব্ব ঢাকুর। ৩৫। মনোহরের ...কুরী। ৩৬। শ্যামদাসী ডাক। ৩৭। মগধেশ্বরবংশাবলী। ৩৮। নরপতি-...জবংশাবলী। ৩৯। হরিহরের ডাক। ৪০। মাধবসিংহের ডাক।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহ।

১। ঘটক নন্দরাম মিত্রের ঢাকুরী। ২। সার্ব্বভৌমের ঢাকুর। ৩। ...চম্পতি ঘটকের ঢাকুর। ৪। কাশীনাথ বসুর ঢাকুরী। ৫। শম্ভু বিদ্যানিধির ...কুর। ৬। মাধব ঘটকের ঢাকুর। ৭। মহাদেব দত্তের ঢাকুর। ৮। ...র্ম্মানন্দের ঢাকুর। ৯। বৃহৎ সমীকরণকারিকা (সংস্কৃত)। ১০। বিভিন্ন ...মাজের সম্পূর্ণ একজাই গ্রন্থ। ১১। ঘোষবংশের বৃহৎ কুলপঞ্জিকা। ১২। ...ঘোষবংশকারিকা (সংস্কৃত)। ১৩। বসুবংশের বৃহৎ কুলপঞ্জিকা। ১৪।

বসুবংশকারিকা (সংস্কৃত)। ১৫। মিত্রবংশের বৃহৎ কুলপঞ্জিকা। ১৬। মিত্রবংশকারিকা (সংস্কৃত)। ১৭। দক্ষিণরাঢ়ীয় সৎকুলপঞ্জিকা (সংস্কৃত)। ১৮। দক্ষিণরাঢ়ীয় রসভাব নির্ণয়। ১৯। সন্মৌলিক গোষ্ঠপদ্ধতিনির্ণয়। ২০। দে, দত্ত, করাদি অষ্টঘরের বংশ ও অংশনির্ণয়। ২১। ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, অগ্নিবেশ্য, ঘৃতকৌশিক, কাশ্যপ প্রভৃতি অষ্টগোত্রীয় দত্তবংশাবলী ও সমাজস্থান নির্ণয়। ২২। সাধ্য মৌলিককারিকা ও অংশ বংশ। ২৩। কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, পরাশর, আলম্যান ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাসবংশাবলী ও সমাজ। ২৪। সুসিদ্ধ মৌলিক সমাজকারিকা। ২৫। বাসুকি, আলম্যান, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্রীয় সেনবংশের সমাজস্থান ও বংশকারিকা। ২৬। মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস্য প্রভৃতি গোত্রীয় দেববংশাবলি ও সমাজস্থাননির্ণয়। ২৭। আল্যমান, বাৎস্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রীয় সিংহবংশাবলি ও সমাজনির্ণয়। ২৮। বিভিন্ন গোত্রীয় ধর, কর, নাগ, সোম, রাহা, নন্দী, শূর প্রভৃতির বংশাবলি ও সমাজ। ২৯। বিভিন্ন গোষ্ঠীপতি ও সমাজপতিকারিকা। ৩০। কায়স্থ রাজবংশ, রাজবংশ, রায়চৌধুরীবংশ এবং তাঁহাদের সমাজস্থাননির্ণয়। ৩১। দক্ষিণরাঢ়ীয় গুহবংশকারিকা। ৩২। বংশজ সমাজকারিকা। ৩৩। গোষ্ঠীপতিগণের বংশাবলি। ৩৪। কুলাকুলনির্ণয়।

বঙ্গজ কুলগ্রন্থসমূহ।

১। ঘটক চূড়ামণির বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা (সংস্কৃত)। ২। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলকারিকা। ৩। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজী সারসংগ্রহ। ৪। রামানন্দের সমীকরণকারিকা (সংস্কৃত)। ৫। কুলপতিকারিকা (সংস্কৃত)। ৬। স্বর্ণামাত্যকারিকা। ৭। ঘোষ, বসু, গুহ প্রভৃতি কুলীন-কুলপঞ্জিকা। ৮। মিত্রকুলকারিকা। ৯। মধ্যল্য সমাজস্থাননির্ণয় ও মধ্যল্য কুলপঞ্জিকা। ১০। মহাপাত্রসমাজ নির্ণয় ও মহাপাত্রগণের বংশাবলি। ১১। রাজকারিকা ও সমাজপতিকারিকা। ১২। আদিশূর ও বল্লালসেনের কুলপরিচয় ও বংশাবলিকারিকা। ১৩। চন্দ্রদ্বীপসমাজপরিচয়। ১৪। যশোহর সমাজ পরিচয়। ১৫। ফতেয়াবাদ বা ভূষণা সমাজ পরিচয় ১৬। বাজু সমাজপরিচয়। ১৭। চন্দ্রদ্বীপরাজবংশাবলি। ১৮। যশোহর রাজবংশ ১৯। ভূষণাসমাজ রাজবংশ। ২০। বাজুসমাজ রাজবংশ। ২১। গঙ্গাস্রোত কুলকারিকা। ২২। সর্ব্বানন্দের সদসদ্ভাববিবেক। ২৩। মৌলিক ভাবনির্ণয় ২৪। মধ্যল্য ও মহাপাত্র গোষ্ঠীপতিনির্ণয়। ২৫। বল্লালসেন,লক্ষ্মণসেন, দনুজমাধব পরমানন্দ রায় প্রভৃতির কুলবোধ। ২৬। বঙ্গজ ভৌমিক বংশকারিকা।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থসমূহ।

১। কাশীরাম দাসের বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা। ২। কাশীরামের বৃহৎ ঢাকুর। ৩। যদুনন্দনের ঢাকুর। ৪। নন্দরামের ঢাকুর। ৫। বহুনাথের সিদ্ধসাধ্যনির্ণয়। ৬। সিদ্ধবংশাবলী। ৭। সাধ্যবংশাবলী। ৮। বারেন্দ্র সিদ্ধকারিকা। ৯। বারেন্দ্রকুলস্থাননির্ণয়। ১০। বারেন্দ্র মৌলিককারিকা। ১১। নাগ, সেন, সুর, কর, ধর, দেবাদির বংশাবলী। ১২। বারেন্দ্র রাজবংশ সমাজপতি নির্ণয়।

এই বৃহৎ গ্রন্থ ১০খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কোনও সমাজের কুলীন, মৌলিক, কোন বংশের কুলেতিহাস পরিত্যক্ত না হয়, কায়স্থ-মহোদয়গণ আমাকে পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মণঃ।
২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে বক্তব্য।

গত ফাল্গুন মাসের কায়স্থ পত্রিকায় "চিত্রগুপ্ত" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ন বিশেষ কারণে "চিত্রগুপ্ত" প্রবন্ধটী কিছু তাড়াতাড়ি লিখিতে হয়, তাই প্রবন্ধটী শিত হইবার পরই কএকটী প্রশ্ন সহসা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। দিন পরেই কএকজন মহাত্মাও (আমার মত সন্দেহাবিষ্ট হইয়া) কয়েকখানি লিখিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে বাধ্য তেছি।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে চিত্রগুপ্তদেব দ্বিভুজ হইবেন কি চতুর্ভুজ হইবেন? জ হইলে তাঁহার দুই হস্তে কি থাকিবে? আর চতুর্ভুজ হইলেই বা তাঁহার ন্ হাতে কি হইবে?

এখন তন্ত্র ও পুরাণাদি আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে যমের ন্যায় চিত্রগুপ্ত বেরও দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয় প্রকার মূর্ত্তি ছিল। প্রথমে যমের পরিচয় তেছি—

"যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাদিভৃৎ॥
পুণ্যকর্ম্মরতান্ সম্যক্ শুভান্ মিত্রবদাচরেৎ।
আহূয় পাপিনঃ সর্ব্বান্ যমানেন তর্জ্জয়েৎ॥
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষস্তঞ্জনাদ্রিসমপ্রভঃ।

মহিষস্থো রক্তারাধ্যো বিদ্যুন্নেত্রসমুদ্যুতিঃ ॥
যোজনত্রয়বিস্তারদেহো রৌদ্রোঽতিভীষণঃ।
লৌহদণ্ডধরো ভীমপাশপাণির্হরাকৃতিঃ।
বক্রনেত্রোঽতিভয়দো দর্শনং যাতি পাপিনাম্ ॥"

(গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ১৬।১১-১৪)

উদ্ধৃত গরুড়পুরাণীয় বচনানুসারে পুণ্যকর্ম্মাদিগের নিকট যম চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্রাদিধারী এবং পাপীদিগের নিকট মহিষারূঢ় দ্বিভুজ লৌহদণ্ড ও পাশধারী।

বহুপুরাণমতে যম সূর্য্যের পুত্র। যমের অপর নাম দণ্ডধর বা দণ্ডী। মৎস্য-পুরাণমতে দণ্ডী ও পিঙ্গল এই দুইটী সূর্য্যের প্রতিহারী বা দ্বারপাল, উভয়ের হস্তে খড়্গ ও লেখনী। যথা—

"প্রতীহারী চ কর্ত্তব্যৌ পার্শ্বয়োর্দণ্ডিপিঙ্গলৌ।
কর্ত্তব্যৌ খড়্গহস্তৌ তৌ পার্শ্বয়োঃ পুরুষাবুভৌ ॥
লেখনীকৃতহস্তঞ্চ" (মৎস্যপু০ ২৬১।৫-৬)

ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রাহ্মপর্ব্বেও লিখিত আছে—

"দণ্ডনায়কৌ। তৌ সূর্য্যদ্বারপৌ জ্ঞেয়ৌ" (১২৪।৩৫)

দণ্ডী ও পিঙ্গলের নামকরণ সম্বন্ধে উক্ত ব্রাহ্মপর্ব্বে বিশেষভাবে লিখিত আছে—

"দণ্ডনায়ক সংজ্ঞস্তু সর্ব্বলোকস্য স প্রভুঃ।
উক্তশ্চ স তদার্কেণ ত্বং প্রজাদণ্ডনায়কঃ ॥
দণ্ডীনীতিকরোযস্মাত্তস্মাত্ত্বং দণ্ডনায়কঃ ॥
লিখতে য প্রজানাঞ্চ সুকৃতং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
দক্ষিণপার্শ্বেত পিঙ্গলত্বাৎ স পিঙ্গলঃ ॥" (১২৪।১৭-১৯)

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝিতেছি যে, যিনি সর্ব্বলোকের প্রভু—সর্ব্বলোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তিনিই দণ্ডনায়ক, আর যিনি মানবজাতির পাপপুণ্য লিখিয়া রাখেন, তিনিই পিঙ্গলবর্ণ হেতু পিঙ্গল নামে পরিচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যমেরই নামান্তর দণ্ডধর, দণ্ডনায়ক বা দণ্ডী, তিনিই সর্ব্ব-লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদিকে সকল পুরাণমতে একমাত্র চিত্রগুপ্তদেবই সকলের পাপপুণ্য লিখিয়া রাখেন। এ অবস্থায় সূর্য্যসহচর দণ্ডী ও পিঙ্গলকে যথাক্রমে যম ও চিত্রগুপ্ত বলিয়াই মনে করি। সুতরাং সূর্য্যসহচর-রূপে যম ও চিত্রগুপ্ত দ্বিভুজ খড়্গ ও লেখনীধারী হইতেছেন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে*মন্ত্রমহোদধি হইতে চিত্রগুপ্ত দেবের যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে চিত্রগুপ্ত পত্রে মানবগণের পাপপুণ্য লিখিতেছেন। পদ্ম-পুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের বচনে, তাঁহার হস্তে মসীপত্র বা দোয়াত এবং লেখনী বা কলমের আভাস পাওয়া গিয়াছে। * আবার চিত্রগুপ্তব্রতকথায় যে শ্লোক বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে চিত্রগুপ্তের হস্তে লেখনী, ও মসীভাজন বা দোয়াতের কথা পাইতেছি।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্ব্বে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিকথা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্ত নামে ॥"

এখানে চিত্রগুপ্তদেব দ্বিভুজই হইতেছেন, তাঁহার একহস্তে লেখনী ও একহস্তে তাড়িপত্র। অবশ্য মন্ত্রমহোদধিধৃত ধ্যানমন্ত্রের সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে, কিন্তু পদ্মপুরাণ ও ব্রতকথাধৃত বচনানুসারে ছেদনী ও মসিপাত্র বা দোয়াতের অভাব। পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি পৌরাণিক উক্ত "লেখনী" শব্দে উৎকল ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত লেখনী নামক লৌহলেখনাস্ত্রকেই মনে করিয়াছি। কিন্তু এখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিতেছি। উৎকলে যে লেখনী নামক লেখনাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার একদিকে লেখনী ও অপরদিকে ছেদনীর কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু এই লেখনী দ্বারা তালপত্রে লিখিবার কালে মসিপাত্র বা দোয়াতের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডে ও ভবিষ্য-পুরাণীয় ব্রতকথার বচনে "মসীভাজন" বা "মসীপাত্র" স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্ত বা উত্তর ভারতের কোথাও উৎকলের ন্যায় লৌহময় লেখনাস্ত্র প্রচলিত নাই, কোন কালে যে প্রচলিত ছিল তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বরং যে সকল তন্ত্রে লেখনবিধির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে বংশ, তাম্র, সুবর্ণ, বৃহন্নল, চিত্রকাষ্ঠ, পিত্তল ও কাংস্যনির্ম্মিত কলমের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। যথা—যোগিনীতন্ত্রে ৩য় পটলে

"বংশসূচ্যা লেখেদ্বর্ণং তস্য হানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তাম্রসূচ্যা তু বিভবো ভবেন্ন তৎক্ষয়ো ভবেৎ ॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং সুবর্ণস্য শলাকয়া।
বৃহন্নলস্য সূচ্যা বৈ মতির্বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥
তথা অগ্নিনৈবেদ্যে বি পুত্রপৌত্রধনাগমঃ।
পিত্তলেন বিপুলা লক্ষ্মীঃ কাংস্যেন মরণং ভবেৎ ॥"

* কায়স্থ-পত্রিকা, ১৩১৮, ৩৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ অবস্থায় আর্য্যাবর্ত্তের দেবতা চিত্রগুপ্তের হস্তে উৎকলে প্রচলিত লেখনী কোন কালে ছিল বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। চিত্রগুপ্ত প্রসঙ্গে পুরাণবচন মধ্যে মসীপাত্রের সহিত যে লেখনীর উল্লেখ আছে, তাহাকে আমার উত্তর ভারতে প্রচলিত সাধারণ কলম বলিয়াই মনে হইতেছে।

এখন আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধ ও বর্ত্তমান আলোচনা দ্বারা চিত্রগুপ্তদেবের এই কয় প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি—

১ম পিঙ্গলবর্ণ, উজ্জ্বল কিরীটধারী, মনোহর বস্ত্র বিভূষিত, বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত বদনমণ্ডল, দ্বিভুজ—এক হস্তে কলম ও অপরহস্তে তাড়িপত্র।

২য় দ্বিভুজ— একহস্তে খড়্গ, ও অপর হস্তে লেখনী।

৩য়—মহাবাহু, শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পূর্ণচন্দ্র নিভানন, চতুর্ভুজ—দক্ষিণ-হস্তে লেখনী (কলম) ও অপরহস্তে ছেদনী (ছুরি) এবং বামদিকের এক হস্তে মসীপাত্র ও অপরহস্তে তাড়িপত্র।

৪র্থ পিঙ্গলবর্ণ, (চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে একতম যমরূপে) ডানদিকের এক হস্তে লেখনী, অপর হস্তে খড়্গ বা দণ্ড এবং বামদিগের একহস্তে মস্যাধার ও অপর হস্তে তাড়িপত্র।

শেষোক্ত মূর্ত্তিসম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে "চিত্রগুপ্ত যমের লেখক বলিয়াই পরিচিত, তিনি যমের ন্যায় দণ্ডধর বলিয়া কোথাও পরিচিত নহেন,।" এই আপত্তির উত্তরে বলিতে বাধ্য হইতেছি—

সকলেই জানেন যে যমতর্পণকালে চতুর্দ্দশটী যমের উল্লেখ আছে, যথা— ১ যম, ২ ধর্ম্মরাজ, ৩ মৃত্যু, ৪ অন্তক, ৫ বৈবস্বত, ৬ কাল, ৭ সর্ব্বভূতক্ষয়, ৮ উড়ুম্বর, ৯ দধ্ন, ১০ নীল, ১১ পরমেষ্ঠি, ১২ বৃকোদর, ১৩ চিত্র ও ১৪ চিত্রগুপ্ত।

[কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ (১৩০৯), ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

যমতর্পণে যেমন ১৪টী যমের উল্লেখ আছে এবং তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত একজন, সেইরূপ গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে যমলোকবর্ণনপ্রসঙ্গে ১৪টী পৃথক্ পৃথক্ যমলোকেরও উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তপুরও একটী। যথা—

১ যাম্যপুর, ২ সৌরিপুর, ৩ নগেন্দ্রনগর, ৪ গন্ধর্ব্বনগর, ৫ শৈলাগমপুর, ৬ ক্রূরপুর, ৭ ক্রৌঞ্চপুর, ৮ চিত্রনগর বা চিত্রগুপ্তপুর, ৯ বহ্বাপদপুর, ১০ নানাক্রন্দপুর, ১১ সুতপ্তনগর, ১২ রৌদ্রস্থান, ১৩ পয়োবর্ষণ এবং ১৪ শীতপুর। যে প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়, সেই প্রেতকে উক্ত ১৪টী যমলোক ভ্রমণ

করিতে হয়, এই কারণ উক্ত চতুর্দ্দশ লোকের অধিপতি চতুর্দ্দশ যমের তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে। (গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ১৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) এই চতুর্দ্দশ যমলোকের মধ্যে চিত্রনগর বা চিত্রগুপ্তপুরের অধিপতিই চিত্রগুপ্ত। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"প্রযাতি চিত্রনগরং শ্রীচিত্রো* যত্র পার্থিবঃ।
যমস্যৈবানুজঃ সৌরির্যত্র রাজ্যং প্রশাস্তি হি॥"

এখানে চিত্রগুপ্ত যমের অনুজ ও সূর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচিত। গরুড়পুরাণে চিত্রগুপ্তপুরের বর্ণনায় দেখা যায়, চিত্রগুপ্ত কেবল পাপপুণ্যের লেখক নহেন, তিনি পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা—দণ্ডদাতা, সুতরাং দণ্ডধর। এই জন্যই একতম যম চিত্রগুপ্তের 'দণ্ড' ও কল্পিত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যানিধিঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা ইত্যাদি।

মাসিক পত্র।

অর্ঘ্য। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—৫ নং ভৈরব বিশ্বাসের লেন, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট পেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পেজ থাকে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্তের "গুপ্তত্ত্ব" ভাল লাগিল। শ্রীনিত্যনিবাস দেব "হিন্দুত্ব" মন্দ হয় নাই। শ্রীললিতমোহন দত্তের 'মাতৃত্ব ও নাস্তিকতা" সুপাঠ্য।

অবসর। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—৯২নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৬ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা।

মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার অষ্টম বৎসর চলিতেছে। পৌষ সংখ্যায় শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর "মন্দ মহান্তী" সুপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "আদর্শ কবি" মন্দ নহে। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গাও সবে জয় গান" ও "বিদায়"বেশ লাগিল।

* বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গরুড়পুরাণে "শ্রীচিত্রো" পাঠ আছে। কিন্তু প্রাচীন পুথিতে "শ্রীচিত্রো" পাঠ পাইয়াছি।

আর্য্যপ্রভা। সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—জগৎপুর আশ্রম, মহামুনি পোঃ, চট্টগ্রাম। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট-পেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৮৩৩ শকের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা (একত্রে) আমরা পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর। নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প পর্য্যন্ত থাকে। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ মাসিক পত্র বড়ই কম।

এরিয়ান্। ইংরাজী ভাষায় মাসিকপত্র। কার্য্যালয়—কেনাডার ভিক্টোরিয়া নামক স্থান পোষ্ট বক্স্, ৩৩৬। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই চার পেজী ২ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৮ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ধার্য্য নাই। যিনি যাহা দেন। বন্ধু বান্ধব ও সহানুভূতিকারিগণ সম্পাদককে পত্র লিখিলে তিনি সুখী হইবেন।

১৯১২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর। কেনাডা উত্তর আমেরিকার উত্তর দিকস্থ ব্রিটিশ রাজ্য। এখানে বহুসংখ্যক পঞ্জাবী শিখ্ বাস করেন। তথাকার বিধি অনুসারে স্ত্রীপুত্রাদি তথায় লইয়া যাওয়া হয় না। এমন ইংরাজরাজের সহায় যে জাতি, তাহার প্রতি অবিচার দূর করিবার জন্য, ইঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। সকলেরই এ বিষয় সহানুভূতি থাকা উচিত। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর।

কুশদহ। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৲ একটাকা।

মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার তৃতীয় বৎসর চলিতেছে। শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থান প্রবন্ধ মন্দ নহে। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রবন্ধ সুপাঠ্য। এখানি ব্রাহ্ম পত্রিকা।

কোহিনুর। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। সম্পাদক ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী। কার্য্যালয়—২৬ নং আণ্টুনীবাগান লেন, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আশ্বিন (ঈদ) সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর চলিতেছে। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঈদ্" কবিতাটি মনোহর। প্রবন্ধগুলি হৃদয়গ্রাহী। মোহাম্মদ এয়াকুব আলীর রমযান বেশ লাগিল। শ্রীসত্যেনাথ দত্তের "মর্দ্দ-ইখুদার" তরজমা উত্তম হইয়াছে। আরব জাতির ইতিহাস, ফরাসি রাজ্যে মোগলেমাধিকার ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। পত্রিকার মঙ্গলকামনা করি।

তাম্বুলী-সমাজ। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—৬৯ নং বড়তলা ষ্ট্রীট, চিনিপটী কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট পেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই দশম বৎসর। ইহাও জাতীয় পত্রিকা। আমরা ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। "পুরাকালে স্ত্রীশিক্ষা" সুপাঠ্য। "তাম্বুলী কি শূদ্র?" চিন্তাশীল প্রবন্ধ।

তোষিণী। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। প্রত্যেক সংখ্যা ডব্‌ল্ ক্রাউন্ আট পেজী ৩ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। কার্য্যালয়—ঢাকা। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই দ্বিতীয় বৎসর। ছাপা, ছবি ও কাগজ ভাল। "ভারতে ভারতসম্রাট" "দিল্লী" "দিল্লীর দরবার" প্রভৃতি সচিত্র ও মনোহারী প্রবন্ধ। শিশুদের পক্ষে তোষিণী প্রকৃতই তোষিণী।

নব্যভারত। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট-পেজী ৬ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩৲ তিন টাকা।

পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই ঊনত্রিংশ বর্ষ চলিতেছে। নব্য-ভারতের বিষয় বৈভব চিরদিনই সমান। চিত্রহীন হইলেও, নব্যভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। প্রবন্ধগুলি অতি মনোরম বোধ হইল। "মাডাম ব্লাভাস্কির জীবন কথা,"—"আত্মার অমরত্ব"—"স্বপ্নতত্ত্ব",—"আচার্য্য কেশবচন্দ্র,"—"শঙ্করাচার্য্যের মত," উল্লেখযোগ্য।

পল্লীচিত্র। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—বাগেরহাট (খুলনা)। প্রত্যেক সংখ্যায় ফুলস্কেপ্ চার-পেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২০ পৃষ্ঠা থাকে। সাধারণ সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই চতুর্থ বৎসর। মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার প্রকাশিত হইতেছে। তজ্জন্য আমরা আনন্দিত। গল্প ও নানা বিষয়ক প্রবন্ধ থাকে।

প্রতিবাসী। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—বরানগর, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ক্রাউন্ চার-পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ১২ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৸০ বার আনা মাত্র।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর। গল্প ও নানাবিষয়ক প্রবন্ধ থাকে।

প্রতিভা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—ঢাকা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডব্‌ল্ ক্রাউন্ আট-পেজী ৮ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা মাত্র।

মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর। সুন্দর ও সারগর্ভপত্রিকা। পৌষ ও মাঘ সংখ্যার "সেন রাজবংশ ও "রাজতরঙ্গিণী", কায়স্থ মাত্রেরই পাঠযোগ্য। "সেন রাজবংশে"র লেখক সেনবংশীয়েরা মূলে কায়স্থ ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে রাজী নহেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় তাহা তিনি স্বীকার করেন। লেখকের মতের সহিত আমাদের অনৈক্য থাকিতে পারে কিন্তু প্রবন্ধটী পাঠযোগ্য বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের লেখক 'চোখের বালি' 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না, তাঁহার যুক্তিও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। "জাপানী কলা ও সাহিত্য" বেশ। কাগজ ও ছাপা ভাল।

বঙ্গদর্শন। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট-পেজী ৬ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পূর্ব্বকার বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, এখনকার বঙ্গদর্শন সে বঙ্গদর্শন নয়। নবপর্য্যায় ১১ বৎসর চলিতেছে। "মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র"—"বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি," পড়িতে বেশ লাগিল। আমরা বঙ্গদর্শনের উন্নতি কামনা করি।

বিজয়া। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—ধুবড়ি। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট-পেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর চলিতেছে। সম্পাদক কুমার বিপ্রনারায়ণ আমাদের সুপরিচিত। "প্রবাদের ঐতিহাসিক মূল্য" পড়িবার উপযুক্ত।

বিজ্ঞান। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—৫১ নং শাঁখারীটোলা, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আটপেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

১৯১২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম সংখ্যা। বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ আছে। কৃতবিদ্য লেখকগণ লিখিতেছেন। সংখ্যাটী বেশ। এরূপ মাসিক-পত্র আর নাই বলিলেই চলে। আমরা দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বীরভূমি। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—বীরভূম, সিউড়ি। প্রত্যেক ফর্ম্মায় ডবল্ ডিমাই ষোল-পেজী ৩ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। পত্রিকা মনোজ্ঞ প্রবন্ধে পূর্ণ। পৌষ সংখ্যায় 'দীনবন্ধু মিত্র ও হাস্যরসের রচনা', 'প্রসাদী সঙ্গীত' ও 'ভাগবত ধর্ম্ম' উল্লেখযোগ্য। পত্রিকার উন্নতি হইলে সুখী হইব।

বেদান্ত ইউনিভার্স্যাল মেসেঞ্জার (Vedanta Universal Messenger). কার্য্যালয়—অষ্ট্রেলিয়ান্তর্গত মেলবোর্ণ নগরী হইতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রচার-সমিতি হইতে প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যায় ক্রাউন চার পেজী ১০ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা থাকে। মূল্য ধরাবাঁধা কিছু নাই।

"ষ্টার অফ্ দি ইষ্ট" (Star of the East) রাজাজ্ঞায় বন্ধ হইয়াছে। এই মাসিক-পত্র তাহারই পরিবর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ও উৎকৃষ্টতা জগৎকে জানানই পত্রের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য এরূপ মাসিক-পত্র আমাদের বড় আদরের জিনিষ। প্রবীণ চিন্তাশীল ও বিদ্বান লেখকগণই লিখিয়া থাকেন। ছাপা ও কাগজ ভাল। ১৯১২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যা (একত্রে) পাইয়াছি।

ভারতী। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা কার্য্যালয়—৪৪ নং ওল্ড্ বালিগঞ্জ রোড্, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আটপেজী ১২ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৯৬ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র।

ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই ৩৫শ বর্ষ। বঙ্গভাষায় অন্য কোন মাসিক পত্রিকাই এতদিনের নয়। যে পত্রিকা এতদিন চলে ও নিয়মিতরূপে মাসের ১লা প্রকাশিত হয় তাহার বিষয় সমালোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, সুন্দর গল্প ও ছবি থাকে। প্রত্যেক প্রবন্ধই পাঠোপযোগী।

মানসী। বঙ্গভাষায় মাসিক-পত্রিকা। কার্য্যালয়—২।৫ চৌরঙ্গী, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ১০ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা থাকে। কিন্তু রীতিমত প্রকাশিত হয় না; কার্ত্তিক সংখ্যা পাই নাই।

আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই তৃতীয় বৎসর মাত্র, কিন্তু যেরূপ সুন্দর নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প ও সুন্দর ছবি থাকে তাহাতে মনে হয় পত্রিকার দীর্ঘজীবন হইতে বাধ্য। গল্পের ভাগই বেশী। আমাদের অধিকাংশ পত্রিকা পাঠক ও পাঠিকারা তাহাই চাহেন। কাগজ ও ছাপা বেশ। নিয়মিতরূপ প্রকাশিত হইলে সুখী হইব।

মাহিষ্য-সমাজ। বঙ্গভাষায় সমাজোন্নতিমূলক মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২৭নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটালী। সম্পাদক শ্রীসেবানন্দ ভারতী। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট-পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ১৲ এক টাকা।

মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার প্রথম বর্ষ চলিতেছে। "লাভ ও ক্ষতি" পড়িলে লাভ আছে। "গো জাতির অবনতি" চিন্তার বিষয়।

যোগিসখা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—১১৫।১ নং রামকিশন দাসের লেন, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার অষ্টম বৎসর চলিতেছে। যোগীজাতির মুখপত্র। পত্রিকার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে এবং আমরা ইহার মঙ্গল কামনা করি।

শান্তিকণা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—জিন্দাবাহার, ঢাকা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৩ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা (সডাক্)।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই তৃতীয় বৎসর। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প থাকে। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "শ্রীহট্টের সাহ বণিক" জাতিবিষয়ক সুপাঠ্য প্রবন্ধ। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সুন্দর হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—আলাটী পোঃ, হুগলী। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট-পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই সপ্তম বৎসর। "সদালাপ" মন্দ নহে। "সব চেয়ে চুপ্ ভাল" বেশ। "ভক্তি ও ভক্ত" ও "ভক্তিমার্গ" সুপাঠ্য।

সাহিত্য-সংবাদ। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—হাওড়া। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আটপেজী ৮ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই প্রথম বৎসর। চিন্তাশীল ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ থাকে। এই সংখ্যার "সৃষ্টি-তত্ত্ব" সুপাঠ্য প্রবন্ধ এবং যাঁহারা বিলাতী জানেন না তাঁহারা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। পত্রিকার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

হিন্দুপত্রিকা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—যশোহর। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ২৲।

ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার এই অষ্টাদশ বৎসর চলিতেছে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। "নীলাম্বরের কথা"—"বিদেশী কালী,"—"প্রাণতত্ত্ব,"—"ন্যায়দর্শন" প্রভৃতি মনোজ্ঞ।

সাপ্তাহিক।

শিক্ষা-সমাচার। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র। কার্য্যালয়—ঢাকা। প্রত্যেক সংখ্যায় সুপার্ রয়েল চার-পেজী ৩ফর্ম্মা, অর্থাৎ ১২পৃষ্ঠা থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ ও সংবাদ থাকে। নিয়মিত রূপ প্রত্যেক বুধবারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার এই ৫ম বর্ষ। এরূপ পত্রিকার বিশেষ আবশ্যক।

উপরিলিখিত যে সকল পত্রিকার সমালোচনা করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। এই সকল পত্রিকার সমালোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে :—

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা—মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত।
আর্য্যাবর্ত্ত—ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত।
কৃষিসম্পদ (পূর্ব্বকার কৃষিসমাচার) মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত।
গৃহস্থ—মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত।
জন্মভূমি— ঐ
ডন্ (Dawn)—মার্চ্চ সংখ্যা পর্য্যন্ত।
দেবনাগর—নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা পর্য্যন্ত।
দেবালয়—চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত।

ধর্ম্ম প্রচারক—তুলা সংখ্যা পর্য্যন্ত।

প্রবাসী—ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত।

বসুধা—মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

বৈষ্ণব-সেবিকা—বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত।

ব্রাহ্মণ—পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

সমাজ—ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত।

হিন্দুসখা—অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা।
কাশীপুর নিবাসী।
*চুঁচুঁড়া বার্ত্তাবহ।
নববঙ্গ।
প্রসূন।
বঙ্গবাসী।
*বঙ্গরত্ন।
বিশ্বদূত।
*বিশ্ববার্ত্তা।
*বীরভূমবাসী।
মহামায়া।
*মেদিনীপুর-হিতৈষী।
*সঞ্জয়।
সঞ্জীবনী।

সাপ্তাহিক পত্র।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৩	২২	পুলিনচন্দ্র	পুলীন্দ্রনাথ
”	২৩	গোপীনাথ	যোগীন্দ্রনাথ
”	২৪	জ[illegible]দি[illegible]	জগদ্দল
১॥৵০	৮	(দ)	(উ)
২৲	১০	“[illegible]চন্দ্র ঘোষ” বাদ যাইবে।	

* সমালোচনা পরে প্রকাশ হইবে।

by Shiva Prashad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩১৮। | নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত		৭০৭৸৹
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, সাং ১৩নং নিকাণীপাড়া লেন. কলিকাতা।		৭৷৷০
„ উমেশচন্দ্র বসু, ৩৩ নং বাড়ী, ৩৮ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন ...		৩৲
„ সুরেন্দ্রলাল নাগ চৌধুরী দেববর্ম্মা, সাং তেওতা, ঢাকা ...		২৲
		৭০৯০৷৹

পুস্তকাগার ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত		২১৲
রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব, সাং দিনাজপুর ...		১০৲
		৩১৲

সাম্মাজিক সংবাদ।

উপনয়ন

১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

(কটক, শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

ঘোষ, অভয়াচরণ।
মিত্র, নারায়ণপ্রসাদ।
„ রমেশচন্দ্র। } সাং কটক।

Tight Binding

TORN PAGES.

INSECT DAMAGE

by Shiva Prasad Ghose.

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩১৮। } নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত	১০৭৭৮০
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, সাং ১৩নং নিকারীপাড়া লেন. কলিকাতা।	৭৷৷০
" উমেশচন্দ্র বসু, ৩৩ নং বাড়ী, ৩৮ নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন ...	৩৲
" সুরেন্দ্রলাল নাগ চৌধুরী দেববর্ম্মা, সাং তেওতা, ঢাকা ...	২৲
	১০৯০।০

পুস্তকাগার ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	২১৲
রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব, সাং দিনাজপুর ...	১০৲
	৩১৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন

১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

(কটক, শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

ঘোষ, অভয়াচরণ।
মিত্র, নারায়ণপ্রসাদ।
" রমেশচন্দ্র।
} সাং কটক।

কলিকাতা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ বাটীর কেন্দ্র)।

দে, নিবারণচন্দ্র, বয়স ২৪, সাং লক্ষ্মীপুর, ত্রিপুরা জেলা, (বঙ্গজ)
বসু, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, ১৮, „ বরদিয়া, ঐ „

২৪এ চৈত্র, ১৩১৭।

(কলিকাতা, বৌবাজার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রাহা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

বসু, অবণীচরণ, বয়স ২৪, সাং কাঠা দিয়া, ঢাকা জেলা, (বঙ্গজ
„ খগেন্দ্রচন্দ্র, ১৯, ঐ ঐ ঐ
গুহ, সীতানাথ, ২৮, সাং সমাজ-ই শিবপুর, ফরিদপুর জেলা ঐ
বসু, জগবন্ধু, ৫৩, ঐ ঐ ঐ ঐ
„ মধুসূদন, ৫০, ঐ ঐ ঐ ঐ
বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার, ৪৩, ঐ ঐ ঐ ঐ

৩০এ চৈত্র, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, মালিয়াট, শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু সীকদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। মিত্র, পঞ্চানন, বয়স ৫০, সাং কলিমহর, ফরিদপুর জেলা।
২। „ বসন্তকুমার, ৪৮, ঐ ঐ
৩। „ সুধাংশুভূষণ, ২২, ঐ ঐ
৪। „ আশুতোষ, ৩২, সাং মালিয়াট ঐ
৫। সীকদার, বিদ্যাভূষণ, ৩২, ঐ ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়:—

৫ই বৈশাখ, ১৩১৮। কলিকাতা। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ২৭ পর্য্যায় সুখ নিবাসী-সাতুলাল মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত চুঁচুড়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ পরেশনাথ সোমের (হাং সাং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা) প্রথমা কন্যা।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায়:—

৭ই বৈশাখ, ১৩১৮। কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ জেলা। কুচবেহারস্থ শৈলমা

নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীগোলকচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্রের সহিত কাঞ্চনতলা নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ ৺পার্ব্বতীচরণ মিত্রের প্রথমা কন্যার।

৭ই বৈশাখ, ১৩১৮। ভগলপুর। বিক্রমপুর জেলাস্থ সামসিদ্ধি-নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীচন্দ্রকান্ত মিত্রের পৌত্র ও শ্রীশ্রীকান্ত মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসরোজকান্তের সহিত ষোলঘর নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষের (হাং সাং ভগলপুর) প্রথমা কন্যার।

—*—

ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয় প্রতিভা।

সুবিখ্যাত বৈদিক "পুরুষ সূক্তের" মন্ত্রাবলীর মধ্যে এই—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এবং মর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর মতবাদ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল মত ভেদের আলোচনার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ভগবতী শ্রুতিবাণীর রহস্য অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সমস্ত পুরুষ সূক্তটী যে কোন একটী প্রসিদ্ধ ভাষ্যের সাহায্যে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে আশানুরূপ ফললাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বাক্যের পুরাণ সম্মত এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মনঃপূত ব্যাখ্যা এই যে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ যথাক্রমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তদনুসারে সমাজে তাঁহাদের উচ্চাবচ স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা বেদবাণীর ব্যাখ্যার নিমিত্ত পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না, প্রত্যুত, পুরাণশাস্ত্রে শ্রুতি বাক্যের বহু অপব্যাখ্যা প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মত এই যে, বিশাল মানব সমাজকে পরব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি স্বরূপ কল্পনা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ, বৈশ্য উরু স্বরূপ এবং শূদ্র পদস্বরূপ প্রতিভাত হয়! পুরাণশাস্ত্রের শিরোমণি মহাভারতের মহোজ্জ্বল রত্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্য দেখিতে পাই,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" গীতা।৪।১৩॥

গুণ এবং কর্ম্মবিভাগ হেতু চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই গুণানুসারে তাহাদের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান,—ক্ষত্রিয় রজোগুণ প্রধান, বৈশ্য রজঃ এবং তমঃ এই উভয়গুণ মিশ্রিত এবং শূদ্র তমোগুণ প্রধান প্রকৃতি পাইয়াছেন। এই প্রকৃতি ভেদ হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আহার, কর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, জ্ঞান এবং বুদ্ধি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনিসন্ধিৎসু এবং জিজ্ঞাসু পাঠক মহাশয়গণ গীতার ঐ ঐ অধ্যায় পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। আমরা এখানে কেবল মাত্র সত্ত্ব ও রজো গুণের সম্বন্ধে কতকগুলি বাক্য উদ্ধার করিতেছি ;—

"আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভিযুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থংতপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥
দাতব্যমিতিযদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টঃ তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥ সপ্তদশ অধ্যায়
"দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন,।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥৯॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥
মুক্তসঙ্গো হনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধসিদ্ধ্যো র্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্য মেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিকং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্থাৎ আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতিবর্দ্ধক এবং সরস, স্নিগ্ধ পুষ্টিকর ও রুচিকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। কটু, অম্ল, লবণ অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উগ্র, বা বিদাহী (যাহা আহারের পর অম্ল হইয়া বুকজ্বালা করে) এবং রোগে শোক ও দুঃখজনক খাদ্য রাজসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, যে শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক।

স্বর্গাদিফলকামনায় ও নিজ মহত্ব-ঘোষণার জন্ত যে যজ্ঞ সম্পাদিত হয় তাহা রাজস। ফলাভিলাষ শূন্য, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে ত্রিবিধ তপস্তার (কায়িক, মানসিক ও বাচনিক তপস্তার বিষয় ১৪।১৫।১৬শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্বিক এবং সে তপস্তা সৎকার মান ও পূজার জন্ত দম্ভ পূর্ব্বক আচরিত হয়, তাহা রাজস। কেবলমাত্র কর্ত্তব্যানুরোধে, দেশকাল পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া যে দান করা হয়, তাহাই সাত্বিক আর প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদিফলকামনায় এবং কষ্ট সহকারে যে দান করা হয়, তাহা রাজসিক দান। কর্ম্মানুষ্ঠান কষ্টসাধ্য ইহা মনে করিয়া, কায়িক ক্লেশের ভয়ে যদি নিত্য কর্ম্ম (অবশ্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম) পরিত্যাগ করা হয়, এরূপ ত্যাগকে রাজস, ত্যাগ বলে; পক্ষান্তরে কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করাকে সাত্বিক ত্যাগ বলে। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূত-সমূহে সর্ব্বস্থানব্যাপক এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান,—এবং যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দেহধারী ভূত-সমূহে পৃথক্ পৃথক্ (স্বতন্ত্র independent) পদার্থের অনুভূতি হয়, তাহার নাম রাজস জ্ঞান। কামনা রহিত এবং রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া যিনি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কর্ম্মই সাত্বিক কর্ম্ম এবং সকাম ও অহঙ্কারশালী পুরুষ যে সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য কাম্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম্ম রাজসিক কর্ম্ম। ফল কামনা বর্জ্জিত, অহংকার হীন, ধৃতি সম্পন্ন উৎসাহযুক্ত অথচ সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ম্ম-কর্ত্তাই সাত্বিক এবং বিষয় প্রেমিক, কর্ম্মফল কামুক, লোভী, হিংসা পরায়ণ, অশুচি এবং ইষ্টশোকযুক্ত কর্ম্মকর্ত্তা রাজসিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, এবং বন্ধন ও মোক্ষ সে বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় সেই বুদ্ধি সাত্বিকী এবং যে বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য এবং অকার্য্য, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সন্দিগ্ধরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাকে রাজসী বুদ্ধি কহে। যোগবল বশতঃ যে ধৃতি দ্বারা মনঃ, প্রাণ, এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া শক্তিকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা যায়, তাহাকে সাত্বিকী ধৃতি বলে; আর কর্তৃত্বাদিতে অভিনিবেশ পূর্ব্বক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করিতে পারেন, তাহার নাম রাজসী ধৃতি। শম, দম, তপ, শৌচ, কান্তি, সরলভাব,

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য (১) এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম; আর শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান এবং প্রভুভাব এই কয়টী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

সত্ব, রজঃ এবং তমো গুণাধিক্য বশতঃ মনুষ্যের প্রকৃতির প্রভেদ আরও অনেক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অধুনা শিক্ষিত সমাজে শ্রীমদ্ গীতার অধিকতর প্রচলন থাকায় গীতার বাক্যই উদ্ধার করা হইয়াছে। এই বাক্যাবলী দ্বারা বংশগত জাতিভেদ সমর্থিত হয় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস এবং তাঁহারা মনে করেন, ভগবান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে একেবারে দুই ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন বাদ বিতণ্ডা করিব না। ক্ষত্রিয় জাতি যে রাজ্যপালনে এবং যুদ্ধ বিগ্রহে অতি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সময় পর্য্যন্ত রচিত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস, কাব্য ও নাটকাদি গ্রন্থে ক্ষত্রিয়জাতির বাহুবল এবং রণপাণ্ডিত্যের প্রশংসা শতমুখে গীত হইয়াছে। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণকে ও ভারতীয় ক্ষত্রিয়বীরগণের বীরত্বের বহুল প্রশংসাবাদ করিতে হইয়াছে। অধুনা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রাজার চেষ্টায় সমগ্রভারতে অপ্রতিম এবং অপ্রাজিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—তথাচ আবশ্যকতানুসারে ভারতের রাজভক্ত ক্ষত্রিয় বীরপুঙ্গবগণ তাঁহাদের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে কদাচ পশ্চাৎপদ হন নাই,—তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে অনেকে বলিবেন,—ক্ষত্রিয় রজোগুণ বিশিষ্ট—রাজসিক জাতি,—যুদ্ধই তাঁহাদের ব্যবসা; সুতরাং শৌর্য্য, বীর্য্যে তাঁহাদের কৃতিত্ব না থাকিবে কেন? কিন্তু ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের স্থান কোথায়?— যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেই ত ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয়জাতি যে ধর্ম্মজগতে ও কৃতিত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায়?

সেই প্রমাণ প্রদর্শনের জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। প্রাচীন হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কোনরূপ সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষের সভ্যতার চরম লক্ষ্য কি? সমাজ তত্ত্বজ্ঞ

(১) জ্ঞান=ব্রহ্মজ্ঞান যাহা গুরুমুখে অথবা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা লাভ হয়।
বিজ্ঞান=স্বীয় অনুভব সিদ্ধজ্ঞান।
আস্তিক্য=পরলোক এবং বেদবাণীতে বিশ্বাস।

করাই মানব সভ্যতার লক্ষ্য এবং যে মানব সমাজ সেই লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন,—সেই সমাজই অধিকতর সভ্যতা লাভ করিয়াছেন। যে সমাজে অধিক সংখ্যক নরনারী নিজ নিজ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন এবং সমঞ্জস বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সমাজই সুসভ্য সমাজ বলিয়া প্রশংসা লাভের অধিকারী। দেহ এবং মন এই উভয় লইয়া মানুষ। এই দেহ ও মনের যথাযথ, সামঞ্জস্য সহকারে উন্নতিই সভ্যতার লক্ষ্য। যে জাতি এই দেহ ও মানব এরূপ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন,—তাঁহারাই ধন্য। সুস্থ এবং সবল শরীরে এবং রাগ দ্বেষ শূন্য পবিত্র সরল মন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে তুল্যরূপ আবশ্যক। ভারতের প্রাচীন সমাজে ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে এই শরীর এবং মন উভয়েরই যথাযথ উন্নতি-সাধন অতিশয় সহজ সাধ্য হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যত অধিক সংখ্যক আদর্শ স্থানীয় নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তত আর কোন জাতির মধ্যেই হয় নাই। বর্ণাশ্রমবর্ণ ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে এরূপ অনুকূল কিরূপে হইয়াছিল এবং তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের সমাজে যে কত অধিক সংখ্যক আদর্শ-চরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ঘাটন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকারসমূহ ক্ষত্রিয়কে দেওয়া হইয়াছে;—প্রত্যুত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের অধিকার ক্ষত্রিয়ের অধিকার অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ও অধিক নহে। আর্ষ স্মৃতিশাস্ত্রের গুরু শ্রীশ্রীমনু মহারাজ বলিতেছেন,—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতি গ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥
প্রাজানাং রক্ষণ, দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥ ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের জন্য এবং প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ও বিষয়ে অনাসক্তি এই কয়েকটী কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন, যজন এবং দান এই তিনটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম (duty) এবং অপর তিনটী অর্থাৎ অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ তাঁহাদিগের জীবিকা স্বরূপে

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তদ্রূপ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে দান, যজন, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি এই কয়েকটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম (duty) এবং প্রজাপালন জীবিকা নিরূপিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে বৈশ্য বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা duty স্থলেও ঐ যজন অধ্যয়ন এবং দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপর কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের পক্ষেই অধ্যয়ন, দান ও যজন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তবে বৈশ্যের পক্ষে কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা ও কুসীদ গ্রহণ (*) জীবিকারূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায় তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সেরূপ সুবিধা হয় নাই। যাহা হউক, বৈশ্যের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ক্ষত্রিয় বর্ণই আমাদের আলোচ্য এবং আমরা ক্ষত্রিয়বর্ণ সম্বন্ধেই বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম বিদ্যমান ছিল এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের বালকদিগকে এই চারিটী আশ্রম যথাক্রমে প্রতিপালন ও গ্রহণ করিতে হইত। ব্রাহ্মণবালক পঞ্চম অথবা অষ্টমবর্ষে এবং ক্ষত্রিয় বালক ষষ্ঠ অথবা একাদশবর্ষে যথাবিধি উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকার করতঃ গুরুগৃহে গমন করিতেন (১) এবং তথায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোর নিয়ম সমূহের সম্যক্ বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন এবং সুসমঞ্জস বিকাশের চেষ্টা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য সাঙ্গোপাঙ্গসরহস্য বেদাধ্যয়ন এই অধ্যয়ন কেবল মাত্র পুস্তকগত অধ্যয়ন

(*) পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বাণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিনেবচ ॥ মনুসংহিত। ১ম অধ্যায় ৯০ শ্লোক।
অন্যান্য প্রাচীন জতিতে ও ত্রিবর্ণ দ্বিজের এইরূপ কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে,—বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

(১) "গর্ভাষ্টমে জ্জব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপ নয়নম্।
গর্ভাদেকা দশেরাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মবচ সকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনো অষ্টমে ॥ ৩৭ ॥
মনু, 'দ্বিতীয় অধ্যায়।'

(২) "ঋক্, যজু, সাম ও আচার্য্য এই চারিবেদ।
শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ।
সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব্বমীমাংশ ও উত্তরমীমাংশ এই ছয় দর্শন উপাঙ্গ।
উপনিষৎ সংগ্রহ—বেদর রহস্য।

ছিলনা ; অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অধীত বিষয় সমূহ অনুভব দ্বারা আয়ত্ব করিতে হইত, এ দিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোর হইতে কঠোর নিয়মাবলীর যথাযথ প্রতিপালন দ্বারা শরীর সুস্থ সবল ও কষ্ট সহিষ্ণু, মন কামনা বাসনা ও রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত, এবং চরিত্র সরল, নির্ম্মল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিত। সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালক তুল্যরূপ ক্লেশ সহিষ্ণু, সবল, নীরোগ, সচ্চরিত্র ও সুবিদ্বান হইয়া গুরুকুলের বাহির হইতেন। আগামী বারে আমরা অতি সংক্ষেপে সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরিচয় দিব।

ক্রমশঃ

অখিলচন্দ্র পালিত।

৬।৪।১১

সূত্র-বাদ সংহনন।

আমরা যে উদ্দেশে 'কায়স্থ-সূত্রের' খসড়া বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দ হইতে প্রবন্ধাকারে বিবিধ মাসিক কাগজে প্রকাশার্থ দিয়াছিলাম, তাহা অতীত বর্ষের পৌষ মাসে শেষ হইয়াছে। তবে বৃহৎ প্রবন্ধ এক সময় দিলে যে অবস্থা হয় ইহাতে যে তাহা না হইয়াছে, এরূপ নহে,—কতকটা কায়স্থ-সংহিতায় প্রকাশকালে এবং কতকটা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ কালে অপলাপ ঘটিয়াছে। যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষার দোষ, অসংযত বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতিতে অনেকে হয়ত আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন ; তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যেন আপনাপন উদারতা প্রভাবে মার্জ্জনা করেন। অবাক্য প্রয়োগ হইলেও দিনাজপুরাধিপের অন্যতম মন্ত্রী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় উপদেশ ও কতকগুলি উপাদান দিয়াছেন, বরিশাল গাভার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া এবং কথকগুলি গুহ্য বিষয়ের কথা বলিয়া দিয়াছেন; বরিশাল নরুল্লাপুর হইতে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মিত্র, বগুড়ার উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র সেন বি, এল বিচ্যুত বংশাবলী প্রেরণ করিয়াছেন। এবং মালখাঁ নগরের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি মুন্সীগঞ্জের ১০।১২

উকিল সম্মিলিত হইয়া বিক্রমপুর সমাজের সমগ্র কুলীন মৌলিকের স্থান ও বংশ নির্দ্দেশ করত এক বৃহৎ তালিকা দিয়াছেন ; ইহাতে ঐ সকল মহাত্মা দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মনিষিগণ বলিয়াছেন, যদি দুইটী দ্রবময় পদার্থ কার্য্যকারণে মিশ্রিত হইয়া পড়ে তবে হংসের ন্যায় তাহার গৌড়বাঞ্ছিত অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সকলে সম্মত নহেন, আমরা এই নীতির সমর্থন করিতে যাওয়ায় কতিপয় শ্রদ্ধেয় লেখক বাধা দিয়া বলিয়াছেন :—"স্বজাতীয় কেহ যদি ছদ্মবেশে কল্পিত নানাবিধ যুক্তির সমাবেশ করতঃ—অভিনব অভিমত প্রকাশে সমাজের অল্পবিস্তর ক্ষতি করে—বল্লাল বাহাত্তর ঘরকে আচার ব্যবহার ও শিক্ষায় অনুন্নত বিধায় নীচপর্য্যায়ভূক্ত করিয়াছিলেন। বাণ-গুণ-ধনু-শূর আদিত্য-বর্ম্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি পদবী অনার্য্যের নহে ক্ষত্রিয়ের।" ইত্যাদি আনুসঙ্গীয় বাক্যে মিঠা কড়া শ্লেষ করিয়াছেন। আমরা উত্তরে সেরূপ কিছু লিখিব না ; তবে এই বলিব যে বঙ্গীয়-কায়স্থগণের যে যে স্থানে কুলীন প্রধান তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন—"আমাদিগকে নিম্ন সংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া পরে উপনয়ন দেও" সমাজের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করিলে দেখিতে পাইতেন তাঁহারা কি চান। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাস পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন কাহার স্বকপোল কল্পিত নূতন কথা! পদ-বীতে লোকের জাতি নির্ণয় করা যায় না। তাহা যদি হইত তবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ 'ঢোল' বংশ সম্বন্ধে বলিতে হইবে উহাঁরা সোপবীতী ক্ষত্রিয় (বঙ্গজ বাহাত্তর কায়স্থ) স্বজাতীয় অপর সাধারণের উপনয়নাভাব ঘটায় ঢোলবংশ ব্রাহ্মণ সমাজে মিসিয়া পড়িয়াছেন। ধনু বা ধানুক ধাঙ্গরের মধ্যেও আছে, অতএব এতৎ সম্বন্ধেও বলিতে হইবে যে ধনু বা ধানুক, পৃষধ্রের ন্যায় কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধাঙ্গর জাতিতে একত্র হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আবারও বলি পদবীর বিচার করিয়া জাতি কি বর্ণ অবধারিত হয় না। লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করি ওরূপ পদবী, বর্ণসঙ্কর ও অন্ত্যজাদির মধ্যেও আছে, এ কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে হইলে "বাঙ্গালার, "পূরাবৃত্ত", পাঠ করি-বেন। মূল বর্ণ সমূহের নির্দ্ধারনেচ্ছা হইলে আর্ষগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। সবকথা বর্ত্তমান যুগে খুলিয়া বলা সংগত নহে ; বলিলে পাশ্চাত্য উদা-রতার প্রভাবে সামান্যেও সতর্ক হইতে পারে। তবে সৌত্রিক যুগের কিঞ্চিৎ সঙ্কেত এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "ঋষের্যদপত্যঃ তদ্গোত্রমন্যতে॥"

ঋষিকুমার হইতেই গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, "তদ্বাহ্মণস্য চ॥" তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং "ক্ষত্রিয়স্য বা ইতিশ্রুতে॥" শ্রুতিতে আছে ক্ষত্রিয়েরও হইতে পারে "যেষাং সন্তি মন্ত্র দ্রষ্টার্ষ্যঃ॥" যাহাদের বংশে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, "রাজ্ঞবৈশ্যয়োঋত্বিকপি॥" আরও রাজন্য বৈশ্যের পুরোহিতও "নির্গোত্রোহিশূদ্রোবিজ্ঞায়তে॥" কিন্তু শূদ্রের গোত্রাভাবই প্রসিদ্ধ আছে।

আমরা শাস্ত্রের এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কতিপয় বংশানুসন্ধান করিয়া কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি যথা—উত্তরঋষি, ব্রহ্মঋষি, বিনাঋষি, ভৃঙ্গঋষি, পাগ্‌লাঋষি, হবিঋষি, জনঋষি, পবনঋষি এবং চন্দনীঋষি। অথচ গোত্রগণে ইহার কোন ঋষির নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় ক্ষত্রিয়গণ উহাদিগকে কি প্রকারে অঙ্গে ধারণ করিবেন? তাই এবম্বিধ বহু শাস্ত্রীয় সঙ্কেত সাহায্যে কুলাচার্য্যগণ আর্য্য-কায়স্থের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিয়ম নৃপাদেশে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব উহাদিগের বিচ্ছেদে কায়স্থাঙ্গচ্ছেদও হয় না বেদনাও বাড়েনা। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে সংস্কারের সার্থকতা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহাই করা বিধেয়।

অপর প্রতিবাদক শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু। বসু মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের মাঘের কায়স্থ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে "কুলবিধি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে বঙ্গের ছোট বড় সকল কুলীনেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কুলভঙ্গের কারণ বর্ত্তিয়াছে। এমতাবস্থায় শেষ সমীকরণে যাঁহারা কুলীন বলীয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের বংশধরগণকে নানা কারণে হীন ভাবে থাকিলেও সমাজে আদর করা উচিত।" এ আবদার সমাজ কোন্ যুক্তি বা প্রমাণে মানিয়া লইবে? প্রবীণ ব্যক্তি এরূপ আবদার করিতে কোনরূপেই সাহস করেন না!—যে কারণে এক শ্রেণীর কুলীনদিগের কুল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেই কারণ শেষ সমীকরণের কুলীন বংশধর দিগের ঘটিলে, সমাজহিতৈষী, সাম্যবাদী এবং উন্নতিকামী মনিষিগণ তাহারই সমন্বয় করিয়া দিবেন। আবদার তাঁহাদের নিকট স্থান পায় না; ইহাই চিরন্তন রীতি; এতএব ওরূপ কথার উপসংহার এই স্থানেই করুন, আর অগ্রসর হইবেন না।

অতঃপর হেমন্ত বাবু বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় আমার ভ্রম সংশেধন করিতে গিয়া স্বয়ংই মহা ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—গোপাল বসুর সময় যখন "দত্তক পুত্রেকুলং নাস্তি" কথা জানিতে পারা

গিয়াছে তখন কি সমাজপতি ছিল না? জানি দত্তকপুত্র পূর্ণাশৌচভোগী নহে সুতরাং কেমন করিয়া ঔরস পুত্রের সহিত সমান সম্মানি হইবে? "প্রবন্ধে দত্তক পুত্রে কুলং নাস্তি" ইহা ভুল বলার কারণ জয়ী মিত্রের নিষ্কুলতা বঙ্গজ বসু-ঘোষ গুহদিগকে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে মিত্র দিগকে ঠাকুর না বলিয়া মহাশয় বলে যে মিত্র বংশে এতদূর অবনতি তাহাকে সহজে উন্নীত করিতে পারিলে অবশ্য চেষ্টা করিতে পারেন।—ভূক্কা বা ফতেয়াবাদ সমাজ "বাদ" সমাজ বলিয়া নগণ্য ছিল তজ্জন্য তৎস্থানে যে সকল কুলীন বংশ বাস করেন তাঁহারাও তত সমাদৃত নহেন বর্ত্তমানে যে সকল কুলীন বংশোদ্ভব কায়স্থ আছেন তাঁহাদের আদিস্থান ভূক্কা নহে।

লেখক মহাশয় আলোচ্য প্রতিবাদে যে রকম সমাজতত্ত্বানভিজ্ঞতা, সত্যের অপলাপ এবং পূর্ব্বাপর্য্যবিরোধ করিয়াছেন তেমন বহুবিধ কুলশাস্ত্রের বিদ্যমান থাকা সত্বেও মাত্র দুই একখানা সংগৃহীত গ্রন্থের পর নির্ভর করিয়া 'বাদ' আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা অনেকগুলি হস্তলিখিত কুলাচার্য্যকারিকা সমালোচনা করিয়া ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পর্য্যালোচনায় জানিতে পারিয়াছি যে গোপাল বসু দত্তক পুত্র নহেন, পালকপুত্র। এজন্য জনশ্রুতিও আছে "গোপাল কুল পালক"। বসু মহাশয় যদি আমাদের এই অদূরদর্শিতা দেখাইয়া প্রতিবাদ করিতেন তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের ধন্যবাদ ভাজী হইতেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সমর্থ না হওয়ায় অনেক অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বে যখন দত্তকপুত্র ছিল না তখন "দত্তকপুত্রে কুলং নাস্তি" এই অশাস্ত্রীয় কথাও ছিল না। উহার প্রথম উৎপত্তি বাজুদেশ হইতে প্রকাশিত "কায়স্থ বংশাবলী" তৎপর অন্যান্য সংগ্রহকার উহা হইতে ঐ কথা স্বীয় স্বীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অশৌচের বিচারে এবং দত্রিম কি কৃত্রিম পুত্রের সহিত ঔরসপুত্রের সম্মান অথবা বিষয়াধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বামিত্র পুত্র অষ্টক প্রভৃতির সহিত দেবরাত এবং রামাত্মজ লবের সহিত কুশের সম্মান ও উত্তরাধিকারিত্ব ধীরভাবে অধ্যয়ন করিলেই সংশয় হীন হইতে পারিবেন।

জয়ী মিত্রের নিষ্কুলতার কথা এপর্য্যন্ত আর কাহাকেও লিখিতে বা বলিতে জানা যায় নাই, এজন্য ও কথাটী হেমন্ত বাবুর স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বুঝা গেল। পূর্ব্বোক্ত—"কায়স্থ বংশাবলী" কিম্বা ৺শশীভূষণ নন্দী মহাশয়ের "ধ্রুবানন্দ

মিত্র কৃত "কায়স্থ কারিকা" প্রভৃতি সংগৃহীত গ্রন্থে আছে যে—জৈ মিত্র নিঃসন্তান নিবন্ধন পোষ্যপুত্র ধারায় পরবর্ত্তীকালে বঙ্গে মিত্র বংশে কুলাভাব হইয়াছে।" ইহার অসত্যতা প্রতিপাদন করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না ঐ কায়স্থ বংশাবলী গ্রন্থেই অন্যান্য কুলীনের সহিত মিত্র বংশের সমীকরণ রহিয়াছে; সেই সমীকরণের আচার্য্য চূড়ামণিকৃত বৃত্তি * পড়িলেই জৈ মিত্রের দত্তকপুত্র গ্রহণের কথা একেবারে উড়িয়া যাইবে। অধিকন্তু দেখিতে পাইবেন সংগ্রহ কারগণ যাঁহাকে দত্তক বলিতেছেন বৃত্তিকার তাঁহাকে "কুলজ্ঞ কুলদীপক" লিখিয়াছেন। তাঁহার কন্যা বনমালী বসু দান পাইয়া আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঘটক ও সম্প্রদায়-মত দিগের রূপবর্ণার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বসুঘোষাদির শেষ সমীকরণ পর্য্যন্ত কোন্ কুলীনের কিরূপ ভাব তাহা লিখিত আছে; জৈ মিত্রের বংশধর দিগের সম্বন্ধেও সেই প্রকার রহিয়াছে।—১২শ পর্য্যায় নেঙরী মিত্রের কুলের ভাব উচিত, ১৩শ পর্য্যায় বিলগাঁয়ের মনসারাম মিত্রের কুলের ভাব অপ ১৪ পর্য্যায় জানকী মিত্রের উচিত, ১৫শ পর্য্যায় পরশুরাম মিত্রের কুলের ভাব উচিত। অনন্তর যে সকল সমাজপতি বিত্তাদি দান দ্বারা কুলীন স্থাপন করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তৎকালেও মিত্র বংশীয় কুলীগণ সমাজপতিগণের নিকট পূজায় বঞ্চিত হন নাই। ১৪শ পর্য্যায় দৈকীনন্দন মিত্র সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় কেদার রায়ের নিকট বিত্ত ও পূজা পাইয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে উঠিয়া গিয়া বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী চতুর্মণ্ডলে বাস গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ইদিল পুরের জমিদার প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্থাপক মহাত্মা কমল নারায়ণ রায়ের অন্যতম দুহিতা বিন্দুমতীকে কুলীন মিত্র বংশে দান করিয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। † এক্ষণে আমাদের বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বাবুর আবদার রাখিতে হইলে মিত্র বংশের কৌলীন্য যাহাতে রক্ষিত হয় সে জন্য সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই যত্ন লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে নামের শেষে "ঠাকুর" শব্দ প্রয়োগ না থাকিলে

* এই বৃত্তির নাম "কুল পঞ্জি" ইহা ইদিলপুরের ঘটক এবং দেহের গাঁতির নন্দ্যায়বংশ দিগের বাটীতে যত্নের সহিত আছে।

† জন শ্রুতি আছে যে মেঘনা নদীতে এই ব্যক্তির, চৌধুরীমহাশয়দিগের প্রদত্ত সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সপুত্র বীয়মোহন পরগণায় গিয়া বাস করেন।

সে কুলীন নহে; একথা অভিজ্ঞ ও কুল তত্ত্ববিদ্ সুধিগণ কিছুতেই যথার্থ মনে করিতে পারেন না। এরূপ হইলে ১৩ পর্য্যায় জিতামিত্র গুহের পূর্ব্বে বঙ্গজ গুহ দিগের কুল ছিল না বলিতে হইবে। কেননা কুলাচার্য্যের গ্রন্থে ঘোষ বংশাবলীতে আছে—"খ্যাতো বঙ্গে সুভাসিতঃ [ঠকুরশ্চ মহাবলীঃ॥ বসুবংশাবলীতে আছে—"বসুস্তু চন্দ্রদ্বীপেশঃ ঠকুরশ্চ মহাবলী॥" মিত্র বংশাবলীতে আছে—"অশ্বপতি মিত্রঃ খ্যাতো বঙ্গেচ ঠকুরঃ দ্যুতিঃ।" কিন্তু গুহ বংশের এই ঠাকুর কথাটা বল্লাল প্রশংশিত ব্যক্তিতে আরোপিত না হইয়া ১৩ পর্যায় হইয়াছে;—জিতামিত্রো মহাবীরঃ ঠকুরশ্চ মহাবলী।" বাস্তবিক শাব্দিকগণ 'ঠাকুর' শব্দ কুলীনে আরোপ করেন নাই,* অমানুষ ভাবের পর আরোপ করিয়াছেন। আমরা সেই অমানুষ ভাব দেব ভাব বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষের প্রমাণেও আছে যে দেব প্রতিমাদিকেই লোকে ঠাকুর বলে। এ উপাধি গ্রহণের প্রয়োজনিতা কি? স্বভাবের ব্যত্যয়ে তাহার নামে বিক্রিত হওয়াই ঐ উপাধি গ্রহণের প্রয়োজনিতা সিদ্ধ হয়। † অতএব ঠাকুর শব্দাভাবে মিত্র বংশে ইহাই সঙ্গতি করিতেছে যে তাঁহাদের স্বভাবের অভাব হয় নাই কুলীনই রহিয়াছেন।

ফতেয়াবাদ পরিত্যক্ত স্থান তাহা আমরাও জানি। কিন্তু সেস্থান কোথায়? তাহা বর্ত্তমান খুলনা জেলার 'দড়াটানা' নদীর কাছে, ‡ হাউলি কাড়াপাড়া ইত্যাদি স্থান লইয়া; আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঐ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। নতুবা হেমন্ত বাবু যেস্থানে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা এক সময় চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সীমার মধ্যেই ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজা মুকুন্দ রাম রায় ঐ অংশের ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাজ পতিত্ব গ্রহণ করায় ভূষণা নামে অভিহিত হইয়াছে। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সীমা নিম্নোদ্ধৃত প্রকার রহিয়াছে।—

"পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতীতথোত্তরে।
মধুমতীঃ পশ্চিমে চ সমুদ্র দক্ষিণে তথা॥

* মৎরচিত 'কায়স্থ-তর্কসমাধানে' কুলীন কথা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

† কায়স্থ-সূত্রে পদবীর দার্শনিক মীমাংসা আছে।

‡ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে "ভূষণায়-ক্ষত্রিয়প্রতিভা" প্রবন্ধে লিখিয়াছি।

আবু ক্ষিতিষু কায়স্থ কর্ম্মাচ্চ প্রবরা বৃতাঃ।
অন্তস্থান স্থিতা যে চ ইতরা স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই উত্তরসীমাবাহিনী ইছামতী কেথায় দিয়া প্রবাহিতা, হেমন্ত বাবু তাহার কোন সন্ধান রাখেন না। প্রাচীন মানচিত্র দেখিবেন ১৬শ শতাব্দীতে পদ্মা যখন কানাইপুরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা ছিল, ইছামতী তৎকালে মধুমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বর্ত্তমান পাবনা ও ঢাকা জেলার মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হইয়াছিল। এখন অবশ্য উহার এবং পদ্মার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তবে সাবেক রেখা এখনও নির্দ্দেশ করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। আইন-ই-আকবরীর "হাউলি ফতেয়াবাদ" উপরোক্ত সীমার পশ্চিমে। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়াবধি তথায় বহু কায়স্থের বাস থাকায় আর তাহাদিগকে "ফতেয়াবেদে" বলিতে সাহস হয় না; তাই রাজা সীতারাম রায়ের উৎসন্নকৃত ভগ্ন সমাজকে "ফতেয়াবাদ" বলিতে সাহস করিতেছেন। পাঠকগণ দেখুন তাঁহার কথায় কত অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে।—এই সমাজের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কামার প্রভৃতির "সমাজ এখনও ভূষণা নামে কথিত হইয়া থাকে, ওলপুরের চৌধুরীগণ এখনও সমগ্র বঙ্গজ কুলীনগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। এমতবস্থায় সেই বহুসংখ্যক কুলীন অধ্যুসিত ভূষণা সমাজকে নগন্য বলিয়া প্রকাশ করা কতদূর সাহসিকতা তাহা আপনারাই বুঝুন। বঙ্গজ কোন কুলীনই প্রথম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যশোহর ইদিলপুরাদি স্থানে ছিলেন না, সকলেই বিক্রমপুরের পতনে চন্দ্রদ্বীপ পরগণায় বাস গ্রহন করেন। তৎপরে বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া অপনাপন কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ করিয়াছেন তাই বলিতেছিলাম ভবিষ্যতে আর এরূপ অযথা সময় নষ্ট করিবেন না।

ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

কীর্ত্তি লোপ !

ঐ যা ! বলতে না বলতে ! ব্রাহ্মণ মহাশয়দের যে আশঙ্কা তাহা সত্য সত্যই বা কার্য্যে পরিণত হয়। বৈদ্য মহাশয়েরা নাকি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইবেন বলিতেছেন, তবেইত বামনাই আর থাকে কৈ ? বৈদ্য মহাশয়েরা এত দিন ত, অর্থাৎ পৈতা লওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ হইবেন বলেন নাই। আবার যে সুরে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যে অদূর ভবিষ্যতে কোন দ্বীপ ছাড়িবেন তাহা অনুমান হয় না। এই 'শাক' শব্দটী বহু ব্যঞ্জক রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা এক অন্ন "পঞ্চাশ বেঞ্জন" রন্ধন হইয়াছে, জানিয়াও প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন—যে 'পাক' শাক হইয়াছে ? তবেই দেখা যায় সামান্য শাকে অন্যান্য বহুবিধ ব্যঞ্জন সহিত সামান্য উপাদেয় আহার্য্য অন্তর্নিবিষ্ট রহিল—পায়সান্ন, পক্কান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি রহিল, কিন্তু প্রশ্নকারী কেবল সামান্য শাকেরই উল্লেখ করিলেন। বৈদ্য মহাশয়গণ আজ যদি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইলেন, তবে দুই দশ দিন পরে অগ্রদ্বীপী, নবদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইতে ছাড়িবেন কেন ? ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ সাধ ক'রে কি কায়স্থ মহাশয়গণের পৈতা লওয়ার আপত্তি করিতেছেন। কায়স্থ মহাশয়গণ এখন কেবল পৈতা লইতেছেন, কিছুদিন পরে বৈদ্য মহাশয়গণের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবেন। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের দূরদর্শিতা প্রশংসাই বটে, কিন্তু রঘুনন্দন মহাশয়ের সুদূরদর্শিতার আরও প্রশংসা করিতে হয়। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে বেদাদি অধ্যয়ন ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পারিলে ভাবী কালের শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য অবেদজ্ঞ, কাজেই পতিত, এ হেন ব্রাহ্মণের কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। অন্যে বেদ পাঠ করিতে পাইবে না, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধের কোন কথাও জানিতে পারিবে না। প্রকাশ করা ত দূরের কথা। ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ; হইল, কিন্তু কিসে যে ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয় তাহা জানিতে পারিবে না। শূদ্রের বেদাদি অধ্যয়ন ত, নিষেধ আছেই। যদি কায়স্থগণকে কোন কৌশলে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করা যায়, তবেই স্বজাতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা করা হইবে। অতএব কায়স্থগণ "সৎশূদ্র" ইতি রঘুনন্দনস্য কীর্ত্তিঃ। কিন্তু তিনি আর বাঁচেন না। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" তাঁহার পক্ষে আর বুঝি খাটিতে দিল না।

হে উপবীতী এবং উপবীত গ্রহণেচ্ছু কায়স্থ মহাশয়গণ যদি আপনারা একটা (proclamation) এই সময়ে প্রচার করিয়া দেন যে আপনারা কস্মিন কালে ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবেন না বা চাহিলেও অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে, তাহা হইলে আশা করি কায়স্থ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া থাকিতে আর রাজী না হইতে পারেন। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণকে সাম্য sound করিবার সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়, তবে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতী কোহত্র দোষঃ" আমি বরাবর আপোষের পক্ষপাতী। সেই জন্য ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের উদ্দেশে বলি ধৈর্য্যচ্যুতি করাইলে উদারতা প্রকাশ হয় না। আর মরিয়া করিয়া তুলিলে শেষ ফল প্রীতি প্রদও হয় না। আধুনিক রঘুনন্দন মহাশয়গুলি এই বেলা সময় থাকিতে যদি কোন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বৈদ্য মহাশয়গণের ব্রাহ্মণ হওয়ার পথ রোধ করিতে পারেন তবে তাঁহারা অবিলম্বে তাহার চেষ্টা দেখুন। কায়স্থ মহাশয়গণ আপনাদের প্রসন্নতা লাভ প্রত্যাশায় যেমন রাগিয়া রাগিয়া থাকিয়া নিদ্রাসুখানুভব করিতেছেন, বৈদ্য মহাশয়েরা যে সেইরূপ দীর্ঘ শূদ্রতায় পরিচয় দিবেন তাহা বোধ হয় না।

শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র।
দিনাজপুর।

ক্ষত্রিয় মহিলা।

কায়স্থ মহিলা যাঁরা বঙ্গ নিবাসিনী,
একবার স্মৃতি-পটে করহ অঙ্কন ;
কিরূপ গৌরবে পূর্ব্বে ছিলা গৌরবিনী
তোমাদের আদ্যতনী শ্বশ্রূমাতৃ-গণ। ১।
ঋষিকুলচূড়ামণি অঙ্গিরো দুহিতা
শশ্বতী সুখ্যাতি যাঁরা বিদিত সর্ব্বত্র ;
আ'সঙ্গ রাজর্ষি সহ হৈলা পরিণীতা,
পতি, পিতা, নিজে সবে মন্ত্র দ্রষ্টা। (১) ২।

(১) প্রযোগ রাজার পুত্র আসঙ্গ ; তিনি আঙ্গবার কন্যা শশ্বতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮ম মণ্ডল ১ম সূক্তের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ঋকের ঋষি আসঙ্গ এবং ঐ সূক্তের ৩৪ ঋকে ঋষি শশ্বতী।

সেই উচ্চ বংশে জন্মি দাসীত্বে জীবন
করিতেছ গত যত ক্ষত্রিয়রমণী ;
যজ্ঞ-মন্ত্র উচ্চারিতে নাহি সবে মন,
আপনাদিগকে হেয় ভাবিছ এমনি !৩।
হব্য পাত্র করে লয়ে বিশ্বধারা দেবী (২)
আত্রেয়ী, আত্রেয়ী নদী খ্যাতা নামে যাঁরা !
সাম-গান করিতেন অগ্নি দেবে সেবি
'দাস' নামে মত্ত এবে সন্তান তাঁহার ! ৪।
আবার মুদ্গল ঋষি ক্ষত্রিয় প্রধান
বৃষভ সংযুক্ত রথে করিলেন রণ ; (৩)
মুদ্গালিনী পত্নী তাঁর বর্ষিলেন বাণ,
সারথিনী হয়ে রথে সে রণে ভীষণ। ৫।
তোমাদের পতিপুত্র ঘোরতর রণে
সামাজিক রণে—এবে প্রবৃত্ত সকলে ;
কিরূপে বধিবে শত্রু ভাব কি হে মনে ?
জয়িবে এ মহারণ কিরূপ কৌশলে ? ৬।
শিরোরুহচ্ছেদ করি কোন কোন বালা
আধুনিক কালে লাভ করেছেন খ্যাতি ;
কেহবা দিছেন শুনি কণ্ঠহার বালা,
রাখিলা উন্মুক্ত কেশ কোন বা যুবতী। ৭।
কিন্তু কে বিশ্‌পলা মত সমর প্রাঙ্গনে,
ছিন্নপদা হইলেন যুঝেতে যুঝিতে ?'
অশ্বিদ্বয়ে স্তব করি ভক্তিপূর্ণ মনে
পাইলেন লৌহজঙ্ঘা পরিতে ত্বরিতে। (৪) ৮।

(২) আকাশে সমিদ্ধানল কি সুন্দর সমুজ্জ্বল
উষার প্রকাশে শোভে মহতী প্রভায়।
পূর্ব্বমুখী বিশ্ববারা দেবগণে স্তুতি দ্বারা
তুষিতে আগতা করে হব্য পাত্র তায়॥
(৩) ঋগ্বেদ, ১০।১০২।১১। ঋগ্বেদ, ৫ম মণ্ডল, ১মসূক্ত, ১ম ঋক।
(৪) খেলরাজের স্ত্রী বিশ্‌পলা ; যুদ্ধেতিনি ছিন্নপদা হইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রাত্রিতে আসিয়া লৌহজঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, ১।১১৬।১৫।

অগ্রসর হও রণে ক্ষত্রিয়াণী সবে,
দেবের করুণা হেন হইবে বর্ষণ ;
উদ্ভাসিত হবে সবে প্রাচীন গৌরবে,
কার্য্যে হাত, কার্য্যসিদ্ধি অমোঘকারণ। ৯।
জান না মমতা (৫) ব্রহ্ম বাদিনী বিদুষী
পুত্রবধূ গ্রহিলেন উশিজে (৬) সাহজে ;
তাঁর গর্ভে জন্মিলেন কক্ষীবান্ ঋষি, (৭)
রাজর্ষি বলিয়া যাকে ত্রিজগৎ ঘোষে। ১০।
তাঁরকন্যা ঘোষা (৮) ব্রহ্মবাদিনী পণ্ডিতা,
যার মুখে বহু মন্ত্র হৈল প্রকাশিত ;
উজ্জ্বল বরণা দেবী বিদ্যা বিভূষিতা,
"শ্ববি" পতি (৯) গ্রহিলেন স্বেচ্ছার সহিত। ১১।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা অনার্য্য,
যেখানে বীরত্ব আছে ক্ষত্রত্ব তথায় ;
কর্ত্তব্য সাধনে যেবা হয় হীনবীর্য্য,
শূদ্রত্ব অমনি আসি গ্রাসয়ে তাহায়। ১২।
এজন্য ঘোষের মধ্যে ক্ষত্রত্ব বিস্তর,
এজন্য মমতা দেবী শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়াণী ;
এজন্য উশিজ দাসী মহাধনুর্দ্ধর,
প্রসবিলা ক্ষত্র ঋষি হইয়া ব্রাহ্মণী। ১৩।
অত্রেয় দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি, (১০)
দালভ্য নামে খ্যাত যিনি কায়স্থ পুরাণে,
অর্চনামা ঋষি তাঁর হোতা যথারীতি
প্রস্তাব করিলা আসি রাজসন্নিধানে। ১৪।

(৫) মমতা দীর্ঘতমা ঋষির মাতা, ঋগ্বেদ, ৬।১০।২।
(৬) উশিজ্ দাসী দীর্ঘতমার স্ত্রী, ঋগ্বেদ, ১।১৮।১।
(৭) কক্ষীবান্ দীর্ঘতমার ঔরসে ও উশিজ দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন "কক্ষীবন্ত যঃ ঔশিজ ;" ঋগ্বেদ, ১।১৮।১।
(৮) ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৩৯ ও ৪০ শূক্তের ঋষি ঘোষ ; এই এইসূক্তে ২৮টী ঋক আছে।
(৯) "যুবং শ্বাবায় রুশতীমদত্তং", ঋগ্বেদ ১।১১৭।৮।
(১০) দেবসংহিতা ১ম ভাগ—৬১সূক্তটি সমুদায় দেখুন, পৃঃ ৬৫।

রাজকুমারীর হৌক উদ্বাহ রাজন
আমার নন্দন প্রিয় শ্যাবাশ্বের সহ ;
সম্মত হইলা রাজা, মহিষী তখন
বলিলেন কি প্রকারে হবে এ বিবাহ ? ১৫।
রাজকন্যা এই বংশে জন্মিল যাঁহারা
হয়েছেন পরিণীতা সবে ঋষি সহ
শ্যাবশ্ব ত ঋষি নহে কেমনে আমরা
তাঁর সহ স্থির করি কন্যার বিবাহ। ১৬।
ইহা শুনি শ্যাবাশ্ব হইলা মর্ম্মাহত,
ঋষি হতে করিলেন প্রাণ-পণ পণ ;
মরুদ্গণের স্তব করিয়া নিয়ত,
মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেন ঋষির নন্দন। ১৭।
তার পরে রাজকন্যা সহিত তাঁহার
পরিণয় হইল বিপুল সমারোহে,
এইত প্রাচীন রীতি এইত আচার,
ঋষিবংশ ক্ষত্রবংশ ভিন্ন কেবা কহে ? ১৮।
এ সব আদর্শ মনে করিয়া ধারণ
অগ্রসর হও রণে ক্ষত্রিয়াণী যত ;
মনের উচ্চতা নাশ ক'র না কখন,
উন্নত মস্তক নাহি কর অবনত। ১৯।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

হরিনারায়ণ দাস বিদ্যাসাগর।

পূর্ব্ব বঙ্গে চাঁদশী একটী প্রাচীন গ্রাম। বাঙ্গোরোড়ার তালুকদার দাস বংশই এই গ্রামের আদিম অধিবাসী। এই বংশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি নানা দেশহিতকর কার্য্য করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ও যশস্বী হইয়াছেন সমাজে ইঁহারা মধ্যল্য বলিয়া গৌরবান্বিত এবং পুরুষানুক্রমে কুলক্রিয়া দ্বারা সমাজে সম্মানিত। চাঁদশীর প্রসিদ্ধ বসু মজুমদার পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষ

এই দাস বংশ কর্ত্তৃক (প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী) কচুয়া হইতে চাঁদশী আসিয়া বাস করেন।* এই বংশে বিষ্ণু দাস, মহীভদ্র দাস, হাম্বীর দাস, ধুস্তূর দাস, চম্পক দাস, বাণেশ্বর দাস ও গোবর্দ্ধন দাস এই সপ্তভাই জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহাদের প্রত্যেকের নামে দীঘি, খাল ও রাস্তা এখনও চাঁদশী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে এই বংশের অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছেনা। এই দাস বংশে কায়স্থ কুল গৌরব হরিনারায়ণ দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতুলনীয় বিদ্যাপ্রভাবে "বিদ্যাসাগর" বলিয়া পরিচিত হন। পূর্ব্ব বঙ্গ প্রচলিত ত্রৈলোক্য নায়ায়ণের পাঁচালী ‡ পাঠে জানা যায় যে ইনি বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ, সিদ্ধ পুরুষ এবং ইঁহার দ্বারা ত্রৈলোক্যদেবের পূজা প্রচারিত হয়; ভগবান ত্রৈলোক্য নারায়ণের আদেশে ইনি পূজা পদ্ধতি ও পাঁচালী রচনা করেন। এই পুস্তকে হরিনারয়ণ দাস সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায় যথা—

* * * *

"দেখিয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর করিল স্মরণ।
ভারতের এ দুর্গতি করিব হরণ॥
ত্রৈলোক্য দেবতারূপ ধরিয়া গোলোকে।
সংক্ষেপে সেবক বাঞ্ছা পূরাব ভূলোকে॥
এথায় ভারতবর্ষে চাঁদশী নগর।
হরিনারায়ণ দাস বিদ্যার সাগর॥
রাজ কর হেতু বন্দী আছে রাজ দ্বারে।
প্রহরে প্রহরে তাহে প্রহরী প্রহারে॥
কারাগারে কাঁদে সদা স্মরিয়া ঈশ্বর।
রোদনে বদনে আর নাহি সরে স্বর॥
ত্রৈলোক্য দেবতা এথা জানিয়া বিশেষ।
সংগোপনে স্বপনে কহেন রাত্রিশেষ॥

* খোসাল চন্দ্র রায় কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, ১৪৭ পৃঃ।

‡ ১২৮২ সালে ৺জগবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বরিশাল 'সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে' হরকুমার কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ত্রৈলোক্য নারায়ণের পাঁচালী এবং উক্ত ৺জগবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক সংকলিত ঝালকাঠীর অন্তঃপাতী মহদীপুর সাহা সমাজ কর্ত্তৃক ১৩১৩ সাল প্রচারিত ত্রৈলোক্য নারায়ণের পাঁচালী পুস্তক দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দু সমাজে প্রায় প্রত্যেক মাসে এই পদ্ধতি অনুযায়ী ত্রৈলোক্য নারায়ণের পূজা ও এই পুস্তক পাঠ হইয়া থাকে॥

শুনহ কারণ বাছা হরিনারায়ণ।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেক ত্রৈলোক্য নারায়ণ॥
দিবে তিন কপর্দ্দকে শর্করা কি গুড়।
ভক্তিভাবে সেবিবেক বলিহে নিগুঢ়॥
গোধুলি সময় ধূপ দীপ আদি করি।
পূর্ণ ঘটে আম্র পত্র আসনাঙ্গ পীড়ি॥
তাম্বূল কর্পূর যোগে পাঁচালী স্তবন।
ত্রৈলোক্য দেবের নামে করি নিবেদন॥

* * * *

আমিতো ত্রৈলোক্য দেব শুনহ কারণ।
মমানুজ গুপ্তদেব করয়ে সেবন॥
সত্যদেব সহ সদা থাকি বারানসী।
সাধু ঘোঁড়া হারাইয়া হইল হুতাশী॥
গুপ্তের আদেশে করি আমার সেবন।
মনোবাঞ্ছা পূরিল পাইল অশ্বধন॥
এহার পাঁচালী কথা তোমার কথায়।
যা বলিবে তা ফলিবে ঘুষিবে কোথায়॥

* * * *

এত বলি অন্তর্ধান হ'ল নারায়ণ।
ত্রৈলোক্য দেবতা চিন্তে হরি নারায়ণ॥
ত্রৈলোক্য দেবতা তবে কৃপান্বিত হ'য়ে।
স্বপনে কহেন কথা রাজারে গর্জ্জিয়ে॥
প্রভাতে নৃপতি অতি ভীত হ'য়ে মনে।
বন্দী মুক্ত করি আনে হরিনারায়ণে॥
বিনীত ভাবেতে রাজা বলিয়া বচন।
নিস্করে বিদায় ক'রে হইল মোচন॥
নিজ গৃহে আসি তবে হরিনারায়ণ।
দেবের পাঁচালী স্তব করে অধ্যয়ন॥
গণদেব সরস্বতী শিরোপরে বন্দে।
ভক্তি পুরঃসরে গায়ে পাঁচালী প্রবন্ধে॥"

* * ইত্যাদি

হরিনারায়ণ দাস কোন সময়ের লোক নির্ণয় করা কঠিন। মধ্যল্য দাস-বংশাবলী মধ্যে কংশারী পুত্র 'নারায়ণ' নাম পাওয়া যায়। এই নারায়ণই যদি হরি নারায়ণ হয় তবে বলা যায় যে ইঁনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। তখন এদেশ চন্দ্রদ্বীপাধিপতির একাধিপত্য ছিল। যাহা হউক হরিনারায়ণের আবির্ভাব কালের সন্তোষ জনক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না॥

শ্রীহেমন্তকুমার বসু (ডাক্তার)।
নরুল্লাপুর, বরিশাল।

বর্ত্তমান সমাজ তত্ত্ব।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ জাতি নহে। মনু সংহিতা ব্রাহ্মণাদির বর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন। জাতি সংজ্ঞা জন্মের সহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পক্ষী, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জাতি। মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান। ইহজন্মেই মনুষ্য পশু হয় না, পশুও মনুষ্য হয় না। পশুবৎ ব্যবহারে, জন্মান্তরে পশু হইতে হইবে; আবার উপাসনা বলে, ব্র... প্রাপ্তিও হয়। যাহা সংস্কার দ্বারা ইহজন্মেই ব্যবহৃত ও সংস্কৃত ব্যক্তির আচার ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত ইহ জন্মেই নষ্ট হয়, তাহার জাতি সংজ্ঞা হইতে পারে না। যথা;—

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এববা।
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ॥"

শুক্রনীতি।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্‌বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ॥"

স্কন্দপুরাণ।

"যো তুম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জায়ে। আঁউর রাহোতুম কাহেন আয়ে॥
যো তুম তুরক তুরকিনী জায়া। পেটে কাহেন সুনতি করায়া॥
যো তোহিকর্ত্তা বর্ণবিচারা। জন্ম ত তিন দণ্ড অনুসারা॥"

মহাত্মা কবির।

যদি কেহ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে অধীতবে... হইয়া আসেন না কেন? নাড়ীর বন্ধনে, কৃমির দংশনে, হেট মুণ্ডে, ঊর্দ্ধপদে অশুচি অবস্থায়, পবিত্র ব্রাহ্মণ কি জন্য অবস্থান করিবেন? সে অবস্থায় ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবনাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় কি? তাহা নহে। অগ্নি যায় সংক্রামিত হইলে, লৌহ লালবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু, উহাতে জলসেচন করিবামাত্র পূর্ব্ববৎ মলিন হয়। পবিত্রতোয়া জাহ্নবী যখন যে স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়েন, তখন সেই স্থানই পবিত্র; পরে স্রোতঃ বন্ধ হইলে, আর পবিত্রতা থাকে না এবং সেই বদ্ধ জলও তদ্রূপ ব্যবহৃত হয় না।

শুধু জন্ম জন্য শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা প্রমাণিত হইল। এক্ষণে ক্রিয়া লোপ হেতু অধোগামী হইতে হয় কি না, দেখা যাউক। যথা;—

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনু, ২।১৬৮; দক্ষ, ২।৩; বিষ্ণু, ২৮।২৬; উশন, ৩।৭২; বশিষ্ঠ, ৩।

"যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥"

মনু, ২।১৫৭; পরাশর, ৮।২৩; ব্যাস, ৪।৩৭; বশিষ্ঠ, ৩।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥"

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, ২।৫।১০।১১।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

মনু, ১০।৬৫।

"সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যানৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বাচাভি জায়তে॥"

অগ্নি পুরাণ।

এবম্বিধ শাস্ত্রানুশাসন সম্বন্ধে ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে, অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ফলকথা, এই সমস্ত শাস্ত্রানুশাসনে কয়জন এড়াইবেন? শাস্ত্র প্রণেতা মহান্ হৃদয়বান্ ঋষিগণ ব্রহ্মবাক্য বেদ অবলম্বন করত নিরপেক্ষভাবে আইন বিধান ও সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কোন শ্রেণীবিশেষকে গণ্ডীমধ্যে স্থাপন করিয়া গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা করিতে চেষ্টা করেন নাই।

পূর্ব্বকালে গুণ কর্ম্মের প্রভাবে প্রায়ই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনা, পূর্ব্বের মত ইহ জন্মেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেই কারণে ক্রমশঃই আমরা অধঃপতিত হইতেছি। চারিটি আদিবর্ণ কালক্রমে বহুবিধ জাতিতে পরিণত হইয়া, বহুবিধ শাখা প্রশাখায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করত বিভিন্ন জাতির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছি।

আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মণ্যদেব, নরদেব প্রভৃতি অন্তর্হিত হইলেও, তদ্রূপ বলিয়া থাকে; তবে, ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের স্ববৃত্তি ও সদাচার একেবারে অন্তর্হিত না হইতেই শূদ্র হইয়া যাইবে? চমৎকার! বর্ত্তমানকালে আর্য্যসমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ বৃত্তিসঙ্কর হইয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু, তাহাতে কোন দোষ হইবে না, কেবল, যত দোষ কি মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণেরই?

গৃহস্থ আশ্রমেই চারিটি বর্ণ আছে। অন্যান্য আশ্রমে বর্ণভেদ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমাপন করিয়া, আর্য্যসন্তান যখন উচ্চতর আশ্রমে গমন করেন, তখন তিনি চারিবর্ণের পূজ্য হয়েন। এমন কি, সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করেন। বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ও গোত্র প্রবর্ত্তক বিশ্বামিত্র ঋষির গায়ত্রী মন্ত্র জপকালে, তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে কে কুণ্ঠিত হয়েন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ্ ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মনীষিগণকে চারিবর্ণই পূজা প্রার্থনা ও নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া পবিত্র হয়েন। বিবেকানন্দ স্বামী, বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। যিনি যে কুলে জাত হউন, ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবামাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

অমন্ত্রক যজ্ঞে কোশাকুশির ন্যায় বর্ত্তমান সমাজে উপাধি ও বেশভূষারই সম্মান। সেই জন্য বৈরাগ্য ও জিতেন্দ্রিয়তাদি গুণবিহীন, ডোরকৌপীন পরিধায়ী, তিলক তুলসী মাত্র ধারী ভণ্ডযোগিগণের "বৈষ্ণব" সংজ্ঞার ন্যায়;—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীতা।১৮ অঃ।৫১-৫৩।)

ঈদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন। ইত্যাদি গুণে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি না হইতেই এমন কি;—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"
গীতা।১৮ অঃ।৪২।

এই সকল নিত্য স্বভাবের সম্পূর্ণ অভাব থাকিতেই অনেকে ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমানে আত্মহারা। তাঁহারা অত্রিসংহিতার দশবিধ বিপ্রের লক্ষণসমূহ পাঠ করিলেই বৃথাভিমান বুঝিতে পারিবেন।

অত্রি মুনি বলিয়াছেন:—

"দেবো মুনি র্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"
অত্রিসংহিতা।৩৬৪।

"চৌরশ্চতুষ্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"
অত্রিসংহিতা।৩৭১-৩৭২।

অধুনা, মৎস্য মাংস ভোজী ও গর্ব্বিতের সংখ্যা অল্প নহে।

"বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। গৌতম।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা গুণানুসারে বর্ণান্তর গমনাগমনের বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারিবে না! এইবার, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন আত্মতত্ত্বে ব্যক্তির অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

(তৈঃ আঃ প্রং ৮অঃ ১ম) শ্রুতিতে ব্রহ্ম,—"

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত।

যাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিও ব্রহ্ম। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫।১।১।) শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্মহি ব্রহ্মাণঃ।"

অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মবৎ সমতায় অবস্থা করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সর্ব্বত্রই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গীতা। ৫ম অঃ ১৮—১৯।

"ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা
ইমানি ভূতানীয়াং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্,, ২।৪।৬

"আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবব্যস্থিতম্।"

মনু, ১২।১১৯।

ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য সমূহে অশ্রদ্ধা করিয়া, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রাণিসমূহের
প্রতি হিংসা দ্বেষ ও ঘৃণা করেন, তাঁহারা বিদ্যাবান হইলেও, অবিদ্যাবন্ধন
হইতে মুক্ত হয়েন নাই, জানিতে হইবে।

যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনিসেইরূপ কীর্ত্তি, শ্রী, আয়ুঃ, যশ প্রভৃতি লাভ
করিবেন। যাঁহারা সর্ব্বদা পরছিদ্র অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগকে কে পণ্ডিত
বলিবেন? কায়স্থদ্বেষিগণ কায়স্থসমাজের দোষ পরিদর্শন করিয়া থাকেন;
কিন্তু, নিজ নিজ সমাজের দিকে লক্ষ্য করেন না। আচারভ্রষ্টতা প্রযুক্ত
অন্যান্য আর্য্যগণ যদি জাতিচ্যুত না হয়েন, তবে সামান্য দোষে ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ
কেন উপনয়নে অধিকারী হইবেন না? বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ যদিও বৈদিক
সন্ধ্যা গায়ত্রী বর্জ্জিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তন্ত্রের সাধক
হইয়াছিলেন। কালপ্রভাবে সকলই সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণসন্তানগণও সে
প্রভাবে বৈদিক ক্রিয়াদি দূরে নিক্ষেপ করত, তন্ত্রে মনোনিবিষ্ট করিয়া
অদ্যাপি তদ্রূপ রহিয়াছেন। চৌদিকে উপনয়নের শুধু সূত্রগাছটি থাকিলেই হই
না, ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি, তদভাবে
বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিবেন; কদাচিৎ শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
কিন্তু চোবে, তেওয়ারী, দোবে প্রভৃতি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ও তদ্বং
শীয় উপনিবেশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ অনেকে দ্বারবান ও পাচক হইয়া জীবিকা
নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহাদের কি জাতি মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে? আর্য
ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের প্রতিই কি যত শাসন? ক্রিয়া ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত শাস্ত্রানুশাসনে
অগ্রে ব্রহ্মণগণ বাধ্য না হইলে কায়স্থগণ কেন বাধ্য হইবেন? শা
নিরপেক্ষ আইন বিশেষ, আইন সকলের সমান। উচ্চকুলে জন্মগ্রহ

করিলেই, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ঋষিগণের সূক্ষ্মবিচারে দণ্ডের লাঘব হইবে না।
কোন একটি শ্রেণী বিশেষের জন্য exception রাখিয়া কোন শাস্ত্রই রচিত
হয় নাই। সৃষ্টির প্রাক্কালে বর্ণ বিভাগ ছিল না, আর্য্যশাস্ত্রে তাহার
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতে কথিত আছে যে পক্ষী, নাগ, সর্প,
দেবতা, অসুর প্রভৃতি ভূচর খেচর এক বংশে উৎপন্ন। অনেকে বলেন
আর্য্যগণ দেবতা এবং অনার্য্যগণ অসুর। সকলেই এক স্রষ্টার সৃষ্টি, ও প্রতি
হিংসা দ্বেষ করিতে নাই।

কোন কোন সমাজাভিমানিগণ, শূদ্রাপরাধে কায়স্থগণকে ক্রীতদাস করিতে
চাহেন। কিন্তু, এই বিশাল মহ জাতিকে সেরূপ অবমাননা করা সহজ
নহে। যে জাতির আশীলক্ষের অধিক উপবীতী ক্ষত্রিয়, সেই জাতিকে শূদ্র
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা ও আধুনিক কল্পিত কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত বচন ব্যবহার
করিয়া, পবিত্র আর্য্যশাস্ত্র সমূহ দূষিত করিবার চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র। তথাপি,
ধর্ম্মতৎপর কায়স্থগণ, অন্যের দোষ না দেখিয়া বা দেখাইয়া, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের আদেশানুযায়ী যথাশাস্ত্র
প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। ইহা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট
কখনই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিদ্বেষ মূলক অযৌক্তিক বচন স্থান পাইয়াছে,
সেগুলি যাঁহাদের কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে; তাঁহারা বোধ হয়, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের
আদৌ ভরসা করিতেন না; বিশেষ শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ বা মুখাবলোক-
নাদিও করিতেন না। কিন্তু, যাঁহারা তদ্রূপভাবে চলিতে পারিবেন না,
তাঁহাদের পক্ষে সেই সকল অযৌক্তিক কথায় নির্ভর করিয়া আর্য্যসমাজের
বাহুস্বরূপ মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণের প্রতি বিদ্বেষবাণ বর্ষণ না করাই কর্ত্তব্য।
গোরক্তকে গোরক্ত বলিয়া পান করা পণ্ডিতের কার্য্য নহে। অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য
দেখাইয়া প্রধান খাদ্য দুগ্ধকে অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা করা কি
মূর্খতা নয়? কায়স্থদ্বেষিগণ তমঃ প্রভাবে ইচ্ছামত কটুভাষা প্রয়োগ
করিতেছেন। কিন্তু, তাহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; যেহেতু শাস্ত্রজ্ঞ
উদারচেতা ব্রাহ্মণগণ বলেন "আমরা কখনও কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া মনে
করিনা, শূদ্র হইলে এতদূর ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব"। সমাজপূজ্য শাস্ত্রজ্ঞ
অধ্যাপক মণ্ডলীর ব্যবস্থানুযায়ী বঙ্গীয় কায়স্থের উপনয়ন হইতেছে; কায়স্থগণ
ইচ্ছামত অশাস্ত্রীয় কার্য্য করেন নাই এবং কোন জাতি বিশেষের ক্ষতির

কারণও হয়েন নাই। বৃথা বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া, আর্য্যসমাজ দগ্ধীভূত করাই কি কায়স্থদ্বেষি গণের মন্তব্য?

অধুনা, অল্প সংখ্যক সদ্‌গুণাবলম্বী ব্যক্তি, সকল সমাজেই থাকিতে পারেন কিন্তু কোন সমাজ দোষ শূন্য নহে। নিজ নিজ সমাজের দোষগুলি দূরীভূত করিয়া অথবা হীনাচার ব্যক্তিদিগের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রহিত করিয়া সুখে আর্য্যকীর্ত্তি রক্ষা করুন; ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আর্য্যসমাজে লুপ্তপ্রায় বেদধর্ম্মের বহুল প্রচার প্রার্থনা করিতেছি। সকলে সদাচারী হউন ইহাই আমাদের অনুরোধ। বেদ আর্য্যগণের প্রধান সম্পত্তি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমবিতা। পৈতৃক সম্পত্তিতে সকল সন্তানেরই অধিকার আছে। আমরা ব্রাহ্মণ গণের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, এই মঙ্গলময় কার্য্যে আমরা ক্ষত্রিয় কায়স্থ গণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন। দেহের এক অঙ্গ ক্ষত হইলে সর্ব্বাঙ্গই কাতর হয়; কোন একটির অভাব হইলেও বিশে অনিষ্ট হয়; এমন কি, জীবন রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। তদ্রূপ, আমা সমাজের শাখাগুলি পরস্পরের সাহায্য বিনা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। একতা আবশ্যক।

কায়স্থগণ সদাচারী হইবেন, ইহা অনেকেরই প্রাণে সহ্য হইতেছে না। কি চারিবর্ণের বহির্ভূত, সঙ্করবর্ণসঙ্কর ও জারজ সন্তানগণ কোন্ আর্য্যের সহায়তা জলাচরণীয় জাতিতে পরিণত হইতে চলিল? গুরুশিষ্য সম্বন্ধানুযায়ী ইহাদে বাড়িতে আহারাদিও করিতে হয়। ব্যবসার সুবিধা করিবার জন্য ইহাদিগকে দ্বিজ তুল্য মান্য স্বীকার করিতে হয়। ফলকথা, বর্ত্তমানে অচলা সং সকলেরই ঘটিতেছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত আর্য্যসন্তান বলেন, তাঁহা "অশূদ্র প্রতিগ্রাহী"; তাঁহার পুত্রের বিবাহে উক্ত জঘন্য প্রথায় উপার্জি অর্থ সামগ্রী গ্রহণ করিতে বা তাঁহাদের অন্ন ভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন নি শবদাহ ঘাটের লাভ গ্রহণকারী, পাতকীপাদ্য, চর্ম্ম ব্যবসায়ী, Christian ho এ ভোজন প্রিয়, প্রভৃতি জঘন্য ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত করি পারিতেছেন কি? আমরা কোন জাতিকে মর্ম্মভেদী কথায় মনঃকষ্ট দিই অথচ যথায় তথায় সামাজিক আহারাদিও করি না। যাহারা কায়স্থগণ বহু চেষ্টায়ও ভোজন করাইতে পারে না, তাহারা অবাধে ব্রাহ্মণ ভো করাইতেছে। এক জনের সাত খুন মাপ আর এক জনের লঘু পাপে দণ্ড হইতে পারে না। সত্বগুণ বিশিষ্ট আচার সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণ

কায়স্থ ক্ষত্রিয়াসনে চিরকালই আছেন, তাঁহাদিগকে সামান্য দোষে আসনচ্যুত করিয়া নিম্নে স্থান দিবার চেষ্টা করা বৃথা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াসনে থাকিয়া ক্ষত্রিয়াচার পালন করিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে"।

সমাজের বন্ধন-রজ্জু জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় অগ্রে নূতন সূত্র দ্বারা বন্ধন না করিয়া টানাটানি করিতে গেলে, জীর্ণ রজ্জু ছিন্ন করিয়া সমাজ রূপ অন্তর্দ্ধান করিবেন।

কায়স্থগণ! বিদ্বেষিগণের চাটুবাক্যে মোহিত হইবেন না। সকল সমাজেই বর্ত্তমান সময়োপযোগী নিয়ম প্রচলিত। ক্রিয়াহীনতায় ঋষিবাক্যানুযায়ী আর কেহ শূদ্র হয়েন না। যাহা দেশ প্রচলিত তাহা লজ্জা বা দোষের কারণ হয় না। সূত্রাভাব বশতঃ আপনারা কেহই শূদ্র হয়েন নাই জানিবেন; মিথ্যা ভ্রমে পতিত হইবেন না। সকলে, অতি শীঘ্র যজ্ঞসূত্র ধারণ করুন। সর্ব্ব সম্মান পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন; রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি হইতেও বঞ্চিত হইবেন না। চারি ভ্রাতায় মিলিত হইয়া কুলগৌরব সমুজ্জ্বল করিতে যত্নবান হউন।

পেঃ দাঁইহাট,
জেলা বর্দ্ধমান।

অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা।

ভ্রম সংশোধন।

নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

৩৪২ পৃঃ—নিম্ন হইতে ৯ লাইন, "জেলা বিক্রমপুর" স্থলে "জেলা ঢাকা" হইবে।

৪০৫ পৃঃ—নিম্ন হইতে ১৯ ও ১৮ লাইন "জেলা নদীয়া ইত্যাদি স্থলে বসিবে জেলা দিঘা, "মুক্তাকুটী"র কেন্দ্র" হইবে।

ঐ—নিম্ন হইতে ১০ লাইনের উপর "শ্রীমহিমচন্দ্র সরকার" নামটী বসিবে।

১৸৵০ পৃঃ—১৮ নং নাম "পিয়ারীমোহন" না হইয়া 'প্যারীমোহন' হইবে।

সংবাদ।

(১)

বিক্রমপুর ইছাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন ও ধলছত্র নিব
শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী। ইঁহারা ব
ত্যাগ স্বীকার করিয়াও কায়স্থদের উপনয়ন ও অন্যান্য সকল কার্য্যে যোগ
করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় আঢ্য কায়স্থগণ শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি
কার্য্যে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করিলে আমরা সুখী হইব। স্বপক্ষীয় অধ্যাপক পণ্ডি
বর্গকে এইরূপে সাহায্য করা কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভরসা করি আমা
এই নিবেদন কায়স্থ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

(২)

কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বর্গীয় রাজা জানকীব
সেনের ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত ৺কালীদেবীর অন্নভোগের ব্যবস্থা দিয়াছে
এই বিষয় পরে আমরা প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

কায়স্থ-তর্ক সমাধান।

কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে একাল পর্য্যন্ত যে সকল আপত্তি উঠিয়াছে তা
বেদাদি সত্য শাস্ত্র সাহায্যে খণ্ডন করিয়া তাহাদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিত্বের
বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গ্রন্থ পড়িয়া বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রশংসা
প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল সন্নিবেশিত হইবে। শ্রীউপে
মিত্র শাস্ত্রী বিরচিত ও প্রকাশিত মূল্য ৷৷০ আনা ভিঃ পিঃ তে লইলে ৷৶০
প্রাপ্তিস্থান বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ও নব সমাজ কার্য্যালয়
শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩১৮। | নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

দান।

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত … … …	১৩৪৶০
* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেসন্ মাষ্টার, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা …	২৲
* ,, হেমন্তকুমার বসু, নরুল্লাপুর, পোনাবালিয়া পোঃ আঃ, বরিশাল জেলা	১৲
,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া, তাড়াশ পোঃ, রাজসাহী জেলা …	৸০
মোট	১৩৭৸৶০

প্রচার ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত … … …	২৫৲
ভাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ … …	১০৲

* ইঁহারা জনসংখ্যা ভাণ্ডারে যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ না লইয়া এখন পুস্তকা-
গার-ভাণ্ডারে দিলেন।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

(জেলা চট্টগ্রাম, গৈরলা, শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

২১শে ফাল্গুন, ১৩১৭।

সাং গৈরলা, চট্টগ্রাম জেলা :—

১। বিশ্বাস, দীনবন্ধু, বয়স ৩০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ নরেন্দ্রনাথ, „ ২১, „
৩। „ নবীনচন্দ্র, „ ৫২, „
৪। „ যাত্রামোহন, „ ৬০, „
৫। „ মহিমচন্দ্র, „ ১৯, „

২৬এ বৈশাখ, ১৩১৮।

(জলপাইগুড়ি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং পঞ্চসার, ঢাকা জেলা :—

১। রায়, জিতেন্দ্রনাথ।

সাং বারদী, ঢাকা জেলা :—

২। নাগ, কুঞ্জভূষণ। ৩। নাগ, সুরেন্দ্রকুমার।

সাং বিরলিয়া, ঢাকা জেলা :—

৪। কর, দেবেন্দ্রকুমার।

সাং বসরা, ফরিদপুর জেলা :—

৫। সরকার, শরচ্চন্দ্র।

সাং বাইসরসী, ফরিদপুর জেলা :—

৬। মৌলিক, অক্ষয়কুমার।

সাং বৈঠাখালি, ফরিদপুর জেলা :—

৭। সরকার, কুঞ্জবিহারী।

সাং মালীগ্রাম, ফরিদপুর জেলা :—

৮। বসু, অবিনাশচন্দ্র। ৯। বসু, সতীশচন্দ্র।

সাং সত্যবতী, ফরিদপুর জেলা :—

১০। নাগ, শরচ্চন্দ্র।

সাং ময়মনসিংহ :—

১১। সরকার, নলিনীরঞ্জন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সিংহ রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং রাঢ়ীখাল, ঢাকা জেলা :—

১। হোড়, শ্রীউমেশচন্দ্র, বয়স ৪৫, পোষ্টমাষ্টার।

সাং ষোলঘর, ঢাকা জেলা :—

২। গুণ, কালীপ্রসন্ন, বয়স ৫০।

সাং দোগাছী, ঢাকা জেলা :—

৩। সিংহ রায়, গিরিজানাথ, বয়স ১৭।
৪। „ বিজয়নাথ, „ ১৩।
৫। „ মুকুন্দনাথ, „ ১১।
৬। „ শ্রীনাথ, „ ৪৫, উকীল।

(জেলা ফরিদপুর, ঘটমাঝি, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। কর, দীননাথ।
২। ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র।
৩। „ মণিমোহন।
৪। „ মোহিনীমোহন।
৫। „ শরৎচন্দ্র।
৬। ঘোষ রায়, মধুসূদন।
৭। দাস, বরদাকান্ত।
৮। „ বাণীকান্ত।
৯। দাস, রসিকচন্দ্র।
১০। „ সারদাকান্ত।
১১। „ সুরেন্দ্রমোহন।
১২। „ হীরালাল।
১৩। নাগ, যতীন্দ্রমোহন।
১৪। মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন।
১৫। লাহা, নিবারণচন্দ্র।
১৬। „ বিপদভঞ্জন।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, ইলিরপুর, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। গুহ, মনোমোহন।
২। „ যাদবচন্দ্র।
৩। „ সত্যেন্দ্রকুমার।
৪। ঘোষ, অক্ষয়কুমার।
৫। „ জানকীনাথ।
৬। „ দুর্গাচরণ।
৭। ঘোষ, বিপিনচন্দ্র।
৮। „ মনোমোহন।
৯। „ লালমোহন।
১০। বসু, প্রিয়নাথ।
১১। মিত্র, রমেশচন্দ্র।
১২। „ সতীশচন্দ্র।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা যশোহর, মহম্মদপুর থানান্তর্গত পাঁচুড়িয়া, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ, কালিদাস।
২। „ কেশবলাল।
৩। „ পূর্ণচন্দ্র।
৪। „ ষষ্ঠীচরণ।
৫। দত্ত, কৃষ্ণচরণ।
৬। বিশ্বাস, বঙ্কুবিহারী।
৭। মিত্র, গণেশচন্দ্র।
৮। রাহুত, বরদাকান্ত।
৯। সিকদার, প্রফুল্লকুমার।
১০। সেন, গুরুদাস।
১১। ,, যতীন্দ্রনাথ।
১২। „ বামনদাস।
১৩। „ শরচ্চন্দ্র।
১৪। „ সতীশচন্দ্র।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, তুগল্‌দিয়া, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। বসু, কামিনীকুমার, পুলিষ্ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর্।
২। „ হীরালাল, ডাক্তার।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা পাবনা, জোড়্‌পুখরিয়া, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ শিকদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সিকদার, অভয়াচরণ।

২রা আষাঢ়, ১৩১৮।

(জেলা রাজসাহী, নাটোর, শ্রীযুক্ত প্রমদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং ছাতনী, রাজসাহী জেলা :—

১। দেব, শরৎচন্দ্র, (বারেন্দ্র)।
২। নন্দী, সুরেন্দ্রমোহন, ঐ

। সাং ধলাট্, রাজসাহী জেলা :—

৩। দেব, শিকারায়ণ, ঐ
৪। ,, শ্রীশচন্দ্র, ঐ

সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা :—

৫। মজুমদার, প্রমদাকান্ত, ঐ
৬। সরকার, সতীশচন্দ্র, ঐ
৭। ,, হেমচন্দ্র, ঐ

১৪ই আষাঢ়, ১৩১৮ :—

(কলিকাতা, ১নং রাজাবাগান জংসন্ রোড্, আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কেন্দ্র)।

১। সরকার, মহেন্দ্রনারায়ণ, হেড্ মাষ্টার, গলিমপুর, রাজসাহী, (বঙ্গজ)।
২। সিংহ, নলিনীমোহন, হেড্ মাষ্টার, জুবিলী স্কুল, দিনাজপুর, (উত্তররাঢ়ী)।
৩। সিংহ, যোগেশচন্দ্র, সাং দিনাজপুর, রাজবাড়ী, (উত্তররাঢ়ী)।
৪। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র, মেডিকেল্ কলেজ, কলিকাতা, ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বরানগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-ঠনঠনিয়া-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ এটর্ণি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের।

২১এ আষাঢ়, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথের সহিত হুগলী

২৪এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, ইলিরপুর, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। গুহ, মনোমোহন।
২। „ যাদবচন্দ্র।
৩। „ সত্যেন্দ্রকুমার।
৪। ঘোষ, অক্ষয়কুমার।
৫। „ জানকীনাথ।
৬। „ দুর্গাচরণ।
৭। ঘোষ, বিপিনচন্দ্র।
৮। „ মনোমোহন।
৯। „ লালমোহন।
১০। বসু, প্রিয়নাথ।
১১। মিত্র, রমেশচন্দ্র।
১২। „ সতীশচন্দ্র।

২৮এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা যশোহর, মহম্মদপুর থানান্তর্গত পাঁচুড়িয়া, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ, কালিদাস।
২। „ কেশবলাল।
৩। „ পূর্ণচন্দ্র।
৪। „ ষষ্ঠীচরণ।
৫। দত্ত, কৃষ্ণচরণ।
৬। বিশ্বাস, বঙ্কুবিহারী।
৭। মিত্র, গণেশচন্দ্র।
৮। রাহুত, বরদাকান্ত।
৯। সিকদার, প্রফুল্লকুমার।
১০। সেন, গুরুদাস।
১১। ,, যতীন্দ্রনাথ।
১২। „ বামনদাস।
১৩। „ শরচ্চন্দ্র।
১৪। „ সতীশচন্দ্র।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, তুগল্‌দিয়া, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। বসু, কামিনীকুমার, পুলিষ্ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর্।
২। „ হীরালাল, ডাক্তার।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(জেলা পাবনা, জোড়্‌পুখরিয়া, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ শিকদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সিকদার, অভয়াচরণ।

২রা আষাঢ়, ১৩১৮।

(জেলা রাজসাহী, নাটোর, শ্রীযুক্ত প্রমদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং ছাতনী, রাজসাহী জেলা :—

১। দেব, শরৎচন্দ্র, (বারেন্দ্র)।
২। নন্দী, সুরেন্দ্রমোহন, ঐ

। সাং ধলাট্, রাজসাহী জেলা :—

৩। দেব, শিবনারায়ণ, ঐ
৪। ,, শ্রীশচন্দ্র, ঐ

সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা :—

৫। মজুমদার, প্রমদাকান্ত, ঐ
৬। সরকার, সতীশচন্দ্র, ঐ
৭। ,, হেমচন্দ্র, ঐ

১৪ই আষাঢ়, ১৩১৮ :—

(কলিকাতা, ১নং রাজাবাগান জংসন্ রোড্, আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কেন্দ্র)।

১। সরকার, মহেন্দ্রনারায়ণ, হেড্ মাষ্টার, গলিমপুর, রাজসাহী, (বঙ্গজ)।
২। সিংহ, নলিনীমোহন, হেড্ মাষ্টার, জুবিলী স্কুল, দিনাজপুর, (উত্তররাঢ়ী)।
৩। সিংহ, যোগেশচন্দ্র, সাং দিনাজপুর, রাজবাড়ী, (উত্তররাঢ়ী)।
৪। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র, মেডিকেল্ কলেজ, কলিকাতা, ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বরানগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-ঠনঠনিয়া-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ এটর্ণি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের।

২১এ আষাঢ়, ১৩১৮। কলিকাতা। কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথের সহিত হুগলী

জেলান্তর্গত পানিসেহালা-নিবাসী (হাল সাং কলিকাতা) দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রাহা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

২৮এ আষাঢ়, ১৩১৮। ভবানীপুর, কলিকাতা। কলিকাতা-গোয়াবাগান নিবাসী বিখ্যাত লেখক দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্রের সহিত ঢাকা জেলাস্থ ষোলঘর-নিবাসী বঙ্গ কায়স্থ শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের (হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা) কনিষ্ঠ পুত্র এটর্ণি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার।

(আন্তর্গণিক)

উপরিলিখিত বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকায় ২৮এ আষাঢ় তারিখে বিবাহ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

২৫এ বৈশাখ, ১৩১৮। পোড়াব্যুহ, ফরিদপুর জেলা। পোড়াব্যুহ নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ।

উপনীতের অভিবাদন।

বড় আশা জাগে হৃদে, আজি মোর আনন্দ অপার,
এস এস এস ভ্রাতা হে ক্ষত্রিয় (কায়স্থ)-কুমার!
সংস্কৃত পুতাচারে হে বীর! হে কর্ম্মময় প্রাণ!
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণ, কণ্ঠে কণ্ঠ, তুল মহাতান।
পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা তপঃ পর,
শুনিয়া সে মহা গান কেঁপে যাক্ বিশ্ব-চরাচর।
তোমার এ পুত গান স্নাত ক্ষত্রাচারে,
এনে দিক্ মহা শক্তি আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে।
বিস্মৃত কুলের গর্ব্ব, কহিতে এ কথা বুক ফেটে যায়,
ব্রাত্য আজি, ক্ষত্র-শিশু, শূদ্রাচারে কলুষিত কায়।
পিতা যা'র মৃত্যুঞ্জয়ী, পুণ্যশ্লোক পরম দৈবত,
ভক্তি ভরে সদা যাঁ'র, দেব বিপ্র চরণে প্রণত

পর ধামে মানবের কর্ম্মফল যে করে বিচার,
পুত যজ্ঞ-সূত্র যাঁর দেহ কান্তি বাড়ায় অপার।
ভীষ্মদেব আজন্ম কৌমার্য্য ব্রতে ব্রতী,
(ভগবান বাসুদেব হেন ভীষ্মে ক'রেছেন নতি);—
পুণ্য হেতু নিজে পূজি, মর্ত্তে যাঁর প্রচারিল পূজা,
ধন্য হেন চিত্রগুপ্ত, ধন্য পিত! তুমি মহাতেজা।
আজিও আহার কালে প্রতিদিন বিপ্রের সন্তানে,
যাঁহার প্রসাদ লভি' আপনারে মহা ধন্য মানে;
তাঁহার সন্তান আজ, একি অহো কোন মহা পাপে,
জঘন্য শূদ্রত্ব পঙ্ক অঙ্গে মাখি' সুখে দিন যাপে!
আন ভাই মহা শক্তি আন আন নবীন চেতনে,
জাগাও 'উত্তিষ্ঠ' রবে মোহ-হত কায়স্থ সন্তানে।
কোটী-কোটী ছিন্ন প্রাণ গেঁথে দাও এক ক্ষাত্রতেজে,
ভাই ভাই এক হও, শত্রু হোক্ হেঁট মাথা লাজে!!

শ্রীভূপালচন্দ্র দেব সরকার।

কুশণ্ডিকা।

আমাদের দেশে এক্ষণে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত; অন্য কোন প্রকার বিবাহ প্রচলিত নাই। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব বিবাহ উত্তম শ্রেণীর বটে; কিন্তু কলিযুগে প্রচলিত নাই। আমাদের বর্ত্তমান্ আচার ব্যবহার ব্রাহ্মেতর বিবাহের প্রতিকূল; অথচ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজ, বিশেষতঃ কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে, নাম মাত্র ব্রাহ্মবিবাহ চলিতেছে। বস্তুতঃ আমাদের বিবাহে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের বিবাহ নাম মাত্র; কারণ কেবল কন্যা দান ও গ্রহণের দ্বারা দম্পতির উদ্বাহ-সম্বন্ধ শাস্ত্রানুসারে সংঘটিত হয় না। দান দ্বারা দাতার অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তার সত্বলোপ হয়, গ্রহণ দ্বারা বরের স্বত্ব জন্মিয়া থাকে; কিন্তু কিরূপে কন্যার গোত্রান্তর হইবে ও বর কন্যার স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ হইবে তাহা বিবেচ্য। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।" আহুতিদান ও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্তপদী গমন ব্যতীত গোত্রান্তর ও দম্পতির পতি পত্নী সম্বন্ধ সৃজিত হয় না।

সপ্তপদী গমনঃকি ও তাহার উপকারিতাই বা কি? সপ্তপদী গমন কালে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার উপযোগিতাই কি? আমাদিগের (কায়স্থগণকে) পর্য্যন্ত কেবল "দদামি" ও গৃহ্লামি" বলান হইয়াছে; পিতৃপুরুষের নাম ও প্রত্যেকে গোত্র ও প্রবর অনেকবার উচ্চারণ করিতে হয়; খৈ পোড়ান হয়, কি ঘৃতাহুতি কোথায়? সোমাদি দেবতাদিগের আরাধনা কোথায়? স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে বাক্যব্যবহারই কোথায়? ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যা পতি পত্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী হউক, জীবনে মরণে উভয়ে একাঙ্গী হউক, এ সকল ক কায়স্থদম্পতিকে উচ্চারণ করিতে হয় না; অগ্নি সাক্ষী করিয়া পরস্পরের কর্ত্ত পালনার্থ প্রতিজ্ঞা করিতে হয় না। পুরোহিত মহাশয় গাঁটছোড় বাঁধিয়া দিলে এবং কন্যার কপালে সিন্দুর দেওয়া হইলেই উদ্বাহ হইয়া গেল। আমাদের বর্ত্তমা আচার কি শাস্ত্র সঙ্গত?

আমরা যজুর্ব্বেদী। যজুর্ব্বেদ অনুসারে ও পশুপতির পদ্ধতি অনুসারে কায় গণের বিবাহকার্য্য বঙ্গদেশে সম্পাদিত হওয়া উচিত। তবে পুরোহিত মহাশয়ে "নমো নমো" বলিয়া কাজ সারেন কেন? শাস্ত্রোক্ত কুশণ্ডিকা "সর্ব্ববর্ণে বিধি;" কেবল বৈদিক যজ্ঞসূত্রধারীদের নহে; অথচ আমাদের বর্ত্তমা উদ্বাহ-পদ্ধতি অনার্য্য, এ কথা ভাবিলেও আমাদের লজ্জা হয়; আমরা অহি বলিয়া আমাদের আত্মগ্লানি হয়।

বিবাহানুষ্ঠানের শেষ ভাগে শাস্ত্রানুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,

"ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

তোমার হৃদয় আমার হউক; আর আমার হৃদয় তোমার হউক; এই সুন্ হৃদয়ৈক্য প্রার্থনা করিতেও আমরা পাই না।

"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূবাসং অনুব্যাসৌ।"

হে ধ্রুব, তুমি স্থির। তোমার ন্যায় আমিও যেন পতিকুলে স্থির থাকি।

"ওঁ অরুন্ধত্যহমস্মি।"

"হে অরুন্ধতি! তোমার ন্যায় ভর্ত্তাতে আমি যেন চির-সম্বদ্ধ থাকি।" কন্যা এ সকল বলিতে হয় না। এই সকল সুন্দর ভাবময় কুশণ্ডিকামন্ত্র হইতে আম বঞ্চিত। আমাদের এখনকার বিবাহ ব্রাহ্মরীতি অবলম্বী নহে, ইহাকে আ কালের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বা সিভিল (civil) বিবাহ বলিলেও হয়, হিন্দু-বিবাহ নহে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-বিবাহে পণ প্রথা।

কন্যার বিবাহে পণ দেওয়া সমাজের যে বিশেষ অপকার হইতেছে, বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথা যে কদর্য্য, তাহা বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক।

...ণ প্রথা ...বৈধ

যেমন, কোন ব্যাধি উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত থাকিলে, তাহা দুশ্চিকিৎস হয়, ...ন, বৃক্ষের ডাল পালা কর্ত্তন করিলে নূতন ডাল পালা জন্মায়; যতদিন বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করা না হয়, ততদিন উহা সজীব থাকিয়া, নব নব শাখা প্রশাখার সৃষ্টি করে, সেই প্রকার, এই সামাজিক কুপ্রথা রূপ ব্যাধির উৎপত্তির কারণ জানিতে না পারিলে, কখন ইহা সমূলে ...শ প্রাপ্ত হইবে না।

কুপ্রথার ...ৎপত্তির ... জানিবার ...শ্যকতা

হিন্দুর সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার দুইটী মূলীভূত ...ণ বলিয়া অনুমিত হয়। ১ম কৌলীন্য প্রথা ২য় হিন্দুশাস্ত্রালোচনাভাব ও হিন্দুশাস্ত্রের অজ্ঞানতা হেতু হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দিন দিন লোকের আস্থা হ্রাস হওয়া।

...হওয়ার ...রণ

কুলীন মহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্ট ...। এ দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বিদ্যাহীন এবং আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার, প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার ...য় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করেন। সেই রাজ-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনু- ... বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে বহুকাল কুলীন মাত্রের ...য় হইয়া গিয়াছে। যখন রাজ প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে রাজদত্ত কুলমর্য্যাদার ...দ হইয়াছে, তখন কুলীনান্য ইদানীন্তন মহাপুরুষদিগের কুলাভিমানও নির- ...ক ভ্রান্তি মাত্র।

...ন্য প্রথার ...প বাঞ্ছনীয়

অনন্তর দেবীবর যে অবস্থায় যে রূপে কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ...নদিগের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। ...নেরা সুবোধ হইলে অহঙ্কার না করিয়া বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে ...ত হইতেন। লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের ...ক পদার্পণ করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন এবং পিতা পিতামহ, প্রপিতা-

মহ পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠা-হ্রদে বাস করাইতেছেন। কৌলিন্য-ম
ব্যবস্থাপণের প১ ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর কুলীনদিগের মধ্যে নানা
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেল বন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী স্থাপন করেন।
মেল বন্ধনের সময় হইতে ১০ পুরুষ অতীত হইয়াছে এবং কুলীনদিগের
নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সুতরাং নূতন প্রণালী স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়া
এক্ষণে অমূলক কুলাভিমান ত্যাগ ভিন্ন উহার প্রতিকারের আর উপায় নাই।
তাঁহারা সুবোধ, ধর্ম্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভি
বিসর্জ্জন দিয়া কুলীন নামের কলঙ্ক দূর করুন। আর যদি তাঁহারা কুলাভি
পরিত্যাগে নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের
পুনরায় সর্ব্বদ্বারা বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, পণ দায় হইতে রক্ষা পাও
উপায় নাই।

কৌলীন্য স্থাপনের পর বহু দিন পর্য্যন্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয় সমভাবে ক
আদান প্রদান হইত। তবে, কুলীনের ঔরষজাত পুত্র কুলীন এবং শ্রোত্রি
ঔরষজাত পুত্র শ্রোত্রিয় হইতেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্য ভা

ব্রাহ্মণের বিবাহ ব্যবস্থা।

এই প্রথা রহিত হয়। কান্যকুব্জাগত কাশ্যপগোত্রীয়
হইতে অধস্তন ১৫শ পুরুষে উদয়াচার্য্য ভাদুড়ী শাণ্ডিল্য গো
বলরাম লাহিড়ীর সহায়তায় স্থিরীকৃত হয়, কুলীনের কন্যা একমাত্র কুলী

উদয়াচার্য্যের বিবাহ ব্যবস্থা।

সম্প্রদান করিতে হইবে, শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিলে কুল
ঘটিবে। কিন্তু কুলীনগণ শ্রোত্রিয় ও কুলীন উভয়ের কন্যা বি
করিতে পারিবেন, বর্ত্তমান এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

কুলীনের শাখা প্রশাখা।

কালক্রমে কুলীনগণ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হ
প্রধাণতঃ ৮পটী বা শাখা, তৎপরে থাক্ মত, প্রভৃতি উপশা
সৃষ্টি হয়।

উদয়াচার্য্যের এই ব্যবস্থা হইতে পণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান অব
পরিণত হইয়াছে। কারণ কুলীনগণ একমাত্র কুলীনের সহিত কন্যার বিবাহ দি

উদয়াচার্য্যের ব্যবস্থার কুফল

করিতে বাধ্য হন, পরন্তু শ্রোত্রিয় এবং বংশজগণ, বংশের মর্য্যা
বৃদ্ধির আশায়, পণ দিয়া কুলীন পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দি
আরম্ভ করেন। সুতরাং কুলীন পাত্রের অল্পতাহেতু পণ উত্তরোত্তর
পাইতে থাকে। অন্য পক্ষে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের পাত্রীর অল্পতা হে
পণ দিয়া পাত্রী খরিদ করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অনেকের পা
বংশলোপ হইয়াছে।

কায়স্থ জাতি ২ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ম কুলীন ২য় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্র
তিন ঘর (দক্ষিণরাঢ়ী) কুলীন কায়স্থ। মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে,

...য়ের ... বিভাগ

দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক।
আর—সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা কুণ্ডু,
চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক।
মৌলিক মর্য্যদা বিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই সিদ্ধ মৌলিকেরা
মৌলিক, সাধ্য মৌলিকের বারওরিয়া বলিয়া সচারাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে।

কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলিন কন্যা বিবাহ করিতে হয়। মৌলীক কন্যা
হ করিলে তাহার কুল ভ্রষ্ট ঘটে, কিন্তু প্রথম কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া
য় জাতীর পরে মৌলিক কন্যা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

...হের ব্যবস্থ

ইহাকে আগুরস্ কহে। সকলে বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য কুলীনে
দান করেন, ইহাতে বহু বিবাহ ও পণ প্রথার সৃষ্টি হয়, কিন্তু কাল ক্রমে
রজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বহু বিবাহ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে২ পণের মাত্রা

...ল্য বিবাহ

বাড়িতেছে। মৌলিক মাত্রেরই কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীন

...া বিবাহ ... ব্রাহ্মণ, ...স্থ, বৈদ্য ...তি উচ্চ- মধ্যে হ্রাস ...য় পাত্রীর ...াধিক্য ...ওয়ায় ... বিবাহ

কন্যা বিবাহ করা আবশ্যক। মৌলিকে ২য় আদান প্রদান হইলে
জাতিপাত বা ধর্ম্ম লোপ হয় না, কিন্তু তাদৃশ আদান প্রদানকারী
দিগকে কায়স্থ-সমাজে কিছু হেয় হইতে হয়।

৭০ বৎসর পূর্ব্বে—মৌলিকে ২য় বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না এবং
নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া পরিগৃহিত হইত না। এই প্রথানুসারে কায়স্থ
জাতীয় পুত্র বিক্রয়; কারণ কায়স্থ ৩য় ঘরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলিনের
করিবেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্র বাদ দিলে ২॥০ ঘর কুলীন ৭২ ঘর
লিকের কন্যা বিবাহ করিবেন। আর ৭২ ঘর মৌলিকের পুত্র ঐ ২॥০ ঘরের
বিবাহ করিবেন। ইহাতে কন্যার অল্পতা হেতু তাহাদিগকে পণ দিয়া
হ করিতে হয়। ইহাতে কন্যা বিক্রয় প্রথার সৃষ্টি হয়। কলিকাতা সহরের

...র ও পল্লী- ...র বিবাহ বিভিন্ন

অবস্থা দেখিয়া, পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লওয়া সমী-
চীন নহে। কারণ সহরের লোকের শিক্ষা এবং বিভিন্ন জাতীয়
সংস্পর্শে আচার, ব্যাবহার, রীতি নীতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে।
গ্রাম যখন এই সকল বিষয়ে সহরের তুল্য নহে, তখন এই সকল বিষয়ে
ও পল্লী গ্রাম তুল্য হইতে পারে না। সহরে যদিও পণ দিয়া কন্যার বিবাহ
হতে হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ও যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থানে

যেখানে এখনও কৌলিন্য প্রথা প্রবল রহিয়াছে, সেখানে অধিকাংশ স্থানে এ

কায়স্থ মৌলি ৫০৲ হইতে ২৫০৲ পর্য্যন্ত পণ দিয়া কন্যা খরিদ করিয়া
কের পুত্রের করিতে হয়। পূর্ব্বে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা পাত্রী অ
বিবাহে পণ (ভরার কন্যা) অর্থাৎ অজ্ঞাত নামা পিতা মাতার কন্যা ৫
৭০০৲ দিয়া খরিদ করিত নিতান্ত ইহা অশাস্ত্রীয় এবং কন্যা বিক্রয় হেতু
কন্যা বি দের কুলীনতা নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার জন্য প্রায়
প্রথা করিয়া পুনরায় সমাজে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। উপেন্দ্র
মুখার্জ্জি "হিন্দুসমাজ" নামক পুস্তক রচনা করিতেছেন, তাহাতে বলিয়া
কৌলীন্য প্রথাই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির সংখ্যা হ্রাসের
কারণ নির্দ্দেশ করা উচিত। পুত্রের বিবাহ পণ সমাজে অধিকতর
কারণ। কন্যার বিবাহ এক প্রকার বন্ধ থাকে, না কিন্তু পণাভাবে অ
লোকের বিবাহ না হওয়ায় অনেক বংশ লোপ হইয়াছে। কে
অকালে বার্দ্ধক্যে বিবাহ করিয়া বাল বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বা
কৌলীন্য প্রথা হেতু কুলীনের বংশ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মৌলি
সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে আদম সুমারি Census লইলে ও

কৌলিন্য প্রথা হেতু লোকসংখ্যা হ্রাস।

কুলীন কায়স্থ কত লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেই অনু
(৮+৭২=৮০ ঘর মৌলিক কায়স্থ কত বৃদ্ধি পাওয়া উচিৎ।
তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং সপ্রমাণ হইল কৌলীন্যের সম্মানার্থে প্রথমে পণ প্রথার সৃষ্টি
কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে কি ছিল তাহা জানা যায় না। ৫০বৎসর পূর্ব্বে কুলীন বিবাহে

কৌলিন্য প্রথা-হেতু পণ প্রথা।

তৎপরে ৫১৲টাকা অনেক বিবাহ হইয়াছে বা অবশ্য তখনকার
৫১৲ টাকা এখন ৩।৪ গুণ অধিক অর্থাৎ ৪০।৫০, ২০০।২৫০ টা

এখন ১০।১৫ বৎসর মধ্যে এই প্রকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, বর্ত্তমান অ

বাল্য বিবাহ সংখ্যা হ্রাস হেতু বাল বিধবার সংখ্যা হ্রাস হইয়া কুমারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার

পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ কৌলীন্য প্রথার ২টী বি
ফলে। ১ম পণ প্রথা, ২য় বহু বিবাহ, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষ
সভ্যতার সহিত সম্প্রতি বহু বিবাহ সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়, পণ
আতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, অন্যান্য জাতি প্রধাণত কায়স্থ এবং বৈদ্য এই ২টী
উপর ইহার স্থিতি। এবং এই ২ জাতি ব্রাহ্মণের পদাঙ্ক অনুসরণ

ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য জাতি এই কুপ্রথার অনুকরণ করিয়াছেন।

আসিয়াছেন, সুতরাং যে সকল গুণ বা দোষ ব্রাহ্মণে জন্মে, তাহা কালক্রমে অন্যান্য জাতিতে প্রবিষ্ট হয় এবং এই পণ প্রথাও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অন্যান্য জাতি মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুবর্ণ বনিক হইতে এই প্রথার উৎপত্তি নহে।

"সন্তুষ্ট ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র ইব ধ্রুবম্॥"—মনু। শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা বশতঃ কুপুত্রের জন্ম, অকালে মৃত্যু,

শাস্ত্রে অনাস্থা, রাশিগণ না মিলান ২য় করণ

অকালে বৈধব্য প্রভৃতি ঘটিতেছে। ধন লোভে লোক অন্ধ হইয়া উপযুক্ত গণ, রাশি এবং বর্ণ না মিলাইয়া স্ব স্ব পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে মান্দ্রাজের অনুকরণ করা উচিৎ। সেখানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বংশের মধ্যে কখন রাশি গণ না মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হয় না। বিবাহ সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গ্রহাদির সহিত জীবনের নিকট সম্বন্ধ। সকলেই জানেন, একাদশী অমাবস্যার, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে দেহে রসাধিক্য হয়, তখন জড় দেহে এই প্রকার সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। অন্তরীক্ষবাসী গ্রহ সমূহ আমাদের দেহ মনের উপর সতত কার্য্য করিতেছে। গণ মিলন দ্বারা পরস্পরের মনোবৃত্তি অনেকাংশে

বর-কন্যায় গণ নিরূপণ।

স্থির করা যায়। কতকগুলি নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে, দেবগণ অর্থাৎ সত্বগুণ, কতকগুলিতে, নরগণ অর্থাৎ রজোগুণ, কথকগুলিতে রাক্ষস-গণ অর্থাৎ তমোগুণ প্রধান হয়। ইউরোপের প্রেম, গুণ বিবাহ অপেক্ষা হিন্দুর এই বিবাহ কত ভাল, তাহা সকলের একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, কারণ রূপ-মোহে আবদ্ধ হইয়া, অনেকে গুণাগুণ না দেখিয়া বা নিজের চরিত্র গোপন করিয়া, বাহ্যিক অন্য ভাব দেখাইয়া, পরস্পরের মন আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন লোক পরস্পর বিবহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হিন্দুরা গণ রাশি বর্ণ প্রভৃতি মিলাইয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, পরস্পরের মধ্যে মনের মিলন না হওয়ায় এবং অকালে বিধবা হওয়ার সম্ভব কম। জন্মিবার সময় সন্তান মাতৃগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ অবস্থায় কতকগুলি নক্ষত্র দ্বারা সংক্রামিত মাতৃ শরীরস্থ সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ অস্বাভাবিক নহে।

বারেন্দ্র ঢাকুর সমালোচনা।

(১৩১৭ সালের কায়স্থ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

যদুনন্দন বল্লালসেনের যে সকল কুকার্য্যের উল্লেখ করিয়া, বারেন্দ্র সমাজ

স্থষ্টির মূল কারণ স্থির করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না, ঘটিতে পারে কি না, নিরপেক্ষ ভাবে তাহাও দেখা উচিত। যদি বল্লালসেন জল-আচরণীয় ধীবরগণকে আচরণীয় করিয়া থাকেন, বা কুলীনকে মৌলিক এবং মৌলিককে কুলীন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের দোষগুণের বিচারান্তরই করিয়া থাকিবেন, কেন না তাহা হইলে, কুলীনের নয়টী লক্ষণের উল্লেখ করিয়া উক্ত নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমাজে কুলীন করিবেন কেন? যে কোন ব্যক্তিকেই কুলীন করিতে পারিতেন। অনাচরনীয় ব্যক্তি বল্লাল কর্ত্তৃক আচরনীয় হইলে, তাহার স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিতে পারিলে এবং রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে, বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে এবং বঙ্গের রাজা বল্লালসেনের নিয়ম উপেক্ষা করিলে, তিনি যে সহজে ছাড়িতেন এবং ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বল্লাল-সেনের একজন অধীনস্থ জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই বল্লালসেনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন, বঙ্গের রাজা বল্লালসেন এতদূর দুর্ব্বল ছিলেন, ইহা ধারণা করা যায় না। বিশেষতঃ বল্লালসেন যথেচ্ছাচারের পক্ষপাতী থাকিলে, তিনি আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থের কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন কেন? এবং নিত্যানন্দবংশীয় সপ্তাশী ঘর কায়স্থকেই বা 'অচলা' সংজ্ঞা প্রদান করিবেন কেন? এই সকল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত সমাজে কুলমর্য্যাদা বা সিদ্ধ সাধ্য বিভাগ ছিল না। বল্লালসেনের কুলবন্ধনে যাঁহারা অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সকল ব্যক্তি লইয়া ভৃগুনন্দী বারেন্দ্রভূমে কুলমর্য্যাদা উঠাইয়া দিয়া, একটী সমাজ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। এইজন্যই বোধ হয় বারেন্দ্র সমাজে, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কৌলিন্য মর্য্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অভাব দৃষ্ট হয়। অথবা ভৃগুনন্দী আদৌ কোন সমাজ স্থাপন করেন নাই। ৺গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে বল্লাল প্রবর্ত্তিত সমাজ বল্লালের অনেক পরে ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

বারেন্দ্র সমাজে সিদ্ধ সাধ্য বিভাগ না থাকিলেও, কন্যা পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ না করিয়া সমাজস্থ ব্যক্তিগণ,সমাজের উচ্চ আসন লাভ করিয়া থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং ঐ সকল মহানুভব ব্যক্তিগণ অর্থপিপাসু পুত্রকন্যা-বিক্রয়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সমাজে উচ্চ আসন লাভের যোগ্য,ইহা বোধ

হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, সমাজে অর্থ লালসার স্রোত প্রবেশ করিয়া, সমাজকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত ও অধঃপাতিত করিয়াছে, তাহাতে বারেন্দ্র সমাজে এরূপ মহানুভব স্বার্থত্যাগী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল। বর্ত্তমান সময়ে দুই চারিটী সদাশয় মহানুভব ব্যক্তি ব্যতীত, সমাজে এরূপ স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি খুজিয়া পাওয়া যায় না।

ঢাকুরে বিভিন্ন সময়ে, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বারেন্দ্র সমাজের সহিত বিভিন্ন সমাজের পুত্র কন্যার আদান প্রদানের উল্লেখ থাকায় বিভিন্ন সমাজের সহিত বারেন্দ্র সমাজের উক্তপ্রকার আদান প্রদানের প্রথা বরাবর চলিতে ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং বারেন্দ্র সমাজ মধ্যেও কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সমাজে কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ কি কুলীন মৌলিকের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, সমাজ এইরূপ আন্তর্গণিক বিবাহ সংঘটন হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ বর্ত্তমান এরূপ ঘটনা সহজে সম্পাদিত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে কন্যা পুত্রের আদান প্রদান নিমিত্ত বঙ্গীয় কায়স্থ মহাসভা হইতে বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। এবং আন্তর্গণিক বিবাহ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার সময় হইতে এপর্য্যন্ত বিভিন্ন সমাজের কুলীন মৌলিকের আসন লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। বস্তুতঃ সমাজের শৈশবাবস্থায়, বিভিন্ন সমাজের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, সমাজ আদৌ বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বিধাতা এমন কোন বিধান করিয়া রাখেন নাই, যে সমাজের শৈশবাবস্থায়, সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পুত্র ও কন্যার সংখ্যা সমান হয়, এবং একের পুত্রের সহিত অপরের কন্যার বিবাহ দিলেই সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। বারেন্দ্র সমাজের আদি-পুরুষ ভৃগুনন্দীর ৭টী, নরদাসের ৪টী ও মুরহর চাকীর ৮টী পুত্র ছিল, কিন্তু কাহারও কন্যা সন্তানের উল্লেখ নাই। এবং নাগ, সিংহ, দেব, দত্ত ঘরের ও কোন সন্তান সন্ততির উল্লেখ নাই। তবে এই শেষোক্ত ৪টী বংশের বংশ বিস্তার জন্য অন্ততঃ প্রত্যেকের একটী করিয়া ৪টী পুত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এই ২৩টী পুত্রের বিবাহে ২৩টী কন্যার দরকার। বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে এতগুলিন কন্যা সংগ্রহ হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। যদি সংগ্রহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া সমাজবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সমাজের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা সকল সমাজের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। কালক্রমে সমাজ বিস্তৃত হইয়া

পড়িলে, বিভিন্ন সমাজের সহিত না মিশিলেও চলিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সমাজের সহিত যে সকল সম্বন্ধ থাকে, তাহা তখন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং সেই সকল বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বাধ্য হইয়া, এক সমাজভুক্ত হইতে হয়। ইহাই একসমাজের ব্যক্তিগণের অন্য সমাজে আসিয়া মিলিত হইবার কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ভাবের সৃষ্টি হইলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে। এই বারেন্দ্র সমাজও যে বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তি হইয়া সমাজ পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঢাকুরের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়, স্থানান্তরে আমরা তাহা দেখাইব।

যাহা হউক, ভৃগুপ্রবর্ত্তিত সমাজ, নানা কারণে বারেন্দ্রভূমে ছড়াইয়া পড়িলে, সামাজিক ব্যক্তিগণ নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এই বিভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে স্থানান্তরে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য থাকায়, সমাজস্থ ব্যক্তিগণের পুত্র-কন্যার আদান প্রদান নিমিত্ত, যাতায়াতের সুবিধা জনক নিকটবর্ত্তী স্থানের স্ব স্ব শ্রেণীর কায়স্থ লইয়া, গ্রামের সঙ্গতিপন্ন প্রধান ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে একএকটী সমাজ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলেই যে সমভাবাপন্ন, অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন এবং সম্ভবতঃ কন্যা পুত্রের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমাজ পুষ্ট করিতে হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিভিন্ন সমাজ হইতে, অনেক ব্যক্তি বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হওয়ার অনুমান হয়, এই সময়ে একটী সমাজ গঠনের চেষ্টা হয় এবং সমাজের দল পুষ্ট করিবার নিমিত্ত, সেই সকল ব্যক্তিগণকে সমাজভুক্ত করিবার প্রয়োজন লক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অষ্ট মুনিসা, পোতাজিয়া নিবাসী অনেক ব্যক্তি রাজ সংসারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। অনেক জমিদার এবং রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় থাকায়, তাঁহাদের নেতৃত্বে সম্ভবতঃ একটী সমাজ পুনঃ সংস্থাপন বা সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং সেই সমাজে পোতাজিয়া, অষ্টমুনিসা, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান সেই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে, এই-জন্য আমরা ঢাকুরে দেখিতে পাই,—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমুনিসা গ্রাম,
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইল প্রধান।

অষ্টমুনিসা, পোতাজিয়া নিরাবিল বাছিয়া
খামরা, সরিসা, বাজুরস,
ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজী প্রকাশ"

বর্ত্তমান সময়ে বারেন্দ্র সমাজে যে দুইটী পঠী দৃষ্ট হয়, এই অষ্টমুনিসা সমাজ তাহার মধ্যে একটী। আর ভৃগু প্রবর্ত্তিত সমাজের মধ্যে যাহারা অষ্টমুনিসা সমাজভুক্ত নয়, পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব সমাজে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা দ্বিতীয় পঠী সংগঠিত।

যদুনন্দন ঈর্ষাবশতঃ ঢাকুরে ইহাদিগকে "মধ্যভাবাপন্ন," "নির্ণাম," "কষ্ট-ভাবাপন্ন," "পঠিমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল," "বহুগোষ্ঠী কে করে নির্ণয়" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহারা এই দ্বিতীয় পঠী হইতে প্রথম পঠীতে যাইয়া মিশিয়াছেন, যদুনন্দন তাঁহাদিগকে "সৎকরণ করিয়া সমাজে চলন হইল"—বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, দাস বংশের মধ্যে রাণীরায়, রামভদ্র ও রামনাথের বংশ ছাড়া, নরদাসের চারি পুত্রের বংশ, নন্দী বংশের শ্রীকণ্ঠ ও কৌতুকের বংশ, এবং শিবশঙ্করের অনেক সন্তান, কানু মাধবের অনেক সন্তান, যাহারা স্থানান্তরে বাস করিয়া পোতাজিয়া সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন; চাকী বংশের মধ্যে যাহারা পোতাজিয়া সমাজভুক্ত নহে; দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ বংশের প্রায় সকলেই এই দ্বিতীয় পঠীর অন্তর্গত। অধিকন্তু রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের অনেক বংশ এই সমাজ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এই সমাজ অষ্টমুনিসা সমাজ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। এই সমাজের ব্যক্তিগণের গোত্র-প্রবরাদি যে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণের গোত্র প্রবরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিল আছে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় তাঁহার বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

এই উভয় পঠীর মধ্যে, আদান-প্রদান পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। কি কারণ বশতঃ এই উভয় পঠীর মিশ্রণ সাধিত হইয়া, সমাজে এক পঠীর সৃষ্টি হয় নাই, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে উভয় পঠীর মধ্যে, যে মনোমালিন্য বিদ্যমান ছিল, তাহা ঢাকুরের বিবরণ হইতেই জানা যায়। বারেন্দ্র সমাজের দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের গোত্র, প্রবরাদি রাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজের উক্ত চারিঘরের গোত্র প্রবরাদির সহিত মিল আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বারেন্দ্র সমাজের নন্দী ও চাকী ঘরের গোত্র প্রবরাদি রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর নন্দী ও

পড়িলে, বিভিন্ন সমাজের সহিত না মিশিলেও চলিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সমাজের সহিত যে সকল সম্বন্ধ থাকে, তাহা তখন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সুতরাং সেই সকল বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে বাধ্য হইয়া, এক সমাজভুক্ত হইতে হয়। ইহাই একসমাজের ব্যক্তিগণের অন্য সমাজে আসিয়া মিলিত হইবার কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ভাবের সৃষ্টি হইলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে। এই বারেন্দ্র সমাজও যে বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তি হইয়া সমাজ পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঢাকুরের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়, স্থানান্তরে আমরা তাহা দেখাইব।

যাহা হউক, ভৃগুপ্রবর্ত্তিত সমাজ, নানা কারণে বারেন্দ্রভূমে ছড়াইয়া পড়িলে, সামাজিক ব্যক্তিগণ নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এই বিভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে স্থানান্তরে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য থাকায়, সমাজস্থ বক্তিগণের পুত্র-কন্যার আদান প্রদান নিমিত্ত, যাতায়াতের সুবিধা জনক নিকটবর্ত্তী স্থানের স্ব স্ব শ্রেণীর কায়স্থ লইয়া, গ্রামের সঙ্গতিপন্ন প্রধান ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে একএকটী সমাজ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলেই যে সমভাবাপন্ন, অদ্যাপিও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই সকল সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন এবং সম্ভবতঃ কন্যা পুত্রের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমাজ পুষ্ট করিতে হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিভিন্ন সমাজ হইতে, অনেক ব্যক্তি বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হওয়ার অনুমান হয়, এই সময়ে একটী সমাজ গঠনের চেষ্টা হয় এবং সমাজের দল পুষ্ট করিবার নিমিত্ত, সেই সকল ব্যক্তিগণকে সমাজভুক্ত করিবার প্রয়োজন লক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অষ্ট মুনিসা, পোতাজিয়া নিবাসী অনেক ব্যক্তি রাজ সংসারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। অনেক জমিদার এবং রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় থাকায়, তাঁহাদের নেতৃত্বে সম্ভবতঃ একটী সমাজ পুনঃ সংস্থাপন বা সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং সেই সমাজে পোতাজিয়া, অষ্টমুনিসা, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান সেই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে, এই-জন্য আমরা ঢাকুরে দেখিতে পাই,—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমুনিসা গ্রাম,
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইল প্রধান।

অষ্টমুনিসা, পোতাজিয়া নিরাবিল বাহিয়া
খামরা, সরিসা, বাজুরস,
ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এইমাত্র কুলজী প্রকাশ"

বর্ত্তমান সময়ে বারেন্দ্র সমাজে যে দুইটী পঠী দৃষ্ট হয়, এই অষ্টমুনিসা সমাজ তাহার মধ্যে একটী। আর ভৃগু প্রবর্ত্তিত সমাজের মধ্যে যাহারা অষ্টমুনিসা সমাজভুক্ত নয়, পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব সমাজে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা দ্বিতীয় পঠী সংগঠিত।

যদুনন্দন ঈর্ষাবশতঃ ঢাকুরে ইহাদিগকে "মধ্যভাবাপন্ন," "নির্ণাম," "কষ্ট-ভাবাপন্ন," "পঠিমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল," "বহুগোষ্ঠী কে করে নির্ণয়" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহারা এই দ্বিতীয় পঠী হইতে প্রথম পঠীতে যাইয়া মিশিয়াছেন, যদুনন্দন তাঁহাদিগকে "সৎকরণ করিয়া সমাজে চলন হইল"—বলিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, দাস বংশের মধ্যে বাণীরায়, রামভদ্র ও রামনাথের বংশ ছাড়া, নরদাসের চারি পুত্রের বংশ, নন্দী বংশের শ্রীকণ্ঠ ও কৌতুকের বংশ, এবং শিবশঙ্করের অনেক সন্তান, কানু মাধবের অনেক সন্তান, যাহারা স্থানান্তরে বাস করিয়া পোতাজিয়া সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন; চাকী বংশের মধ্যে যাহারা পোতাজিয়া সমাজভুক্ত নহে; দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ বংশের প্রায় সকলেই এই দ্বিতীয় পঠীর অন্তর্গত। অধিকন্তু রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের অনেক বংশ এই সমাজ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এই সমাজ অষ্টমুনিসা সমাজ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। এই সমাজের ব্যক্তিগণের গোত্র-প্রবরাদি যে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণের গোত্র প্রবরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিল আছে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় তাঁহার বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

এই উভয় পঠীর মধ্যে, আদান-প্রদান পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। কি কারণ বশতঃ এই উভয় পঠীর মিশ্রণ সাধিত হইয়া, সমাজে এক পঠীর সৃষ্টি হয় নাই, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে উভয় পঠীর মধ্যে, যে মনোমালিন্য বিদ্যমান ছিল, তাহা ঢাকুরের বিবরণ হইতেই জানা যায়। বারেন্দ্র সমাজের দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের গোত্র, প্রবরাদি রাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজের উক্ত চারিঘরের গোত্র প্রবরাদির সহিত মিল আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বারেন্দ্র সমাজের নন্দী ও চাকী ঘরের গোত্র প্রবরাদি রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর নন্দী ও

চাকী ঘরের গোত্র প্রবরের সহিত মিল দৃষ্ট হয়, কিন্তু অত্রিগোত্রধারী কো
দাস বংশ বারেন্দ্র সমাজ ব্যতীত রাঢ়ীয় বা বঙ্গজ সমাজে নাই, এবং আদিশূ
সময়ে অত্রি গোত্রধারী কোন দাস বঙ্গদেশে আসেন নাই, বরং মৌদগল্য গো
দাস রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজে আছে, কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের মৌদগল্য গো
দাস যদুনন্দনের মতে, নির্ণাম ও মধ্য ভাবাপন্ন এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প
অন্তর্গত। রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজে চাকী ৭২ ঘরের অন্তর্গত এবং নন্দীর মধ্যে
অনেকে ৭২ ঘরের অন্তর্গত এবং অনেকে তেজোধর নন্দীর বংশধর। বারে
সমাজের দাস, নন্দী, চাকী বংশের মধ্যে অনেকে উপনিবেশী বংশ সম্ভূত এ
অনেকে ৭২ ঘরের অন্তর্গত। এই তিন ঘর, বারেন্দ্র পঠীর উভয় সমাজ মধ্যে
বিদ্যমান। উপনিবেশী বংশ ও ৭২ ঘর যে মিশ্রিত হইয়া সমাজ মধ্যে প্রচলি
হইয়াছে, যদুনন্দনের বর্ণনা হইতে তাহা পাওয়া যায়।

"সংগ্রহ কৃত ঘরের তিন ভাব হয়,
উত্তম, মধ্যম, নীচ এই তিন কয়।
এই নষ্টভাবে হইল কতকগুলি ঘর,
নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার।
করণ গৌরবে কেহ ভাবত্তোম হৈল
কেহ বা মধ্যম ভাবে সর্ব্বত্র চলিল।"

যদিও এই বর্ণনা মধ্যে, ৭২ ঘরের অন্তর্গত দাস, নন্দী চাকির কোন উল্লে
নাই, তথাপি করণ গৌরবে কেহ ভাবোত্তম হইল, "কেহ বা মধ্যমভাবে সর্ব্ব
চলিল" এই বাক্যগুলির যোজনা থাকায় এবং যদুনন্দন ঢাকুর মধ্যে দাস, নন্
চাকীর বিবরণে তাহাদিগের উত্তম মধ্যম ভাবের উল্লেখ করায় এবং দেব, দ
সিংহ সম্বন্ধে "পঠীমধ্যে প্রচলিত হইল" বা নীচ "ভাবাপন্ন" ইতি উক্তি ক
এবং দেব, দত্ত, সিংহ ঘর গৌড়ীয় ৮৭ ঘরের মধ্যে না থাকায়, অনুমান ক
যাইতে পারে যে, এই সংগৃহীত ঘর যাহারা উত্তম ও মধ্যমভাবে অষ্টমুনিসা সম
মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল তাহারা দাস, নন্দী, চাকী ঘর ভিন্ন আর কোন ঘর নহে
কেন না অষ্টমুনিসা সমাজের অধিকাংশ ঘরই দাস, নন্দী, চাকী দ্বারা সংগঠি
এমন কি ইহা দাস, নন্দী, চাকী দ্বারা সংগঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এ
যদুনন্দন এই অষ্টমুনিসা সমাজের বিবরণই ঢাকুরে বর্ণনা করিয়াছেন। যদুন
ঢাকুরে যাহাদিগকে উত্তম ও মধ্যম ভাবাপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই দা
নন্দী, চাকী ঘরের মধ্যে কোন্ কোন্ ঘর ৭২ ঘরের অন্তর্গত তাহা স্থির করি

না পারিয়া বা চাচকিয়ার চাকি ইত্যাদি দুই একটী ঘরকে স্থির করিয়া "নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার" এই উক্তি করিয়াছেন। এই ৭২ ঘরন্তার্গত কায়স্থ, যাহারা অষ্টমুনিষা সমাজে উত্তম ও মধ্যম ভাবাপন্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত উপনিবেশী বংশের উত্তম ও মধ্যম ভাবাপন্ন ঘরের কোন পার্থক্য নাই এবং উক্ত সমাজে কোন্ ঘর উপনিবেশী এবং কোন্ ঘর ৭২ শ্রেণী হইতে সমুত্থিত, ইহাও নির্ণীত হয় নাই। দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের সকলেই উপনিবেশী, তাহারা গৌড়ীয় কায়স্থের অন্তর্গত নহে, কেন না ৮৭ ঘর গৌড়ীয় কায়স্থ মধ্যে দেব, দত্ত, সিংহ ও নাগ পদবীর কোন উল্লেখ নাই (কায়স্থতত্ত্ব ৭০ পৃষ্ঠা)। বিভিন্ন সমাজে এই দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর ৭২ ঘর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং দাস, নন্দীর সমান আসনে অবস্থিত, কিন্তু বিভিন্ন সমাজে চাকি ৭২ ঘরের অন্তর্গত। এই দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ সম্ভবতঃ—অষ্টমুনিষা সমাজের দাস, নন্দী, চাকিগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে পারেন নাই। এইজন্য অষ্টমুনিষা সমাজে ভৃগুপ্রবর্ত্তিত দেব, দত্ত, সিংহ ঘরের প্রায় সকলেই এবং নাগবংশেরও অধিকাংশ ব্যক্তি, এই অষ্টমুনিসা সমাজভুক্ত হয় নাই, এবং যদুনন্দনও ঢাকুরে সংগৃহীত সিংহ ও দেব বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ দেব, দত্ত, নাগ, সিংহকে সাধ্য মধ্যে ফেলিয়া ঢাকুরের উপসংহার করিয়াছেন। ভৃগুপ্রবর্ত্তিত দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘরের অভাবে অষ্টমুনিষা সমাজ দাস, নন্দী, চাকি দ্বারা গঠিত, ইহাই আমাদের ধারণা। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় পঠীকে ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত সমাজভুক্ত নয় বলিয়াছেন, তাহার কারণও অষ্টমুনিষা সমাজে দেব, দত্ত, সিংহ, সেন, কর, পালিত, রাহা ইত্যাদি মৌলিক ঘরগুলির অভাব দেখিয়া বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় পঠীর বিবাদের শান্তি হইয়া যাহাতে উভয় পঠীর মিশ্রণ সাধিত হয়, এবং কে ৭২ ঘর এবং কে উপনিবেশী বংশধর ইহা মনোমধ্যে স্থান না পায়, এই অভিলাষে, এবং যে সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছেন সেই সমাজকে শ্রেষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে, যদুনন্দন সকল দাস, নন্দী, চাকীকে দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন বলিয়া দাস, নন্দী, চাকি সনে কার্য্য করিলে, কি উপনিবেশী, কি ৭২, যে কোন ঘর শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন এবং অষ্টমুনিসা সমাজে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইবে, ঢাকুর মধ্যে এই উক্তি করিয়া গিয়াছেন। যদুনন্দনের উক্ত উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(ক) "দাস, নন্দী, চাকি সনে, কার্য্য করি প্রধানে,
পুনরপি হয় সেই খাড়া।"

(খ) "মহৎ গমন হৈলে, নিন্দা নাহি কোন কালে,
এই সার দেখি সর্ব্বজণ।"

(গ) "উত্তম মধ্যম ভাবে, পথি মধ্যে চলে সবে,
কুল কার্য্য প্রধান গণন।"

(ঘ) "সিদ্ধ বিনা কার্য্য ক্রটী অতীব প্রধান।"

(ঙ) "অষ্টমুনিষা পোতাজিয়া, নিবারেণ বাছিয়া,
খামরা, সরিসা, বাজু রাস।
ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এই মাত্র কুলজী প্রকাশ।"

যদুনন্দনের এই সকল উক্তি হইতে, আরও প্রতীতি হয় যে, ভৃগুপ্রবর দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর অষ্টমুনিষা সমাজ হইতে পৃথক হইলে, উক্ত অষ্টমুনিষা সমাজের দাস, নন্দী, চাকির সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ রাখিতেন না। যাঁহাদের সহিত পূর্ব্বাবধি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষে সম্বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য অষ্টমুনিসা সমাজ বিভিন্ন সমাজ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া নিজ সমাজ পুষ্ট করিতেন। অষ্টমুনিষা সমাজের দাস, নন্দী চাকির সহিত পূর্ব্বে আদান-প্রদান বেশী থাকিলে বা দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ ঘর তাহাদিগকে সিদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলে, উপনিবেশী দেব নাগ ও সিংহ ঘর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া চির-প্রথানুসারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং যদুনন্দনকে "দাস, নন্দী, চাকি সনে কার্য্য করি প্রধানে পুনরা হয় সেই খাড়া," "সিদ্ধ বিনা কার্য্য ক্রটী অতীব প্রধান" "ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই," ইত্যাদি উক্তি করিতে হইত না এবং ভৃগু নন্দী, নরদান্ত প্রভৃতিকে উপনিবেশী প্রতিপন্ন করার জন্য "পশ্চিম হইতে যবে এ দেশে আসিলে সবে" একথাও বলিতে হইত না। যাহা হউক, "ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই" যদুনন্দনের এই উক্তির উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে ইহা সমাজের প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করিতেছে কেন না যদুনন্দনের ঢাকুরের উপর নির্ভর করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আপনাদিগের শাখা বিশেষের উন্নতি করিয়া, অষ্টমুনিসা সমাজে আপনাদিগকে কায়স্থেতর বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা উক্ত সমাজের দাস, নন্দী, চাকির সঙ্গে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদিগের এই চেষ্টার ফলে অষ্টমুনিসা সমাজ যাঁহাদিগকে ৭২ ঘর হইতে উত্থিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁ

কার্য্য প্রয়োজনে, শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলেন, এমন সকল ব্যক্তিও তাঁহাদের কন্যা পুত্র বিক্রয়ের বেশ সুবিধা পাইয়াছেন, এবং অষ্টমুনিষা সমাজে তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও আবার পুত্রকন্যা বিক্রয়ীর নিকট হইতে সুদ-সমেত অর্থ আদায় করিতেছেন। এইরূপে সমাজে অর্থ লালসার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমাজকে প্রপীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, উভয় সমাজের মধ্যে, মনোমালিন্য থাকায়, যদুনন্দন অষ্টমুনিষা সমাজের এই ঢাকুর লিখিতে বসিয়া, আমাদের বর্ণিত অপর সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে "কষ্ট ভাবাপন্ন," "নির্ণাম," "পঠীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহারা উভয় পঠীতে মিশ্রিত, তাঁহাদিগকে মধ্য ভাবাপন্ন এবং যাহারা কেবল অষ্টমুনিষা পঠীতে আবদ্ধ, তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন বলিয়াছেন; এবং ঢাকুর মধ্যে করণ তাৎপর্য্যে শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন ও সিদ্ধ, সাধ্য, প্রভৃতি ভাবের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের ধারণা। আমরা ঢাকুর মধ্যে, ভৃগুনন্দীর সন্তান কানুমাধবের বংশকে শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন; শিব-শঙ্করের সন্তান মধ্যে, যাঁহারা উত্তরকালে অষ্টমুনিষা ও পোতাজিয়া বাস করিয়া, অষ্টমুনিসা সমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মধ্য ভাবাপন্ন এবং কানুমাধবের অন্যান্য জাতিগণকে কষ্টভাবাপন্ন দেখিতে পাই, তাহার কারণও এই বিভিন্ন পঠীতে অবস্থান। অন্যান্য বংশ সম্বন্ধে ও এইরূপ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, ঢাকুরের সপ্তঘরের সমালোচনা করিবার সময় তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং দেখা গেল, বারেন্দ্র সমাজে যে দুইটী প্রধান পঠী দৃষ্ট হয়, তাহারা স্বতঃ এক সমাজ-ভুক্ত ছিল, এমন কি এক ভাই এক সমাজ-ভুক্ত এবং অপর ভাই অন্য সমাজ-ভুক্ত। তবে বিভিন্ন সমাজে অবস্থান নিমিত্ত, পূর্ব্বকালে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও সেই মনোমালিন্যের জন্যই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, এক সমাজের ব্যক্তি অন্য সমাজের ব্যক্তির কোন সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যোগ দিয়া থাকে না এবং যিনি যাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যোগ দিয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন অপর সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ দিয়া থাকেন না। আহারাদির সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর নিয়ম পালিত হইয়া থাকে। এক সমাজস্থ ব্যক্তি, কায়স্থেতর কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আহার করিতে দ্বিধা না করিলেও, বিশেষ বন্ধুত্ব না থাকিলে, অপর সমাজস্থ কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আহার করেন না।

এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের উদারতা প্রশংসনীয়। বারেন্দ্র সমাজের এক
কায়স্থগণের সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে অপর পঠীর কায়স্থগণ যোগদা
করিলেও, ব্রাহ্মণগণ তাহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বৈ
ব্রাহ্মণগণ কে কোন প্রণামী দেওয়ার দরকার হয় না। ব্রাহ্মণগণ সে
যোগদান না করিলেও, কায়স্থগণের কিছু বলিবার উপায় থাকে না, কে
তাহাদের স্বজাতীয়েরা যোগদান করে নাই এবং কায়স্থগণ অপেক্ষা যোগদান
ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের এরূপ সংকীর্ণতা প
করা উচিত। বিভিন্ন সমাজের সহিত মিশিতে হইলে, নিজ নিজ সমাজের
সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, বিভিন্ন সমাজের
কি রূপে মিশিবেন। এবং বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তিগণই বা কিরূপে সেরূপ
গ্রহণ করিতে পারেন। কেন না বিভিন্ন সমাজেও দেব, দত্ত, নাগ,
নন্দী, চাকি, দাস, সেন, কর, পালিত, প্রভৃতি মৌলিক ঘর এবং ৭২ ঘর
বিদ্যমান আছে। এবং বিভিন্ন সমাজে নন্দী, চাকি, দাস, অপেক্ষা দে
নাগ, ও সিংহ শ্রেষ্ঠ। বারেন্দ্র সমাজের দাস, নন্দী, চাকি যদি ব
ঢাকুরের জোরে আপনাদিগকে কুলীন বিবেচনা করিয়া, বারেন্দ্র সমাজের
দত্ত, নাগ, সিংহকে আপনাদের অপেক্ষা নীচ ঘর মনে করিয়া থাকেন
তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে না চান, তাহা হইলে অন্য সমাজের দেব, দত্ত,
সিংহ, বারেন্দ্র, নন্দী, চাকী, দাসকে আপনাদের অপেক্ষা হীন বাহা
বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে ইতস্ততঃ করিবেন না কেন?
বারেন্দ্র, দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ অন্য শ্রেণীর মৌলিকের মত বারেন্দ্র, দাস,
চাকির সহিত না মিশিয়া, অন্য শ্রেণীর সহিতই বা মিশ্রিত হইবেন না[কে
সমাজ-সংস্কারে সকলেরই স্বার্থত্যাগ দরকার। সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায়
হইলে, এই সকল সংকীর্ণতা পরিত্যক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কে
কায়স্থ-সভা ও উপবীতের কল্যাণে বর্ত্তমান সময়ে, বারেন্দ্র সমাজের শি
সম্প্রদায়, উক্ত প্রকার বিভিন্নতা ও মনোমালিন্যের তীব্র কুফল বিবেচনায়, ঐ
পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপবিতি ক
গণ মধ্যেও বেশ একটু সহানুভূতি দেখা দিয়াছে। এমন কি, এই অল্প
মধ্যে রাঢ়ীশ্রেণী আর বারেন্দ্রকে ঘৃণা করে না এবং বিভিন্ন পঠীস্থ বা
মধ্যেও ঘৃণা বা দ্বেষের ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

বাহাত্তর ঘর ও ভৃগুনন্দী:—আজকাল বারেন্দ্র সমাজের সমাজ

হাত্তরের নাম শুনিলে, নাক সিট্‌কাইয়া থাকেন এবং বলেন যে ভৃগুনন্দী কান ৭২ ঘর বারেন্দ্র সমাজে গ্রহণ করেন নাই। আমরা ঢাকুরের বিবরণ হতে দেখাইব যে, ভৃগুনন্দী তাঁহার প্রবর্ত্তিত সমাজে রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ সমাজের াজ-পতিগণের ন্যায়, সদাচার সম্পন্ন বাহাত্তর ঘর কায়স্থগণকে নিজ সমাজ-ক্ত করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় গৌড়ীয় কায়স্থগণ বৌদ্ধাচারী হইলেও, বর্ত্তমান সময়ের ম্লেচ্ছাচার অপেক্ষা বৌদ্ধাচার অনেক পরিমাণে ভাল ছিল. তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে একটী অবতার বলিয়া মনে করেন। অদ্যাপিও পুরুষোত্তমে বৌদ্ধাচারের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষোত্তমে হিন্দুগণ যে কোন জল আচরণীয় জাতির স্পৃষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বৌদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের সমাজে গৃহীত হইয়াছিল এবং গৌড়ীয় কায়স্থগণ বঙ্গীয় ও রাঢ়ীয় সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা যে বারেন্দ্র সমাজে গৃহীত হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বারেন্দ্র সমাজ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজ হইতে উৎপন্ন। গৌড়ীয় কায়স্থগণ ন্যূনাধিক ৮০০শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কায়স্থের হীন জাতি নহেন, যে শিক্ষা বা ধন-গৌরবে সমাজ-মধ্যে প্রবেশ লাভ করায় প্রাচীন বংশ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। ৭২ ঘরের যে ৭২টী পদবী আছে, তাহা দ্বারাই উক্ত কায়স্থগণ পরিচিত। বাহাত্তর ঘর সম্বন্ধে ঢাকুরে লিখিত আছে,—

"সপ্তঘর লইয়া হইল কার্য্য প্রয়োজন,
বাহাত্তর ঘরের কথা শুন দিয়া মন।"

* * * *

"এই বাহাত্তর ঘর নহে সমজিত,
কায়স্থ শ্রেণীতে কিন্তু হৈল উপনীত।"
"নিনা নন্দী কাড়ি যার বান্ধা ঘাড়ে ছিল,
কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল।
তা সবার বাড়াইতে রাজার হৈল মন,
প্রধান কায়স্থ সঙ্গে ঘটায় করণ।
আর আর পঠীতে গিয়া মিশিতে লাগিল,
বারেন্দ্র পঠীতে কিন্তু তারা ত্যাজ্য হৈল।"

"চল্লিশ ঘরের এবে শুন তার তম,
কেহ বা নিন্দিত ত্যজ্য কেহ বা উত্তম।"

এই উদ্ধৃত অংশের——

"বিনা নন্দী কাড়ি যার বাদা ঘাড়ে ছিল,
কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল।"

এবং

"আর আর পঠীতে গিয়া মিশিতে লাগিল,
বারেন্দ্র পঠীতে কিন্তু তারা ত্যজ্য হৈল।"

এই দুইটী শ্লোক অসংলগ্ন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের বাদা শব্দে "বাধা" প্রতিবন্ধক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং শ্লোকের অর্থ এইরূপ করিতে পারি,—

সমাজে মিশিবার পক্ষে, তাহাদের যে প্রতিবন্ধক ছিল বা তাহারা যে অবস্থায় গ্রস্থ হইয়াছিলেন, নন্দী তাহা অপনয়ন করিলেন, সুতরাং তাহারা কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল। এখানে "কায়স্থ সমাজ" শব্দে বারেন্দ্র শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণী বুঝায় না, কেন না তাহা হইলে, নন্দী তাহাদের অপবাদ ভঞ্জন করিতে যাইবেন কেন? এবং নন্দী অপবাদ খণ্ডন করিলেই বা অন্য সমাজ তাহা শুনিবেন কেন? সুতরাং এই শ্লোক অনুসারে স্বীকার করিতে হয় যে ৭২ ঘর নন্দী কর্ত্তৃক পঠীমধ্যে গৃহীত হইয়াছিল। তাহা হইলে—"বারেন্দ্র পঠীতে কিন্তু তারা ত্যজ্য হৈল" এই শ্লোকের কোন স্বার্থকতা লক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে ইহার পূর্ব্ব চরণ দ্বারা স্বীকৃত হইতেছে যে তাহারা অন্য পঠীতে গিয়া মিলিতে লাগিল, সুতরাং বারেন্দ্র পকৃতে যে মিশে নাই ইহা সম্ভব হয় না।

তাহার পরে——

"চল্লিশ ঘরের এবে শুন তার তম,
কেহ বা নিন্দিত ত্যজ্য কেহ বা উত্তম।"

এই শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, ৭২ ঘরের অন্তর্গত ৪০ ঘরের মধ্যে, যাহাদের আচার ব্যবহার উত্তম ছিল, ভৃগুনন্দী তাহাদিগকে নিজ সমাজভুক্ত করেন। কেন না, যদুনন্দন শ্লোকে ৪০ ঘরের মধ্যে কেহ বা ত্যজ্য, সকলে ত্যজ্য নহে একথা বলিতেছেন। উত্তর কালেও অনেক ঘর সংগ্রহ করিয়া, বারেন্দ্র সমাজ করা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও ঢাকুরে বিদ্যমান আছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:——

"এ সব ঘরের ভাব, সবে নাহি জানে,
যে ভাবে মিশিল আসি, শুন সর্ব্ব জনে।
জান মাণী কুদরতি দুখায়তি আর,
হাল ধরা নাম করা পঞ্চম প্রকার।"
"সংগ্রহ কৃত ঘরের তিন ভাব হয়,
উত্তম, মধ্যম, নীচ, এই তিন কয়।
এই নষ্ট ভাবে হৈল কতকগুলি ঘর,
নিশানা পঠীর মধ্যে, নাহি সব তার।
করণ গৌরবে কেহ ভাবোত্তম হৈল,
কেহ বা মধ্যম ভাবে সর্ব্বত্র চলিল।
কারো কিন্তু পূর্ব্বভাব নহে উপেক্ষিত,
আর পঞ্চ ঘর পরে হৈলা উপনীত।
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান,
প্রাণ-পণে কুল কার্য্য করিয়া প্রধান।
যাঁহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা,
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা।
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর,
দুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষ মাত্র সার।
পূর্ব্ব কার্য্য করণ বিচারি না দেখে,
স্বর্গাপবর্গ ভাব শুনি ধান্দা লাগে।"

এই শ্লোক পাঠে বুঝা যায় যে গৌড়ীয় কায়স্থ মধ্যে যাহাদের আচার ব্যবহার বড় ভাল ছিল না এবং যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, যদুনন্দন তাহাদিগকে "জানমানসী," "কুদরতী," "দুখায়তী," "হালধরা," "নাম করা," "বাদা ঘাড়ে ছিল," ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহারা দাস, নন্দী, চাকি সনে কার্য্য করিয়া করণ গৌরবে সমাজ মধ্যে উত্তম ও মধ্যম ভাব গ্রহণ করিয়াছে। এবং কাহার বা পূর্ব্বভাব উপেক্ষিত হয় নাই। বারেন্দ্র সমাজের সহিত এই মিশ্রণ ব্যাপার, এ রূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে যে, সমাজ মধ্যে কে উপনিবেশী কায়স্থ এবং কে গৌড়ীয় কায়স্থ, ইহা নির্ণয় করা কঠিন, "নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার।" ইহার পরে পঞ্চঘর এবং পরে সপ্তদশ ঘর সমাজে প্রবেশ লাভ করিলেন।

"যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা।"

এস্থলে বিংশতি লোকের অর্থ বুঝা যায়না। বল্লালসেনের সময় উপনিবেশী কায়স্থ বংশধরের মধ্যে, যাঁহারা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আদি পুরুষ হইতে দ্বাদশ পুরুষের অধিক অধস্তন কেহ ছিলেন না। তবে গৌড়ীয় কায়স্থের মধ্যে অনেকে বিংশ পুরুষে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাহাই হয়, তাহা হইলে ৯৯৪ শকে তাহারা থাকিবেন না কেন? এই ৯৯৪ শকে সপ্তদশ ঘরের ৩ হইতে ৭ পুরুষ মাত্র ছিল, সুতরাং এই সপ্তদশ ঘরকে উপনিবেশী কায়স্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহা হইলে, দেখা গেল গৌড়ীয় কায়স্থ ২২ বাইশ ঘর উপনিবেশী কায়স্থ ৯৯৪ শকের পরে, বারেন্দ্র সমাজের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সরমার অর্দ্ধঘরও বারেন্দ্র সমাজে স্থান করিয়াছে, ঢাকুরে তাহার প্রমাণ আছে :—

"সাতঘর একত্র লইয়া পঠিবদ্ধ কৈলা
তৎপশ্চাতে আধঘর সরমা ইহলা।

এই শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তি শ্লোকের একটু বিরোধ দৃষ্ট হয়।

"সেই হইতে সরমা গেল অন্য দেশে
বারেন্দ্র প্রধান মধ্যে কভু নাহি মিশে।"

সম্ভবতঃ, সাতঘর লইয়া বারেন্দ্র পঠিবদ্ধ হইবার পরে সরমা বা শর্ম্মা (ঘরের অন্তর্গত একটী ঘর) অন্যান্য সংগৃহীত ঘরের ন্যায় সমাজে প্রবেশ লাভ করে।

যদুনন্দন ৭ সাত ঘর লইয়া বারেন্দ্র পঠি সমাজ বদ্ধ হয়, একথা বলে কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ৯৯৪ শকের পূর্ব্বে ২২ ঘর উপনিবেশী কা ও সদাচার বিশিষ্ট কায়স্থ, বারেন্দ্র সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হইলে, ধরা যাইতে পারে বল্লালসেনের পঠিবদ্ধ করিবার বহুপূর্ব্বে বারেন্দ্র সম ৭ সাত ঘর লইয়া স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া প্রমাণিত হইতেছে যে, বারেন্দ্র সম রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের সহিত মিশ্রিত ছিল। এক্ষণে ৯৯৪ শক সম্বন্ধে বিবে করা যাউক।

"যাঁহারা বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিলনা একদা।"

ঢাকুরের এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ৯৯৪ শকে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বঙ্গে আগমন করেন। ঢাকুর মধ্যে, ৯৯৪ শকে যে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বঙ্গে আগমন করেন, একথার কোন উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের ৪৯শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ঘটকদিগের রাক্ষনা কারিকা দৃষ্টে ৯৯৪ শকে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসেন জানা যায় এবং ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতের লিখনে ৯৯৯ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আসেন দৃষ্ট হয়। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে বঙ্গাগত ব্রাহ্মণগণের যে নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ অদিশূরের সময়ে ৫ জন কায়স্থ সহ এ দেশে আগমন করেন। সুতরাং ৯৯৪ বা ৯৯৯ শকে যে ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মণগণের আগমনের বিষয়। বল্লাল-সেনের সময়ে বা তাহাদের কিছু পূর্ব্বে এদেশে পশ্চিম হইতে কোন ব্রাহ্মণ আসেন নাই। যদুনন্দন সম্ভবতঃ ঘটকদিগের ঐ সকল বাঙ্গলা কারিকা হইতে ৯৯৪ শকে আদিশূরের সময়ের ব্রহ্মণ এবং কায়স্থগণের বঙ্গে আগমনের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভৃগুনন্দী প্রভৃতি ৯৯৪ শকে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি ঢাকুরে ৯৯৪ শকের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে আদিশূরের সময়ে, তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন। যদুনন্দন তাহাই জানাইতে চাহেন। ৫ জন কায়স্থ বঙ্গে অসিবার কিছু দিন পরে, তেজোধর নন্দী প্রভৃতি ২৭ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন। যদুনন্দন সম্ভবতঃ তেজোধর নন্দী বা তাহার কোন বংশধরকে ভৃগুনন্দী স্থির করিয়া থাকিবেন। সুতরাং ভৃগুনন্দী যে তেজোধর নন্দীর বংশধর তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

আদি ঢাকুরী :—যদুনন্দন ঢাকুরে বলিয়াছেন যে তাঁহার কৃত পদ্যঢাকুরে কাশী-দাস কৃত আদি ঢাকুরী হইতে সংগৃহীত, এবং উক্ত কাশীদাস ঢাকুরের বর্ণনা যদুনন্দন তাঁহার ঢাকুরে সংযোজিত করিয়াছেন। নন্দী বংশের বর্ণনামধ্যে যদুনন্দন লিখিয়াছেন :—

"আদি কুলজীতে লিখি বিস্তারিতে
বংশাবলী-ক্রিয়ো যত
কিঞ্চিৎ আভাষ ইদানীং প্রকাশ
লিখি আমি তার মত।"

"এই ত করিনু কিছু মহিমা কীর্ত্তন,
আদি ঢাকুরীতে আছে অনেক বর্ণন।"

(৪৩ পৃষ্ঠা ঢাকুর)

এই শ্লোক হইতে দেখা দেখা যায় যে, এই আদি ঢাকুরীতে ভৃগুনন্দীর বংশাবলী ও ক্রিয়াদি বিশদভাবে লিখিত আছে। যদুনন্দন সেই বর্ণনা হইতে নন্দী বংশের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

চাকি ও নাগ বংশের বর্ণনাকালে যদুনন্দন বলিয়াছেন—

"এই ত সকল স্থান, কহি সবা বিদ্যমান
পূর্ব্বকুলজীতে যাহা কয়।" (৪৮ পৃষ্ঠা)

"এ সব প্রস্তাব যত, আদি ঢাকুরীর মত,
বিশেষিয়া বিস্তার বর্ণন।" (৫১ পৃষ্ঠ।)

ঢাকুর যদুনন্দন চাকি বংশের সন্তানগণের বিভিন্ন বাসস্থানের উল্লেখ করি বলিতেছেন যে পূর্ব্ব ঢাকুরেও এই সকল বাসস্থানের এইরূপ উল্লেখ ছিল সুতরাং দেখা গেল, যদুনন্দন যে আদি ঢাকুরীর উল্লেখ করিয়াছে, সেই আ ঢাকুরীতে বংশাবলী, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্যকরূপে লিখিত ছিল। পক্ষান্ত ঢাকুরের,—

"কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস,
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ।
যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা,
পঞ্চ ব্রাহ্মণ-সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা।
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈলা দাসবর,
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর।"

(১৭ পৃষ্ঠা ঢাকুর)

এই শ্লোক পাঠে জানা যায়, আদিশূরের সময়ে যে সকল কায়স্থ বঙ্গে আগমকরেন। করিয়াছিলেন, কাশীদাস তাহাদের কুলজীর সৃষ্টি করেন এবং তাহার বহুকা পরে বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলিন্য মর্য্যদা প্রদান করা হয়। সুতরাং কাশীশ্বর দা বল্লালসেনের পূর্ব্বতন সময়ের লোক এবং তাহার কুলজী বল্লালসেনের বহুপূ লিখিত হয়। বল্লালসেনের সময় যে সকল কায়স্থ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলে বা বল্লালসেনের পঠি বিভাগের পর যে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সমাজ বা সমা ভুক্ত ব্যক্তির বিবরণ কাশীদাসের পুস্তকে স্থান অসম্ভব। বারেন্দ্র সমাজ স্থাপ

ভৃগুনন্দী, নবদাস ও মুরারী চাকি বল্লালসেনের সময়ে এদেশে আগমন করেন এবং বল্লালসেনের পঠি বন্ধনে অসন্তুষ্ট হইয়া নন্দী, চাকি, ও দাস বারেন্দ্র পঠির সৃষ্টি করেন, ইহা স্বীকার করিলে, নন্দী, চাকি বা দাস বংশের বিবরণ বা বংশাবলী কাশীদাসের ঢাকুরে স্থান পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি বল্লালসেনের সময়ের পূর্ব্বের রচিত কোন ঢাকুর গ্রন্থ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সকল সমাজই সেই গ্রন্থের দাবী করিতে পারিতেন এবং তাহা আমাদের সহিত সকল সমাজে রক্ষিত হইত। কিন্তু এরূপ কোন গ্রন্থের প্রমাণ অদ্যাপিও পওেয়া যায় না বলিয়া আমাদের ধারণা। বল্ললসেনের সমাজ বন্ধনের পরে অনেক কুল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়। যদুনন্দন ঐ সকল কুলগ্রন্থ, মিশ্রকারিকা এবং বঞ্জিতের দোঁহাবলীর সাহায্যে এই ঢাকুর গ্রন্থ লিখিয়া সেই সকল গ্রন্থকে আদি ঢাকুরী নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন, ঢাকুর প্রণয়ন কালের মন্তব্য মধ্যে, আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

জনৈক কায়স্থ।

সংবাদ।

গত ৪ঠা আষাঢ়, রবিবার এবং ১৮ই আষাঢ়, রবিবার, কলিকাতা মৃজাপুরে দুইটী কায়স্থ সভা হয়। প্রথম সভা। ৪ঠা আষাঢ়, যোগীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে (২০ নং কালিদাস সিংহের লেন) হয়। বৃষ্টি সত্ত্বেও পাড়ার প্রায় ৬০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। বেলা ৫৷৷০ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়াছিল। আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী উপনয়নের উপযোগীতা বিষয়ে সুন্দর ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং নানা প্রশ্নের উত্তর দ্বারায় স্থানীয় যুবকবৃন্দের মধ্যে একটী নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় সভা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিসাধন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে (২২ নং কালীদাস সিংহের লেনে) হয়। এই সভার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক বর্ণগুরু সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা'র প্রচার সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা (এ বৎসরের সভাপতি) ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা (এ বৎসরের প্রধান সম্পাদক)

এবং উক্ত সভার সভ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কথার প্রতিবাদে শ্রীযু বেহারীলাল রায় দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী দেবব এবং মৃজাপুর নিবাসী প্রায় ১০০ জন কায়স্থ মহোদয় উপস্থিত ছিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে আপত্তিকারী ব্রাহ্মণদের উপনয়নের অযৌক্তিকতা তার সুললিত বক্তৃতা করেন। তৎপরে বেহারী বাবু সকলকে সভার উদ্দেশ্যগুলি উত্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে উপনয়ন হইলে শীঘ্রই সকল শ্রেণীর একীকরণ এ বিবাহ পণের অত্যাচার কম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তৎপরে উপেন্দ্রবাবু কায়ে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়নের আবশ্যকতা বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন। অবশেষে কা বীর সারদাবাবু উপনয়নের উপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা কিছুক্ষণ করিবার পর বৃ আরম্ভ হওয়ায় সভাভঙ্গ হয়। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ তথাপি চলিয়া যান নাই, উপনয়নে বিষয়েই সারদাবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ১ জন সন্দেহ ভঞ্জনে জন্য ২।১ টী প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তর পাইয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হ এই সভায় আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত গী গীত হয় :—

হেরি বিপরীত এবে ক্ষত্রিয় লক্ষণ।
ক্ষত্রিয় কায়স্থ আজ,
ত্যজিয়াছে পিতৃ-সাজ,
শূদ্রত্ব কালিমা রাগে রঞ্জিত বদন ॥
চাহ যদি আর্য্য মান, কায়স্থ সন্তান।
কর যাগ যজ্ঞ, হোম,
ছাড়ি হিব্রী, গ্রীস, রোম,
নিজ বংশ ইতিহাস করহ সন্ধান ॥
যজ্ঞ সূত্র আর শিখা আর্য্যের লক্ষণ।
দিয়া তাহে জলাঞ্জলি,
শূদ্রত্ব কলঙ্ক ডালি,
কি বলিয়া করিয়াছ অঙ্গের ভূষণ ॥
ক্ষত্রিয় দ্বিজাতি শুনি শাস্ত্রের বচন,
দ্বিজাচার ভ্রষ্ট যারা,
অনার্য্য অস্পৃশ্য তারা,
কায়স্থ! শূদ্রত্ব ত্যজ ক্ষত্রিয় সন্তান ॥

দ্বিজ বিনা শূদ্রাচারী ক্ষত্রিয় না হয়,
পৈতা লয়ে দ্বিজ হয়,
পৈতা বিনা কিছু নয়,
উপবীত হীনতায় না সাজে ক্ষত্রিয় ॥

দাস দাসী শব্দ অতি ঘৃণিত বচন।
ভেবে দেখ মনে মনে
দাস দাসী কারে বলে
বিদুরের জন্ম স্মর, বুঝিবে তখন ॥

দাস দাসী পরিহার দেব দেবী হতে,
হয়ে থাকে যদি সাধ,
শূদ্রাচারে সা'ধ বাদ,
উপবীত ধর গলে আনন্দিত চিতে ॥

শূদ্রত্ব বাচক দাস দাসী শব্দ হয়,
শূদ্র যে চণ্ডাল সম,
অস্পৃশ্য কুক্কুরাধম,
তা'দের বিবাহ তাই অনার্য্যের প্রায় ॥

ভগবন! যাচি বর তোমার চরণে
ক্ষত্র বংশধরগণ
ভুলে গেছে বংশ মান
জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন (কর) তাদের এক্ষণে
কুশণ্ডিকা বিনা কভু বিবাহ না হয়।
সপ্তপদী আদি ক'রে,
লাজ হোম না করিলে,
সহধরমিণী (পত্নি) শাস্ত্রে নাহি কয় ॥

বেদোক্ত মন্ত্রাদি পড় ক্ষত্রিয় সন্তান।
করিয়া ওঙ্কার ধ্বনি,
অগ্নিতে আহুতি দানি,
প্রকৃত ক্ষত্রিয় রীতি করহ পালন ॥

কন্যার বিবাহে ভাই ক্ষত্রিয় সন্তান।
কাজললতা ত্যজ্য করে,
বিরাঙ্গনা বেশ দিয়ে,
ক্ষত্রিয় কুমারী করে দিও তীক্ষ্ণবাণ ॥
ধনুক ধরিয়া করে ক্ষত্রিয় কুমার।
অশ্বে আরোহণ করি
পার্শ্বে দিয়ে তরবারি
ক্ষত্রিয় বিবাহ রীতি করহ প্রচার ॥

* * *

বিবাহে আড়ম্বরে বৃথা ব্যয় একদিকে যেমন কমিয়া যাইতেছে, আবার অ
একদিকে বাড়িতেছে। খুব দামী ও সৌখীন নিমন্ত্রণ পত্র আজকাল
চলিয়াছে। আবার সম্প্রতি কোন এক বিবাহে পাকাদেখার নিমন্ত্রণের ইংরা
ভাষায় সুন্দররূপে ছাপান কার্ড (Card) দেখিলাম। পাকাদেখা চিরকা
নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্বেরই নিমন্ত্রণ হয়, পত্র ছাপান আবশ্যক হয় না। পাকাদে
প্রথাই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং বিবেচক মহোদয়েরা অনেকে তুলি
দিতেছেন। আবার অনেকে পাকাদেখায় খুব একটা খরচ করিবার সু
সুযোগ পাইতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

পাত্রী আবশ্যক।

একটী সুন্দরী দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন কায়স্থ কন্যা আবশ্যক। সত্বর আম
নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। ৯৩ নং কালী কুণ্ডুর লেন, হাওড়া।

নোটিস।

একখানা Empire of India Life Assurance Compan
Limitedএর premium receipt পাওয়া গিয়াছে। কোন কায়
ভদ্রলোকের প্রদত্ত টাকার রসিদ। প্রমাণসহ রসিদের অধিকা
কায়স্থ সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

প্রথম অধিবেশন।

২৪এ বৈশাখ, ১৩১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, (সভাপতি), সভাপতির আসনে।
(দ) শ্রীযুক্ত নবকিশোর বসু দেববর্ম্মা।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ। (আয় ব্যয় পরীক্ষক)।
(ব) „ চন্দ্রকান্ত ঘোষ।
(উ) „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ। (সহঃ সম্পাদক)।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
(ব) „ বেহারীলাল রায় দেববর্ম্মা।
(দ) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(দ) „ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা।
(দ) „ কৈবল্যনাথ বিশ্বাস।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
(দ) „ অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা।
(উ) মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব দেববর্ম্মা।
(দ) ডাক্তার „ ধন্বন্তরিনাথ মিত্র দেববর্ম্মা।
(দ) শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়।
(বা) „ বিশ্বম্ভর রায় দেববর্ম্মা। (সহঃ সভাপতি)।
(দ) „ মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। (সম্পাদক)।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন ও তাঁহাদের নাম পঠিত হয় :—

(উ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, সাং ভগলপুর। (সহঃ সভাপতি)।
(বা) „ প্রভাশচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, সাং বগুড়া।

(বা) „ হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, হাং সাং কটক। (সহঃ সম্পাদক)।

(দ) „ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, হাং সাং কানপুর।

(ব) „ শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা, সাং কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ জেলা।

(ব) „ শরৎচন্দ্র ঘোষ, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

গত বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির শেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ। নিম্নলিখিত এগার জন মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন :—

(দ) শ্রীপরেশনাথ মিত্র. সাং গুয়াতলী পোঃ, যশোহর জেলা।

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

(দ) শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী রায়, জমিদার, নড়াইল, কাশিপুর পোঃ, কলিকাতা

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

(দ) যতীন্দ্রনাথ রায়, আই সি এস, জমিদার, নড়াইল, কাশিপুর, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

(?) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নাগ, জমিদার, মারসিট, পাণ্ডুয়া পোঃ, হুগলী জে

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা।

(উ) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস, হাং সাং অনাথনাথ দের লেন, বেলগাছি কলিকা

প্রস্তাবক—মাননীয় কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব দেববর্ম্মা

(?) শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় দেববর্ম্মা, সাং পাবনা।

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

(উ) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায়, হাং সাং ১৫।১ রাজেন্দ্রনাথ সেনের গ কলিকাত

প্রস্তাবক—ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা।

(র) শ্রীযুক্ত শশিবর নিয়োগী, এল্ এম এস্, ডাক্তার, সিরাজগঞ্জ।

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

(উ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, ফুলেশ্বর গ্রাম, উলুবেড়ে পোঃ, হাওড়া জেলা।

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

(উ) রাজা সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সাং বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী পোঃ, হুগলী জে

প্রস্তাবক—মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব দেববর্ম্মা।

(দ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, স্বল্প বাহিরদিয়া কায়স্থ সভার সম্পাদক, স্বল্পবাহিরদিয়া গ্রাম, আলাইপুর পোঃ, খুলনা জেলা।

প্রস্তাবক—সম্পাদক মহাশয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন :—

(উ) কুমার ইন্দ্রদেব রায়।

(উ) শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়।

(উ) „ ললিতমোহন সিংহ রায়।

(উ) „ রাজা সতীন্দ্রদেব রায়।

তৃতীয় প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনের নির্দ্ধারণগুলি (resolutions) কার্য্যে পরিণত করার উপায়। সম্পাদক মহাশয় এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্রের সারাংশ বলিয়া বলিলেন যে আমাদের বিরোধী ব্রাহ্মণদের সহিত আমার যেরূপ আচরণ করা উচিত তাহা গত বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে বিবাহে পণ বিষয়ে এখনই কতদূর কৃতকার্য্য হইবে বলা যায় না, কিন্তু পাকা দেখা, গায়ে হলুদ আয়ুবৃদ্ধ্যন্ন, বরানুগমন এবং ফুলশয্যা প্রভৃতি বৃথা আড়ম্বরে ব্যয় করা কি সভ্যদের মধ্যে স্থগিত করিতে চেষ্টা করা যায় না? কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হউক। তাঁহারা এই উভয় বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে তাহাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করুন :—

(উ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ।

(দ) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।

(ব) „ চন্দ্রকান্ত ঘোষ।

(বা) „ হরিশ্চন্দ্র রায়।

সম্পাদকগণ।

আরও স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়কে বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপের উপায় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হউক এবং শাখা সমিতি তাঁহার মত লইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির করুন।

চতুর্থ প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সহঃ সভাপতি রাঢ়ী সহঃ সভাপতির পত্র পঠিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যখন বার্দ্ধক্য এবং অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সহঃ সভাপতির কার্য্য করিতে অনি তখন অপর একজনকে ঐ পদে নির্ব্বাচিত করা হইবে এবং কুমার উপেন্দ্র দেবকে সমিতির দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখা হউক।

পরে সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা মহাশয়কে নির্ব্বা করা হইল এবং সাধারণ অধিবেশন তাঁহার নামই প্রস্তাব করা হইবে স্থির হই

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।

পঞ্চম প্রস্তাব। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার সাধারণ শ্রীযুক্ত বেহারীলাল বসুর মৃত্যুতে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই দুঃখ প্রকাশ করি এবং স্থির হইল যে বেহারীবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শোকপ্রকাশ কা পত্র লেখা হউক ও তাঁহার পুত্রকে সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। গতবর্ষের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হেমে নাথ সিংহ মহাশয়ের হিসাব-রক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য পঠিত হইল তাঁহার মন্তব্য এই :—

"I have looked into a few items of the totals under sub-heads of admission-fees and subscriptions.

I am of opinion that printed monthly *Khatian*-forms a three-monthly abstract statements should be used a the same monthly signed by the secretary after check.

I am informed by the manager that he does not ke cash. This of course takes away much of his responsibil and minimises all possibility of irresponsible expenditure.

The secretary himself spends all money. This is as should be. The manager who keeps the accounts do neither handle cash nor spend money. This seems a ve safe system of keeping both money and account.

The totals seem to be correct.

The Kayastha Patrika costs Rs. 710-11-. The inco from its sale is Rs. 234-11. But this is only the appare financial condition of the paper, which is however distributed free amongst the members, about 600.

Printed forms would make the accounts look more tidy and decent. With a press at our disposal, it ought not to cost much.

The monthly statements should bear heads and sub-heads and totals and grand totals.

H. Sinha.

13-4-11."

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে হেমেন্দ্রবাবুর মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করা হউক।

সপ্তম প্রস্তাব। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্বন্ধে স্থির হইল যে "বঙ্গবাসী," "অমৃতবাজার পত্রিকা," "বেঙ্গলী" ও "হিন্দু পেট্রিয়টে" দেওয়া হউক, কিন্তু বঙ্গবাসী ভিন্ন অন্য কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা দেওয়া হইবে না। তাহাদিগের বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইবে।

অষ্টম প্রস্তাব। কতিপয় ঘটককে ও অপর ২।১ জনকে বিনামূল্যে পত্রিকা বিতরণের প্রস্তাব। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে এই বৎসর পত্রিকা বিনামূল্যে এবং ডাকখরচ না লইয়া দেওয়া হউক :—

ঘটকগণ :—

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘটক কবিশেখর, সাং পট্টি, গোঁসাইরহাট পোঃ, ফরিদপুর জেলা।

„ কালীপ্রসন্ন ঘটক বিশারদ, ঐ ঐ

„ গদাধর ঘটক কবিভূষণ, ঐ ঐ

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা। (পত্রদ্বারা)।

লেখকগণ :—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, সাং কলস্‌কাটী পোঃ, বরিশাল।

প্রস্তাবক :—সম্পাদক মহাশয়।

শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী জ্যোতিষী, সাং কর্পোরেসন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক :—সভাপতি মহাশয়।

নবম প্রস্তাব। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ অযোধ্যায় ৺চিত্রগু
মন্দিরের সংস্কারার্থে সাহায্য। লাহোরিয়াসরাইর শ্রীযুক্ত ব্রজকিশে
প্রসাদ সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহা পঠিত হইল :—

"LAHIRIA SERAI.

27th March, 1911.

Dear Sir,

The Chitra Gupta Sabha of Ajodhya has issued an appe for help to repair an old temple of Maharaja Chitra Gupta the common ancester all Kayasthas. Your Sabha is an i fluential body representing Kayasthas of Bengal. T Ajodhya Sabha, therefore, expects help from you. They al undertake, if you so desire, to set apart a room for Kayasth from Bengal in the reconstructed building. I would, therefo on behalf of the Sabha, request you to lay the matter befo your committee and let me know your views.

An early reply is solicited.

Yours truly

BRAJA KISHORE PRASAD.

P.S.—I enclose an appeal in Urdu."

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ বাবুকে লেখা হ
যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মন্দির মেরাম
খরচ কত হইবে জিজ্ঞাসা করা হউক এবং তাহার একটী খসড়া নক্সা
অনুরোধ করা হউক।

দশম প্রস্তাব। সভা হইতে জন সংখ্যার জন্য যে অর্থ স
গৃহীত হইয়াছে তাহার ব্যবস্থা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে যে সা
অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে
না এবং যাঁহারা এই ভাণ্ডরে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা হ
তাঁহারা তাঁহাদের দত্ত অর্থ ফেরৎ চাহেন কিম্বা সভার অন্য কোন ভাণ্ডারে
ইচ্ছা করেন।

একাদশ প্রস্তাব। কতিপয় পত্রাদি সম্বন্ধে। সার চন্দ্র
ঘোষ নাইট, অবসর প্রাপ্ত জজ যোগেশচন্দ্র মিত্র, ও কুমার অরুণচন্দ্র

বাহাদুর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যপদ হইতে অবসর গ্রহণ জন্য যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছেন সে সকল পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক যে সভার ও স্বজাতির মঙ্গলেচ্ছু হইয়া অপনাপন পত্র প্রত্যাহার করেন।

অতঃপর খয়সান কায়স্থ হিত সাধনী সভার সম্পাদক, ম্যাকমিলান কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত ই, মার্সডেন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসধৃত ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চ কায়স্থ দাসের কথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সুবলচন্দ্র মিত্র প্রকাশিত সরলবালা অভিধানে কায়স্থ-দিগকে ব্রাহ্মণের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করায় শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকার উহা সংশোধন করায় অনুরোধে যে পত্র লিখিয়াছেন। ঐ দুই পত্রে মর্ম্ম অবগত হইয়া সভ্যগণ স্থির করিলেন যে ঐ দুই গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থকর্ত্তা দিগকে উহা সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করা হউক।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সম্পাদক	সভাপতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, (সভাপতি), সভাপতির আসনে।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, সম্পাদক।

নবম প্রস্তাব। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থ অযোধ্যায় ৺চিত্রগুপ্ত মন্দিরের সংস্কারার্থে সাহায্য। লাহোরিয়াসরাইর শ্রীযুক্ত ব্রজকিশো প্রসাদ সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহা পঠিত হইল :—

"LAHIRIA SERAI.

27th March, 1911.

Dear Sir,

The Chitra Gupta Sabha of Ajodhya has issued an appe for help to repair an old temple of Maharaja Chitra Gupta the common ancester all Kayasthas. Your Sabha is an in fluential body representing Kayasthas of Bengal. Th Ajodhya Sabha, therefore, expects help from you. They als undertake, if you so desire, to set apart a room for Kayastha from Bengal in the reconstructed building. I would, therefor on behalf of the Sabha, request you to lay the matter befor your committee and let me know your views.

An early reply is solicited.

Yours truly

BRAJA KISHORE PRASAD.

P.S.—I enclose an appeal in Urdu."

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ বাবুকে লেখা হউ যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মন্দির মেরামতে খরচ কত হইবে জিজ্ঞাসা করা হউক এবং তাহার একটী খসড়া নক্সা দি অনুরোধ করা হউক।

দশম প্রস্তাব। সভা হইতে জন সংখ্যার জন্য যে অর্থ সং গৃহীত হইয়াছে তাহার ব্যবস্থা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে যে সাম অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পা না এবং যাঁহারা এই ভাণ্ডারে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা হউ তাঁহারা তাঁহাদের দত্ত অর্থ ফেরৎ চাহেন কিম্বা সভার অন্য কোন ভাণ্ডারে দি ইচ্ছা করেন।

একাদশ প্রস্তাব। কতিপয় পত্রাদি সম্বন্ধে। সার চন্দ্রমা ঘোষ নাইট, অবসর প্রাপ্ত জজ যোগেশচন্দ্র মিত্র, ও কুমার অরুণচন্দ্র সি

বাহাদুর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদসৎবাদ হইতে অবসর গ্রহণ জন্য যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছেন সে সকল পত্র পঠিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক যে সভার ও স্বজাতির মঙ্গলেচ্ছু হইয়া অপনাপন পত্র প্রত্যাহার করেন।

অতঃপর খরসান কায়স্থ হিত সাধনী সভার সম্পাদক, ম্যাকমিলান কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত ই, মার্সডেন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসধৃত ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চ কায়স্থ দাসের কথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সুবলচন্দ্র মিত্র প্রকাশিত সরলবালা অভিধানে কায়স্থ-দিগকে ব্রাহ্মণের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করায় শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকার উহা সংশোধন করায় অনুরোধে যে পত্র লিখিয়াছেন। ঐ দুই পত্রে মর্ম্ম অবগত হইয়া সভ্যগণ স্থির করিলেন যে ঐ দুই গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থকর্ত্তা দিগকে উহা সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করা হউক।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক

সাক্ষর
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, (সভাপতি), সভাপতির আসনে।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা (হাল সাং ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী জেলা), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা (হাল সাং ছাতারপাড়া, পোঃ তাহিরপুর, রাজসাহী) এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা (সাং কাঞ্চনতলা পোঃ মুর্শিদাবাদ জেলা) সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইল এবং বৈশাখ মাসের হিসাব প্রদর্শিত হইল। কার্য্য-বিবরণীর ভাষা কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উভয়ই অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সাত জন মহোদয় সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সাং ভোগপুর, সাগরপুর, মেদিনীপুর
(উ) ২। শ্রীমতী কৃষ্ণবল্লভ প্রিয়া চৌধুরাণী, সাং মেলাগোপীনাথপুর পোঃ, বগুড়া জেলা
৩। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সরকার সাং আরা।
৪। „ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, (সাং বসাকুণ্ঠিয়া, জানিপুর পোষ্ট, নদীয়া জেলা
৫। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস, সাং অনাথনাথ দের লেন, বেলগাছিয়া কলিকাতা
(দ) ৬। „ শরৎচন্দ্র দে, হাং সাং উজ্জয়িনী।
৭। „ সুরেন্দ্রনাথ বসু, সাং নীলফামারী পোঃ রংপুর জেলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার নিম্নলিখি দুইজন সভ্যের মৃত্যুতে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত দুইজন সভ্য মহোদয়ের শোকসন্ত পরিবারবর্গকে সভার শোক জ্ঞাপন করা হউক এবং তাঁহাদের পুত্রদের স হইতে অনুরোধ করা হউক :—

১। ৺ বিশেশ্বর ঘোষ কবিবর, সাং বাঘুটিয়া পোঃ, যশোহর জেলা।
২। „ মহেন্দ্রনাথ সিংহ, সাং জব্বলপুর।

তৃতীয় প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয় বড়লাট বাহাদুরের নিকট জন্ম সংখ্যা সম্বন্ধে সভার ১০ই মার্চ্চ তারিখের আবেদনের উত্ত পাঠ করিলেন। উত্তর এই :—

GOVERNMENT OF INDIA

"No. 124.

Government of India,
Department of Education.
(Census.)
Simla, the 6th May, 1911.

OFFICE MEMORANDUM.

To
Babu Sarat Kumar Mitra,
Secretary, Bangadesheeya Kayastha Sabha,
52 Grey Street, Calcutta.

The undersigned is directed to inform Babu S. K. Mitra with reference to the memorial, dated the 1st April 1911 submitted. * with his letter of 9th April, 1911, that the question of caste-precedence will not be discussed in the Report of the Census which has just been taken.

(Sd.) M-Singh,
Asst. Secretary to the Government of India."

উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই উত্তর শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। কতিপয় পত্রাদি সম্বন্ধে।

(১) শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, (ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) মহাশয়ের ৫ই বৈশাখ তারিখের সভ্যের পদ ত্যাগ পত্র পঠিত হইল ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে তাঁহাকে পত্র প্রত্যাহার করিতে সবিশেষ অনুরোধ করা হউক এবং তাঁহাকে জানান হউক যে তিনি সভার জন্মাবধি সভ্য থাকিয়া তথা বহুকাল সম্পাদক থাকিয়া সভ্যের পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সকলেই যারপর নাই আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ, (সাং আমডোল, রাজগা পোঃ) মহাশয়ের গত চৈত্র মাসের প্রচার সম্বন্ধে পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে তাঁহাকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে আসিতে অনুরোধ করা হউক।

(৩) শ্রীমতী সুরবালা দাসীর (সাং বাজেশিবপুর রোড, নন্দলাল দেবের বাটী, শিবপুর পোঃ, হাওড়া) গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (অর্থলোভ শূন্য সৎপাত্র

* Addressed to His Excellency the Viceroy